বহ্নিশিখা

— সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

১৩১০

শ্যামল কহিল—কতই বা থাকবে! তুমি যে এলাহাবাদে, বিস্তর খয়রাত করে বসলে। ইস্তক কাবা সেই অন্ধ বিদ্যালয় খুলবে বলে কাগজ দেখাতে একদম্ নগদ দেড়শো টাকা দিয়ে দিলে। এষ্টেট হাতে পাবা মাত্র যে-রকম বিগলিত-চিত্তে দান-খয়রাতী সুরু করেচো, এর মাত্রা না কমালে কোর্ট অফ্ ওয়ার্ডসের হাতে এষ্টেটটুকু তুলে দিতে হবে একদিন…এ আমি ভবিষ্যৎবাণী করচি। জানো তো বাঙলা দেশের সেই গবু জমিদারের দৃষ্টান্ত…

সলজ্জ-হাসি-মুখে গিরিজা কহিল,—আঃ, থামো তুমি। আমার মন থেকে যে-ব্যাপারে সাড়া ওঠে, সে ব্যাপারে কারো নিষেধ মানতে পারি না…এ তো তুমি জানো। তা ও কথা থাক…তুমি দ্যাখো, বড় পার্শটা খোলো, তা থেকেই এঁদের ষাট টাকা চুকিয়ে দাও।

শ্যামল উঠিয়া ট্রাঙ্ক খুলিল এবং বড় পার্শ তুলিয়া টাকা-পয়সা ঢালিয়া গণিল, গণিয়া কহিল—এর মধ্যে সাইত্রিশ টাকা সাড়ে দশ আনা মাত্র আছে। তা খুচরো কিছু হাতে থাকবে না? আজই তো ছত্তরমলের সঙ্গে দেখা করার কথা আছে…দাদনের টাকা…

চোখের দৃষ্টিতে করুণ মিনতি ঢালিয়া গিরিজা অশ্বিনীর দিকে চাহিল; সে দৃষ্টি অশ্বিনীর লক্ষ্য এড়াইল না।

গিরিজা কহিল—অশ্বিনীবাবু, আপাততঃ আপনাকে যদি দশটি মাত্র টাকা এ্যাডভান্স দি? বাকী টাকা কাল চেক ভাঙ্গিয়ে…তাতে আপনার কোনো ক্ষতি হবে কি?…মানে, এ আইনটুকু এবং আপনাদের এ-সব আইন-কানুন এমন strict জানলে হয়তো আজ আপনাদের বিরক্ত করতুম না! আর কোথাও গিয়ে……

অশ্বিনী কহিল—না, না, তার জন্য চিন্তা করবেন না। আপনি গন্ধর্ব্ব বাবুর ভাগ্‌নে···তা এখন ঐ দশ টাকাই দিন। বাকীটা···তবে আমায় চেকও দিতে পারতেন, আমরা ভাঙ্গিয়ে নিতুম···

গিরিজা কহিল—তা হতে পারে? তাহলে আপনাকে ষাট টাকার চেকই দি···এ খুচরো যা আছে, সামান্যই···

শ্যামল কহিল—বুঝচেন তো···ওঁর যে-রকম কোমল চিত্ত, হয়তো পথে বেরিয়ে যদি কারো চাঁদার খাতা সামনে খোলা দেখেন···

গিরিজা শাসনের ভঙ্গীতে কহিল—আবার···আঃ! তোমার জ্বালায় মানুষের সঙ্গে কথা কওয়া সময়ে সময়ে দায় হয়ে ওঠে, শ্যামল···

শ্যামল কহিল—ওটা আমার কেমন চরিত্রগত চাপল্য! আচ্ছা, এবার থেকে আমি কঠোর বাক-সংযম অবলম্বন করবো—তুমি সমাশ্বস্ত হও, বন্ধু···

গিরিজা উঠিল, উঠিয়া ট্রাঙ্কের মধ্য হইতে একখানা চেকের বই ও ফাউণ্টেন-পেন বাহির করিল, করিয়া কহিল—ম্যানেজার, ভারত-আশ্রম—এই নামে চেক দি?

অশ্বিনী কহিল—হ্যাঁ!

গিরিজা ষাট টাকার চেক লিখিয়া কোণে ক্রশ করিয়া দিল; তারপর চেকখানি অশ্বিনীর হাতে দিয়া কহিল—কালই ব্যাঙ্কে পাঠাবেন তাহলে ··নগদটা আমার বাঁচলো।

অশ্বিনী চেক লইয়া রসিদ সহি করিয়া গিরিজার হাতে দিল। গিরিজা রসিদ লইয়া কহিল—একখানা প্রাইভেট মোটর আপনারা

ভাড়ার বন্দোবস্তে ঠিক করে দিতে পারেন ? এক মাসের জন্য ; মানে, সকাল আটটায় হাজরে দেবে—বেলা বারোটা অবধি থাকবে ; তারপর বেলা তিনটে থেকে রাত দশটা অবধি। অর্থাৎ whole timeই ধরুন…হয়তো পুরো এক মাসও দরকার হবে না…এর মধ্যে একখানা নিজের মোটরও কিনে ফেলতে পারি। মুস্কিল হয়েচে কি, জানেন ? আমার কোনো-কোনো বন্ধু বলচেন, গাড়ী একেবারে বিলেত থেকে অর্ডার দিয়ে আনাও…একেবারে latest মডেল ! কিন্তু তাতে দেরী অনেক হবে ! অত দেরী করা…হুঁঃ ! তার চেয়ে এখান থেকেই— এই তো আমীর-ওমরারা কিনচে…

অশ্বিনী কহিল,—ভাড়ায় আনাতে পারি প্রাইভেট কার…আমাদের এক ডিরেক্টর আছেন…তাঁর ট্যাক্সির মস্ত কারবার ; প্রাইভেট কারও অনেকগুলি…তিনি ন্যায্য ভাড়ায় প্রাইভেট কারও ভাড়া দেন। এই যে মাঝে ক'মাস লাকসাবাদের নবাব এসেছিলেন কলকাতায়, তাঁকে খুব চমৎকার একখানা সিড্‌লি কার ভাড়া দিয়েছিলেন…

গিরিজা কহিল—আমার সিড্‌লি কার চাই না…এমনি, সাধারণ একখানা। তবে হ্যাঁ, নেহাৎ ঝড়-ঝড়ে গাড়ী না হয়…

অশ্বিনী কহিল—না। অষ্টিন কিম্বা এসেক্স…কি উল্‌স্‌লি…আজই সন্ধ্যার পর আপনাকে জানাবো…

অশ্বিনী চলিয়া গেলে শ্যামল কহিল—ও সাঁইত্রিশ টাকা আর বাক্সে রেখে কি হবে ?

গিরিজা কহিল—কুড়িটা টাকা বাক্সে রাখো…বাকী বার করো… …দু' টাকা এখনি এই পাঁচু বেয়ারাকে বখশিস দাও…

শ্যামল গিরিজার পানে চাহিল। গিরিজা কহিল—যা বলচি, শোনো···প্রতিবাদ করো না···

শ্যামল কহিল—অল্ রাইট।···

তারপর ট্রাঙ্ক হইতে কাপড়-চোপড় বাহির করিয়া ট্রাঙ্ক বন্ধ করিয়া গিরিজা কহিল—আজই বেরুচ্ছ তো ছত্তরমলের কাছে?

শ্যামল কহিল—নিশ্চয়। ও কোথায় ঘর নিলে, সেটা দেখা দরকার···তার সাজসজ্জা ঠিক হলো কি না···

গিরিজা কহিল—তবে বিলম্ব নয়।···কিন্তু তোমার খদ্দেরদের এখানে এনো না···প্রেষ্টিজ রক্ষা করে চলা চাই—এই কথাটি ভুলো না মোদ্দা···

শ্যামল কহিল—না হে, না। তবে ঐ চেকখানা যে দিলে···

গিরিজা কহিল—এখানে instructions ঠিক এসে গেছে···দু'দিন আগে টেলিগ্রাম করতে বলেছিলুম···

শ্যামল কহিল—যে-লোককে বলেছিলে, তার খবর তো জানো না! তার পৌনেরো মাসে বছর···

গিরিজা কহিল—তুমি এক কাজ করো···তুমি যাও ছত্তরমলের কাছে, আমি অন্য কাজে বেরুই···

শ্যামল কহিল—একা তোমায় ছেড়ে দিতে ভরসা হয় না··· তোমার যে স্বভাব···

গিরিজা কহিল—ঠেকে মানুষের শিক্ষা হয়···যে-ঠেকায় আমি ঠেকেচি—তুমি কি বলতে চাও···?

শ্যামল কহিল—আমি বলতে চাই, তাতেও তোমার শিক্ষা সম্পূর্ণ

হয় নি। আমরা কোনোমতে একটা কিছু গড়ে তুলি আর তুমি তোমার অতি-তৎপরতায় তাকে তখনি নানা আঘাতে এমন ভঙ্গুর করে ফ্যালো যে সামলাবার কোনো উপায় থাকে না। শুধু তাই? তার ফলে আস্তানা তুলে···

গিরিজা কহিল,—চুপ···ঐ পাঁচুলাল আসচে। কি হে পাঁচু?

পাঁচু কহিল,—ম্যানেজার বাবু জিজ্ঞাসা করলেন, রাত্রে আপনারা ইংরিজি ডিনার খাবেন, না···

গিরিজা কহিল,—লুচি-মাংস। ইংরিজি ডিনার আজ থাক।

পাঁচু কহিল,—আজ্ঞে। তাই আমি বলিগে। এই ঘরেই আপনাদের খাবার দিয়ে যাবে। কটায় খাবেন রাতে? আর বিকেলে জল-খাবার···?

গিরিজা কহিল—আমরা একটু বাদে বেরিয়ে যাচ্ছি। আজ জল-খাবার চাই না বিকেলে। আমরা রাত সাড়ে নটায় খাবো। তোমাদের কি নিয়ম, জানি না তো।

পাঁচু কহিল—রাত দশটার মধ্যে খেলে গরম খাবার মেলে। নাহলে ঘরে খাবার রেখে যাওয়া হয়।

—বটে!

পাঁচু চলিয়া যাইতেছিল; গিরিজা ডাকিল—ওহে পাঁচু···

পাঁচু ফিরিল। গিরিজা কহিল—তোমার বখশিস নাও। বলিয়া তার হাতে দুটি টাকা দিল। পাঁচু মহা-খুশী হইয়া এক-মুখ হাসি লইয়া গিরিজাকে প্রণাম করিল।

গিরিজা কহিল—তাহলে চলো শ্যামল···

শ্যামল কহিল—নগদ অন্ততঃ শ'খানেক শ'দুই টাকার আজই দরকার। নাহলে কাজ চলবে না।

গিরিজা কহিল—ছত্তরমলের কাছ থেকে পাবো না? সেই তো আনিয়েচে। কোনো রকম চক্ষু-লজ্জা না রেখে প্রথম কথা তার সঙ্গে, টাকা চাই এবং এই দণ্ডে।

শ্যামল কহিল—তাহলে একটু বিশ্রাম করে নাও, বিশ্রামান্তে তার উদ্দেশে যাওয়া যাবে।

গিরিজা কহিল—তাই হোক্। আর বীরেনের সঙ্গেও অমনি দেখা করবার কথা ভুলো না। সে ভারী নাম করে ফেলেচে, শুনচি, বাঙলা বই লিখে। তাদের মস্ত দল এবং এ-দলটি কলকাতায় কাল্চারের নব-বাণী শোনাতে সমুদ্যত।

শ্যামল কহিল—তাহলে তাকে পাকড়ানো চাই নিশ্চয় এবং শুভস্য শীঘ্রং।

দুজনেই পরক্ষণে বাহির যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল।

ভৃত্যকে ডাকিয়া শ্যামল বলিয়া দিল,—বেরুচ্ছি। কেউ যদি দেখা করতে আসে, তাকে বলো, সন্ধ্যার পর ফিরবো—তার আগে দেখা হবার সম্ভাবনা নেই!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পথ-মাঝে

চোরবাগানের মোড়ে আসিয়া শ্যামল কহিল—মার্ব্বেল প্যালেসের সামনের ঐ পথ ধরে শর্ট কাট করি, এসো। বড়বাজারের যে গলি··· তাছাড়া গাড়ী-ভাড়ার রেস্তই বা কোথায়?

গিরিজা কহিল—তাই চলো।

একটা গলির মধ্যে ঢুকিতে পিছন হইতে কে ডাকিল—শ্যামচাঁদ যে! কোথায় চলেছো হে?

শ্যামল দাঁড়াইয়া ফিরিয়া চাহিল, কহিল—আরে যামিনী! তারপর?

যে-লোকটি শ্যামলকে ডাকিয়াছিল, তার নাম যামিনী। যামিনীর বয়স তরুণ। যামিনী কহিল—আমাদের মিটিং আছে।

শ্যামল কহিল—কিসের মিটিং?

যামিনী কহিল—দিল-মহলের।

শ্যামল সবিস্ময়ে কহিল,—দিল-মহল! একজিবিশন, না, কি···সেই সেকালের মোহন মেঁলার মত?

যামিনী হাসিল, কহিল,—না, না। একজিবিশন কি! দিল-মহল হচ্ছে তরুণ নর-নারীর অবাধ মনের মিলন-ক্ষেত্র। এখানে সাহিত্য, সঙ্গীত, নাট্যকলা, এমন কি সামাজিক আচার-প্রথার অবধি রীতিমত আলোচনা চলে।

শ্যামল অর্দ্ধস্ফুট ভাষায় উচ্চারণ করিল, ন-র-না-রী, ত-রু-ণ…তার মানে? তার স্বরে একরাশ বিস্ময় একেবারে উথলিয়া উঠিল।

হাসিয়া যামিনী কহিল,—এত সহজ ভাষা, এর অর্থ দুরূহ ঠেকচে কিসে? অর্থাৎ আমাদের দেশে সাধারণতঃ যে-সব সভা-সমিতি আছে, তার সভ্য শুধু পুরুষই। এই সব সভা-সমিতির শুধু মস্তিষ্কই আছে কিন্তু হৃদয় নেই। নারী হচ্ছেন হৃদয়…সভা-সমিতিতে নারীর যোগ নেই বলে তাতে অন্তরের অভাব ঘটে আসচে চিরকাল…তাই কোনো সভা-সমিতি দীর্ঘায়ু হতে পারচে না; সেজন্য আমাদের এ সভায় পুরুষ আর নারী সভ্য,—নারী আর পুরুষ একত্র হয়ে দেশের সর্ব্ববিধ অভাব-অভিযোগ দূর করে যাতে অজস্র কল্যাণ রচে তুলতে পারি, এই আমাদের লক্ষ্য…

তার কথায় বাধা দিয়া শ্যামল কহিল,—এ যে রবিবাবুর সেই চির-কুমার সভা…তা এ মন্দ কল্পনা নয় তো।

যামিনী কহিল—ভুল হচ্ছে তোমার। দিল-মহলের সঙ্গে কৌমার্য্যের কোনো সম্পর্ক নেই। বিবাহিত এবং অবিবাহিত দু-শ্রেণীর নর-নারীই দিল-মহলের সভ্য হতে পারেন।

স্মিতহাস্যে শ্যামল কহিল—বটে! তা হলে আমি সভ্য হতে পারি?

যামিনী কহিল,—নিশ্চয়। তরুণ মাত্রেরই আমাদের সভ্য হবার যোগ্যতা আছে। চল্লিশ বছর বয়স হলে সভ্যকে সভা থেকে বিদায় নিতে হয়; তবে বিশেষ ব্যবস্থাও আছে অবস্থা-ভেদে।

শ্যামল কহিল,—তাহলে আমি বহু দীর্ঘকাল ধরে সভ্যপদ অলঙ্কৃত করে থাকতে পারি…বাঃ, চমৎকার আইডিয়া! আমায় সভ্য করবে?

যামিনী কহিল—যে সভ্য হবে, তার কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির অন্ততঃ একজন সভ্যের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় থাকা চাই। তিনি নূতন সভ্যের নাম প্রস্তাব করবেন, তারপর অন্ততঃ দশজন সভ্য বা সভ্যা তাঁর নাম সমর্থন করবেন—ব্যস্…

শ্যামল কহিল,—চাঁদা?

যামিনী কহিল,—প্রবেশিকা পঁচিশ টাকা; তারপর মাসে দু'টাকা করে…

শ্যামল গিরিজার পানে চাহিল, কহিল,—কি বলো বন্ধু? তুমি তো কাল্চারের একজন সাধক, দিল-মহলের সভ্য হবে?

প্রশ্নটা করিয়া শ্যামল যামিনীর পানে চাহিল, কহিল,—ইনি আমার বন্ধু গিরিজাভূষণ রায়। বেলপাড়ার জমিদার…সম্ভ গদি পেয়েচেন। কলকাতায় আজ এসে পৌছেচেন। এখানে ব্যবসা-বাণিজ্য করবেন, এমনি অভিপ্রায়। সেই সূত্রে বাড়ী-গাড়ী প্রভৃতি কিনে বসবাস সুরু করবেন।

যামিনী সোৎসাহে কহিল,—বেশ তো! আমি কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্য। আমি দু'জনের নাম আজই প্রস্তাব করবো'খন। তাহলে তোমরা এখনি আসচো তো আমাদের সভায়?

শ্যামল কহিল,—আপাততঃ একটু কাছে যাচ্ছি। তোমাদের দিল মহলের ঠিকানা বলে যাও। আমাদের কাজ সেরে আমরা এসে দিল-মহলে যোগ দেবো। তবে চাঁদা আজ এখনি দিতে পারবো না।

যামিনী কহিল,—এখনি দিতে হবে না। তোমাদের নাম আগে প্রস্তাব হোক্, তারপর তিনদিনের মধ্যে সব সভ্যের কাছে চিঠি

যাবে এবং এক হপ্তার মধ্যে তাঁরা তাঁদের মতামত জানাবেন। দশজনের সম্মতি পাওয়া গেলে তোমরা সভ্য হবে। সভ্য নির্ব্বাচিত হলে চিঠি পাবে; তখন সাতদিনের মধ্যে তোমাদের প্রবেশিকা আর এক মাসের চাঁদা পাঠাতে হবে।

শ্যামল কহিল,—ওঃ, তত দিনে আমরা টাকা-পয়সার সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হবো। কি বলো হে গিরিজা?

গিরিজা কহিল,—ততদিনে আমার account এখানকার ব্যাঙ্কে ট্রান্সফার হয়ে আসবে নিশ্চয়।

যামিনী কহিল,—তাহলে আমাদের ঠিকানা চাই? ৪ নম্বর চিন্তামণি লেন। ঐ মার্ব্বেল প্যালেশের সামনে দিয়ে যে রাস্তা উত্তর দিকে গেছে, সেই রাস্তায় পাঁচ-সাতখানা বাড়ীর পরেই পাবে চিন্তামণি লেন। এসো নিশ্চয়, ভুলো না। আমাদের গানের জলসা আছে, বেলা পাঁচটা থেকে রাত আটটা অবধি। তারপর সামান্ত জলযোগ। আমি তোমাদের নিমন্ত্রণ করচি। সুতরাং তোমাদের সেখানে প্রবেশে কোনো বাধা বা সঙ্কোচ থাকতে পারে না।

এমনি কথা কহিতে কহিতে তিনজনে অগ্রসর হইয়া চলিল। মার্ব্বল প্যালেসের সামনে যামিনী বিদায় লইল। শ্যামল ও গিরিজা সোজা পশ্চিম-মুখে চলিল, ছত্তুরমলের কুঠির উদ্দেশে।

শ্যামল গিরিজাকে বলিল,—এই যামিনী খাশা আছে। ভাগ্য-দেবীর বর-পুত্র। ছেলেবেলায় হিন্দু স্কুলে আমরা একসঙ্গে পড়তুম। ওর মা-বাপ নেই, মাতামহ ছিলেন; আর ঐ যামিনী তাঁর একমাত্র বংশধর। মাতামহ ছিলেন হাড়-কঞ্জুষ। প্রায় লক্ষ টাকার সম্পত্তি

রেখে গেছেন এবং যামিনী এখন তার মালিক। ওও কম কঞ্জুষ নয়! কঞ্জুষ দাদা-মশায়ের হাতে শিক্ষা তো! কাজেই বেশ চেপে চলতে জানে। যামিনী একজন সাহিত্যিক; দু-একখানা বইও ছাপিয়ে বার করেচে। তোমাকে সাহিত্য-রসিক বলে চালিয়ে দেবো গিরিজা, বুঝলে! দিল-মহলে ঢুকতে যাচ্ছি যখন, তখন একটু প্রতিভার শীল মেরে ঢুকি,—খাতির পাবো। নেহাৎ সাধারণ শ্রেণীর সভ্য না ভাবে কেউ দুজনকে।

গিরিজা কহিল,—কিন্তু এদের বাহাদুরী আছে। এতগুলি তরুণ নর-নারী সভ্য জোটানো, এ যে মহাকঠিন ব্যাপার!

শ্যামল কহিল,—একে তরুণ, তায় নারী, অসাধ্যসাধন করচে বটে! বাঙলা দেশে কন্‌টিনেন্টের হাওয়া বইয়ে দেছে একেবারে!

গিরিজা কহিল,—এদিকে কৌতূহল এমন প্রচুর হয়েচে যে, ভাবচি, ছত্তরমলের সঙ্গে দেখা না হয় পরেই···

বাধা দিয়া শ্যামল কহিল,—না। তা হয়না। আগে রেস্ত সংগ্রহ করা চাই! কন্‌টিনেন্টাল সাহিত্য মোদ্দা এরাই চর্চ্চা করেচে সার্থক, বটে!

গিরিজা কহিল,—একখানা রিক্‌শ নাও, ভাই। দুজনে চড়ে বসি। নাহলে ইজ্জৎ-রক্ষা হয়তো সম্ভব হবে না।

শ্যামল কহিল,—নিজেদের মধ্যে ষ্টাইল নয় একটু কমই করলে!

হাসিয়া গিরিজা কহিল,—অভ্যাসের দোষ দাঁড়িয়ে যায় যদি···?

—চলো তবে রিক্‌শতেই! বলিয়া শ্যামল চল্‌তি একখানা খালি রিক্‌শ ডাকিল এবং দুজনে সেই রিক্‌শয় চড়িয়া বসিয়া চালককে আদেশ দিল,—বাঁশতলা গলি চলো।

বহ্নিশিখা

ঠুং ঠুং শব্দে রিক্‌শওয়ালা গাড়ী চালাইল।

পথিকের কোলাহলে চারিদিক পরিপূর্ণ। চারিদিকে কাজের তাড়া, কাজের সাড়া। শ্যামল কহিল,—যত প্রাণী দেখচো, কেউ বিনা-উদ্দেশ্যে পথ চলছে না। কলকাতা সহর,, না, কর্ম্মশালা!

চিৎপুর রোড পার হইয়া বাঁশতলা গলি। ভিড় ঠেলিয়া রিকশ পথ করিয়া চলিয়াছে! ছোট একটা বাড়ীর সামনে আসিলে শ্যামল নম্বর দেখিল। এই তো ১২ নম্বর! বাড়ীর সামনের রোয়াকে ঝাল চট্‌পটীওয়ালা এক মস্ত দোকান ফাঁদিয়া বসিয়াছে। শ্যামল কহিল,—সবুর!

গাড়ী থামিল। ছোট রোয়াকের পিছনে একতলার ঘরে এক দর্জীর দোকান। দর্জী সেলাইয়ের কলে ছিটের ফতুয়া সেলাই করিতেছে, ময়লা দুর্গন্ধ কাপড়-পরা মাড়োয়ারির দল বাড়ীতে ঢুকিতেছে, বাড়ী হইতে বাহির হইতেছে। একটা পাণওয়ালীর দোকান; এক পাশে ঝুলানো আয়নার সামনে বসিয়া খেজুরছড়ি-ছাপা কাপড় পরিয়া পাণওয়ালী ক্ষিপ্র হস্তে পাণ সাজিতেছে ও ততোধিক ক্ষিপ্র তার চোখের দৃষ্টিতে ঠোঁটের হাসি মিশাইয়া দোকানের সামনে সমাসীন ছোকরা-মাড়োয়ারী-খরিদদারদের উপর তীরের মত নিক্ষেপ করিয়া তাদের বিঁধিয়া দিতেছে। খরিদদারেরা তাহাতে মহা তৃপ্তি পাইয়া দোনার পর দোনা কিনিয়া নিজেদের কৃতার্থ করিয়া তুলিতেছে।

এই বাড়ীটার সাম্‌নে রিকশ থামাইয়া শ্যামল গিরিজাকে কহিল,—নামো হে।

দুজনে নামিল ; এবং গাড়ীর ভাড়া চুকাইয়া বাড়ীর মধ্যে ঢুকিল।

ভিতরে গাঢ় অন্ধকার। ঢুকিবামাত্র কিছুক্ষণ চোখে কিছু দেখা গেল না। একটু দাঁড়াইয়া অন্ধকারটুকুকে চোখে সহাইয়া লইয়া শ্যামল ও গিরিজা দেখিল, সামনে উঠান। উঠানের উপর রাশি রাশি বস্তা এবং মাড়োয়ারির দল বস্তার সামনে বিপুল কলরব তুলিয়াছে।

শ্যামল কহিল,—তেতলায় যেতে হবে।

মাড়োয়ারির ভিড় ঠেলিয়া দুর্গন্ধ নোংরা সিঁড়ি বহিয়া দুজনে তেতলায় উঠিল। উঠিয়াই সরু বারান্দা। বারান্দার বাঁ কোণে ছোট একটা ঘর। ঘরের বাহিরে দু-চার জোড়া তালি-দেওয়া ভারী জুতা পড়িয়া আছে। তালির ভারে জুতা জগদ্দল পাথরকেও বুঝি হার মানাইয়াছে! ঘরের একদিকে করোগেট শীটে পার্টিশন-করা দেওয়াল, মেঝেয় বিছানা পাতা। ময়লা চাদরের গায়ে অসংখ্য কালো নিবিড় ময়লা দাগ।

সেই বিছানায় বসিয়া ছত্তরমল আর-দুজন মাড়োয়ারির সহিত নিবিষ্ট মনে কথাবার্ত্তা কহিতেছিল। তাদের সামনে কাগজের উপর পাঁচ-সাত রকম চাউলের নমুনা সংরক্ষিত।

শ্যামলকে দেখিয়া ছত্তরমল কহিল,—আসেন শ্যামলবাবু, রাম-রাম।

হাসি-মুখে শ্যামল কহিল,—রাম-রাম! এই আপনার জমিদারবাবু।

ছত্তরমল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে গিরিজার পানে চাহিয়া তাকে লক্ষ্য করিয়া কহিল,—আসেন, বোসেন।

দুজনে সেই শয্যায় আসন গ্রহণ করিল। শ্যামল কহিল,—দেরী হবে?

শ্যামল কহিল,—না। তারপর মাড়োয়ারি দুজনকে ক্ষিপ্র কয়েকটা কথায় বিদায় দিয়া ছত্তরমল কহিল,—খপর ভালো? এখানে কোথায় বাসা লিয়েচেন?

শ্যামল কহিল,—চিত্তরঞ্জন এভেনিউয়ে ভারত আশ্রমে। সেই মস্ত হোটেল হয়েচে···

ছত্তরমল কহিল,—ওই দোয়ারকাদাসের মোকামে? তা, বেশ।

শ্যামল কহিল,—তোমার জমিদারকে তো এনেচি। এখন টাকা কিছু দরকার···না হলে মান থাকে না।

ছত্তরমল কহিল,—টাকা আজ চাই?

শ্যামল কহিল,—চাই না? প্রথম, হোটেলের ভাড়া। এদের আগাম দিতে হবে। তারা চেয়েছে। আমরা কাল দেবো বলে কথা দিছি।

ছত্তরমল কহিল,—আজ পঁচাশঠো রূপেয়া দিতে পারি। তারপর কাম-কাজ থোড়া চলুক। রূপেয়ার জন্য ঘাবড়াতে হোবে না।

শ্যামল কহিল,—বেশ, পঞ্চাশ টাকাই তাহলে দাও···আমাদের আবার একটু কাজের তাড়া আছে।

ছত্তরমল উঠিয়া সিন্দুক খুলিল ও পাঁচখানা দশ-টাকার নোট বাহির করিয়া শ্যামলের হাতে দিল। নোটগুলা গিরিজার হাতে দিয়া শ্যামল কহিল,—তাহলে এখন উঠি, ছত্তরমলবাবু···কাল সকালে আসবেন, ভারত আশ্রমে?

ছত্তরমল কহিল,—নিশ্চয়। নম্বর? ও, দরকার নেই। দোয়ারকা-দাসের মোকাম···বহুৎ মালুম থাকবে। কোন্ তলায়?

শ্যামল কহিল,—আপিসে গিয়ে জিজ্ঞাসা করো, বেলপাড়ার জমিদারবাবু এসেচেন, কোন্ কামরায় থাকেন? তাদের লোক পৌঁছে দেবে। তাহলে ভুলো না···কালই সকালে। তুমি এলে কাজের পরামর্শ চলবে। জমিদারবাবুকে পছন্দ হয়েচে তো?

কথাটা বলিয়া শ্যামল হাসিল। ছত্তরমল কহিল,—হাঁ, ঠিক আছে, রৈয়শ-আদমি!

শ্যামল কহিল,—শুধু চেহারায় নয়, সব দিকে জানাশোনা আছে। তোমাদের পাটের বাজারেও কিছুদিন ঘুরে ছিল। তাছাড়া হীরা-জহরত বোঝে, কয়লার খনির খপরও রাখে। আর বুদ্ধি দেখবে, ভারী সাফ্। হঠাৎ একটা কিছু ঘটলে ভাবতে হবে না। এমন খাশা মানিয়ে নিতে জানে···আমার দোস্ত তো! জাত্ জমিদার।

ছত্তরমল কহিল,—বেশ, ভালো হলো। আমাদের যেমন লাভ, ওঁরও তেমনি। তাহলে আজ সেলাম, বাবুজী। কাল সকালে দেখা হোবে।

গিরিজা কহিল,—সেলাম।

শ্যামল কহিল,—চলো এবার দিল-মহলে। সেখানে এক মস্ত সুযোগ মিলবে···বিস্তর বন্ধু-বান্ধবী লাভ হবে। এটা আমাদের জীবনে নব-পথ-যাত্রার পক্ষে ভারী শুভ সংযোগ হে গিরিজা···

গিরিজা হাসিল, হাসিয়া কহিল,—চলো। পথে একখানা রিক্শ···

শ্যামল কহিল,—রিক্শ নয়, এবার চিৎপুর রোড থেকে একটা ট্যাক্সি ধরবো। আট আনার বেশী খরচ হবে না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

দিল-মহল

ফটকওয়ালা মস্ত বাড়ী। বাড়ী এক মাড়োয়ারির। বাড়ী দেখিয়া শ্যামল ও গিরিজা থমকিয়া দাঁড়াইল। এ বাড়ী···? এই প্রাসাদের মত বাড়ীতে তরুণদের সভা? অথচ এই তো ৪ নম্বর বাড়ী, লেনের নামও চিন্তামণি লেন। এ যে অনেক পয়সার ব্যাপার! গিরিজা ও শ্যামল বাড়ী দেখিয়া বিস্ময়ে বিহ্বল!

ফটকে একটা দরোয়ান বসিয়াছিল। শ্যামল তাকে জিজ্ঞাসা করিল,—বাঙালীবাবুদের কেলাব্ কিধর জী?

দ্বারবান কহিল,—এহি কুঠিপর। বলিয়া সে ডানদিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিল। ডানদিকে কাঁকর-ফেলা পথ সোজা চলিয়া গিয়াছে। গিরিজা কহিল,—চলো ঐদিকে।

শ্যামল কহিল,—মাড়োয়ারের উপত্যকায় তরুণ সভা! আর কি আস্তানা মিল্‌লো না?

গিরিজা কহিল,—ব্যাপারখানা সব দিক দিয়েই মজার বটে!

খানিকদূর অগ্রসর হইতে এক বাঙালী ভৃত্যের দর্শন মিলিল।

তাকে প্রশ্ন করিতে সে একটা কামরার মধ্য দিয়া পাথরের সিঁড়ির প্রান্তে তাদের পৌঁছাইয়া দিল, কহিল—দোতলায় চলে যান।

শ্যামল কহিল,—এ তো মাড়োয়ারির বাড়ী। নয় কি?

ভৃত্য কহিল,—জানাশোনা আছে। তাছাড়া মালিক এখানে থাকেন না। দোতলায় বাবুদের সভা বসে; ভাড়া দিতে হয় না; অথচ বাড়ীটা ভালো থাকে।

গিরিজা কহিল;—বেশ আছে। ভাগ্যদেবীর অনুগৃহীত-দল!

শ্যামল কহিল.—যা বলেচো!

সিঁড়ি বহিয়া দোতলায় উঠিতে একটা লম্বা বারান্দা; মার্ব্বেল পাথরে মণ্ডিত। একপাশে বড় বড় ঘর। ইলেক্‌ট্রিক বাতির মস্ত ঝাড়। একটা ঘরে কলরব শুনা গেল। অগ্রসর হইয়া গিয়া শ্যামল দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইল, গিরিজার পানে ফিরিয়া কহিল,—তুমি যে থ হয়ে গেলে হে! তবেই হয়েচে! তোমায় রীতিমত স্মার্ট হতে হবে, নাহলে সব মাটী!

গিরিজা মৃদু স্বরে কহিল,—আচ্ছা, আচ্ছা, এবার থেকে তোমার উপদেশ আমার খুব মনে থাকবে।

ওদিকে ঘরের মধ্য হইতে অভ্যর্থনার রব শুনা গেল,—এই যে এসো হে শ্যামচাঁদ···তোমার সে ফ্রেণ্ডটি কোথায়? কথার সঙ্গে সঙ্গে যামিনী আসিয়া শ্যামলের হাত ধরিল ও দুজনকে সাদরে ঘরের মধ্যে ডাকিয়া আনিল।

ঘরের মধ্যে দশ-পনেরো জন তরুণ ও তরুণী নারী। তরুণীর সাহচর্য্যে সভার শ্রী কেমন হয়, গিরিজা তা দৃষ্টিমাত্র অনুভব করিল। সকলের মুখে যেমন আনন্দের দীপ্তি, উৎসাহও তেমনি জ্বলন্ত! দিল-মহল তো দিল-মহল! দিল একেবারে এ মহলে মাতিয়া মশ্‌গুল হয়, তার প্রসার সীমা ছাপাইয়া চলে।

যামিনী পরিচয় করাইয়া দিল,—ইনি আমার বাল্যবন্ধু শ্যামল সেন···কাব্যচর্চ্চা করেন, আর সব বিষয়ে খুব উদার মত। সেই ছেলেবেলা থেকেই সাহস অসাধারণ। ভালো স্পোর্টস্‌ম্যান ছিলেন এককালে, বেজায় বে-পরোয়া, ভারী কর্ম্মিষ্ঠ। আর উনি জমিদার, কোথাকার হে ?

শ্যামল কহিল,—বেলপাড়ার। এককালে কুমার ছিলেন ওঁর পূর্ব্ব-পুরুষরা। উনিও কুমার বাহাদুর। তবে উনি পছন্দ করেন না ঐ লেজুড়টুকু নামের সঙ্গে। বলেন, কবে পূর্ব্বপুরুষ কি ঘী খেয়েছিলেন. আর এখনো তার গন্ধে মশ্‌গুল থাকবো, এ কি বিশ্রী। এঁর নাম গিরিজাভূষণ রায়। বেশ লিটারারী টেষ্ট্‌ আছে। সভা-সমিতি-অন্ত প্রাণ।

যামিনী কহিল,—এঁরা দুজনে আমাদের সভার সভ্য হবেন। আসচে হপ্তায় এঁদের দুজনের নামই আমি প্রস্তাব করবো। ইতিমধ্যে আমি নিমন্ত্রণ করেচি, আমাদের কার্য্যকলাপ দেখুন—জোর করে সভ্য করতে চাই না আমরা। নিজেরা দেখে-শুনে চক্ষু-কর্ণের সাহায্যে আমাদের কাজের পরিচয় নিন্। কি বলো ?

দু'তিনজন সভ্য সমস্বরে কহিল,—খুব ভালো কথা।

যামিনী কহিল,—তাহলে মায়া দেবী, নূতন সভ্যদুজনের অভ্যর্থনা আপনি সুরু করুন আপনার কণ্ঠের সুরের ধারায়······

গিরিজা দেখিল, যামিনী যাঁকে উদ্দেশ করিয়া এ কথা বলিল. তিনি এক সুবেশা তরুণী। যামিনীর কথায় তাঁর মুখ ব্রীড়াভরে ঈষৎ রক্তিম হইয়া উঠিল।

তারপর পরিচয়-কল্পে যামিনী একজনকে দেখাইয়া কহিল,—ইনি

হলেন আমাদের বর্ত্তমান সেক্রেটারি শ্রীযুক্ত প্রভাতনাথ বড়াল। এঁরা কলকাতার leading aristocrats.

প্রভাত বড়াল সস্মিত মুখে হাত বাড়াইয়া দিল, গিরিজা পরম উৎসাহে তার হাত ধরিয়া বিলাতী কায়দায় নাড়িয়া দিল; শ্যামলের সঙ্গে কর মর্দ্দন হইলে প্রভাত চেয়ার দেখাইয়া কহিল,—বস্থন আপনারা।

গিরিজা ও শ্যামল বসিল। যামিনী কহিল,—মায়া দেবী, এবার অতিথির অভ্যর্থনা হোক।

ব্রীড়া-কম্পিত চোখের দৃষ্টি বিদ্যুতের বাঁকা আলোর রেখার মত ছুটিয়া গেল।

গিরিজাকে সে-বিদ্যুৎ-শিখা চকিত পরশ দিল। তারপর প্রকাণ্ড অর্গানের সামনে বসিয়া মায়া দেবী গান ধরিলেন,—

এসো হে অতিথি আজি এসো এ ভবনে!
তুমি চির-পরিচিত স্বজন যে এ-মনে!

গানের কথা অত্যন্ত এলোমেলা ধরণের। তা হোক্, মায়া দেবীর কণ্ঠ ভালো। ভাষা ও ভাবের জঞ্জাল ঠেলিয়া পাখীর মুক্ত অবাধ স্বর-লহরীর মত তাঁর কণ্ঠের স্বরে ঘর যেন দুলিয়া উঠিল! গিরিজার বুকের মধ্য হইতে অনেকখানি ভারী বোঝা, অনেকখানি অনিশ্চিতের দুশ্চিন্তা যেন চকিতে কোথায় সরিয়া গেল! একান্ত আগ্রহে সে গান শুনিতে লাগিল।

মায়া দেবী গাহিতেছিলেন,—

তোমারি কথা, তোমারি হাসি
কত না স্বপনে এসেচে ভাসি,

কত-জানা তুমি হে চির-বন্ধু,
পাশে হেরি শুভ-লগনে !

গিরিজার মনে হইল, সত্য, সেও যেন এই দিল-মহলের দিল্-খুশ্ করা ছবি দেখিয়াছে ! নিশীথের কোন্ স্বপনে ঐ ছবি, ঐ রূপ, ঐ হাসি যেন তার প্রাণের অতি-গোপন গহনে থাকিয়া থাকিয়া জাগিয়া উঠিয়াছে, আবার দিনের আলোয় আশ-পাশের কলরব-কোলাহলে অদৃশ্য অন্তরালে মিলাইয়া গিয়াছে !

গান থামিলে প্রভাত কহিল,—আজ আলোচনার বিষয় ছিল, মেয়েদের পর্দ্দা সম্বন্ধে ! তা আরম্ভ করা যাক !

যামিনী কহিল,—নিশ্চয়। প্রথমে কে বলবে ? মানে, আজ কার পালা ছিল ?

সভ্যের দল হইতে হিমাংশু কহিল,—আমার পালা। আমি একটা কাগজে ছাপানো প্রবন্ধ পড়বো প্রথমে ; তাতে পর্দ্দার সমর্থন করেচে। যুক্তি দিয়ে সে মত খণ্ডন করো···

প্রভাত কহিল,—পড়া সুরু করো···

হিমাংশু কহিল,—কাগজে লেখা হয়েচে,—পর্দ্দা প্রথা বজায় রাখার ফলে অন্তঃপুরে শুচিতা থাকে, শান্তি থাকে ; গৃহে লক্ষ্মীশ্রী বিরাজ করে। কেন তার কারণ নির্দ্দেশ করে প্রবন্ধ-লেখক বলচেন,—পর্দ্দার আড়ালে নারী তার বিশিষ্ট আত্মীয়-বন্ধুর সঙ্গে মেলামেশা করিতে পায়। তার জগৎ ঐ পরিচিত আত্মীয়-বন্ধুর মধ্যে মাত্র সীমাবদ্ধ থাকে। বাহিরের সঙ্গে পরিচয় না হওয়ায় বাহিরের আলোর দীপ্তরাগের জন্য তার মন চঞ্চল হইবার অবসর পায় না ;

এবং অপরের সঙ্গে তুলনায় নিজের স্বামীকে অপর কাহারো চেয়ে হীন বা লঘু বলিয়া ভাবিবার সে সুযোগ পায় না। অপরের অবস্থার সঙ্গে কাজেই নিজের অবস্থার তুলনা করিয়া প্রাণে অশান্তির সৃষ্টি করিতে পারে না। সে-কারণে তার গৃহে সুখ-শান্তির কোনো ব্যাঘাত ঘটে না। অসন্তোষ, অতৃপ্তি,—এ দুটা জিনিষই তার অজানা থাকিয়া যায়। বাহিরের পুরুষের সঙ্গে মেলামেশার অবসরের অভাবে তাদের শরীর-মন পতির প্রতি একান্ত ভক্তি-ভালোবাসায় পরিপূর্ণ থাকে। নারীর মন চটুলতায় দোলে, বিলাস-ঐশ্বর্য্যের জৌলুষে মুগ্ধ হয়, ভোলে। তাই উচিত, নারীকে এ-সব প্রলোভন হইতে যতখানি সম্ভব দূরে রাখা! এ সবের ছায়াও যেন তার মনকে স্পর্শ না করে! তার উপর, নারীকে সর্ব্বক্ষণ সংসারের কাজ-কর্ম্মে লিপ্ত রাখা উচিত। যেন তার অলস অবসর না মেলে! ইংরাজীতে একটা কথা আছে, অলসের মস্তিষ্ক শয়তানের কর্ম্মশালা,—এ কথা নারীর সম্বন্ধে যেমন খাটে, এমন আর কোনো প্রাণীর সম্বন্ধে নয়!

হিমাংশু কহিল,—এ প্রবন্ধ এই সংখ্যাতেই শেষ হয়নি, 'ক্রমশঃ' লেখা আছে শেষে। সুতরাং লেখকের যুক্তি-তর্ক আরো চলবে। যেটুকু বেরিয়েচে, এর সম্বন্ধে এখন তোমরা আলোচনা করো।

প্রথমেই প্রভাত কথা কহিল। প্রভাত কহিল,—এই প্রবন্ধ-লেখক এমন লক্ষ্মীছাড়া যুক্তি তুলেচেন, শিক্ষিত সমাজে যার কোন মূল্য নেই। এ যুক্তির অসারতা সর্ব্বত্র। প্রথমেই লেখক এক মূঢ় ভিত্তির উপর তাঁর সমস্ত বক্তব্য খাড়া করেচেন! তিনি ধরে নিয়েচেন, নারী অতি অপদার্থ, তার মন নেই। থাকলেও তার মনের

কোন্ স্বাধীন গতি নেই, তেজ নেই, অপরের ইঙ্গিতে সে-মন চলে-ফেরে। যেন পুরুষ মহা-মানব, তার মধ্যে কোন আবিলতা নেই, ত্রুটি নেই…সে যেন একেবারে সর্ব্বগুণে গুণময়! সকল ব্যাপারেই সে যেন আদর্শ! প্রথমেই আমার বক্তব্য, নারী নিজের ভালো নিজে বোঝেন। কোন্ এক আদিম যুগে শারীরিক বলের অসদ্ভাবে নারী পুরুষের হাতে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হন, সেই ফাঁকে পুরুষ তাঁকে আয়ত্ত করে ক্রীতদাসী বানিয়ে সুদীর্ঘ যুগ ধরে তাঁর উপর প্রভুত্ব চালিয়ে আসচেন। নারীকে সর্ব্বক্ষণ সংসারের কাজের চাপে ভারগ্রস্ত রাখবেন কেন? পুরুষ যথাসম্ভব গায়ে হাওয়া দিয়ে বেড়াবেন বলে? পুরুষের আহার-বিহার চলতে থাকবে স্বচ্ছন্দে, অব্যাহতভাবে, তাই? আর নারী তার সে স্বাচ্ছন্দ্য, পুরুষের সে-আরাম অব্যাহত রাখবার জন্য নিজের জীবন পণ করবে? পুরুষের মন আছে, দেহ আছে, নারীর তা নেই? রোগে পুরুষ শুধু ব্যথা পায়, নারী পায় না? তীব্র রূঢ় ভৎর্সনায় পুরুষের মন বেদনায় কাতর হয়, নারীর হয় না? নৈতিক চরিত্র? নারীকে প্রলোভনে বিপথে চালিত করে কে? পুরুষ! নারী এক বিহ্বল অসহায় মুহূর্ত্তে পরিপূর্ণ বিশ্বাস-ভরে যে পুরুষকে আশ্রয় করে, সেই পুরুষই তাঁর সে বিশ্বাস ভঙ্গ করে হীন পাদুকার মত নারীকে পথে ত্যাগ করে তাঁকে লোকচক্ষুর সামনে হেয় ঘৃণ্য করে পালায় না? পুরুষ অতি বড় শয়তান, তার কপট ছলনায় নারী প্রতিনিয়ত দীর্ঘশ্বাসে জর্জ্জর হচ্ছে। না হলে বিশ্বাস আর ভক্তি-পরায়ণা স্ত্রীর চোখের সামনে কত মহাপুরুষ স্বামী উচ্ছৃঙ্খল চরিত্র নিয়ে নীচ লালসার তাণ্ডব নৃত্য করে সমাজের প্রশস্ত রাজপথের

উপর দিয়ে অকুতোভয়ে দম্ভভরে চলে যাচ্ছে···আর নারী একান্তে বসে নীরবে অশ্রুবিসর্জ্জন করচে, এ দৃশ্য এত সাধারণ যে তার ছবি প্রকট করে তোলবার জন্য কোনো নিপুণ চিত্রকর বা নাট্যকারের তুলির প্রয়োজন নেই। আমরা চাই, পুরুষের মত নারীর অবাধ অধিকার। পুরুষ যদি যথেচ্ছভাবে জগতের পথে চলতে চায় নারীর সুখ-দুঃখের প্রতি উদাসীন থেকে, তাহলে নারীও তেমনি সমান তেজে, সমান দম্ভ বুকে নিয়ে সমাজের পথে চলবে। নারী পর্দ্দার বাহিরে এলে প্রলোভনের পাশে পুরুষকে ক্ষণে ক্ষণে যাদু করবে? এ কথা যে বলে, সে অতি ইতর। তার উপযুক্ত বাসস্থান হলো জঙ্গলে পশুর দলে, ভদ্র সমাজে নয়। নারী আর পুরুষ পরস্পরের হাত ধরে জগতের পথে চলবে, বন্ধুর মত, পরস্পরের দরদে স্নেহে প্রেমে প্রীতিতে উছলিত হয়ে···তবেই আমাদের কল্যাণ হবে। ···এ বিষয়ে জ্যোৎস্না দেবী কি বলেন?

এ-ইঙ্গিতে এক তরুণী উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তরুণীর বর্ণ শ্যাম, মুখে এমন পাউডার ঘষিয়াছেন, যে দেখিলে বহুরূপী বলিয়া মনে হয়! তিনি উঠিয়া কহিলেন,—নারী মস্ত প্রলোভন বেচারা পুরুষের সামনে—এই ইতর কথা চলে আসচে বহুকাল হতে। পুরুষ-সমাজই এ কথা তুলেচে। কিন্তু সত্যই কি তাই? পুরুষের শক্তি আছে, শরীরের, শিক্ষার, অর্থের। নারীকে পুরুষই হীনবল করে রেখেচে, যেহেতু নারী পুরুষের উপর নির্ভর রেখে শান্ত হয়ে স্থির হয়ে পড়ে আছে চিরদিন!···নারী নিবিষ্ট মনে পুরুষের জন্য রান্না-বান্না করে কেন? প্রীতির সম্পর্ক বলে। পুরুষের রোগে নারী সব ভুলে তার সেবা করে

কেন? প্রীতির সম্পর্ক আছে বলেই! কেউ-কেউ বলেন, পুরুষের জীবনে অস্বাচ্ছন্দ্য ঘটলে নারীর ক্ষতি, সেই স্বার্থের জন্য নারী পুরুষের সেবা করে! কিন্তু সে কথা খাটে না তো! নারী যদি পুরুষের কাছে প্রলোভনের বস্তু হয়, তাহলে তার চটুল চাহনি, হাসির বিদ্যুৎ, এ সব অস্ত্র-প্রয়োগে পুরুষের কাছ থেকে নারী সর্ব্ব-রকম ঐহিক বস্তুই তো অনায়াসে লাভ করতে পারে! কিন্তু নারী তা করে না। এ থেকেই বোঝা যায়, নারী ঐ সব অস্ত্র খাটাতে স্বভাবতঃ নারাজ।···নারী যদি পুরুষের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, তাহলে নির্ব্বিবাদে ব্যবসা-বাণিজ্য বা চাকরি করা কি পুরুষের একনিমেষ চলতো? তাছাড়া কেউ কেউ বলেন, নারীর মন ভারী হাল্‌কা, সে কথাও ঠিক নয়। আমার নিজের কথা বলতে পারি, পৃথিবীতে এমন কোন পুরুষ নেই, যিনি ছলে-বলে আমার শরীর-মন নিজের ভোগে-বিলাসে আয়ত্ত করতে পারেন। এমন কথা বহু নারীই দম্ভভরে বলতে পারেন,—কোথায় কে আছো পুরুষ, কত শক্তি ধরো, একবার পরীক্ষা করো, আমাদের ছলে-বলে নিজেদের ভোগ-সুখে আয়ত্ত করতে পারো কি না!···

মায়া দেবী এবার কথা কহিলেন। তিনি বলিলেন,—নর-নারীর বন্ধুভাবে মেলা-মেশার সুযোগ আমাদের দেশে নেই বলে নানা লোকে নানা রকম ভাবে পরস্পরের মিলনকে ইতর সন্দেহে বিদ্ধ করেন। এতে তাঁদের ইতর বর্ব্বর মনের পরিচয়ই পরিস্ফুট হয়, নারীর লঘুতার পরিচয় এ নয়। এই যে আমাদের এখানকার মিলন-ক্ষেত্র··· আমাদের মনে প্রীতির নিবিড় সম্পর্ক দিনে দিনে এখানে বেড়ে

উঠচে, এর মধ্যে দূষ্যতার বাষ্পও কোথাও নেই। সদালাপে আনন্দে আমাদের কতখানি সময় কাটে। এতে উভয় পক্ষেরই মনের প্রসার বাড়ে, পরস্পরকে বোঝবার সুযোগ ঘটে এবং এ-ও বুঝতেঁ পারি, উভয়-পক্ষের অন্তরটুকু সুখে-দুঃখে সমান দোলে। পদস্খলনের কথা যা ওঠে, সে হলো অভদ্র মনের দোষে। পুরুষ-সমাজে যেমন চোর আছে, জুয়াচোর আছে, মাতাল আছে, দুশ্চরিত্র আছে, নারীর সমাজেও তেমনি দুশ্চরিত্রা আছে। চরিত্র-গুণ কোন পক্ষেরই একচেটে সম্পত্তি নয়! ভালো-মন্দ নিয়েই বিশ্বের সমাজ এবং সে সমাজে নারী আছে, পুরুষও আছে।

এমনি বহু আলোচনা চলিল। আলোচনার পর আবার গান। মায়া দেবী গাহিলেন; আরো দু-তিন জন তরুণী গাহিলেন। তারপর জলযোগ।

রাত্রি নটা বাজিল। যামিনী কহিল,—তাহলে শ্যামচাঁদ, তোমরা সভ্য হবার সঙ্কল্প জানিয়ে চিঠি দাও···আমাদের ছাপানো ফর্ম্ম আছে। সে প্রস্তাব যথাসময়ে সভায় পেশ্ করা হবে।

প্রভাত কহিল,—হ্যাঁ, শুভস্য শীঘ্রং···কি বলেন কুমার বাহাদুর?···

গিরিজা কহিল,—বেশ।···

গিরিজা ও শ্যামল সভ্য-পদ প্রার্থী হইয়া ফর্ম্ম সহি করিলে, মায়া দেবী কহিলেন,—পরশু আমাদের বৈঠক। সেদিনও আপনাদের নিমন্ত্রণ রইলো। আসবেন তো?

গিরিজা আপ্যায়িত হইয়া কহিল,—আসবো নিশ্চয়। সত্য, এ যা করচেন আপনারা, আমার ইচ্ছা হচ্ছে, দেশে দেশে

এ শুভ অনুষ্ঠানের কথা আমি প্রচার করি···এ একেবারে অপূর্ব্ব, স্বপ্নাতীত!

প্রভাতি কহিল,—আপনারা দুজনে সভ্য হয়ে আমাদের শক্তি আরো বর্দ্ধিত করুন। তবে আমরা বাইরে থেকে যাকে-তাকে এনে সভাকে ভারগ্রস্ত করতে চাই না। আমাদের সভ্যেরা বিশিষ্ট মনের লোক হবেন। তাই সভ্য নির্ব্বাচন হয় খুব সতর্ক বিবেচনায়···

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বড় মানুষির বনিয়াদ

বেলা প্রায় সাড়ে নটা বাজিয়াছে। আশ্রমে নিজের কামরায় বসিয়া গিরিজা একখানা খপরের কাগজ পড়িতেছিল, শ্যামল কোথায় কি কাজে বাহির হইয়া গিয়াছে। আশ্রমের ভৃত্য পাঁচু চায়ের পেয়ালা প্রভৃতি লইতে আসিয়া কহিল,—বাবু বলছিলেন, একবার আপনার সঙ্গে দেখা করবেন···তা এখন ?

গিরিজা কহিল,—বেশ তো। এখন আমার হাতে কোন কাজ নেই। তাঁকে আসতে বলো···

ভৃত্য চলিয়া গেল এবং আশ্রমের ম্যানেজার অশ্বিনী আসিয়া কহিল,—নমস্কার···

গিরিজা কহিল,—নমস্কার! আসুন, বসুন···

অশ্বিনী নিকটেই চেয়ারে বসিয়া কহিল,—আপনাদের কোন অসুবিধা হচ্ছে না? খাওয়া-দাওয়ার? বা সুনিদ্রার···?

হাসিয়া গিরিজা কহিল,—না, মোটে না। বাড়ী থেকে বিদেশে এসেচি বলে মনেও হচ্ছে না। প্রথমটা আমি ভাবিত হয়েছিলুম, ভেবেছিলুম, গ্রেট ইষ্টার্ণেই উঠবো। কিন্তু সেখানে মুস্কিল কি, জানেন? সারাক্ষণ ঐ সাহেবী পোষাক এঁটে থাকা···আমরা বাঙালী মানুষ, বাঙ্‌লা দেশের হাওয়ায় কেমন বরদাস্ত করতে পারি না। তারপর

শ্যামলই আমায় বললে, ভারত আশ্রম খুলেচেন আপনারা। ঠিক ঐ গ্রেট ইষ্টার্ণেরই মত ব্যবস্থা…। তাছাড়া যারা গোঁড়া হিন্দু, তাদেরো আচার-রক্ষায় কোন ব্যাঘাত ঘটে না। এমন কি পর্দ্দানশীন মেয়েরাও পর্দ্দা বাঁচিয়ে থাকতে পারেন এখানে। এ কি সহজ ব্যবস্থা আপনাদের! …কাজের লোক বটে!

অশ্বিনী কহিল,—আজ্ঞে,…হ্যাঁ,…ডিরেক্টার বাবুরা বুক ঠুকে পয়সা যেমন বার করেচেন, তেমনি তার সদ্ব্যবহারও হচ্ছে। ওঁরা নিজেরা সব দেখা-শুনা করেন।

গিরিজা কহিল,—ঐটি হলো আসল কাজ। নিজেরা না দেখলে শুনলে কোন ব্যবসারই উন্নতি হয় না। তার উপর আপনি একজন যোগ্য ব্যক্তি, আপনার চার্জ্জে এত বড় ব্যাপার! এ কি সহজ কথা! আপনার খ্যাতি যেমন শুনেছিলুম…

একটু লজ্জাকুন্ঠিত স্বরে অশ্বিনী কহিল,—আপনাদের অনুগ্রহ। আপনারা স্নেহের চক্ষে দেখেন বলেই না…

গিরিজা কহিল,—স্নেহ কি অমন সহজে কেউ কাকেও করে, মশায়? বিশেষ আজকালকার দিনে…? কাজ দেখিয়েও একালে মানুষকে খুশী করা যায় না…

অশ্বিনী কহিল,—আপনার প্রতি অনুরোধ, কোন রকম অসুবিধা ঘটলে তখনি আমায় জানাবেন, কোনরকম দ্বিধা বোধ করবেন না। পয়সা দিচ্ছেন যখন, তখন অসুবিধে ভোগ করবেন কেন?…

গিরিজা কহিল,—তা তো ঠিক।…তা আপনাদের উপর একটু

জুলুম করবো' দু'দিন···মানে, আমার টাকা-কড়ি সেখানকার কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কে আছে···এখানে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের সঙ্গে তাদের কাজ-কারবার। আমি ব্যবস্থা করে এসেচি, আমার accountটা transfer করে দেবার জন্য···সেটুকুতে যা বিলম্ব; এবং সেটুকু না হওয়া পর্য্যন্ত আপনাদের আইন-কানুন একটু ঢিলে করতে হবে··· মানে, আমাদের খাতিরে এইটুকু···যদি একান্ত তা না করা যায়, তাহলে জানাতে সঙ্কোচ করবেন না.—প্রকাশ করে বলবেন, আমাদের অন্যত্র চেষ্টা দেখতে হবে তাহলে···

অশ্বিনী বাহিরের দিকে নিমেষের জন্য চাহিল, তারপর কহিল. —বেশী দেরী হবে না তো? দু-চার দিনে কিছু এসে যাবে না। হ্যাঁ,—যে-চেকখানা দিয়েছিলেন···তার মানে. সে ব্যাঙ্ক···

গিরিজা কহিল,—বলতে ভুলে গেছলুম, ও-চেক ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কে পাঠাতে হবে। তাছাড়া কথা যা ছিল, তাতে ও চেক নির্ব্বিবাদে ব্যাঙ্কে পাঠানো চলতো। কিন্তু কালই ওদের এক কর্ম্মচারীর সঙ্গে দেখা করেছিলুম···তিনি বললেন, এই হপ্তা-বাদ টাকা মিলবেই। তাই, চেকখানা দু-চারদিন পরে পাঠাতে পারলেই···

গিরিজা থামিল, তারপর কাশিয়া আবার কহিল,—বলেন তো সে ব্যাঙ্কের উপরে অন্য চেক লিখে দি···আপনারা আপনাদের ব্যাঙ্কের মারফৎ ক্যাশ করতে পাঠাবেন, কিন্তু তাতেও সেই দেরীটুকু···চট করে তাতেও তো টাকা পাবেন না।···

অশ্বিনী কহিল,—তা থাক। আপনি টাকা না দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছেন না তো···

কথার শেষটুকু বলিবার সময় অশ্বিনী হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

তার হাসির রেশ থামিবার পূর্ব্বেই ছত্তরমল আসিয়া হাজির হইল ; তার সঙ্গে একজন মধ্য-বয়স্ক একহারা বাঙালী ভদ্রলোক।

ছত্তরমল কহিল,—এই যে কুমার বাহাদুর আছেন। আঃ! এই লয়েন এ ভদ্দর লোক ভাড়া করছিলেন, চলো চলো, বাবু যদি বাহার হোয়ে যান···।

গিরিজা কহিল,—বসুন···ইনি কি চান··?

ছত্তরমল কহিল,—ঐ পাকিস ইষ্টিট্রমে এক কোঠি লিবেন, বলিয়ে ছিলেন···তা এ-বাবু ওই কোঠির দালালি করচেন···

গিরিজা কহিল,—বটে! তা···আপনাদের দর কি, শেষ দর? সেটা খুলে বলচেন না যে-!···মানে, আমার ইচ্ছা, বালিগঞ্জে বাড়ী কিনি, নির্জ্জন জায়গা আছে। আবার আমার লোকজন বলে, যেতে আসতে মহা-অসুবিধা হবে···তারা তো ট্যাক্সি করে যেতে পারবে না। ট্রামও নেই···তাই ভাবলুম, পার্ক ষ্ট্রীটেই হোক···তা, এ বাড়ী কি পার্ক ষ্ট্রীটের উপরেই?

ভদ্রলোকটি কহিলেন,—আজ্ঞে, তা ঠিক নয়। পার্ক লেন আছে··· জানেন? ঐ পার্ক ষ্ট্রীটের কাছেই···দু-চার মিনিটের পথ বৈ তো নয়। বাড়ী খাশা···বাগান আছে···জমি আছে অনেকখানি···দেখে এলেই ভালো হয় না?

গিরিজা কহিল,—আমার তো মোটর নেই···এখন চট করে কিনচিও না···নতুন কি সব গাড়ী আসবে···তা, একখানা প্রাইভেট

কার্ ভাড়ার জন্য খুঁজছিলুম। এই যে অশ্বিনী বাবু, আপনি কাল বলছিলেন না, কার গাড়ী পাওয়া যেতে পারে···

অশ্বিনী কহিল,—হ্যাঁ, ভারী ভুল হয়ে গেছে তো, আমি এখনি টেলিফোন করে খপর নিচ্ছি।

অশ্বিনী উঠিল। গিরিজা কহিল,—অত ব্যস্ত হবার দরকার নেই। শ্যামল বেরিয়েচে কতকগুলো কাজে···যদি সে কোথাও বন্দোবস্ত করে ফেলে, ও বেলায় হবে খন···।

অশ্বিনী বসিল। পার্ক ষ্ট্রীটের বাড়ীর প্রসঙ্গ কানে ভালো লাগিল। নূতন জমিদারী পাইয়াছে. তরুণ বয়স, কাপ্তেনী চালে যদি তেমন জমি বা বাড়ী কিনিয়া বসে, সেও চেষ্টা দেখিবে না কি? থোক্ কিছু দালালি আদায় হইয়া যায়!

গিরিজা কহিল,—পার্ক লেন পার্ক লেনই সই। জমি কতটা?

ভদ্রলোক কহিলেন,—তা সবশুদ্ধ দেড় বিঘে হবে।

গিরিজা কহিল;—দাম?

ভদ্রলোক কহিলেন,—তাঁরা চান্ আড়াই লাখ, তা, দেখুন-শুনুন···।

ভদ্রলোকের হাঁটুতে হাত রাখিয়া ছত্তরমল কহিল—শুনিয়ে বিশেসুয়ার বাবু, দেড় লাখ্‌মে হোবে? কুমার বাহাদুর বেশী পৈসা খরচ করবেন না। দেড় লাখ আঁচ উন্‌কা···দেখিয়ে। হোবার উপায় থাকে তো আজই উন্‌কো পাক্‌ড়ে লিয়ে যান···।

বিশেসুয়ার ওরফে বিশ্বেশ্বর বাবু কহিলেন:—দেড় লাখে হবে না। মেরে-কেটে দু' লাখ হতে পারে।

গিরিজা কহিল,—দেখুন না চেষ্টা করে। অত বড় বাড়ী ফশ্

করে. তো বিক্রিও হবে না। আমার মত বেকুব কে আর আছে বলুন না...ঘর থেকে এত টাকা বার করে মাটির মধ্যে পুঁতে রাখতে চাইবে! কি বলেন অশ্বিনীবাবু? বাড়ী কেনার মানে হলো মাটীর মধ্যে টাকা পুঁতে রাখা। সে টাকা খাটালে স্থদ পাওয়া যায় কত, বলুন তো! সকলের সখ, কলকাতায় একটা বাড়ী চাই···ভাড়া-বাড়ীতে বাস করলে নাকি মান-ইজ্জৎ থাকে না···

কথাটা বলিয়া মৃত্ব হাস্য করিয়া গিরিজা অশ্বিনীর দিকে চাহিল।

অশ্বিনী কহিল,—সে কথা সত্য! তা বলে আপনার মত মানী লোক ভাড়া বাড়ীতে বাস করবেন, সে-ও তো ভালো দেখায় না!

গিরিজা কহিল,—আপনিও ঐ কথা বলেন! কিন্তু দেখুন তো, মানুষের পক্ষে বাসের জন্য কখানা ঘরেরই বা প্রয়োজন হয়! চারখানা, পাঁচখানা, আটখানা, নয় দশখানা বড় জোর! তার জন্য ত্ব'লাখ টাকা! একখানা ছাদ আর চারটে দেওয়ালের আড়ালের জন্য? বোকামি আর কাকে বলে!

বিশ্বেশ্বর দালাল কহিল,—কষ্ট করে বাস আর আরামে বাস আছে তো! আপনার অত ঐশ্বর্য্য, আপনি কষ্ট করে হাত-পা মুড়ে বাস করবেন, কি ত্বঃখে? মেঝেয় একটা মাত্বর পেতে শুয়ে আমরা ঘুমোতে পারি; কারণ নরম তোষক, খাট-বিছানা কেনবার সামর্থ্য আমাদের নেই! আপনার সে সামর্থ্য আছে; আপনি কেন অহেতুক মাত্বরে শুয়ে হাত-পায়ে ব্যথা করবেন, বলুন তো? বলিয়া দরদী দৃষ্টিতে বিশ্বেশ্বর গিরিজার পানে চাহিল।

গিরিজা কহিল,—আপনি দেখচি বাড়ী না কিনিয়ে আমায় ছাড়বেন না! তা বেশ, আজই চলুন তাহলে দুপুর বেলায়, আহারাদির পর দেখে আসি। অশ্বিনীবাবু, আপনার সময় হবে? চলুন না, আমরা পাড়াগেঁয়ে লোক,...কি জানি বলুন, এখানকার ভালো মস্ত বাড়ীর গুণাগুণ! আপনারা সহরে থাকেন, আপনাদের পছন্দই পছন্দ।

অশ্বিনী এ কথায় আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিয়া কহিল,—যাবো। বলচেন যখন,...একটু বেড়িয়ে আসা হবে, মন্দ কি!

গিরিজা কহিল,—আপনার কোন অসুবিধা হবে না তো? দেখুন ভেবে, আপনার ক্ষতি না হয়! আপনি হলেন এই ভারত আশ্রমের ঘড়ির কাঁটা। আপনার অনুপস্থিতিতে এখানে··

অশ্বিনী ব্যস্তভাবে কহিল,—না, না। এতে আর ক্ষতি কি হবে? লোকজন রয়েচে···

গিরিজা কহিল,—ছত্তরমলবাবু, একটা প্রাইভেট কার আমার জন্য জোগাড় করে দিতে পারেন না? ভাড়া দেবো, অবশ্য···

ছত্তরমল বিস্ময়-ভঙ্গী-সহকারে কহিল,—আরে, হামি লোক কাঁহাসে মিলায়বে?

গিরিজা কহিল,—বেশ, ট্যাক্সিতেই যাওয়া যাবে। কিন্তু অনর্থক ভাড়াটা না পড়ে, বুঝলেন বিশ্বেশ্বরবাবু। কথাটা বলিয়া গিরিজা আবার হাসিল।

কথা তামাসা, না, সত্য, বিশ্বেশ্বরবাবু ঠিক বুঝিলেন না, অপ্রতিভের হাসি হাসিলেন।

ছত্তরমল কহিল,—তা কেনো ? বিশ্ববাবু ভাড়া দিয়া দিবেন··· বুঝলেন, বিশ্ববাবু···কোর্ট থেকে বিষয় পেয়েচেন কুমার বাহাদুর, খরচায় এখনো বেশ দিলখুশ হন্‌নি···।

বিশ্বেশ্বর কি ভাবিল, ভাবিয়া কহিল,—আচ্ছা, আমি দেবো বাড়ীওয়ালার পয়সা ! আমার গাঁট থেকে তো যাবে না !

গিরিজা কহিল,—না, না, আমি তামাসা করছিলুম।

বিশ্বেশ্বর নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। তার একটু ভয় হইয়াছিল, সত্যই বুঝি ভাড়াটা দিতে হইবে। এমন ঘটনা তার ভাগ্যে ইতিপূর্ব্বে দু-একটা ঘটিয়াছে কি না, তাই এ ভয়।

অশ্বিনী কহিল,—আপাততঃ তাহলে উঠলুম। কখন্ বাড়ী দেখতে যাবেন, খপর দেবেন, আসবো।

অশ্বিনী বাহির হইয়া যাইতেছিল, হঠাৎ দ্বারের বাহিরে শ্যামলের কণ্ঠস্বর শুনা গেল। শ্যামল বলিল,—দেখা হলো ভালোই হলো, মশায়। ওবেলায় আমরা খাবো না। খাপড়ার রাজার সেক্রেটারীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল···তিনি বেলগেছেয় এসে আছেন এক বাগানে। ঐ ট্রাম্‌ডিপো ছাড়িয়ে একটু আগে। সেখানে নেমন্তন্ন হলো। রাত্রে ফিরবো না, বোধ হয় ! একেবারে কাল সকালে···

কথা বলিতে বলিতে শ্যামল ঘরে ঢুকিল এবং এক টানে বলিয়া চলিল,—রায় বাহাদুরের সঙ্গে দেখা হলো হে। ওঁর ওখানে আজ যেতে হবে বেলগেছেয়। নাচ-গান আছে। তিনি আসছিলেন তোমায় এখনি ধরে নিয়ে যাবেন বলে। আমি বললুম, মিছে কেন কষ্ট করবেন, দেখা পাবেন না, হয়তো ! কিছুতে ছাড়ান নেই, কুমার সাহেব···

বাধা দিয়া গিরিজা কহিল,—তোমার ঐ কুমার সাহেব ডাকটুকু ছাড়ো। মানা করে দিয়েচি না?

আগন্তুক বিশ্বেশ্বরের উপর চকিত দৃষ্টি বুলাইয়া লইয়া শ্যামল কহিল,—বন্ধুর চক্ষে ভ্যাখো তুমি, সে তোমার মহত্ব! কিন্তু সম্পর্কে তো মনিব! তোমার মর্য্যাদা রাখবো না? তাছাড়া বইয়ের পাতায় যে-সব কুমার বাহাদুরদের সঙ্গে পরিচয়, তাতে জ্যান্ত রক্ত-মাংসের কুমারকে চোখে সাম্‌ন দেখে সম্ভ্রম না করে থাকি কি বলে…?

গিরিজা কহিল,—ও কথা যদি তোলো, তাহলে সম্পর্ক ছেঁটে দিতে হয়। এই মনিব-ভৃত্য সম্পর্ক আমার প্রাণ অতিষ্ঠ করে তোলে। কাগজে বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে কি বেশ হোমরা-চোমরা সেক্রেটারী আমি পেতুম না ঐ মাইনেয়? কেন তা করিনি? স্নেহের সম্পর্কের চেয়ে আর সম্পর্ক নেই, ভাই…সেই প্রীতি স্নেহটুকুর কামনা করি আমি। সে স্নেহের মধ্যে এ-সব কথা…কি বলেন, বিশ্বেশ্বর বাবু?

বিশ্বেশ্বরবাবু তরুণ জমিদারের ঔদার্য্যে বিমোহিত হইয়া কহিলেন, —আপনার প্রাণ বড়, তাই…

বাধা দিয়া গিরিজা কহিল,—থাক্, থাক্, বিশেষণ-বঞ্চিত করে কথা বলবেন, তাতে শ্রোতাকে লজ্জায় পড়তে হবে না।

শ্যামল কহিল,—উনি কিছু মন্দ কথা বলছিলেন না। তোমার কেমন সব বিষয়ে বাড়াবাড়ি! আচ্ছা বলুন তো আমি হলুম ওঁর সেক্রেটারী…অবশ্য এককালে একসঙ্গে পড়েছিলুম এক কলেজে এক ক্লাশে…

গিরিজা কহিল,—ও-সব কথা হয়ে গেছে। শোনো হে শ্যামল, ইনি এসেছেন, সেই পার্ক লেনের বাড়ী দেখতে নিয়ে যাবার জন্য! খাওয়া-দাওয়া চুকলেই যাবো, কি বলো?

শ্যামল কহিল,—বেশ। কিন্তু সন্ধ্যায় আবার সেই বেলগেছেয়···

গিরিজা কহিল,—তাহলে বিশ্বেশ্বরবাবু, আপনি পার্ক লেনের মোড়ে থাকবেন, আবার কষ্ট করে এধারে আসবেন কেন?

বিশ্বেশ্বর কহিল,—তাহলেই ভালো হয়। ঐ কাছেই রিপন ষ্ট্রীটে আমার একটা কাজ আছে। তা, কটায় যাবেন?

শ্যামল কহিল,—বেলা দুটো থেকে তিনটের মধ্যে।

বিশ্বেশ্বর কহিল,—তাহলে এখন উঠি। বেলা দশটা বাজে। এবং ঐ কথাই পাকা রইলো। ছত্তরমল বাবু যাবেন?

ছত্তরমল কহিল,—না। হামার একঠো জরুরি কাম আছে। কিছু জহরৎ গছাবো না? ছত্তরমল হাসিল।

বিশ্বেশ্বর কহিল,—ও, নিজের স্বার্থও আছে। শুধু আমার উপকারেই আসেননি তাহলে···

বিশ্বেশ্বর বিদায় লইল। গিরিজা কহিল,—ওহে শ্যামল, মুস্কিল হয়েচে। তখন ভদ্রতার খাতিরে অশ্বিনীবাবুকে সঙ্গে নিয়ে যাবো বলেচি, কিন্তু ব্যাঙ্কের ব্যবস্থা না হলে অনর্থক কতকগুলো ট্যাক্সি ভাড়া খরচ করি কেন? নিজেরা ট্রামে গিয়ে কিছুদূর থেকে একখানা ট্যাক্সি ধরলেই চলে যাবে। তা কি করা যায়, বলো দিকিনি? অথচ নিষেধও করতে পারি না।

শ্যামল কহিল,—আমি বুদ্ধি বার করচি। বলবোখন' একবার

আমাদের দিল-মহলের সেক্রেটারির ওখানে ঘুরে যেতে হবে। বাড়ী দেখা আজ স্থগিত রাখতে হলো, এমনি একটা কিছু কি বলো ?

গিরিজা কহিল,—যা ভালো বোঝো, করো। মোদ্দা খারাপ না দেখায় ! কোনো রকম অভদ্রতা বা নিজেদের বেইজ্জতী···

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

প্রৌঢ় কবি

দর্জ্জিপাড়ার একটা গলির মধ্যে এক দোতলা বাড়ীর ঘরে জানলার ধারে চেয়ারে বসিয়া অপূর্ব্ব কবিতা লিখিতেছিল। বেলা পড়িয়া আসিয়াছে। খোলা জানলা দিয়া অপূর্ব্ব দেখিতেছিল, অদূরে এক বাড়ীর ছাদে আলিসার ধারে দাঁড়াইয়া বাড়ীর তরুণী বধূ স্বচ্ছন্দ মনে চুল শুকাইতেছে। তাকে লক্ষ্য করিয়া অপূর্ব্ব যে এখানে ভাবের বাণ ডাকাইয়া দিয়াছে, বেচারী তা জানিত না! অপূর্ব্ব কবিতা লিখিতেছিল,—

দুপুর-বেলায় মত্ত মনের খেলায়,
কে রূপসী পিয়াসী মোর চোখে
কেশের রাশি মুক্ত হাসির মত
ছড়িয়ে দিয়ে টান্‌চো স্বপন-লোকে?

ছাদের বধূ হঠাৎ মাথায় ঘোমটা তুলিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইল, তারপর কি কথা বলিল, এবং চকিতে ছাদ হইতে নামিয়া গেল।

অপূর্ব্ব ভাবিল, তাকে কি দেখিয়াছে? না। তরুণী এদিক পানে চাহে নাই! সে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিল, তবে চলিয়া গেল কেন? কবিতার ভাব যখন বেশ জমাট বাঁধিয়াছে ভাবিয়া সে আনন্দে অধীর হইয়া উঠিয়াছে, তখন···

তরুণী সুন্দরী? তা নয়! ঐ তারুণ্যের লাবণ্য, ঐ অজ্ঞানা চিত্তের বিচিত্র রহস্য মনকে যে কতখানি বিহ্বল করিয়া তোলে! কতখানি কবিতার উৎস জোগায়!

অপূর্ব্ব অফিসে চাকরি করে। শরীর অসুস্থ বলিয়া আজ অফিসে যায় নাই। অপূর্ব্ব কবি। তিন-চারখানা মাসিক কাগজে তার কবিতা প্রতি মাসে ছাপা হয়। অপূর্ব্ব বয়সে তরুণ নয়; ও দিকে সাতচল্লিশ বছর পার হইয়া গিয়াছে তার জীবনের উপর দিয়া; তবু মন চির-তরুণ রহিয়াছে। এ লইয়া বন্ধু সমাজে সে মহা-তর্ক বাধাইয়া দেয়। বয়স হইয়াছে তো কি হইল? মনের তারুণ্য···তার মত কার আছে? তাই সে বাছিয়া বাছিয়া শুধু প্রেমের কবিতাই লেখে।

ভদ্র পল্লীতে বাস। আশে-পাশে চকিতের জন্য বাতায়ন-তলে বা ছাদে যদি কোনো নারীকে দেখিয়া ফেলে, অমনি তার মনে কবিতার ভাব ফোটে! কোমর বাঁধিয়া কবিতার সেই সকল উৎসের সন্ধানে ছুটিবে, তা ঘটে না। কারণ গৃহে গৃহিণী সর্ব্বজয়া দেবী পাছে ধরিয়া ফেলেন! সর্ব্বজয়ার প্রতি তার ভালোবাসা গভীর, এমন কথা বোধ হয় সদর্পে বলা চলে না! তবে অপূর্ব্ব তাঁকে ভয় করে। যেহেতু কবির গৃহিণী হইলেও সর্ব্বজয়া গদ্যপথে আজীবন চলিয়া আসিতেছেন। সে কথা বাহিরের লোক না জানিলেও কবি অপূর্ব্ব তা মর্ম্মে মর্ম্মে জানে।

মাকড়শার জালে কঠিন আঘাত লাগিলে নিমেষে যেমন তা ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া যায়, তরুণীর তিরোধানে কবি অপূর্ব্বর ভাব তেমনি

আঘাত পাইল. এবং এ আঘাতে তার ভাব সহসা কাটিয়া গেল। অন্য বাড়ীর ছাদের পানে আকুল দৃষ্টিতে চাহিয়া অপূর্ব্ব খুঁজিতেছিল, সে ভাবের একটু খেই যদি ধরিতে পারে !

ভাব ধরা পড়িল। বাণীর প্রসাদ সে লাভ করিয়াছে, কাজেই দেখা গেল, আর এক বাড়ীর ছাদে এক ত্রয়োদশী বালিকা···ছাদে উঠিয়াছে কিসের পাত্র রৌদ্রে ধরিয়া দিবার জন্য। আচার ? বোধ হয়, তাই।

অপূর্ব্ব আবার লেখা সুরু করিল,—

হায় কি হলো ? চমক্ দিয়ে প্রাণে
পাষাণ-ঘায়ে ভেঙ্গে প্রাণের বাণী,
ত্রস্তে আঁচল, মস্তে তুলে দিয়ে
মৃগীর মত ছুটলে হৃদয়-রাণী !

সদরে আহ্বান জাগিল,—কবি আছো ঘরে ? ও অপূর্ব্ব, বলি, ওহে কবিবর···

অপূর্ব্ব উৎকর্ণ হইল, পরে উঠিয়া বাহিরের ছোট বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল, কহিল,—কে ? বীরেন ! এসো একদম্ ওপরে চলে এসো···

বীরেন বন্ধু ; এ গৃহে তার যাতায়াত ঘটে নিত্য। অন্দরেও অবারিত দ্বার। কবি-প্রিয়া সর্ব্বজয়াকে বীরেন 'বৌদি' বলিয়া ডাকে, এবং খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে বৌদির উপর বিবিধ আব্দার চলে, বৌদিও স্নেহভরে সে আব্‌দার মানিয়া আসিতেছেন ! বৌদির জীবনে এইটুকুই যা আরাম···নহিলে কবি-স্বামীর আদর ? সে

সেই দশ বৎসর পূর্ব্বে যা অদৃষ্টে মিলিয়াছিল। অঙ্গে তখন যৌবনের লাবণ্য ছিল, চোখের দীপ্তিতে কল্প-লোকের স্বপ্ন-আভাস! কবি অপূর্ব্ব বন্ধু-সভায় সদর্পে বলিয়া বেড়াইত, প্রিয়া সর্ব্বজয়াই তার কাব্য-লক্ষ্মী। তাঁকে কেন্দ্র করিয়াই ভাবের বিচিত্র তরঙ্গ…

আজ সে রসন্ত নাই, সে পিক-গুঞ্জন কাজেই নীরব। সর্ব্ব-জয়ার জীবন-পুষ্প শুষ্ক ম্লান হইয়া গিয়াছে। প্রিয়া আজ অনাদরে অবহেলায় শুধু সংসারের কর্ত্রী…বাজারের ফর্দ্দ, এবং দাসী-চাকরের সঙ্গেই তার যা-কিছু কথাবার্ত্তা! সংসারের কোনোদিক হইতে কোনো অভিযোগ যেন ঝঙ্কারিয়া না ওঠে, এই দিকেই তার লক্ষ্য। স্বামী বসিয়া কবিতা লেখে; মাসিকে সে কবিতা ছাপা হইয়া আসিলে সর্ব্বজয়া হয়তো সে খপর জানিতে পারে নয়তো জানিতেও পারে না। একান্তে বসিয়া সর্ব্বজয়া সংসার-যন্ত্রের চাকা ঘুরাইয়াই পরিতৃপ্তি লাভের প্রয়াস পান্! নারীর যৌবনের মেয়াদ অতি ক্ষণিক! যৌবনের দীপ্ত রাগ মুছিয়া গেলে জীবনের গতি উঠাইয়া দিবার পালা আসে! তার হৃদয়ের কারবার শেষ হইয়া যায়! তখন শুধু সংসারের নীরস খুঁটিনাটী লইয়া দিন কাটাইতে হয়! অপূর্ব্ব বহুবার এ কথা তাঁকে বুঝাইয়া দিয়াছে! কবির প্রাণ চির-তারুণ্যে সুশ্যামল। সেখানে ভাবের ভিড়ে আর কাহারো প্রবেশের স্থান হয় না। কল্পনায় নব নব স্বপ্ন রচা চলিয়াছে! সেখানে প্রিয়া যে ছিল, তার যা দিবার দেওয়া হইয়া গিয়াছে! জগতে তাই হয়। বন্ধু, প্রিয়া সকলেই পাশে আসিয়া দাঁড়ায়, চিত্তটুকুকে খানিক অগ্রসর করিয়া দিয়া তাদের কর্ত্তব্য শেষ হয়। তারপর আবার নানা বন্ধুর সমাবেশ ঘটে; তাদের সঙ্গেই কবির হৃদয়ের

কারবার চলিতে থাকে! চাপা নিশ্বাস বুকে বহিয়া সর্ব্বজয়া ভাবেন, বুঝি তাঁর জীবনের উৎসব ফুরাইয়া গিয়াছে। উৎসব কোথাও নিত্য চলিতে পারে না! তাঁরও চলিয়াছিল—যেদিন অঙ্গে অঙ্গে বসন্ত জাগিয়াছিল, যেদিন তার বর্ণ-সুষমায় দিকে দিকে আলোর প্লাবন বহিত! আজ সে সুষমা নাই, তারো উৎসব-নিশি পোহাইয়াছে! দিনের আলোয় আজ শুধু কাজের কলরব জাগিয়াছে!

বীরেন আসিয়া কহিল,—কি করছিলে?

অপূর্ব্ব কহিল—একটা কবিতা লিখছিলুম।

বীরেন কহিল—কৈ, দেখি···

অপূর্ব্ব কবিতা-লেখা কাগজখানা আগাইয়া দিল। বীরেন কবিতার ছত্রগুলা পড়িয়া কহিল—এ কি, শেষ করো নি?

অপূর্ব্ব কহিল,—না, catastrophe ঘটলো···ভাব-রাণী সরে চলে গেলেন।

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে বীরেন অপূর্ব্বর পানে চাহিয়া রহিল। অপূর্ব্ব হাসিয়া কহিল—ঐ ছাদে চুল শুকোতে এসেছিলেন—যেন কল্পনা-রাণী—চোখের দৃষ্টিতে কত যুগের প্রেমের স্বপ্ন!···হঠাৎ চলে গেলেন!

বীরেন কহিল—তা হোক,···এই second stanzaর ভাবটাই ফুটিয়ে তোলো···

অপূর্ব্ব কহিল—তাই তুলবো ভাবছিলুম!

বীরেন কহিল—দাঁড়াও, বৌদি কোথায়? আগে বৌদিকে দেখি! বলিয়া বীরেন ঘরের বাহিরে আসিয়া ডাকিল,—শুনচেন বৌদি?

সর্ব্বজয়া আসিলেন, কহিলেন,—কি খপর বীরেনবাবু? এই ঠিক দুপুরে…!

বীরেন কহিল,—বলেন কেন! একটু জ্বালাতন করবো আর কি!

সর্ব্বজয়া কহিল—কিসের জ্বালাতন?

বীরেন কহিল,—এক পেয়ালা চা আর একটু হালুয়া তৈরী করে দিন দয়া করে। আজ পেটে অন্ন যায় নি।

সর্ব্বজয়া সবিস্ময়ে কহিলেন,—সে কি! হঠাৎ এমন ঘটলো কেন?

বীরেন কহিল,—বলেন কেন! কটি আত্মীয় এসে হাজির। গ্রাম্য। তাঁরা সপরিবারে দক্ষিণেশ্বরে যাবেন। তাঁদের নিয়ে সেখানে গেছলুম, তারপর ফেরবার মুখে এখানে এসে উদয় হলুম। নাহলে রক্ষা ছিল! তাঁদের আরো আব্‌দার ছিল,—খাওয়া-দাওয়া সেরে মিউজিয়মে নিয়ে যেতে হবে! ভাবুন ব্যাপার! এই বয়সে…

হাসিয়া সর্ব্বজয়া কহিলেন,—সত্যিই তো! নিজেরাই এক-একটি জ্যান্ত সাম্‌নে রয়েচেন্, তাতে হবে না? মরা জানোয়ার…

বীরেন কহিল,—এঁ্যা বৌদি, আমাদের জানোয়ার বললেন! নিজেরাই? তাহলে অপূর্ব্বও…!

হাসিয়া সর্ব্বজয়া কহিলেন,—আমি কাকেও কিছু বলিনি। গায়ে পড়ে কেউ যদি ধরে নেয়, সে তো আমার দোষ নয়!

অপূর্ব্ব কহিল,—যাও গো, বীরেনের চা আর হালুয়া দ্যাখো।

সর্ব্বজয়া কহিলেন,—এই যে যাচ্ছি। তুমি চা খাবে?

অপূর্ব্ব কহিল,—দিয়ো এক পেয়ালা।

সর্ব্বজয়া কহিলেন,—বলো কি গো, এখনো দু'ঘণ্টা হয়নি, ভাত খেয়েচো…

অপূর্ব্ব কহিল,—চায়ে সময়-বিচার নেই। যে-কোন সময়ে চলে! যাও তুমি, বীরেন যখন এসেচে, তখন দুটো কাজের কথা কই॥

সর্ব্বজয়া কহিলেন,—কাজের, না, কাব্যের?

বীরেন কহিল—বলেন কি বৌদি? কাজ আর কাব্য দুটো এক বস্তু?

সর্ব্বজয়া কহিলেন—ওঁর কাছে তাই; কাজের মধ্যে তো দেখি ঐ কাব্য-চর্চ্চা।

কথাটা বলিয়া সর্ব্বজয়া চলিয়া গেলেন।

বীরেন কহিল—বৌদি angry?

অপূর্ব্ব কহিল—বলো কেন! স্ত্রী-জাতিটা কুড়ি বছর বড় জোর পঁচিশ বছর পেরুলেই পৌরুষযুক্ত হন্। তাঁর কোমলতা উবে যায়। ভাবময়ী প্রিয়া তখন হন নীরস গিন্নি! অথচ ওঁরা তা বুঝবেন না! কাব্য আছে বলেই বেঁচে আছি, যৌবনকেও মনে ধরে রাখতে পেরেচি!

বীরেন কহিল—বটেই তো! তা তোমার কাব্য-চর্চ্চায় বৌদি কি রসের জোগান দিতে পারেন না?

অপূর্ব্ব কহিল—তুমি একটা idiot, তুমি তো বিয়ে করলে না, কি করে বুঝবে? কাব্য জোগান্ পায় পরকীয়া-প্রীতি-রসে? তুমি যে কবিতা লিখচো…lyric এর চূড়ান্ত! এ কি সম্ভব হতো স্ত্রীর মারফৎ যদি তোমায় ভাব সংগ্রহ করতে হতো?

বীরেন কহিল—হ্যাঁ, তা যা বলেচো ! আমার ভাব জাগে এমনি, মন থেকেই !

অপূর্ব্ব কহিল,—অসম্ভব ! তুমি স্বীকার করচো না ; কিন্তু মনে মনে বুঝচো তো…

বীরেন কহিল—যাক্, আসল কথা শোনো ! আমাদের দিল-মহল থেকে নাট্যকার পতিতপাবন পোদ্দারকে অভিনন্দন দেওয়া হবে, স্থির হয়েচে। তার জন্য আমার উপর গান রচনার ভার। তা, আমি তো অফিসের কাজে সময় পাচ্ছি না। তুমি যদি একটা গান অন্ততঃ লিখে দাও ভাই।

অপূর্ব্ব কহিল,—আমায় সভ্য করে নিলে না ? আমি পয়সা দিতে প্রস্তুত…

বীরেন কহিল—কি করবো, বলো ! চেষ্টার কশুর করিনি। কিন্তু ঐ যে নিয়ম আছে, চল্লিশ বছর বয়স পার হলে কাকেও সভ্য করা হবে না। বাধচে যে ঐখানে। তোমার সাতচল্লিশ পার হতে চললো না ?

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া অপূর্ব্ব কহিল,—সার্ভিস রেকর্ডে কিন্তু আমার উনচল্লিশ চলছে। তোমায় বলতে হানি নেই। কারণ, তোমার কাছে কোনো কথাই তো গোপন করি না, তুমি কাকেও এ-সব কথা বলতে যাচ্ছ না। আসলে আমার সাতচল্লিশ চলেছে।

বীরেন কহিল—সাত বছর কম সার্ভিস রেকর্ডে! অবাক করলে যে অপূর্ব্ব! এ্যাঁ! পুকুর চুরির গল্প শোনা ছিল, এ যে তাই! বৌদির বয়স কত হলো ?

অপূর্ব্ব কহিল,—সাঁইত্রিশ আটত্রিশ হবে।...জীবনটা মরুভূমি হয়ে গেল হে। তা আমার সার্ভিস-রেজিষ্টার ধরেও আমায় সভ্য করা চলে না?

বীরেন কহিল—আর পাঁচ জনে যদি প্রকাশ করে? মানে, জানো তো, সাহিত্য-জগতে তোমার শত্রু-সংখ্যা অল্প নয়। কবিতা লেখো, পয়সা-কড়ি আছে, স্বচ্ছল অবস্থা, দু' দশ টাকা কেউ ধার চাইলে তাদের কখনো নিরাশ করো না...বাড়ীতে ছেলে-পিলের বালাই নেই...এখনো এ বয়সে দুজনে আছো কপোত-কপোতী...

বাধা দিয়া অপূর্ব্ব কহিল—বাজে কথা রাখো। তাদের শত্রুতা আমি গ্রাহ্য করি না। তুমি একবার প্রস্তাব করো না! বলো তো, প্রভাত বড়ালকে একদিন নেমন্তন্ন করি...কি বলো?

বীরেন ক্ষণেকের জন্য স্তব্ধ থাকিয়া কি চিন্তা করিল, তারপর কহিল—আচ্ছা, তুমি এই গান লিখে দাও দিকিনি। তোমার নামে নিমন্ত্রণ-পত্র আসবে...যেয়ো সেখানে। আমি তোমায় বলে বসবো, দিল-মহলের মেম্বর হও...তুমি বলবে, সময় নেই...এমনি ছুটো অভিনয়-ভঙ্গী...ব্যস!

অপূর্ব্ব কহিল,—করে দাও বীরেন, তোমায় খুব ভালো ভোজ দেবো। আসল কথা কি জানো, তোমাদের সভাটি চমৎকার। ঐ যে নিয়ম—নর-নারী অসঙ্কোচে অন্তরঙ্গ-ভাবে মিশবে...আমি ভাই আজীবন এমনি একটি সভার কল্পনা করছিলুম। তা, বরাত, আমার চল্লিশ বছর বয়স অমুত্তীর্ণ হওয়ার মধ্যে এ সভার প্রতিষ্ঠা হলো

না! বয়স একটু বেশী হলেও আমার energy অল্প নয়···like Johnnie Walker going strong···

কথাটা বলিয়া অপূর্ব্ব হাসিল।

বীরেন কহিল—শোনো, গানটা কি রকম হবে, তোমায় একটু আইডিয়া দি॥

অপূর্ব্ব কহিল—দাঁড়াও, তার আগে এ মাসে আমার যে কবিতা বেরিয়েচে, দেখাই। একখানা নতুন কাগজ বেরুচ্ছে চাটগাঁ থেকে। ছোকরার দলের লেখা। নাম,রসাতল। তা হোক! তারা বলে, East is East, West is West; and the two shall never meet অর্থাৎ পশ্চিম বঙ্গকে রসাতলে দেবে এদের সাহিত্য। এদের ভারী তেজ··· new spirit···কোথাও কোনো বাধা-বন্ধ মানবে না।

বীরেন বাধা দিয়া কহিল—বলো কি! That's exactly our idea. বাঃ! তা তোমায় পাকড়ালে কি করে?

অপূর্ব্ব কহিল—আমার এক ভাগ্নের সঙ্গে পড়ে রসাতলের এডিটর নন্দীচরণ হাজরা। নেহাৎ ছোকরা! তোমার বৌদির হাতে চা খেয়ে গেছে, কতদিন। আমার চির-তরুণ ভাব দেখে ধরেছিল কবিতার জন্য। স্রেফ নতুন idea. কাগজটা এনে পড়ি, শোনো···

অপূর্ব্ব শেল্‌ফ্‌ হইতে রসাতল আনিতে গেল। বীরেন কহিল,—এই সব ছোকরাদের দলে পড়ে গানের ফরমাস ভুলো না। আমি একটা লিখে দেবো; আর একটা তুমি লিখে দাও। দুটো গানের ভাব পাছে এক হয়ে যায়, তাই তোমায় বলা···

অপূর্ব্ব এ মাসের রসাতল পাড়িয়া কবিতা পড়িল। কবিতার নাম 'যুগ-প্রিয়া'।

বীরেন কহিল—Comic কবিতা নাকি ?

অপূর্ব্ব কহিল—দূর পাগল! শোনো না···

অপূর্ব্ব কবিতা পড়িল—

টুকটুকে দুটি গাল গোলাপের কলি—
ঢুলুঢুলু চোখ দুটি কাঁচের পুতলি!
মুখে কথা খই ফোটে,—ফ্রক-পরা মেয়ে,
পায়ে লাল নাগ্‌রা; সে মুখে আছে চেয়ে!
নাগরা সে বেশী লাল? না, সে লাল গাল?
বুঝিতে পারি না ঠিক—হই যে নাকাল।
কি বলে আলাপ করি,—চাই লজঞ্জুস্?
কাজেই চাহিনু পাণ—প্রাণে পাই জুস।
দিল পাণ, নিল প্রাণ—প্রাণ দিয়ে খুশী।
জলছবি পুতুল দিয়ে তারে আমি তুষি।
আরো সাত বসন্তের হাওয়ার পরশ
ও-মন ফুটায়ে যবে করিবে সরস,
তখন কহিব,—খুকী, বুকে নিয়ে আশা,
সাতটি বরষ বহি কত ভালোবাসা,
তোমারে চেয়েছি শুধু, বলো প্রেম-বাণী—
সেদিনের খুকী তুমি হৃদে আজ রাণী!

কবিতা শুনিয়া বীরেন কহিল—বাঃ, বেড়ে হয়েচে। তা এ কবিতার উৎস···

অপূর্ব্ব কহিল,—সেদিন শোভানাথের বাড়ী নেমন্তন্ন ছিল না? শোভানাথের এক পিশতুতো বোনের মেয়ে খুকি—ফ্রক-পরা, লাল নাগরা পায়ে মেয়েটি···আট-ন-বছর বয়স্ হবে—লজঞ্জুস খাচ্ছিল, আমায় পাণ এনে দিলে। আমি লক্ষ্য করলুম, তার চোখ দুটিতে eternal woman-এর প্রাণের কামনা জেগে রয়েচে! তারি উদ্দেশে লিখেচি। খুকীর বাবা কবিতা ভালো বাসেন, আমায় বললেন, আমার ওখানে মাঝে মাঝে আসবেন কবি! তাঁর বাড়ী বেনেপুকুরে। আমি ভাবচি, আর সাত-আট বছর পরে এই মেয়েটি ডাগর হবে তো··· চতুর্দ্দশ বসন্তের মালা একখানি···এবং তাই ভেবে লিখেচি। She is my lady-love. আমার এ প্রীতি তখন বুঝবে তো!

বীরেন কহিল—কিন্তু এ কি পাগলামি হে! calf-love বলেই একটা কথা প্রচলিত আছে। তোমার এ যে old-bull love হয়ে উঠলো!

অপূর্ব্ব তীব্র স্বরে ডাকিল—বীরেন···

বীরেন কহিল—এই বয়সে তুমি এক ক্ষুদ্র বালিকার প্রেমে পড়লে!

অপূর্ব্ব কহিল—To begin early কথা আছে না?

অপূর্ব্ব একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—এই দীর্ঘ জীবনে রাশি রাশি কবিতা লিখেচি···তরুণীর চিত্ত খুশী করার জন্য সহস্র মিনতি আবেদনে ভরা! কিন্তু একটু দরদ বা প্রীতি-ভরে কেউ আমার পানে চাইলে না! এ কি সহজ ট্রাজেডি! অথচ প্রেম বস্তুটা···না, হেঁয়ালি

নয়। আমার বুকে তার সরস পরশ সর্ব্বক্ষণ অনুভব করি। কার ব্যাকুল আহ্বান যেন প্রতি ক্ষণে শুনতে পাচ্ছি!

সর্ব্বজয়া চা আনিয়া কহিলেন—এই চা নিন্ বীরেনবাবু, হালুয়া আনচি; তৈরী হয়ে গেছে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বিষয়-কর্ম্ম

দু'দিন পরে শ্যামল আসিয়া অশ্বিনীকে কহিল—একটু ভাবিত হয়েচেন আপনি আমাদের জন্যে—না ?

অশ্বিনী সত্যই ভাবিতেছিল, দুদিন ইঁহাদের দেখা নাই : ঘরে তালা লাগানো···ব্যাপার কি ?···

শ্যামলের প্রশ্নে অশ্বিনী কহিল—না, এমন কিছু নয়···বুঝতে পারছিলুম, আসতে পারচেন না, হয়তো তাঁরা ছাড়চেন না ?···

শ্যামল কহিল,—ঠিক তাই।···মানে, বহুদিন পরে দেখা কি না ! মোদ্দা, কুমার থাকতে নারাজ। পরের বাড়ী হাজার হোক্···তা সে যত যত্নই করুক তারা !

অশ্বিনী কহিল—নিশ্চয়। তা, আজকালের মধ্যে ফিরচেন তো ?

শ্যামল কহিল—আজো বোধ হয় ফেরা হবে না। কাল সন্ধ্যার সময় ফিরবো আমরা—এমনি ঠিক আছে।

অশ্বিনী কহিল—বেশ।

শ্যামল কহিল,—এধারে এসেছিলুম একটা কাজে। তা, কুমার বললেন, আশ্রমে একটা খপর দিয়ে এসো···তাঁরা কি ভাবচেন !

বেলগেছিয়ার বাগানে তখন এক কাণ্ড বাধিয়াছিল। কে একজন লোকনাথ মণ্ডল আসিয়া খবর দিয়াছে, কুমার-বাহাদুরের

বাপের আমলে তার শালকিয়া-অঞ্চলের দোতলা বসত-বাড়ী কর্ত্তার কাছে বন্ধক ছিল; সুদে-আসলে সে দেনার পরিমাণ বহুৎ বাড়িয়া গিয়াছে। তার পক্ষে ও বাড়ী খালাস করার উপায় যেমন নাই, তেমনি সে দেনার উপর সুদে বা আসলে একটি পয়সা আদায় দিবারো তার সামর্থ্য নাই! অতএব দয়া করিয়া তাকে মুক্তি দেওয়া হোক। কুমার বাহাদুরের ঐশ্বর্য্যের অভাব নাই। ভগবান তাঁকে আরো দিন, তাঁর মঙ্গল করুন্! ইত্যাদি···মুখে সে আশীর্ব্বচনের বাণ ছুটাইয়া দিল।

কুমার বাহাদুর কহিল,—শ্যামলবাবু আসুন। সে-আমলের কাগজ-পত্র কিছু দেখা হয়নি। আগে দেখি···

লোকনাথ কহিল—আমার সঙ্গে ইনি এসেচেন। ইনি ও বাড়ী কিনতে চান্। আপনারো টাকা আদায় হয়ে যায়। বন্ধক আছে পাঁচ হাজারে; সুদ হয়েচে···তাও প্রায় দু'হাজার। কর্ত্তাবাবুর দয়া ছিল অসীম। সুদের হার কম ছিল। তা ইনি সাড়ে সাত হাজার দিতে চান্—তাই এসেছিলুম। আমি ভারত-আশ্রমেও গেছলুম, সেখান থেকে এখানকার ঠিকানা সংগ্রহ করে এসেচি।

লোকনাথের সঙ্গীর পানে চাহিয়া গিরিজা কহিল—আপনি সে বাড়ী দেখেচেন?

সে কহিল,—আমায় লোকনাথ বাবু দেখিয়েচেন সে বাড়ী।

গিরিজা কহিল—আপনি সাড়ে সাত হাজার দিতে চান?

লোকনাথ কহিল—উনি বলচেন, সাত হাজার। তা, আপনাকে আরো পাঁচশো যদি দেওয়াতে পারি···আমার পকেটে কিছু আসে!

গিরিজা কহিল—বেশ, শ্যামল আসুক। আপনি কাল সকালে একবার আসতে পারেন? কথাবার্ত্তা তখন সব হবে'খন। আপনার নাম বলে যান্—আমি নোট্-বুকে টুকে রাখচি।

লোকটি কহিল—আজ্ঞে, আমার নাম জগন্নাথ মিত্তির। আমি কাজ করি বার্ণ কোম্পানির ওখানে। কলকাতায় বাড়ী ছিল, Improvement Trustএ গেছে। তার দরুণ আট হাজার টাকা পেয়েছিলুম। এক মেয়ের বিয়ে আসন্ন হয়ে উঠেচে, ছাপোষা মানুষ। কবে মারা যাই···ছেলেপিলের মাথা গোঁজবার একটু জায়গা করে রাখবো, এই আর কি!

গিরিজা কহিল—বেশ, কাল সকালে আসবেন।

লোকনাথ কহিল—পড়ে আছে, কোনো আয় দিচ্ছে না। এ তবু সাড়ে সাত হাজার টাকা আদায় হয়ে যাবে। সে বাড়ী নিয়ে আপনার কোনো লাভ হবে না। অথচ ইনি আশ্রয় পেয়ে বর্ত্তে যাবেন।

জগন্নাথ কহিল—কাল সকালে দয়া করে একটা ব্যবস্থা করবেন, হুজুর। আমি পাগল হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি। লোকনাথবাবু আমায় কদিন ধরে বলচেন, কুমার বাহাদুর এলেই ঠিক হয়ে যাবে। সেজন্য ওঁর কথায় নির্ভর করে আমি অন্য বাড়ী দেখিনি।

গিরিজা কহিল্—কাল ··কাল···পাক্কা কথা রইলো।

লোকনাথ কহিল—ইনি বায়নার টাকা সঙ্গে এনেছিলেন নগদ পাঁচশো-এক···

গিরিজা [redacted]—তাতে হবে না। নেবার মত হলে হাজার-এক

টাকা বায়না আনবেন। কাল উকিল আনিয়ে রাখবো। বায়না-পত্রও তৈরী হয়ে যাবে। তবে বেলা ন'টার মধ্যে আসবেন। কালও আমি এখানে আছি।

লোকনাথ কহিল—তাই করুন জগন্নাথ বাবু···হুজুরের মত হয়েচে যখন, তখন শুভস্য শীঘ্রং—তারপর দিন পনেরোর মধ্যে রেজেষ্ট্রী হয়ে পাকা দলিল পেয়ে যাবেন।

জগন্নাথ উঠিয়া কহিল—বেশ, কালই তাহলে আসবো।

জগন্নাথ চলিয়া গেলে লোকনাথ কহিল—এতে আমার চাই পাঁচশো নগদ। প্রথম বায়না থেকে আড়াইশো; তারপর পাকা দলিল হবার দিন বাকী আড়াইশো। যে করে এর পিছনে লেগে আছি···

গিরিজা কহিল,—বড্ড বেশী হচ্ছে না? আমি বলি, দেড়শো আগাম আর দেড়শো পরে, এই তিনশো নাও!···ভাগীদার ঢের···তার উপর আসর-খরচ!

মাথা নাড়িয়া প্রবল আপত্তি তুলিয়া লোকনাথ কহিল—না, না—পাঁচশোর এক পয়সা কমে হবে না। ঐ বেনেটোলার দল তো ছিল; তাদের কাছে যাইনি! দর বেশী হচ্ছে, এ কথা বলেন কি করে? ঝুঁকি কম? শ্রীঘর কি, হয়তো ভারত-ছাড়া হবো! মানুষ-জাল! আমার মশায় পাকা কথা ঐ দর.. না দেন অন্য চেষ্টা দেখতে হবে।

গিরিজা কহিল—আচ্ছা, আচ্ছা, তাই হবে হে। টাকার এখন আমাদের ভারী দরকার। জমে ঝেঁকে বসা চাই···

পরের দিন জগন্নাথ আসিয়া যথাসময়ে দেখা দিল, সঙ্গে লোকনাথ।

গিরিজা ডাকিল—শ্যামল, উকিলবাবু এসেচেন?

শ্যামল কহিল—এসেচেন।

গিরিজা কহিল,—তাঁকে বায়না-পত্র তৈরী করতে বলো। ষ্ট্যাম্প-কাগজ আনানো হয়েচে?

শ্যামল কহিল—সে আনাতে কতক্ষণ! তার টাকাটা তো জগন্নাথবাবুই দেবেন…

জগন্নাথ কহিল—আজ্ঞে, আমি ষ্ট্যাম্প-কাগজ সঙ্গে এনেচি।

শ্যামল কহিল—ওঃ! তাহলে আর বিলম্ব কেন হবে?

গিরিজা কহিল—বায়নার টাকা এনেচেন—হাজার-এক টাকা? ঐ যে…ওহে শ্যামল, টাকাটা নিয়ে রসিদ দাও আলাদা·· তার উপর বায়না-পত্রেও লেখা থাকবে যেমন যা বলেচেন···

বায়না-পত্র তখনি তৈরী হইয়া গেল। টাকাটা গিরিজা হাতে লইয়া পকেটে পুরিল, কহিল,—বায়না-পত্র আনো, সই করে দি। জগন্নাথবাবু, তাহলে রেজেষ্ট্রী আপিস সার্চ করান—আপনার উকিলকে দিয়ে বায়না-পত্র দেখিয়ে নিন্—উকিল আছে?

জগন্নাথ কহিল—আজ্ঞে আছেন,—হাবড়ার উকিল চন্দ্রভূষণবাবু …তাঁকে দিয়েই সব করাবো।

গিরিজা কহিল—চট্‌পট্ সেরে ফেলুন। দেরী করবেন না। আমি কবে কোথায় আছি, তার কোনো ঠিক নেই। তবে দিন পনেরো আছি এখানে। ঐ ভারত-আশ্রমে গেছলেন না? ওখানেও পেতে পারেন।

জগন্নাথ কহিল—আট দিনে যদি হয় তো ন' দিন করবো না।

গিরিজা কহিল—বেশ।

জগন্নাথ টাকা গণিয়া দিল; দিয়া বায়না-পত্রে সই করিল; করিয়া বিদায় লইল।

গিরিজা ডাকিল,—শ্যামল···

শ্যামল আসিয়া সামনে দাঁড়াইল। গিরিজা কহিল,—ভারত-আশ্রমে বাস করা চলবে না। এখানে তোফা খোলা হাওয়া। অনেকখানি নড়বার জায়গা···আরাম প্রচুর।

শ্যামল কহিল—বেশ, ব্যবস্থা করে আসি।

গিরিজা কহিল—জয় জগন্নাথ! এবারকার অভিযানে জগন্নাথ দেবই আমাদের প্রথম সম্বল!

শ্যামল কহিল—ধীরে বন্ধু, ধীরে···বেশী আনন্দ করো না···

দুপুর বেলায় একখানা ট্যাক্সিতে চড়িয়া এক ভদ্রলোক আসিয়া দেখা দিলেন, কহিলেন,—বেলপাড়ার কুমার বাহাদুর এখানে আছেন?

বেয়ারা কহিল,—আছেন।

ভদ্রলোক একটা কার্ড দিয়া বেয়ারাকে কহিল,—এই কার্ড তাঁকে দাও। বলো, এই বাবু এসেচেন।

বেয়ারা কার্ড লইয়া চলিয়া গেল। গিরিজা তখন নিবিষ্টমনে শ্যামলের সহিত কি একটা হিসাব কষিতেছিল। কার্ড লইয়া গিরিজা কহিল,—মাখনলাল চ্যাটার্জী, কোল্ মার্চেন্ট। সেই কয়লার বাবু এসেচেন হে···তাঁকে ঘরে এনে বসাও।

শ্যামল হিসাব ফেলিয়া চলিয়া গেল এবং মাখনলালকে আনিয়া সজ্জিত ড্রয়িং রুমে বসাইল।

মাখন কহিল,—কুমার বাহাদুর আছেন? আমি ষ্টেট্‌স্‌ম্যানে

বিজ্ঞাপন দেখে আসচি। একখানা চিঠি লিখেছিলুম। তার জবাবে আমায় জানানো হয়েচে, এই ঠিকানায় আজ দেখা করার জন্য ?

শ্যামল কহিল,—হ্যাঁ, আপনি বসুন···আমি কুমার বাহাদুরকে খপর দি। তিনি এখন বিশ্রাম করতে যাচ্ছিলেন···বড়লোকের mid-day siesta...বুঝচেন তো! শুধু আপনার সঙ্গে দেখা করার কথা আছে বলেই···

মাখন পরম আপ্যায়িত ভাব দেখাইয়া কহিল,—তাঁর অনুগ্রহ! তা, একটা কথা ছিল,—মানে, ট্যাক্সিটাকে ছেড়ে দিয়ে আসি। অনর্থক ভাড়া উঠবে—ফিরতে কতক্ষণ লাগে! না হয় ট্রামেই ফিরবো।

শ্যামল কহিল,—ছেড়ে দিন্ ট্যাক্সি। তারপর বিকেল অবধি থেকে যান্ যদি তাহলে কুমার বাহাদুরের সঙ্গেও ফিরতে পারেন। তিনি তো বেড়াতে বেরুবেন।

মাখন উঠিল, কহিল,—হ্যাঁ, ভাড়া চুকিয়ে ট্যাক্সিটা ছেড়ে দিয়ে আসি।

ট্যাক্সির ভাড়া চুকাইয়া মাখন আবার ড্রইং রুমে আসিয়া দেখে, দিব্য-কান্তি এক তরুণ যুবা একটা কৌচে বসিয়া আছে।

মাখন তাঁহাকে দেখিয়া নমস্কার করিয়া কহিল,—আপনিই কুমার বাহাদুর···?

গিরিজা কহিল,—আসুন, বসুন···

তারপর কথাবার্ত্তা সুরু হইল। মাখন কহিল, ষ্টেট্‌স্‌ম্যানে বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছিল, সিজুরার কাছে রায় গজানন রায় বাহাদুরের এষ্টেটের কোলিয়ারির জন্য একজন অভিজ্ঞ কোলিয়ার

ম্যানেজারের প্রয়োজন আছে। কোলিয়ারি কাজে যাঁর পারদর্শিতা ও অভিজ্ঞতা আছে, এমনি বাঙালীকেই নিয়োগ করা হইবে। তাই…

মাখন আরো বলিল, কোলিয়ারির কাজ তাদের তিন পুরুষ করিয়াছে, তবে নানা দৈব দুর্ব্বিপাকে তার কোলিয়ারি আজ দু-বছর বন্ধ। মাখন ছেলেবেলা হইতেই কোলিয়ারি কাজে পোক্ত, সেজন্য…

গিরিজা কহিল,—দেখুন, বিস্তর দরখাস্ত পেয়েচি। মুস্কিল বেধেচে এর মধ্যে এই যে, দু'তিনজন খুব নামজাদা মার্চ্চেণ্ট ছিলেন, তাঁরাও চাকরিতে ঢুকতে চান। মাহিনার কথা জানেন তো?

মাখন কহিল,—কাগজে বিজ্ঞাপন দেখলুম, আপনারা সাড়ে তিন-শো টাকায় সুরু করবেন, পরে পাঁচশো অবধি…

গিরিজা কহিল,—হ্যাঁ, তাই বলছিলুম। যখন আপনাদের মত অভিজ্ঞ লোক পাওয়া যাচ্ছে, তখন ও-মাহিনাটা বড়ই কম মনে হচ্ছে! আমরা তো আপনাদের মত লোক পাবো, ভাবিনি! তা যখন পাচ্ছি, তখন স্থির করেচি, মাহিনা আপাততঃ পাঁচশো থেকেই সুরু করে সাড়ে সাতশো অবধি উঠুক। তার উপর আড়াই পার সেণ্ট লাভের বখরাও…

মাখন কহিল,—আমার অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে আপনাকে কাগজ-পত্র দেখাতে পারি।

গিরিজা কহিল,—তাঁরাও কাগজ-পত্র পাঠিয়েচেন, তাছাড়া security deposit-এর প্রস্তাবও করেচেন তাঁরা। ব্যবসার দিক দিয়ে আমারো মনে হয়, security deposit দরকার। অন্ততঃ পাঁচ হাজার

টাকা। আর ঐ securityর জন্যই মাহিনা বাড়াতে পারবো। এতে হবে কি জানেন? দু'পক্ষের কেউ ঢিলে-মনে কাজ করতে পারবেন না। আপনারা যেমন security জমা দিচ্ছেন, তেমনি আড়াই পার-সেণ্ট লাভের বখরা পাবেন···এটা stimulant-এর কাজ করবে। কি বলেন?

কথা শেষ করিয়া গিরিজা হাসিল।

মাখন কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিল,—আমি এ সর্ত্তে রাজী আছি।

গিরিজা কহিল'—আপনার কাগজপত্র রেখে যেতে পারবেন? দিন দু'চ্চারের জন্য? আমার ম্যানেজার কাল সকালে এসে পৌছুবেন। তিনি সব কাগজ-পত্র দেখে স্থির করে ফেলবেন। বাজার এমন হয়েচে মাখনবাবু···আমার প্রাণে সত্যই বেদনা হয়···এক ভদ্রলোক এসেছিলেন, তিনি একদিন বিলম্ব করতে চান্ না···তিনি বলেন, দশ হাজার টাকা security এখনি আমি জমা দিতে রাজী। টাকা হাতে গুঁজে দিতে উদ্যত! তিনি বলেন, ঘরের টাকা ভেঙ্গে ভেঙ্গে সব ফুরিয়ে ফেলবার জোগাড় করে তুলেচি!

কথাটা শুনিয়া মাখনের দুই চোখ কপালে উঠিবার জো হইল। তারো ঠিক ঐ দশা! ছোট মেয়েটা ডাগর হইয়া উঠিয়াছে, আর এক বছর কষ্টে-স্বষ্টে ধরিয়া রাখা চলে; তারপর বিবাহ না দিলে··· তাই সে স্থির করিয়াছে, এই চাকরিটি বাগাইতে পারিলে মফঃস্বলে গিয়া থাকা চলিবে, বাড়ী ভাড়া লাগিবে না, কলিকাতার বাড়ী ভাড়া দিয়া কিছু পাওয়া যাইবে, সে কি কম লাভ! ঘরের টাকা ভাঙ্গিয়া এই যে সংসার চালানো, এ দিকটাতেও রক্ষা পাইবে!

মাখন কহিল,—তা আপনি এমন লোভ ধরে দিচ্ছেন, কে না রাজী হবে, বলুন? যে দিন-কাল পড়েচে, আমার নিজের কথা যদি ধরেন, গোপন করবো না…অন্য একটা ব্যবসা করতে যাবো, এ-বয়সে আর সে সাহস হয় না। এখন নিরাপদ হয়ে…

শ্যামল ঘরে ঢুকিল, কহিল—সে ভদ্রলোকটি এসেচেন…

গিরিজা কহিল,—কে?

কণ্ঠস্বর মৃদু করিয়া শ্যামল কহিল,—সেই কামাখ্যাবাবু…

গিরিজা কহিল,—এসেচেন! ঐ দেখুন…সে মাখনের পানে চাহিল, কহিল,—যে ভদ্রলোকটির কথা বলছিলুম…উনি এক কোলিয়ারিতে দশ বছর কাটিয়েচেন। সম্প্রতি সে কোম্পানি ফেল হয়েচে। আজ ওবেলায় এসেছিলেন। নিজের চার হাজার আছে, বাকী ছ'হাজার বাড়ী বন্ধক দিয়ে জোগাড় করবেন...সব ঠিক। বন্ধকী দলিল অবধি তৈরী। শুধু আমার মুখের কথার ওয়াস্তা! তাহলেই তিনি টাকা দিয়ে নিশ্চিন্ত হন!

মাখনের চোখের সামনে দুনিয়াটা প্রবল বেগে ঘুরিয়া উঠিল। সে ভাবিল, এ কাজেও প্রতিদ্বন্দ্বী জুটিতে পারে? আশ্চর্য্য!

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া গিরিজা কহিল,—বাঙালীর আজ অন্ন-সমস্যা প্রবল হয়ে উঠেচে! আমি সত্যি মাঝে মাঝে ভাবি, এর একটা উপায় যদি করতে পারি! মধ্যবিদ গৃহস্থের কষ্ট-অভাব যদি কিছু কমানো যায়!…এমন কোনো ব্যবসা হয়, আমি তার সঙ্গে heartily co-operate করি। মানে, আমার সাধ্যমত, অবশ্য…

শ্যামল কহিল,—এঁকে কি বলি?

গিরিজা একবার মাখনের পানে চাহিল, তারপর শ্যামলের পানে চাহিয়া কহিল,—তুমি বলো, আমি বাড়ী নেই ; কাল ফিরবো। তারপর ম্যানেজার বাবু এসে পড়বেন। তিনি এসে যা হয় বিহিত করবেন। আমি এ কাজে আনাড়ি তো!

শ্যামল ধীর পায়ে চলিয়া যাইতেছিল ; গিরিজা একটা মৃদু তুড়ি দিল।

তুড়ি শুনিয়া শ্যামল ফিরিল। গিরিজা কহিল,—এই মাখন বাবু··· এঁর নিজের কোলিয়ারি ছিল। ছেলে বেলা থেকে এই কাজেই চুল পাকিয়েচেন ; তার উপর ওঁদের তিন পুরুষে কোলিয়ারি কাজ। heredity-র একটা আশ্চর্য্য শক্তি আছে, মানো তো? তা, এঁকে যখন পাওয়া যাচ্ছে···উনি দশ হাজার security দিতে পারেন, তাতে আমাদের দরকারও নেই। এ একটা formal matter. তাছাড়া নিজেরা তো জানি, দু'চার বছর কাজ করার পর ও টাকা সুদ-সমেত ফেরত দেবো। শুধু ম্যানেজার বাবুর ব্যবস্থা। তিনি বলেন, একটা confidence. মানে, বিশ্বাস-সৃষ্টির জন্য ··উভয় পক্ষের কাজের সুবিধা নাকি তাতে হয়, তাই। তার উপর তোমার কামাখ্যা বাবুর মাত্র দশ বছরের অভিজ্ঞতা, এবং তাও চাকরির দরুণ নিজে যিনি কোলিয়ারির মালিক ছিলেন এককালে, তাঁর দাম মাহিনা-করা বাবুদের চেয়ে ঢের বেশী...

শ্যামল কহিল—সে তো নিশ্চয়। ওঁকে তাহলে বিদায় দি···?

গিরিজা মাখনের পানে চাহিল, কহিল—মাখনবাবুর মত লোক পাওয়া গেলে···তুমি কি বলো? মানে, আমি এ বিষয়ে কথা পাকা

করিতে পারি না···ম্যানেজার বাবু শেষে ছেঁটে দেবেন—জানো তো তাঁর মেজাজ!· রিটায়ার্ড সব-জজ। তাঁকে না মেনে চলার সাধ্য আমার নেই! তা, তুমি আজ কোনো একটা ছলে ওঁকে বিদায় করো তো···

শ্যামল কুণ্ঠিত ভঙ্গীতে ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল।

গিরিজা কহিল—আমি এ কাজে হাত দিতে এই কারণেই নারাজ ···দেখুন তো, ভদ্রলোক আশা করে এসেছিলেন। অভাব বলেই না? তাঁর মনে এ আঘাত কতখানি নিষ্ঠুর হয়ে বাজবে!···অর্থ সমস্যা···এই অর্থ-সমস্যা! ভারত সেদিন জাগবে, ভারত-বাসী সেদিন সুখী হবে··· যেদিন তার এই দারুণ অর্থসমস্যা ঘুচবে···স্বরাজ নয়, স্বাধিকার নয়, আমরা চাই সকলে পেট ভরে খেয়ে-দেয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করতে পারি যেন···তার পর যা খুশী করো। আমার অনেক সময় মনে হয়··· কিন্তু মিছে বলা···ম্যানেজার বাবু সব কেটে দিয়ে বলবেন, বিষয়-রক্ষা সব-চেয়ে বড় কর্ত্তব্য! মন অত কোমল করলে বিষয়-রক্ষা হয় না! দুঃখ চারিদিকে···ক'জনের দুঃখ দূর করতে পারো তুমি?···কথা ঠিক! অগত্যা চুপ করে থাকি···

মাখন কহিল—আপনার বয়স এখন কম, মন তাই নরম! তবু এত ঐশ্বর্য্যের মধ্যে বসেও যে আপনি গরীবের কথা ভাবেন, এ আপনার অসাধারণ মহত্ব! ক'জন ধনী গরীবের কথা এমনভাবে চিন্তা করে, বলুন?

গিরিজা কহিল—আপনি ভুল করচেন। গরীব আমরা সকলেই। আমার নয় আজ আপনার চেয়ে দুটো বেশী টাকা আছে, কিন্তু কাল আপনার চেয়ে আমার অবস্থা খারাপ হবে না, তার কোনো

গ্যারেন্টি আছে কি !…তবে ?…তা, আপনি দয়া করে কাল অব্‌ধি অপেক্ষা করুন…

মাখন কহিল—আমি কালই একেবারে আট হাজার টাকা এনে আপনার হাতে তুলে দি, শুধু একটু আদেশ করুন…আমার পোষ্য অনেকগুলি…আমার নিজের সংসার, তার উপর বিধবা বোন তাঁর ছেলেমেয়ে নিয়ে আমারি ঘরে আশ্রয় নেছে !…

গিরিজা কহিল—থাক মাখনবাবু…ও-সব কথা আর তুলবেন না। আপনার হয়ে ম্যানেজার বাবুকে নিজে সুপারিশ করবো…যে ক'জন এসেচেন, তাঁদের মধ্যে আপনার কষ্ট আমার নিজের প্রাণে বেজেচে।

মাখন কহিল—আপনি মহৎ…আপনার কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকবো।

বাধা দিয়া গিরিজা কহিল—আবার আপনি ও-সব কথা সুরু করলেন…নাঃ, আপনারা আমায় অতিষ্ঠ করে তুলবেন, দেখচি !

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বৈষয়িক জের

সন্ধ্যার সময় ভারত-আশ্রমে আসিয়া শ্যামল ডাকিল,—অশ্বিনীবাবু আছেন ?

অশ্বিনী কহিল—এই যে মশায়···তারপর খবর কি ?

শ্যামল কহিল—বুঝচেন তো ··বহুকাল পরে রায় বাহাদুর ওঁকে পেয়ে ছাড়তে চাইছেন না! দু'বার পা বাড়ালুম আসবার জন্য—আবার পুনর্মূষিক হয়ে তাঁর আশ্রয়-গহ্বরে ঢুকতে হলো !

অশ্বিনী কহিল—আরো দু-একদিন থাকবেন না কি ? সে বাড়ী দেখার কি হলো ?

শ্যামল কহিল—আর বলেন কেন ? আপনি যান্‌নি···বেঁচে গেছেন। অনর্থক হায়রাণ হতেন। ভাঙ্গা বাড়ী···তার আগাগোড়া ফেল্‌লে তবে সে জায়গায় বাসের যোগ্য ইট-কাঠ সাজানো হতে পারে। দু'লাখের কম দাম নয়। ভেবেছিল, নব্য ছোকরা, সদ্য বিষয় পেয়েচে, তায় পাড়াগাঁ থেকে এসেচে, কাপ্তেনী চালে থাকবে···কিন্তু জানে না তো, গিরিজাবাবু কি-রকম হিসেবী লোক···

অশ্বিনী কহিল—তাই হওয়া উচিত। বেচালে কত বড় বড় ঘর পড়ে যাচ্ছে।···

শ্যামল কহিল—তা ও দালালও খুব তোয়ের লোক। এটর্ণি-

পাড়ায় ঘোরে কি না! সে বাড়ী দেখার পর নিয়ে গেল বালিগঞ্জে সেই মনোহর-পুকুরে···ছ'খানা বাগান-বাড়ী দেখালে—তার কোনটাই সুবিধের নয়। আমি ওকে বলচি, সহরে না থাকো, ঐ ঢাকুরেয়, নয়তো এধারে দমদমায় কি গুঁড়োয় খুব খানিকটা জমি নাও, নিয়ে তার উপর নিজের পছন্দ-মত বাড়ী তোয়ের করাও···

অশ্বিনী কহিল—সেই ভালো ব্যবস্থা হবে। তা হ্যাঁ, আপনাদের চিঠি আছে···ছ'খানা এসেচে। একখানা আপনার নামে, আর-একখানা গিরিজাবাবুর নামে···

অশ্বিনী চিঠি দু'খানা শ্যামলের হাতে দিল। দু'খানি চিঠিই খামে মোড়া; ডাকে আসিয়াছে।···

নিজের চিঠি খুলিয়া শ্যামল পড়িল। যামিনী তাকে লিখিয়াছে ···কুমার বাহাদুর ও শ্যামলকে সভ্য করা হইয়াছে দুজনের প্রবেশিকার টাকা ও এক মাসের চাঁদা ইতিমধ্যে পাঠাইলে ভালো হয়। তাছাড়া সম্প্রতি একটা মস্ত function আসিতেছে—নাট্যকার পতিতপাবন পোদ্দারকে অভিনন্দন দেওয়া হইবে। সে সম্বন্ধে আলোচনার জন্য দিল্-মহলের এক বিশেষ সভার অধিবেশন কাল বেলা পাঁচটায়। সে অধিবেশনে কুমার বাহাদুর ও তার যথাসময়ে হাজির হওয়া আবশ্যক।···

নিজেদের কামরায় গিয়া শ্যামল গিরিজার নামে লেখা চিঠিখানা খাম হইতে বাহির করিয়া পড়িল। চিঠিখানার ভঙ্গী অদ্ভুত! লেখা আছে—

অবনীবাবু—করিয়াছেন—হইয়াছে—গিয়াছে—কমলাকান্ত—তাঁর—

গিয়াছে—নালিশ—বাহির—আসামীর—লোক—রুজু—ওয়ারেণ্ট—কলিকাতায়—নাম—সিংহরায়দিগর—কলিকাতায়—সাবধান—ওয়ারেণ্ট।

খুচরা আদায়ী খাজনার হিসাব পাঠাইলাম,—বুঝিয়া লইবেন—এগুলি বর্দ্ধমানের ১৯ ঘরের মাত্র।

১৲ ৮৲ ১২৲ ২৲ ১৩৲ ৯৲ ৩৲ ১৪৲ ১৯৲ ৪৲ ১০৲ ১৫৲ ৫৲ ১৬৲ ৬৲ ১১৲ ১৭৲ ৭৲ ১৮৲

ইতি

হিসাব দেখিয়া একটুকরা কাগজে কতকগুলা অক্ষর সাজাইয়া শ্যামল অপলক স্থির দৃষ্টিতে কয়েক মুহূর্ত্ত দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া ঘরের বাহির হইয়া একেবারে অশ্বিনীর কাছে আসিল, কহিল,—অশ্বিনীবাবু, একটু নিবেদন আছে···

অশ্বিনী কহিল—কি ?

শ্যামল কহিল,—আমাদের একটু ক্ষমা করতে হবে। আমাদের আজই কলকাতা ছাড়তে হবে। একটা জরুরি খবর আছে···একটা নতুন মহলে লাঠালাঠি হয়ে গেছে—দু'চারটে ওয়ারেণ্টও বেরিয়েচে আমাদের এক গোমস্তার নামে। কুমার বাহাদুরের সঙ্গে ম্যাজিষ্ট্রেটের খুব আলাপ। তাঁকে নিয়ে একবার দেখতে হবে। নাহলে বিষয় রক্ষা করা দায়, বিদ্রোহী প্রজাদের শাসিত না করলে একটি পাই-পয়সা আদায় হবে না। তার উপর শত্রু-পক্ষ তাদের ফুশলে তুলচে···

অশ্বিনী কহিল—আজই যেতে হবে ?

শ্যামল কহিল,—হয়তো এই রাত্রের ট্রেণেই। তারপর যত শীঘ্র কাজ সেরে···মানে, কাজ চুকলেই আসবো—এবং এলে আপনার এই আশ্রমেই আমাদের আশ্রয় যেন মেলে···

অশ্বিনী কহিল,—সে কি! নিশ্চয়ই···এসে ছুটোছুটিই করচেন··· দুদিন আলাপ ভালো করে হলো না। তাহলে আপনাদের টাকাটা···? মানে, এক দিনে পাওনা অত হবে না তো···

শ্যামল কহিল—জমা থাক্, ফিরে আসচি তো···কলকাতায় আসতেই হবে। এখানকার কাজও বড় কম জরুরি নয়!

অশ্বিনী কহিল—বেশ!

শ্যামল গিয়া উপরের ঘর হইতে জিনিষপত্র সংগ্রহ করিল এবং আশ্রমের ভৃত্যের ঘাড়ে মোট চাপাইয়া পথের ধারে আসিয়া একটা ট্যাক্সি ধরিল এবং জিনিষপত্র-সমেত ট্যাক্সিতে চড়িয়া সোজা উত্তর-মুখে পাড়ি দিল।···

ছত্তরমলের সঙ্গে বেলগেছিয়ার বাগানে তখন গিরিজার কতক-গুলা হিসাব-পত্র, লইয়া নিবিড় আলোচনা চলিয়াছিল। শ্যামলকে দেখিয়া গিরিজা কহিল—এই নাও হে হিসেব···তোমার শেয়ারে পাওনা হয়েচে এক মাসে ২৭৫৲ দুশো পচাত্তর টাকা। আমার ৩১২৲ তিনশো বারো টাকা···এই রেটে রোজগার চললে ষ্টাইল রক্ষা করা দায় হবে?

শ্যামল কহিল—এ ঠিক হচ্ছে না, বাবুজী। কাপড়-চোপড়, সেণ্ট, গাড়ীভাড়া, থিয়েটার-বায়োস্কোপের বক্স—এ-সব খরচা নিজেদের পকেট থেকে দিতে হয় যদি তো এ কাজ পোষাবে না।···দুশ্‌রা কুমার-

বাহাদুর ফরমাশ করো।...আমাদের qualification হলো এই যে, আমরা হা-ঘরের বংশ-সম্ভূত নই...born aristocrats—তাছাড়া সাহিত্যে শিল্প-কলায় আমাদের কৃতিত্ব অসাধারণ! সে-সবের একটা মূল্য আছে...

গিরিজা ও শ্যামলের পানে কিছুক্ষণ স্তব্ধ নির্ব্বাক দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিবার পর ছত্তরমল কহিল,—আমারো লাভ খুব হচ্ছে না, বাবুজী ...এই বাগিচার ভাড়া একশোর ওপর দিতে হচ্ছে...ও সখের খরচের জন্য থোক্ একটা কিছু ধরে লিন্—মাস-মাস একশো রূপেয়া...এর মধ্যে দেখিয়ে, ভাকিল-লোক যে ফীজ্ ল্যায়, তা কামের দরুণ...গৌণ কেনার দাম তো নহি ল্যায়! তেমনি যে কামের য্যায়সা দস্তুর, ইইল তো আপ-লোককা করনাই পড়েগা।

গিরিজা কহিল—তাহলে কুমার-বাহাদুর দিয়ে ব্যবসা হয় না... ছোট-খাট মৌজাদার তালুকদার তশীলদার নিয়ে ব্যবসা চালাতে হয়। আমরা কতখানি ঝুঁকি নিচ্ছি...মরতে হয় যদি তো আমরাই মরবো...তোমার কি!

ছত্তরমল কহিল—আরে, বসে বসে কাম্ করুন...আগে এ কাজে ছোকরা কেউ আসতো না—এখন বহুৎ ঘর কারবার সুরু কিয়া! রইস-লোক্ ভি আ' গিয়া...ঐ শোভাবাজারমে এক্ বড়া দল্...তা, একঠে ব্যবস্থা করে লিন্...

শ্যামল কহিল—উপস্থিত এই দিল্-মহলের মেম্বার হতে হবে... তাতে নগদ বাহান্ন টাকা সদ্য দেওয়া চাই। এ কাম্ ভারী জরুরি...

ছত্তরমল আবার কি ভাবিল, কহিল,—আচ্ছা, ঐ বাহান্ন রূপেয়া ঔর

একশো—একশো বাহান্ন রূপেয়া আরো লে লেনা। লেকেন এই কোল্ মার্চেন্ট মাখনবাবুকো ঠিক ঘাল করনা—চট্‌পট্। ও আট হাজার নগদা জমা দিবে নোকরি লিয়ে···

গিরিজা কহিল—হ্যাঁ, সে রাজী হলেই ও টাকা জমা পড়ে।···

ছত্তরমল কহিল—উঠো আজ লে লেনা···

শ্যামল কহিল—তাকে appointment মঞ্জুরী চিঠি দিতে হবে। ···তারপর এ বাগিচায় থাকা চলবে না—দুশ্‌রা কোঠি···

ছত্তরমল কহিল—বারাকপুরে একঠো বাগিচা মিলবে···ভাড়া ষাট্ রূপেয়া···

শ্যামল কহিল—গাড়ী ভাড়া বহুৎ পড়ে যাবে। আনে-যানে···

ছত্তরমল কহিল—একঠো মোটর মিলায় দিবে। আড়াইশো রূপেয়ামে মিলছে। ও হামি দেখ্ লিয়া। বাত্‌ভি পাক্কা হো গিয়া··· ঔর হামরা হাতমে clever ছোকরা driver আছে. ঐ গাড়ী আর ড্রাইভার লেকে বারাকপুরমে রহনা—

গিরিজা কহিল,—বেশ, গাড়ীটা নেহাৎ ময়লা-ফেলা গোছ দেখতে হবে না তো ?

ছত্তরমল কহিল—না, না, বাবু···হামি কি বাচ্ছা আছে! কুছ সমঝায় না?···ও গাড়ীর এঞ্জিন ঠিক আছে—একদফে রঙ লাগা লেনা···ব্যস্···ভারী গাড়ী-বারলিট—এক ডাংদার বাবুকা আছে···পাণিকা দরমে ছোড় দেতা হ্যায়। উন্‌কা আউর ভালা গাড়ী হ্যায়। এঠো কোই লেনে মাঙ্গ্‌ছে না। ভারী গাড়ী, বহুৎ খরচা, তেল যাস্তি লাগ্‌তা···ইস্ লিয়ে।

গিরিজা কহিল,—চট্‌পট্‌ মিলায় দে'না। দো-তিন রোজমে বারাকপুর ভেজ্‌না। কি বলো?

ছত্তরমল কহিল,—হাঁ,...দো-এক রোজ আউর হিঁয়া ঠাব্‌না... উধর বন্দোবস্ত পাক্কা কর্‌ লেগা...

গিরিজা কহিল,—টাকা-কড়ি দিয়ে যাচ্ছ আজ?

ছত্তরমল কহিল,—হাঁ...

শ্যামল কহিল,—দিল্‌-মহলের মেম্বর হওয়ার টাকাও আজ দিয়ে যাও...

ছত্তরমল কহিল,—দে'গা...লেকেন্‌ এ মাহিনা পূরা দম্‌সে কাম চালা না...

শ্যামল কহিল,—সে পরিচয় পাবে হাতের কাজে।...

গিরিজা কহিল,—শনিবারের রেশে গেলে হয় না?

ছত্তরমল কহিল,—দেখিয়ে...লেকেন্‌ রূপেয়া যাস্তি খরচা হোনে'সে নেহি যাও, বাবুজী!

হাসিয়া শ্যামল কহিল,—বহুৎ আচ্ছা, সাব্‌...

পরের দিন সকালে মোটা কালো চেহারা ম্যানেজার বাবু আসিয়া দেখা দিলেন। ইয়া কালো গোঁফ; দেহ যেন একটি মৈনাক পাহাড়! বেশভূষা সৌখীন। কোঁচানো কালাপাড় দেশী ধুতি পরা, গায়ে আদ্দির গিলা-করা পাঞ্জাবি...আঙুলে বড় পান্নার একটা আংটি, পায়ে পেটেণ্ট চামড়ার কালো কুচকুচে পাম্প্‌শু।...

শ্যামল কহিল,—বর্দ্ধমান থেকে ওয়ারেণ্ট এসে পৌঁচেছে, অম্বিকাবাবু।

ম্যানেজার ওরফে অম্বিকাবাবু কহিলেন,—সে-বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকো। সে ওয়ারেণ্ট এসেচে শ্যামপুকুর থানায়। ঐ হুদ্দাটা বাঁচিয়ে চললেই নিশ্চিন্ত থাকা যাবে। তাছাড়া আমি এক উকিলের সঙ্গে দেখা করবো আজই …তিনি পুলিশ কোর্টে প্রাকৃটিশ করেন। ভারী চালাক লোক…থাকেন হাটখোলায়…

গিরিজা কহিল,—তিনি কি উপায় করবেন, শুনি? যে ওয়ারেণ্ট বেরিয়েচে, তা তো আর নাকচ হতে পারে না।

ম্যানেজার কহিল,—তা হতে পারে না; কিন্তু সে ওয়ারেণ্ট এড়িয়ে চলার হদিশ্ তিনি দিতে পারবেন। শুধু একটু তদ্বির!…

শ্যামল কহিল,—ছত্তরমল নোটিশ দেছে, দু-একদিনের মধ্যে ব্যারাকপুরে যেতে হবে। সেখানে সে বাড়ী ঠিক করেচে।…

ম্যানেজার কহিল,—আমিই তাকে লিখেছিলুম, একটু দূরে থাকা ভালো। নয় কি?

গিরিজা কহিল,—কিন্তু এতদূরে কাজ-কর্ম্মের জন্য ক'জন আসতে-যেতে পারবে?…

ম্যানেজার কহিল,—কলকাতায় একটা আপিস্-গোছ রাখতে হবে। সেটা আমি দু-একদিনের মধ্যেই স্থির করে ফেলচি।… ধরো, যদি শেয়ালদার কাছে বাড়ী দেখি…?

শ্যামল কহিল,—না। অত ভিড়ের মধ্যে ঠিক হবে না। দমদমায় কি কাশীপুরে ভ্যাখো…একটু নিরবিলি জায়গা হবে, অথচ কলকাতা থেকে বেশী দূরে নয়।

শ্যামল কহিল,—তা বটে! বেশ, তাই দেখা যাবে।…

দুপুর-বেলায় সেই মাখনবাবু আসিয়া উপস্থিত। গিরিজা কহিল,—আপনাকে ম্যানেজারবাবুর হাতে সমর্পণ করি···তিনি সব বোঝেন ভালো। আমি আনাড়ি···

তাই হইল। ম্যানেজার বাবুর মূর্ত্তি দেখিয়া মাখনবাবুর শ্রদ্ধা হইল। দিব্য শাঁসালো চেহারা। মুখে-চোখে বৈষয়িক জ্ঞানের গরিমাময় গাম্ভীর্য্য!

মাখনবাবু কহিলেন,—আমার কাগজ-পত্র দেখতে পারেননি, বোধ হয় এখনো?

অম্বিকাবাবু কহিল,—সকাল থেকে ঐ কর্ম্মই করচি। দেখেচি আপনার কাগজ-পত্র। ভালোই। তবু মুস্কিল বাধচে কামাখ্যাবাবুকে নিয়ে। তিনি গিয়ে কর্ত্রী-ঠাকরুণের সঙ্গে অবধি দেখা করে এসেচেন, আর অজস্র কাকুতি···দশহাজার টাকা তাঁর পায়ের কাছে রেখে চলে আসছিলেন, রসিদ অবধি নেবেন না! কি কষ্টে তাঁর টাকা যে ফেরত দিছি, তা আমিই জানি।

মাখনবাবু কহিলেন,—কুমার-বাহাদুর কিন্তু বলছিলেন, তাঁর দশ বছরের অভিজ্ঞতা মাত্র···তাছাড়া তিনি নিজে মালিক ছিলেন না, কাজ করেচেন এক কোলিয়ারিতে। আর আমি···

তাঁর কথায় বাধা দিয়া অম্বিকাবাবু কহিল,—বুঝি সব, মাখনবাবু। ···কামাখ্যাবাবু গিয়ে কর্ত্রী-ঠাকরুণকে এমন চঞ্চল করে তুলেছিলেন, যে তিনি আমায় বললেন, ওঁকেই তোমরা নাও অম্বিকে···শেষে কি বুড়ো মানুষের শাপ-মন্যিতে পড়বে কুমার! আমি তাঁকে বুঝিয়ে বললুম, এ বৈষয়িক কাজ···এতে অত কোমল হলে চলবে না মা···

দুপক্ষেই শেষে মনস্তাপ ঘটতে পারে।···দয়া যদি হয় আপনার, ওঁকে কিছু দান করুন···এমনি একটা চাকরির সৃষ্টি করেও ওঁকে তা দিতে পারেন! তা বলে কোলিয়ারির চার্জ্জ? কতখানি দায়িত্ব এতে! যদি নষ্ট হয়, শুধু আপনার বিষয়ই যাবে না, সঙ্গে সঙ্গে কত গরীব কুলির মুখের অন্ন উঠবে।···উপায় কি বলুন মাখনবাবু? নিজের কর্ত্তব্য করতে গেলে নিষ্ঠুর হতে হয় খুবই। আমার প্রাণ কি কাঁদে না? কিন্তু কি করবো? আমার মনকে যে আমি দাসত্বে লুটিয়ে দিছি। মনিবের প্রতি কর্ত্তব্য সবার আগে···এর জন্য কত লোকের শাপ-মন্যি যে কুড়োতে হয় আমাকে! তারা তো বুঝবে না, আমি কতখানি নিরুপায়···কর্ত্তব্যের পায়ে আমার হাত-পা কি নিরুপায় ভাবে বাঁধা আছে!

নিজের দায় পাহাড়ের মত মাথার উপর ঝুঁকিয়া থাকিলেও এ কথার সঙ্গতি মাখনবাবু মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিলেন। তবু একবার সবেগে নিজের দাবী ইঁহার সামনে পেশ্ করিবার আগ্রহ তাঁর কমিল না! নিজের কোলিয়ারি খোয়াইয়া এটা-সেটা ধরিয়া তুচ্ছ যা-তার পিছনে ছুটিয়া দিনগুলা যে-ভাবে কাটাইতেছিলেন··· যে-সংগ্রাম, যে-দুশ্চিন্তা অহরহ চলিয়াছে, দশজনের কাছে যে-মাথা উঁচু করিয়া চিরকাল কাটাইয়াছেন, সে-মাথাকে দারিদ্র্য-দুশ্চিন্তার আঘাতে আর বুঝি তুলিয়া রাখা যায় না! ঘরে কন্যাদায়, লোকজনের সঙ্গে আলাপ-লৌকিকতায় বুক কি অসহ্য ভাবেই টন্‌টনিয়া ওঠে! যে-সব দেবতাকে ছেলেবেলায় মানিয়া পরে আর কাজের ভিড়ে আলাপ করিবার কথা মনের কোণে কখনো জাগে

নাই, আজ আবার তাঁদের পানে ফিরিয়া চাহিয়া সাগ্রহ মিনতি-ভরে কি প্রার্থনাই না বিরল অবসরে জানাইয়া তিনি খুন্ হইতেছেন···

মাখনবাবু কহিলেন,—আমার আর কিছু বলবার নেই, শুধু যোগ্যতার দাবী নিয়ে আমি আপনাদের কাছে এসেচি। এবং আমার এ বিশ্বাস আছে, সকলের তুলনায় আমার যোগ্যতার দাম যদি বেশী হয়, তাহলে খাতির, করুণা—এ-সব আপনাদের কাছে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না। কাজ আগে চাই, তার পর করুণা···তবে যদি আপনারা বলেন, কাজ আমাদের যা হয় হোক্, করুণা আমরা করতে চাই সবার আগে, তাহলে আমায় চুপ করে থাকতেই হবে। কিন্তু এ কথাও মনে রাখবেন, করুণা মানুষের মনে যত বড় দাবীই দাঁড় করাক্, Business is business.

কাশিয়া গলাটা সাফ্ করিয়া ম্যানেজার অম্বিকাবাবু কহিল, —আপনার কথা খুব ঠিক। আপনি নিজে বনেদী লোক, কাজের লোক, তাই কাজের দাম বোঝেন। আমারও ঐ মত!···আমি টেলিগ্রাম করে দি কর্ত্রী-ঠাকরুণকে···। কুমার বাহাদুর মালিক হলেও···হিন্দুর ঘর তো···মাকে ঠেলে উনি কোনো কাজ করেন না। আর তিনিও অসাধারণ বুদ্ধিমতী—এ-সব বিষয়ে তাঁর বিবেচনা-শক্তি আমাদের ভারী কাজে লাগে!···.

কথাটা বলিয়া অম্বিকাবাবু গিরিজার পানে চাহিল, কহিল,—কাগজ-পত্র সকলের দেখলুম। এঁকে আর ঐ মিষ্টার স্যানিয়েলকে আমি সব-চেয়ে যোগ্য ব্যক্তি মনে করি। তবে স্যানিয়েল হলেন বিলাত-ফেরত লোক। তাঁর ষ্টাইল স্বতন্ত্র, মেজাজ স্বতন্ত্র···তাঁর ষ্টাইলের পক্ষে ঐ

/

াহিনা পর্য্যাপ্ত হবে কি না—তাই শুধু ভাবি।…এইটুকুই যা তাঁর বিরুদ্ধে…বিলাত-ফেরতের সঙ্গে আমাদের ঠিক বনিবনা হবে কি না—হয়তো খুবই হতে পারে—তবে মন একেবারে নিঃসংশয় হতে পারচে না এখন…তাঁকে ভালো করে না জানার আগে। আর মাখনবাবু? ও'র সাম্নে বললে ভালো শোনাবে না, তাই চুপ করে গেলুম—তা ভাবচি, কর্ত্রী-ঠাকরুণকে টেলিগ্রাম করে দি! কি বলেন?

গিরিজা মাখনের দিকে চাহিল,—মাখনের দৃষ্টিতে আগ্রহের দীপ্তি…! গিরিজা কহিল—Pre-paid টেলিগ্রাম করে দিন্।…মাখনবাবু, দয়া করে কাল সকালে তাহলে আসবেন। আপনার সম্বন্ধে আমাদের মতামত তো আপনি বুঝতেই পারচেন…

মাখনবাবু কহিলেন,—আপনাদের অনুগ্রহ। এবং এ-অনুগ্রহের কি মূল্য আমি দি, তাও দেখে নেবেন—অবশ্য যদি সে অবসর মেলে আমার!…

নবম পরিচ্ছেদ

অভিনন্দন-সভা

বৈকালে গিরিজা ও শ্যামল দিল্‌-মহলে আসিয়া দেখে, মহলের হল-ঘরে প্রায় পঁচিশ-ত্রিশজন নর-নারীর মেলা। তাদের অভ্যর্থনাদি সারা হইলে সেদিনকার মায়া দেবী গিরিজাকে নমস্কার করিয়া মৃদু হাস্যে কহিল—আপনার সঙ্গে আমার বিশেষ কথা ছিল…

গিরিজা একটু বিস্মিত হইল, তারপর সবিনয়ে কহিল—আমার সঙ্গে…?

মায়া কহিল,—হ্যাঁ।

গিরিজা কহিল,—কি, বলুন তো?

মায়া কহিল,—একটু আলাদা বলতে চাই।

গিরিজা কহিল,—বেশ। তার বুক মিনিটের জন্য স্পন্দিত হইল সে মায়ার পানে চাহিল,—মায়ার মুখে-চোখে হাসির তরঙ্গ!

মায়া গিরিজাকে সঙ্গে লইয়া বারান্দার একপাশে আসিল,—সঙ্গে সঙ্গে বেয়ারা দু'খানা ভেনেস্তা চেয়ার আনিয়া রাখিল। মায়া তেমনি হাসি-মুখে কহিল—বসুন…

গিরিজা কহিল,—আপনি আগে বসুন।

মায়া চেয়ারে বসিল, বসিয়া কহিল,—বসেচি…এবার আপনার বসতে আপত্তি হবে না তো?…কিন্তু একটা কথা গোড়ায় বলা

ভালো। আপনিও এ সভার সভ্য হচ্ছেন যখন, তখন পরস্পরের মধ্যে এত সামাজিকতা লৌকিকতা করলে তো চলবে না! আমরা ওগুলো যথাসম্ভব তুলে দিছি!...মহিলা বলে আপনারা আমাদের প্রতি নিদারুণ সম্ভ্রম করবেন, এ ঠিক নয়। পুরুষ আর নারী দুজনেরই সমান আসন এখানে।

হাসিয়া গিরিজা কহিল,—আগে সভ্য হই, তখন সভার নিয়মাবলী সহজে অভ্যাস হয়ে যাবে। তার পূর্ব্বে এটুকু সংস্কার...

বাধা দিয়া মায়া কহিল,—আপনারা সভ্য নির্ব্বাচিত হয়ে গেছেন। দাঁড়ান, আপনার চায়ের ফরমাশ করি...

মায়া উঠিয়া গেল, এবং একটু পরেই ফিরিয়া আসিল, কহিল,—আপনি এখানে আছেন তো ঐ ভারত-আশ্রমে?

গিরিজা কহিল—না। এক বন্ধু সমাদরে তাঁর বাসায় নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গিয়ে সেখানে আট্‌কে রেখেচেন...তাঁদের অভ্যর্থনার ধূমে আমার দম বন্ধ হবার জো! পালাবার উদ্যোগ করচি...তবে, কলকাতায় না থেকে, ভাবচি, বহুদূর মফঃস্বলে পাড়ি দেবো। অজ্ঞাতবাস ঠিক নয়, তবে আত্মীয়-স্বজনের আদরের আতিশয্য যতখানি এড়িয়ে চলতে পারি...

মায়া কহিল—কলকাতায় থাকবেন না আদবে?

গিরিজা কহিল—আমরা পাড়াগেঁয়ে লোক তো...সহরের এই ধোঁয়া-ধূলো, হট্টগোল...এ-সবের মধ্যে আমরা কেমন দিশেহারা হয়ে পড়ি।

মায়া কহিল,—তাহলে আর মিছে সে কথা বলে...

গিরিজার বুকটা ধ্বক্ করিয়া উঠিল। সে কহিল,—কেন? কোনো অপরাধ 'হলো সেজন্য···?

মায়া কহিল,—না, না, তা নয়। আমি ভাবছিলুম, আমাদের বাড়ীর কাছেই একটা বাড়ী খালি ছিল, ভাড়া বেশী নয়—চার শো টাকা মাসে—তাতে আপনি অনায়াসে থাকতে পারতেন।

চোখের দৃষ্টিতে বেশ একটু মাধুর্য্য মিশাইয়া গিরিজা কহিল,—তাহলে তো খুবই ভালো হতো! আগে যদি তা জানতুম···আপনাদের company···

মায়া সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে গিরিজার পানে চাহিল। গিরিজা কহিল,—মানে, কলকাতা থেকে বহু দূরে আস্তানা ঠিক করে ফেলেচি···তার নড়চড় করা তো সম্ভব হবে না।···আপনার বাড়ী কোথায়?

মায়া কহিল,—আলিপুরে। অর্থাৎ বর্দ্ধমানের বিজয়-মঞ্জিল বাড়ীর দক্ষিণ দিক দিয়ে যে পথ গেছে পূর্ব্বমুখে, সেইখানে দিব্যি ফাঁকা ফর্দ্দা জায়গা। তা বাড়ী আপনার একেবারে ঠিক হয়ে গেছে?

একটু বিষণ্ণ ভাবেই গিরিজা কহিল,—হয়ে গেছে।···

মায়া কহিল,—তবে আর কি হবে! তাহলে, আমার যে কথা বলবার ছিল, সেদিকেও তো অসুবিধা ঘটতে পারে···

গিরিজা কহিল,—কি কথা বলুন না। আর কোনো গুণ না থাক আমার একটা গুণ আছে এই যে হাজার অসুবিধার মধ্যেও বহু বিষয়ে সুবিধা করে নিতে পারি···

মায়ার মুখে আনন্দের জ্যোৎস্না ফুটিল। মায়া কহিল,—তাহলে বলবো?

গিরিজা কহিল,—অকুতোভয়ে।

মায়া কহিল—আমরা এই দিল্-মহলের দশ-বারো জন সভ্য মিলে একটা ফিল্ম তোলার ব্যবস্থা করছি…অল্প পুঁজি…তা হলেও উৎসাহ আমাদের অসাধারণ। মেয়ে-পুরুষ দুই আছে আমাদের দলে। ছবি তোলার জন্য যে ফটোগ্রাফার পেয়েছি, তিনি এক রকম বিনা-মূল্যেই ছবি তুলবেন,…এবং দু'একজন বলচেন, একটা লিমিটেড্ কোম্পানি গড়ে তোলো…আমরা তাতে রাজী…প্রাইভেট লিমিটেড্ কোম্পানি করা আমাদের অভিপ্রায়। তাই…

গিরিজা কহিল,—এ তো খুব ভালো প্রস্তাব। আমার এ ব্যাপারে প্রচুর সহানুভূতি আছে, জানবেন। আমার দ্বারা কি কতটুকু হতে পারে, বলুন! পাড়াগাঁয়ে বাস করলেও সাহিত্য, শিল্পকলার দিকে আমার ঝোঁক চিরদিন…

মায়া কহিল—শুধু মুখের সহানুভূতি নয়…কিছু অর্থ-সাহায্য… তাও না করেন, পীড়াপীড়ি করবো না…তবে আপনার নামটা আমরা ব্যবহার করতে চাই…আমাদের কোম্পানির প্রচার-কার্য্যে ভারী সাহায্য পাবো তাতে!…

গিরিজা চুপ করিয়া কি ভাবিতে লাগিল, কোনো জবাব দিল না। মায়া তার পানে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া কহিল—আপনি বেলপাড়ার জমিদার…কুমার-বাহাদুর তো আপনার রাজ-দত্ত উপাধি?

মুখে-চোখে সলজ্জ ভাব ফুটাইয়া গিরিজা কহিল,—তা বটে… কিন্তু ঐ অর্থহীন উপাধিটার উপর আমার মোটে মায়া নেই!…তবে, তার দ্বারা আপনাদের যদি কোনো উপকার হয়, ভাবেন, তাতে

আমার আপত্তি মোটে থাকতে পারে না। আমি মহানন্দে আপনাদের এ-অভিপ্রায়ে সায় দেবো।…আর চাঁদা…

মায়া কহিল—বলেচি তো, সেজন্ত আমাদের কোনো অনুরোধ নেই। আপনার নামের জোরে আমাদের কোম্পানি শক্তিশালী হবে প্রচুর! তার উপর পয়সা…তা নয় পাঁচ-দশখানা শেয়ারও নেবেন…

গিরিজা কহিল—বেশ। কত করে শেয়ার, আর কবে দিতে হবে, জানাবেন।… আপনাদের ষ্টুডিও কোথায়?

মায়া কহিল.—ষ্টুডিও বলে বিশেষ কিছু নেই। আমার বাড়ীতেই জটলা হয়…তারপর এখানে-ওখানে ছবি তোলা হবে। আমার এক আত্মীয়ের একটা পড়ো বাগান আছে পাতিপুকুরের ওদিকে…

গিরিজা কহিল,—কি ছবি তোলা হচ্ছে?

মায়া কহিল,—পৃথ্বীরাজ…

গিরিজা কহিল,—আপনি বুঝি সংযুক্তা সাজবেন?

মায়া সলজ্জভাবে কহিল,—সবাই ধরেচে, কাজেই আমায় ঐ পার্টে নামতে হবে।

গিরিজা কহিল,—ভালোই তো!—দেখুন না, এ কতখানি আমাদের অপমানের কথা যে, ফিরিঙ্গী মেয়েদের বাঙালী নাম দিয়ে কেউ-কেউ এই সব বাঙলা ছবিতে নামাচ্ছে…এটা পাব্লিককে বোকা বানানোর সামিল্। আর আমাদের দেশের হতভাগা পাব্লিক অম্লান অকুণ্ঠিত চিত্তে তা গ্রহণও করচে!…যারা এ-সব ছবি তুলচে, তাদের মনের ভাব এই যে, ওরে মূর্খ গোবেচারা হতভাগা পাব্লিক,

আমরা যা দেবো, তোরা তাই নিতে বাধ্য! এতে পাব্লিকের বুদ্ধিবৃত্তির উপর দারুণ অবজ্ঞা সূচিত হয় না কি? কেন? বাঙালী মেয়েদের কৃতিত্ব কি ফিরিঙ্গি মেয়ের চেয়ে কম? বলতে পারেন, ভদ্র-মেয়েরা নামেন কৈ? আমি বলি, সে বিষয়ে চেষ্টা করেচো কখনো? আপনি শুনলে আশ্চর্য্য হবেন, এই কারণেই আমি ও-সব দেশী ছবি দেখি না···মানে, যে সব ছবিতে ফিরিঙ্গি মেয়েরা বাঙলা নাম নিয়ে অভিনয় করে···

মায়া হাসিয়া কহিল—এ আপনার অতিরিক্ত স্বদেশীয়ানা,—নয় কি? আমার মনে হয়, আর্টিষ্টের জাতি-ভেদ থাকতে পারে না। তাছাড়া যে-সব বাঙালী মেয়ে ষ্টেজে বা ফিল্‌মে সাধারণতঃ নামে, তাদের অনেকের সামাজিক পোজিশন্ দ্বিধাহীন নয়। ভদ্র ঘরের মেয়েরা ষ্টেজে বা ফিল্‌মে নামতে উৎসাহ পান্ না যে···

গিরিজা কহিল—সব ক্ষেত্রে তাঁদের নামা শোভন নয়, অবশ্য। যেহেতু ষ্টেজ বা ফিল্‌মের ক্ষেত্রে সাধারণতঃ যারা নামে, নৈতিক চরিত্রের মর্য্যাদা তারা বড় রাখে না—এবং সেদিকে তাদের অনেকের দায়িত্ব-জ্ঞান যে রকম শিথিল, তার উপর আমাদের দেশের সামাজিক প্রথা-মত ওদিকটায় বাঁধাবাঁধি আছে···

মায়া কহিল—আমরা সেইজন্যই এই শিক্ষিত ভদ্র দলটি গড়ে তুলচি। যাদের ভালো জানি না, তাদের যত বড় শক্তিই থাকুক, আমাদের দলে তাদের আমরা নেবো না···

গিরিজা কহিল,—এ খুব ভালো সঙ্কল্প···বলতে কি, আপনাদের এ কাজে আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে, জানবেন।

মায়া কহিল—সেটুকু প্রথম-আলাপেই বুঝেচি…এবং তা বুঝেচি বলেই কোনো রকম ভূমিকা না ফেঁদে আপনার কাছে এ প্রস্তাব তুলতে আমি দ্বিধা বোধ করিনি। আমার প্রস্তাব এই,…এ ব্যাপারে অর্থ-সাহায্য খুবই দরকার। কয়েকজন বিশিষ্ট ধনী আর শিক্ষিত লোককে আমরা শেয়ার গছাতে চাই।…আর আমাদের ডিরেক্টরদের মধ্যে শিক্ষিত আর সম্ভ্রান্ত কটি নাম আমরা চাই…প্রথম নামবার মুখে ঐ নামগুলি আমাদের প্রচারে সাহায্য করবে। তাই আমাদের সাধ, আপনি আমাদের একজন ডিরেক্টর হন…

গিরিজা কহিল,—কিন্তু…আপনাকে বলতে অবশ্য বাধা নেই …আপনি যখন এতখানি বিশ্বাসে আমায় আপনাদের এই দলে গ্রহণ করতে চাইছেন, তখন আমিও অকপটে বলচি, আমার এষ্টেটের টাকাকড়ি সম্প্রতি যথেচ্ছভাবে আমি খরচ করতে পারচি না। কারণ, **Letters of Administration** নেওয়া হয়নি এখনো। তা না নেওয়া অবধি টাকাকড়ি-আদায়ে গোলযোগ বাধবে। তবে সে দু' তিন মাসের ওয়াস্তা…তারপর আমি মোটা রকম শেয়ার কিনতে প্রস্তুত আছি। তবে, ঐ যা বললুম…সম্প্রতি…

মায়া কহিল,—আপনি অন্ততঃ পাঁচ হাজার টাকার শেয়ার নেবেন, প্রতিশ্রুতি দিন। আপাততঃ শ' পাঁচেক মাত্র দেবেন; তারপর বাকীটা…ও পাঁচ কিস্তিতে…

গিরিজা কহিল,—তা যদি হয় তো বেশ, আমি রাজী আছি!…

মায়া খুশী হইল,…অপাঙ্গে হাসির বিদ্যুৎ বহাইয়া মায়া কহিল,—শুধু শেয়ার নিলেই চলবে না—আপনার active co-operation চাই।

অর্থাৎ একটা partএ নামতে হবে।…আপনি ঘোড়ায় চড়তে জানেন, নিশ্চয় ?

গিরিজা ভ্রূ-কুঞ্চিত করিল, পরে বক্র ভঙ্গিমায় মায়ার প্রতি চকিত একটা দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিল—তা জানি বৈ কি…তবে ঘোড়া উপস্থিত পাচ্ছি কোথায়, বলুন…?

মায়া কহিল,—আমাদের প্রোডিউসার হলেন অটল পাল… তিনি কুক্ কিম্বা মিন্টন কোম্পানির কাছ থেকে ভাড়ায় ঘোড়া নিতে পারবেন ··

গিরিজা কহিল,—চিৎপুরের আড়গড়াতেও ঘোড়া মিলতে পারে। ঠিক !…তা বেশ, আমাকে কি পার্ট দিতে চান, বলুন ?…

মায়া কহিল—দেখুন, যাঁকে পৃথ্বীরাজ সাজানো হচ্ছে—ঐ কুশলবাবু…তিনি একটু বেঁটে…মানাবে না ! তিনি নিজেও তাই বলচেন …তা, আপনার চেহারা পৃথ্বীরাজের পার্টে মানাবে…তার উপর ঘোড়ায় চড়তে পারেন। কি জানেন, এ যেন আমারি দায় ! মানে, আমায় তো পৃথ্বীরাজের সঙ্গেই অভিনয় করতে হবে বেশী—co-actor ঠিক না হলে মাটী হবার ভয় প্রতিপদে…

গিরিজা কহিল—আমার অভিনয় যে খারাপ হবে না, এ অনুমান কিসে করচেন ?

মায়া কহিল—সে বোঝা যায়। আপনার মুখে-চোখে ভাব ফোটে। ভাবহীন মুখ-চোখ আপনার নয়…

গিরিজা মনে মনে গর্ব্ব বোধ করিল। হাসিয়া সে কহিল,—আপনাদের দৃষ্টি অন্তরস্পর্শী…আপনারা যদি এতখানি বুঝে থাকেন,

বেশ, আমায় পার্ট দেবেন। তবে কবে-কবে সেজে নামতে হবে, সে সম্বন্ধে খবর যেন পাই অন্ততঃ চব্বিশ ঘণ্টা আগে। কেন না...

তার কথা শেষ হইল না, শ্যামল আসিয়া কহিল—আপনারা এখানে? ঘরে যে রীতিমত বাদানুবাদ চলেছে—নাট্যকারকে যে অভিনন্দন দেওয়া হবে, তার রচনা-সম্বন্ধে...

মায়া কহিল,—এর মধ্যে কাজ এতখানি অগ্রসর হয়ে গেছে?

শ্যামল কহিল—গেছে, দেখা যাচ্ছে।...আপনি অন্ততঃ আসুন, মায়া দেবী...

মায়া দেবী কহিল—আসচি। আপনিও আসুন, কুমার বাহাদুর...

গিরিজা কহিল—আপনিও ঐ নামে ডাকবেন?...অনুগ্রহ করে ও-উপাধি থেকে অব্যাহতি...

হাসিয়া মায়া কহিল—এ উপাধিতে যে আপনার জন্মগত অধিকার। আপনার বন্ধুরা যদি ও-নামে ডেকে তৃপ্তি পায়, আত্মপ্রসাদ লাভ করে...

গিরিজা কহিল,—তাহলে আমার বক্তব্য একেবারেই রুদ্ধ রাখতে হয়। তাই হোক্ তবে...

তিনজনে আসিয়া সভা-কক্ষে প্রবেশ করিল। সেখানে তখন মহাতর্ক বাধিয়াছে। শ্রীমতী তরলা রক্ষিত অগ্নি-বচনে বক্তৃতা করিতেছিলেন...

গিরিজার তাক্ লাগিয়া গেল। মেয়েরা এমন দৃপ্ত বচন-ভঙ্গীতে পুরুষের সভায় পুরুষের কণ্ঠরোধ করিয়া দিতে পারে? আশ্চর্য্য! তরলা রক্ষিতের বক্তব্য শেষ হইয়া আসিয়াছিল, তিনি বলিতেছিলেন,

—সভায় যখন আমাদের নর-নারী-নির্ব্বিচারে একাত্ম হয়ে মেলবার সকল রকম সুযোগ পাচ্ছি, তখন আমাদের সভা থেকে যে-কোনো অনুষ্ঠান সম্পাদিত হবে, তাতে দু'পক্ষেরই সমান যোগ থাকা উচিত। পুরুষের যাতে অমর্য্যাদা হয়, তেমন কোনো অনুষ্ঠানে এ সভার যেমন সহানুভূতি থাকতে পারে না, তেমনি নারীও যদি ভাবেন, কোনো ব্যাপারে তাঁর মর্য্যাদা-হানি হচ্ছে, তাহলে সে কাজও এ সভা করতে পারেন না। নাট্যকার পোদ্দারকে আপনারা অভিনন্দন দিতে চান্, দিন—সে অভিনন্দন তাঁর সাহিত্য-সেবার সার্থকতার জন্য। আমার বক্তব্য শুধু এই যে তাঁর নাটকে পতিতা নারীদের মর্য্যাদা দিয়ে যে বিশিষ্ট আসনে তিনি বসিয়েচেন, অভিনন্দনে তার কোনো উল্লেখ থাকবে না। কেন না, তাতে ভদ্র নারীদের মর্ম্মে আঘাত লাগতে পারে···আপনাদের ঐ ছত্রগুলো কেটে দিন—শুধু লিখুন, 'নাট্য সাহিত্যে তিনি যে রুদ্ধ কিরণ বিচ্ছুরিত করিয়াছেন, সে কিরণে সমাজের পূজাগৃহ যেমন সুস্পষ্ট আমরা চোখে দেখিতেছি, তার কদর্য্য আঁস্তাকুড়ও তেমনি সে রৌদ্রকিরণ-স্পর্শে কদর্য্যতা-নাশের সুযোগ পাইবে বলিয়া আশা করি।' এইভাবে ওঁর রচনার এই বিশেষ দিকটার উল্লেখ করলে আমার কোনো আপত্তি থাকবে না। আশা করি, আমার এ মতে অন্য ভগ্নীরাও সায় দেবেন।

তরলা রক্ষিত বক্তব্য-শেষে আসন গ্রহণ করিলে সভাপতি কহিলেন—এ সম্বন্ধে আর কেউ কিছু বলতে চান?

মায়া দেবী এ-আহ্বানে উঠিয়া বলিল,—সাহিত্যের ক্ষেত্রে

আমাদের মত উদার হওয়া উচিত। পতিতা নারীর আলোচনা-কালে আমরা পাতিত্যটুকুর কথা ভুলে যাবো। ভুলে গিয়ে শুধু দেখবো, রচনায় নারীর নারীত্ব কি-ভাবে dealt হয়েচে। পতিতা তো একটা abnormal condition. পাপকে ঘৃণা করো, পাপীকে ঘৃণা করো না—এই অমর বাণী সর্ব্ব কার্য্যে মনে রাখতে হবে···অতএব পতিত-পাবন পোদ্দারের বাণীর স্তুতি-কালে আমরা শুধু দেখবো, সব রকম abnormal condition এর অন্তরালে eternal নারীর চিত্তটুকু তিনি ঠিক ফুটিয়ে তুলতে পেরেচেন কি না···তা যদি পেরে থাকেন, তাহলেই হলো!

তরলা রক্ষিত কহিলেন—তাই যদি তো পাতিত্যের reference-এর কোন প্রয়োজন থাকতে পারে না। "শাশ্বত নারী-চিত্ত তার ঔজ্জল্যে আর মলিনতায় সজীব হয়েচে রচনায়"—এমন কথা লিখলেও গোল মেটে···

সভাপতি কহিলেন—এ কথা মন্দ নয়। এ সম্বন্ধে কার কি মতামত, বলুন···

ভোট লওয়া হইল। এবং এক-রকম সর্ব্ববাদি-সম্মতি-ক্রমে এই কথাই অভিনন্দন-পত্রে লেখা সাব্যস্ত হইল।

তার পর সভা ভঙ্গ হইলে প্রীতি-ভোজের পালা।—মায়া দেবী অটল পালের সঙ্গে গিরিজার পরিচয় করাইয়া দিল। অটল পাল কহিল,—আসচে হপ্তায় আমাদের শুটিং সুরু হবে! সবই প্রায় স্থির···পাইকপাড়ায় বাগান আছে। মায়া দেবীর এক মামার বাগান। সেই বাগানে ছোট-খাট ষ্টুডিও বানিয়ে ফেলচি। ঘোড়া আনাচ্ছি···

দমদমার ওধারে মাঠ আছে প্রচুর···আর আমার বাড়ী হলো কাঁচড়াপাড়ায়। ওদিকেও জমি আছে ; সেখানে মস্ত মস্ত মাটীর স্তূপ —সেগুলো হবে পাহাড়···

গিরিজা কহিল—বলেন কি !···মাটীর ঢিপিকে পাহাড় করে···?

অটল পাল কহিল—ক্যামেরার ট্রিক্ শুধু···দেখবেন তারপর ছোট-ছোট মডেল আর পুতুল সাজিয়ে কি রকম সৈন্যদের মার্চ দেখিয়ে দেবো।

গিরিজা কহিল—আশ্চর্য্য কথা তো !

অটল পাল কহিল—আশ্চর্য্যই।···কিন্তু মায়া দেবী···এঁকে রাজী করাতে পারলেন না ? রায় বাহাদুর মদন চাটুয্যের মেয়ে শৈলজা দেবীকে ?···মেয়েটিকে খাশা মানাতো !

মায়া কহিল—না। শৈলি যেন কি ! এত বল্লুম···তা ও বলে, ওর খুব সহানুভূতি আছে, শেয়ারও নেবে ; কিন্তু নিজে নামবে না। আসল কথা, ভিড় দেখলে ও কেমন ভোড়কে যায় ! সেকেলে লাজুক ভাব—ঐ যে এসেচে। তা দেখুন, রূপকথার জুজু-বুড়ির মত বসে আছে, চুপটি করে এক কোণে···

কোণে উপবিষ্টা এক রূপসী তরুণীর দিকে দৃষ্টি দ্বারা সে নির্দ্দেশ করিল, গিরিজাও চাহিয়া দেখিল, রূপসী বটে ! আর শ্রী, সাজসজ্জা এমন অপরূপ যে দিল-মহলের সমস্ত রূপসী তরুণীদের রূপ তার পাশে মলিন, নিষ্প্রভ দেখায় !

গিরিজা কহিল,—রায় বাহাদুর মদন চাটুয্যে কে ?

মায়া কহিল,—পশ্চিমে থাকতেন। কি কারবারে অনেক টাকা

রোজগার করেচেন…তাঁর স্ত্রীও পৈতৃক সম্পত্তি কিছু পেয়েচেন। শৈল একটি মাত্র মেয়ে…রায় বাহাদুরের ছেলে নেই। এখানে বাড়ী করেচেন, সেই চেতলার দক্ষিণে…চমৎকার!

গিরিজা বিস্মিত শ্রদ্ধান্বিত দৃষ্টিতে শৈলর পানে চাহিয়া ছিল, মুখে শুধু বলিল,—ওঃ!

দশম পরিচ্ছেদ

কবি-সঙ্গ সুন্দর

শৈলর অদূরে একটা গোল টেবিল ঘিরিয়া চারখানি চেয়ার। সেই চেয়ারে বসিয়া তিন জন পুরুষ ও একজন নারী। কি একখানা কাগজের উপর তাঁরা গভীর মনোযোগ অর্পণ করিয়াছিলেন। মায়া সহসা বলিল,—বাঃ, ঐ যে কবি···আসুন কুমার বাহাদুর, আলাপ করিয়ে দি। ভারী মজা পাবেন।

পাশে কে একজন কহিল,—পরিচয়টুকু দিয়ে দাও। না হলে মজা-উপভোগে বাধা ঘটবে···

মায়া কহিল,—তা বটে!··· তবে শুনুন···

মায়া পরিচয় দিল,—কবির বয়স হইয়াছে। দিল-মহলে সভ্য হইবার জন্য আগ্রহ অসীম; কিন্তু নিয়মে বাধে! দিল-মহলের উপর সহানুভূতি প্রচুর; এবং তার কারণ, এখানে তরুণী মহিলার সমাগম আছে, তাই। মহিলাদের উপর বিশেষ দরদ! প্রেমের কবিতা লেখেন, এবং গৃহে প্রৌঢ়া স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও উনি তরুণী মাত্রের প্রণয়-লাভের জন্য সর্ব্বক্ষণ অধীর হইয়া আছেন। ওঁর স্ত্রী ভারী ভালো লোক। এই স্বামীর অবহেলা অত্যাচার, সমস্ত নির্ব্বিবাদে সহ্য করিতেছেন! স্বামী কোনো তরুণীকে উদ্দেশ করিয়া প্রেমের কবিতা লিখিলে স্ত্রীকে তা পড়িতে দেন···এবং স্পষ্ট প্রকাশ

করিয়া বলেন, সে কবিতা কোন্ তরুণীকে লক্ষ্য করিয়া লেখা···স্ত্রীকে সে কবিতার তারিফও করিতে হয়। না করিলে অভিমান-ভরে কবি গৃহ ত্যাগ করেন এবং দু-চার দিন বাহিরে কারো বাড়ী গিয়া বাস করেন!

মায়া বলিল,—আমার প্রতিও করুণা হয়েছিল একবার। আমরা পুরীতে গিয়েছিলুম···আমি একা সমুদ্রের ধারে প্রায় ঘুরে বেড়াতুম··· উনি এসে আলাপ করে কবিতা শোনাতেন। অবশেষে একদিন আমাকে উদ্দেশ করে এক কবিতা লিখে আমার হাতে উপহার দেন। আজো তার দু'ছত্র আমার মনে আছে···

নীল সাগরের অথৈ জলে ও কার মুখের ছায়া?
কবির বক্ষ ভরিয়ে দিল···মায়া, সে যে মায়া!···

কথা শেষ করিয়া হাসিয়া মায়া একেবারে লুটাইয়া পড়িল।

গিরিজা কহিল,—বলেন কি! এ তো ভারী interesting কবি দেখচি। তারপর···?

মায়া কহিল—আমি কাগজখানা কুচি-কুচি করে ছিঁড়ে কবির মুখে নিক্ষেপ করে বললুম, বৃথা আশা কবিবর! আমার চিত্ত-বনে প্রেমের ফুল ফোটানো সহজ ব্যাপার নয়। বিধান চক্রবর্ত্তী এসে হার মেনে গেছে। তিনি তবু সুপারিশ নিয়ে এসেছিলেন···তাছাড়া বয়সে ছিলেন তরুণ, এবং চাকরি করতেন না। কবি স্তব্ধ হয়ে রইলেন, তারপর বললেন, তা নয় মায়া দেবী, একটু কৌতুক মাত্র! অর্থাৎ আপনি বিরাট মায়া···শূন্য···আপনাকে ছোঁয়া যায় না, ধরা যায় না, ধোঁয়ার মত আপনি! আমি বললুম,—সাবধান, অতঃপর কবিবর চোখ বেশী খুলে রাখবেন না, চোখ জ্বলে যাবে, কর-কর করবে, চোখে জল ঝরবে!

কবি নিশ্বাস ফেলে বললেন, আপনার বন্ধুত্ব থেকে বঞ্চিত না হই···
আমি বললুম, তথাস্তু! ভাবুন, কি মহা মজার বস্তু এই কবি! চটিয়ে কাজ নেই। জীবনে বহু বিরস মুহূর্তের উদয়-সম্ভাবনা তখন সে-সব মুহূর্তকে সরস করতে হলে কবিবরের সঙ্গ কাজে লাগতে পারে। একটা **historical character.** আলাপ করুন কুমার বাহাদুর···

অমূল্যর দিকে চাহিয়া মায়া কহিল,—ও-পাশে দেখচি ওঁর কবি-ভ্রাতা বীরেন বাবু। আর একজন···? চিনি না···তবে ও মহিলাটি? ওঃ, মহীতোষ বাবুর স্ত্রী আনন্দময়ী দেবী। আসুন, আলাপ করিয়ে দি···

মায়া ক্ষিপ্র চরণে অগ্রসর হইয়া চলিল—গিরিজা ঠিক তার পিছনে। অমূল্য সদলে তখন কবিতার রস-উপভোগে তন্ময়। নিকটে আসিয়া মায়া ডাকিল,—কবিবর···

এ-আহ্বানে অমূল্য মুখ তুলিয়া চাহিল; কহিল—আসুন, মায়া দেবী···আমরা কাব্যলোকে মায়া-স্বপ্ন বুন্‌চি, এখন চোখের সামনে জীবন্ত মায়ার আবির্ভাব! ওরে বীরেন, একটা চেয়ার টেনে আন্···

আনন্দময়ী কহিলেন—এসো ভাই···আমরা কবির নতুন রচনা পড়ছিলুম···শুনবে?···

মায়া কহিল,—আমরা এমন কি সৌভাগ্য করেচি···

বীরেন কহিল,—সে কি কথা! অমূল্য তো এ বিষয়ে কখনো কার্পণ্য করে না। ও পাঠক চায়, এবং পাঠিকা আরো বেশী সংখ্যায়। বিশেষ···

এই অবধি বলিয়া বীরেন অমূল্যর পানে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিল।

অমূল্য কহিল,—থাম্ বীরেন্, জ্যাঠামি করিস্ নে। বসুন, মায়া দেবী, আমি কবিতা পড়চি···

অমূল্য স্ব-রচিত কবিতা পড়িতে লাগিল,—

দিল্‌মহলে দিল্ ছুটেচে, তিল অবসর নেই রে আর—
দিলের মেলায় দিল্ মিলুতে, আয় ছুটে আয়, আয় ইয়ার!
সেথা কাজ্‌লা-চোখে ঝাঁজলা-দিঠি, আঙুর-ঠোঁটে গুল্-হাসি···
তুষার-পারা বচন-ধারা, দিল্-ভুলোনো ঢুল্-বাঁশী!
কাজের ভাঁজে দিল গুঁজে আজ করিস্ নে তার হাড্ডিচুর—
দিল-মহলে রঙীন আলো, দিল্-দরিয়া রঙের সুর!
দিল্ ভরে তার সব নে-রে—দ্যাখ্ রূপের সায়র, অথৈ রূপ!
ঐ সায়রে সাঁতার দে রে, খুশ্-দিলে তিল্ দে রে ডুব··· ···।

আনন্দময়ী সবিস্ময়ে কহিলেন,—এইখানে বসে বসে এই কবিতা লিখে ফেললেন···

মায়া কহিল—আশ্চর্য্য তো! আর কবিতার ভাষা-ছন্দ এমন নেচে চলেছে···আপনি দেখচি, আমরুল কবিকেও ছাড়িয়ে গেছেন···

বীরেন কহিল,—আমরুল-কবি?

মায়া কহিল,—আমরুলের পাতা ঘষে ময়লা পয়সা ছেলের ঝক্‌ঝকে করে না? তেমনি অভাগা নর-নারীর প্রাণ সে কবির কবিতার ছন্দে-ভাষায় মার্জ্জিত ঝক্‌ঝকে হয়ে ওঠে···তাই আমরা তার নাম দিয়েচি—আমরুল কবি···

বীরেন কহিল,—কবিটি কে?···

মায়া হাসিয়া কহিল,—পরেশ বাবু···

হো-হো করিয়া হাসিয়া বীরেন কহিল—ও···তা জামরুল কবিও বলতে পারেন,—জামরুলে যেমন পিপাসার্তের পিপাসা মেটে, তেমনি এঁর কবিতা-রসে তৃষিত প্রাণ আরাম পায়···

মৃদু হাসিয়া অমূল্য কহিল,—আমি মনে করলে কার মত না লিখতে পারি? রবীন্দ্রনাথ কি বাদ যান্? ভদ্রলোকের সঙ্গে ভাবের মিল আমার আশ্চর্য্য! কবিতা লিখলেই দেখি, বাঃ, ঠিক এই ভাবের কবিতা রবীন্দ্রনাথও লিখেচেন!

মায়া কহিল,—তা বলতে পারেন···আপনার ক্ষমতা তো আমরা জানি। মোদ্দা, আপনি আমাদের সভ্য হতে না পারলেও বিশিষ্ট বন্ধু···

অমূল্য কহিল,—দরদী বন্ধু!

মায়া কহিল,—নিশ্চয়। তা শুনুন কবিবর, আজ আমাদের এক বিশিষ্ট বন্ধুর সঙ্গে আপনার আলাপ করিয়ে দিতে এসেচি···বলিয়া গিরিজাকে দেখাইল।

অমূল্য ও বীরেন সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে গিরিজার পানে চাহিয়া রহিল। মায়া কহিল,—ইনি হলেন গিরিজা বাবু···কুমার গিরিজাভূষণ রায় বাহাদুর···আমাদের দিল-মহলের সভ্য হয়েচেন···

অদূরে শৈলর কাণে কথাটা গেল। সে সশ্রদ্ধ দৃষ্টিতে গিরিজার পানে চাহিল।

মায়া তাহা লক্ষ্য করিল; কহিল,—আলাপ করবে শৈলজা···?

শৈল মৃদু হাসিয়া মাথা নামাইল; তারি মধ্যে চকিতের জন্য গিরিজার সঙ্গে তার দৃষ্টি-বিনিময় হইল। গিরিজা মুগ্ধ হইল, এই বাক্য-ভরা সভায় ঐ নির্ব্বাক্-রূপসী···যেন শিল্পীর রচা একখানি সুবর্ণ-প্রতিমা!···

মায়া কহিল,—পতিতবাবু নাট্যকারের অভিনন্দনের দিন শশীদির ওখানে যে পার্টি হবে, তাতে আসচো তো ?

সলজ্জ হাস্যে মৃদুস্বরে শৈল কহিল,—বোধ হয়, আসবো। আজ তাহলে উঠি···বাড়ীতে একটু কাজ আছে···

শৈল চলিয়া গেল। যেন বিদ্যুতের শিখা···! গিরিজা ভাবিল, ও শিখা তার প্রাণ-মন ছুঁইয়া চকিতে কাঁপাইয়া দিয়া গেল! কিছুক্ষণ সে স্তব্ধ, যেন চেতন-হারা! চেতনা ফিরিল অমূল্যর কথায়! একটা চেয়ার টানিয়া অমূল্য কহিল,—বসুন, কুমার বাহাদুর। আমরা গরীব··· কবির দল চিরদিনই লক্ষ্মীর ত্যজ্যপুত্র, জানেন তো···রাজা আর রাজকুমারদের স্নেহাশ্রয়ই ছিল কবিদের নিরাপদ নীড়। সে নীড় কালের নির্ম্মম অবহেলায় ভেঙ্গে গেছে···আপনারা আবার সে নীড় রচে দিন। আপনাদের উপর কবিকুলের মস্ত দাবী আছে···নয় কি ?

কথাটা বলিয়া অমূল্য হাসিল।

গিরিজা কহিল,—আপনাদের শুভ ইচ্ছায় সে শুভ দিন আসুক! সেই কামনাই করুন···

মায়া কহিল,—আমাদের সকলেরই এই কামনা। ভগবান এ কামনা পূর্ণ করুন···

গিরিজা চেয়ারে বসিল। বীরেনের সঙ্গে, আনন্দময়ীর সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হইল।

গিরিজা বীরেনকে কহিল,—শ্যামলের কাছে আপনার কথা শুনেছিলুম···

বীরেন কহিল,—শ্যামল আমাদের পুরোনো বন্ধু···আপনি কি তাকে চেনেন ?

গিরিজা কহিল—শুধু চেনা! আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু শ্যামল। এখানে সে এসেচে যে···

আনন্দময়ীকে নির্দ্দেশ করিয়া অমূল্য কহিল,—ইনি হচ্ছেন আমার কবিতার একান্ত অনুরাগিনী। এঁর স্বামী বন্ধুবর মহীতোষ পলিটিক্স নিয়ে রসাতল বাধাচ্ছেন—খদ্দরের বন্দরে বসে আমাদের জাতকে আহ্বান করচেন···সাহিত্যের ধার ধারেন না—কিন্তু দেবী আনন্দময়ী সে-পলিটিক্সের ঘুর্ণিপাকে আপনাকে নিক্ষেপ করেন নি। দেবী বীণাপাণির কমল-বনের মোহ-স্বপ্নে আপনাকে আচ্ছন্ন রেখেচেন সুগভীর রকমে···

আনন্দময়ী লজ্জিতভাবে কহিলেন,—আপনার সব বিষয়ে বাড়াবাড়ি করা কি যে স্বভাব···!

অমূল্য কহিল,—কবিদের আবেগ-বাহুল্য চিরপ্রসিদ্ধ। আচ্ছা, বীরেন কি বলে···

আনন্দময়ী কহিলেন,—বীরেন বাবুও তো কবি আর আপনার শিষ্য উনি···

বীরেন কহিল,—আপনি বুঝি কবিতা লেখেন না ?···জানেন কুমার বাহাদুর, ইনিও চমৎকার কবিতা লেখেন। একটি কবিতা শুনবেন ? গোড়ার দুটো লাইন আমার মনে বেশ impression করেচে, মনে গেঁথে আছে···

সলজ্জ অপাঙ্গ দৃষ্টিতে আনন্দময়ী বীরেনের পানে চাহিলেন, চকিতের

জন্য ! সে-দৃষ্টিতে অনুরাগে-ভরা রোষের মৃদু বহ্নিকণা—মেঘ ও রৌদ্রের অপূর্ব মিশ্রণ !

বীরেন কহিল,—শুনুন…

কার বাঁশীতে ডাক দিয়েচে ? চিত্ত-দুয়ার মুক্ত আজি…

ঘরের গোপন কোণ ছেড়ে মন, চল্ ভুলানো-ভূষায় সাজি !

গিরিজা একটু অবাক হইল—এমন বিচিত্র দলের কোনো পরিচয় তার জানা ছিল না…নর-নারীর এই অবাধ মেলা—মনের সর্ব্ববিধ গোপন কথার এমন সুস্পষ্ট প্রকাশ, এবং তা লইয়া এমন সুনিবিড় আলোচনা, কোথাও কোনো দ্বিধা নাই, সঙ্কোচ নাই, অপরূপ ! ঐ কবিতা পড়া হইল, তার অর্থ…? আনন্দময়ী দেবীর স্বামী তাঁর তরুণী পত্নীকে এই কবি-বন্ধুর সঙ্গে ছাড়িয়া দিয়াছেন, এমন বাধাহীন কাব্য-চর্চ্চায়…আর এ-কাব্যে শুধু প্রেম আর প্রণয়… বাঁধনহীন আগল-ভাঙা পাগল প্রণয় !

মায়া কহিল—এ কবিতা যেন কোন্ কাগজে পড়েচি !

আনন্দময়ী কহিলেন,—হ্যাঁ, অমূল্যবাবুই ওঁর জানা-সম্পাদকের কাগজে ছাপিয়ে দেছেন। ঐ যে "পাগল হাওয়া" কাগজ…নতুন বেরিয়েচে…

মায়া কহিল,—হাঁ, হাঁ। তা, কবিতার নীচে তোমার নাম আছে ?

আনন্দময়ী কহিলেন,—না। লেখিকার নাম দেওয়া হয়েচে, মন্দাকিনী দেবী। মন্দাকিনী হলো আমার রাশ নাম।

গিরিজা চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না ; কহিল,—আসল নাম গোপন করে রাশ নাম দেবার কারণ ?…

আনন্দময়ী কহিলেন,—লজ্জা করছিল নিজের নামে ছাপাতে। সমালোচনার সময় অন্য কাগজে যদি গালাগাল দেন, তাহলে অপদস্থ হতে হবে কতখানি!

অমূল্য কহিল—ওটা ভুল। ভালো কবিতা···মানে, সব কবিতা বোঝবার শক্তি আমার আছে, এ কথা অনেকেই স্বীকার করে; আর এই কবিতা নিয়েই আজীবন চর্চ্চা করচি···

মায়া কহিল,—রবিবাবুর কবিতা আপনার মতে শ্রেষ্ঠ কবিতা তো···?

অমূল্য কহিল,—তা ঠিক বলতে পারি না, অবশ্য যদি অকুতোভয়ে মত-প্রকাশের অভয় দেন···

মায়া কহিল,—তাহলে রবিবাবুর চেয়েও বড় কবি বাঙলায় আছে···এ কথা বলতে চান্ আপনি? মায়ার স্বর কৌতুক-প্রফুল্ল!

অমূল্য কহিল,—বললুম তো, অভয় দেন যদি বলি···

তার মুখের কথা লুফিয়া বীরেন কহিল,—তোমার নিজের কবিতা আরো ভালো...না?

অমূল্য কহিল,—বীরেনের ঐ তো···খালি বিদ্রূপ! ওহে, আমার কবিতা আজকের জন্য লিখচি না···অনাগত কালের জন্য আমার কবিতা।···আমার কবিতার কথা আমি বলচি না। আমি বলছিলুম, আমাদের ঘনশ্যাম পাকড়াশীর কথা। তার কবিতা জীবন্ত··· রক্ত-মাংসে গড়া তার কল্পনা··· এই তো চাই! এখন চারিদিকে জীবনের সাড়া উঠেচে। কবিতায় এখন জীবন চাই! ফুলের গন্ধ, পাখীর গান পচা হয়ে গেছে।

বীরেন কহিল,—ফোড়া-পাঁচড়ায় অঙ্গ ভরে ওঠে···সময় সময়···?

ভর্ৎসনার সুরে অমূল্য কহিল,—আঃ! তোমার বর্ব্বরতার দেখচি সীমা নেই!···

হাসিয়া বীরেন কহিল,—রক্ত-মাংসর কথা তুললেই আমার ফোড়া-পাঁচড়ার কথা মনে হয়। নিজে ও-দুটো ব্যাধিতে প্রায় ভুগি কি না···

অমূল্য কহিল,—তুমি থামো। মহিলা-সভায় কথোপকথনেরও অযোগ্য তুমি! যা বলছিলুম, বুঝলেন···মায়া দেবী,—আচ্ছা, আমার কথা সপ্রমাণ করে দিচ্ছি—ঘনশ্যামের এমনি একটা সাধারণ কবিতার অতি-তুচ্ছ দুটো ছত্র থেকে। ঘনশ্যাম লিখেচে রৌদ্রদগ্ধ পল্লীর বর্ণনা। জানেন তো, সে সময় কাঠ-ফাটা রোদে পুকুর-বিল শুকিয়ে, মাঠ-বাট শুকিয়ে খাঁ-খাঁ করতে থাকে? ঘনশ্যাম বৈশাখের পল্লী বর্ণনা করেচে···কবিতাটা বড়। তার দুটো ছত্র শুধু বলচি,···

ফাটা-চটা মাটী রোদে, গাছে নাই পাতা—
চাষা-চাষী ধোঁকে; আহা, কোথা পাবে ছাতা!···

এই দুটী ছত্রে আমাদের পাড়াগাঁর দারিদ্র্য, অভাবের কি করুণ ছবি ফুটেচে, বলুন তো···এমন realism···এর আর তুলনা নেই! রবিবাবু হলেন আরামের কবি, সুখের কবি···কাব্যবিশারদ সেই যে 'মিঠে-কড়া'য় লিখে গেছে,—

উড়িস্ নে রে পায়রা কবি,
খোপের ভেতর থাক্ ঢাকা—
তোর বকবকম্ আর ফোঁশ-ফোঁশানি
তাও কবিত্বের ভাব মাখা···

আসল কথা কি জানেন, অগাধ ঐশ্বর্য্যের বুকে বসে সখ করে তিনি কবিতা লেখেন…বুকে ব্যথা অনুভব করে কবিতা লেখেন না তো… ড্রয়িং-রুমের কবি উনি…

বীরেন কহিল,—সে দুটো লাইন বললে না ঘনশ্যামের? যার দাম…তুমি বলো, বিশ্বের কাব্য-সাহিত্যে নেই…

মায়া কহিল,—সে অমর ছত্র দুটী বলুন, দয়া করে বলুন অমূল্য-বাবু…

অমূল্য কহিল,—হ্যাঁ…ঐ পল্লীর শুক্‌নো পুকুরের ছবি তো? এই যে বলি…সে দুটী ছত্র হলো…

ওটা কি পুকুর? হবে! এককালে ছিল বুঝি জল,
বধূ-অঙ্গ-পরশেতে আনন্দে নাচিত থল-থল…
এখন শুক্‌নো মাটী…জল নাই…রাক্ষসীর হাঁ!
তরুণী ধরণী-বক্ষে পচা যেন দগ্‌দগে ঘা!…

ওঃ, artistic এবং realisitic! এর মধ্যে মোহ-বিভ্রম নেই, বাক্যচ্ছটা নেই…plain সত্য, খাঁটী বাঙলার ছবি! ঐ বধূর অঙ্গ-পরশে romance-এর স্মৃতি…আবার তার harrowing, grim বাস্তবতা!

কবিতা শুনিয়া মায়া শিহরিয়া উঠিল। গিরিজা স্তম্ভিত! বীরেন হো-হো করিয়া হাসিতে লাগিল। শুধু আনন্দময়ী দেবী নির্ব্বাক, মৌন…

অমূল্য কহিল,—হাস্‌চো কি! বিরাট দারিদ্র্য, এবং সুন্দর-অসুন্দরের এমন realistic ছবি আর কোন সাহিত্যে নেই, আমি বল্‌তে পারি…পীয়ের লোটি দু'একটা লেখায় এমন ছবি ফুটোবার চেষ্টা

করে গেছেন, কিন্তু গদ্যে। তা'ও এমন চিত্তস্পর্শী নয়! অভাগা ঘনশ্যাম…তার যদি পয়সা থাকতো, তাহলে এ কবিতার তর্জ্জমা বিদেশে পাঠিয়ে নোবেল প্রাইজ ঘরে আনতে পারতো…

বীরেন কহিল,—থাক্ ও প্রসঙ্গ…ভালো কথা, মায়া দেবী দেখেচেন কি, অমূল্য যে গান লিখেচে পতিতপাবন নাট্যকারের অভিনন্দনের জন্য…?

মায়া কহিল,—না।

বীরেন কহিল,—গানটা কোথায় হে অমূল্য?

অমূল্য কহিল,—একটা লেখা হয়েচে…

যে-বীণা নাটের হাটে লাট্ বানিয়ে দিল তোমায়,
কবি হে নাটের কবি, কাঠের ঘরে…
সে-বীণা অটুট রহুক! ফুট্ বয়ে তার ঝরুক নিতি
পতিতার প্রাণের গীতা, ষ্টেজের 'পরে!

বীরেন কহিল,—মানে বুঝচেন! অর্থাৎ কাঠের ঘরে…কি না নাট্য-মঞ্চে নাট্য-রচনায় তোমার লেখনী তোমায় লাট—কি না, শ্রেষ্ঠ করে তুলেচে। হে নাটের কবি‥ কি না…হে নাট্যকার…

মায়া কহিল,—তরলা রক্ষিত আপত্তি তুলবেন ঐ 'পতিতা' কথার দরুণ!

অমূল্য কহিল,—বেশ অর্থযুক্ত হচ্ছে না? বাজে কথা বলতে চাই না আমি। নেহাৎ যা মামুলি…তা, পতিতার জায়গায় একটা কিছু অন্য কথা ভেবে বসিয়ে দেবো।

মায়া কহিল,—হুঁ। কি সুর দিচ্ছেন?

অমূল্য কহিল,—কে গাইবে ?

মায়া কহিল,—উষা গাইবে···একা গাওয়াই ভালো। নয় ?

বীরেন কহিল,—তা ঠিক···কোরাসে ভারী হট্টগোল—তাছাড়া সে যেন পেশাদারী-গোছ। একজন গাইলে মনে হবে, দিল্‌মহল তার একটি মাত্র কণ্ঠে ভরে সুরের ধারা বর্ষণ করচেন !

অমূল্য কহিল—Lucky পতিতপাবন !···সাহিত্যে নতুন বাণী এনেচে···এ অভিনন্দন তার সেই বাণীকে !···

বীরেন কহিল—ভাবনা কি ! হয়তো আস্‌চে বছর তোমার অভিনন্দনও হতে পারে···তোমার পঞ্চাশৎ জন্মতিথির উৎসব—না, তোমার পঞ্চাশও পার হয়ে গেছে ···?

অমূল্যর মুখ রুদ্র গম্ভীর হইল। সে কহিল—তুই অতি চোয়াড়, বীরেন···মহিলাদের সঙ্গে মেশার যোগ্যতা তোর নেই। ও সব রসিকতা আমার ভালো লাগে না। আমার বয়স পঞ্চাশ হতে এখনো বহু বিলম্ব আছে। এসো আনন্দ···নমস্কার মায়া দেবী···

বীরেন কহিল—উঠবে ? চলো···

অমূল্য কহিল—না, তুমি থাকো···আনন্দ আমার সঙ্গে বেড়াতে যাবেন। মহীতোষ এখানে নেই ; পল্লী-সংস্কারে গেছে···কাজেই ওঁর মন সুস্থ নয় ; সেজন্য···

আনন্দ ও অমূল্য চলিয়া গেল। বীরেন হাসিয়া কহিল,—ঐখানেই কবির weakness.······

রাত্রে বেলগেছিয়ায় আসিয়া শ্যামল কহিল,—কি পয়সা নিয়েই না

ছিনিমিনি খেল্‌চে সব···সম্পূর্ণ বেপরোয়া···কাজ-কর্ম্ম নেই, ভাবনা-চিন্তা নেই···খাশা আছে।

গিরিজা কি ভাবিতেছিল, কহিল—ওদের সকলেরই অবস্থা বেশ ভালো···না?

শ্যামল কহিল—তা নয়। কারু-কারু ভালো খুব। আবার অনেকে আছে, ওদের স্বরে পোঁ ধরে চলে! তুমি জানো না গিরিজা, সহরে দু'শ্রেণীর সৌখীন ব্যক্তি দেখি আজকাল। এক শ্রেণীর সৌখীন—তাদের পয়সার যেমন জোর আছে, প্রাণে তেমনি সখও প্রচুর। আর-একশ্রেণী আছে—যাদের ঘরে ছুঁচোর কেত্তন, বাইরে কোঁচার পত্তন! অর্থাৎ কায়ক্লেশে কোনোমতে একখানা কাল-পাড় দেশী বা গরদের ধুতি, একটা গরদের পাঞ্জাবি, আর···এখন ভারী শস্তায় বাবু সাজা হয় ঐ যে নাগরা-জুতোয়—সেই নাগরা জুতো সংগ্রহ করে রেখেচে···সকালে সেই পোষাকে মজলিশ সেরে বাড়ী ফেরে, ফিরে মুখে ডাল-ভাত গুঁজে চাকরি করতে বেরোয়, সেই অবসরে অভাগিনী স্ত্রী বেচারী সান্‌লাইট্ সাবান মাখিয়ে মজলিশী জামা-কাপড় কেচে ফরশা করে রাখে···আরাধ্য স্বামী-দেবতা অফিস থেকে ফিরে ঐ পোষাকে ক্লাব বলো, মজলিশ বলো,—ঘুরতে চলেন! বাড়ীর লোকে খেটে মারা যাচ্ছে, তাদের অন্ন-বস্ত্র যেমন জুটুক, বাবুর কিন্তু গরদের জোড় ঠিক আছে! দেখলে মনে হয়, বুঝি, কোন্ রাজা-রাজড়ার বাড়ীর দৌত্তুর-সন্তান, না ভাগনে, না ঘর-জামাই!···

গিরিজা হাসিল, হাসিয়া কহিল—থামো হে···ও কথাটা গায়ে লাগে···

শ্যামল কহিল—কভি নেহি। আমরা বুদ্ধি-বৃত্তি খাটিয়ে পয়সা উপার্জ্জন করি, আর সেই পয়সায় যা-কিছু বাবুগিরির সখ্ মেটাই। বুদ্ধিবৃত্তি—শ্রেয় বুদ্ধিবৃত্তি—সে-বৃত্তির জোরে বেশ সুকৌশলে পরের সিন্দুক থেকে নিজের সিন্দুকে পয়সা-কড়ি আমানত করচি। উকিল, ডাক্তার, ব্যবসায়ী-বণিক—যে-বুদ্ধিবৃত্তির উপর নির্ভর করে কৃতী হয়ে উঠচে, আমরাও সেই বুদ্ধিবৃত্তির বলে যা-কিছু সংগ্রহ করচি···

গিরিজা কহিল—কিন্তু risk···?

শ্যামল কহিল,—No risk, no gain! বাঃ, ব্যবসা-বাণিজ্যের সর্ব্ব ব্যাপারেই এ কথা সমান খাটে···এবং ছোট আদালতের শমন, আর পুলিশ-কোর্টের পরোয়ানা বাঁচিয়ে যদি যেতে পারি, তাহলে মৃত্যু-শয্যায় শুয়ে ঐ-সব সুকৌশলী উকিল-এটর্ণি-ডাক্তার-মোক্তার-বণিক প্রভৃতির সঙ্গে সমস্বরে আমিও সদম্ভে বলবো, জীবন মম সফল প্রভু, পয়সা করেচি রোজগার হে!

হাসিয়া গিরিজা কহিল—হুঁ···তোমার ফিলজফি বুঝেচি!

শ্যামল কহিল—তা বোঝো···মোদ্দা, তোমায় রীতিমত গম্ভীর দেখচি আজ! ব্যাপার কি হে?

গিরিজা কহিল—ব্যাপার এমন কিছু নয়···শরীরটা খুব জুৎসই বোধ হচ্ছে না।

শ্যামল কহিল—শুয়ে পড়ো তাহলে···কাল আবার removal to Barrackpore.

গিরিজা কহিল—তাই নাকি? বাঁচা গেল! এ একেবারে

সর্ব্বক্ষণ কণ্টকিত···কখন্ কে আসে সঘন ভিড় বয়ে, আমাদের আরাম-নীড়ে ঝড়ো হাওয়ার মত···

শ্যামল কহিল,—ওদের পার্টিতে যাচ্ছো তো? অবশ্য ওরা নিমন্ত্রণ করবে···আমায় বলছিল কি না,···তোমার বোধ হয় কোনো আইডিয়া নেই···

—না। বলিয়া গিরিজা চুপ করিয়া কি ভাবিল, তারপর কহিল, —আচ্ছা, ঐ রায় বাহাদুর মদন চাটুয্যে নামটা যেন শোনা-শোনা। ···কে উনি, বলো তো হে···?

কৌতুক-ভরে গিরিজার পানে চাহিয়া শ্যামল কহিল—হঠাৎ রায় বাহাদুরের কথা যে···?

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া গিরিজা কহিল—বিশেষ হেতু নেই, এমনি জিজ্ঞাসা করছিলুম···

শ্যামল কহিল,—আমার কাছে গোপন করো না। রায় বাহাদুরের ওখানে একটু বিশেষ attraction আছে—এবং সে attraction তাঁর ঐ কন্যা···

গিরিজা কহিল—চুপ কর্ ষ্টুপিড্—যথার্থ ভদ্র-মহিলা যাঁরা, তাঁদের কথা নিয়ে কৌতুক করো না···

শ্যামল কহিল—মদন চাটুয্যের ইতিহাস একটু আছে। মানে, উনি পশ্চিমে কণ্ট্রাক্টরি করতেন। গত যুদ্ধের সময় একটু ফাঁকা পথ পেয়ে দেদার পয়সা কামিয়ে নেছেন,—অর্থাৎ পঞ্চাশ হাজারের অর্ডার নিয়ে পাচ হাজার সরবরাহ করেচেন, বিল করে পঞ্চাশ হাজার আদায় করেচেন—একেবারে পঁয়তাল্লিশ হাজার গাপ্!

একটা দৃষ্টান্ত নয়—বহু···বেশ নাম কিনে ফেলেছিলেন—অর্থাৎ কলকাতায় যখন মিউনিশন বোর্ডের মামলা রুজু হলো, উনি তখন ব্যবসা গুড়িয়ে ধাঁ করে মেম-সাহেবদের বল-নাচের জন্য একটা ক্লাব-রুম তৈরী করে দিলেন ঘরের কড়ি খরচ করে। তাছাড়া···কিন্তু বিশদ-বিবৃতির প্রয়োজন নেই। শুধু এইটুকু জেনে রেখো, বটতলার ষষ্ঠী-মাকালকে তুষ্ট রাখার ফলে উপকার হলো! ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর কোনো কথাই জানতে পারলেন না! কেশ্ তো ওঁর নামে হলোই না, মাঝে থেকে ঐ ষষ্ঠী-মাকালের সুপারিশের জোরে রায় বাহাদুর বনে উঠলেন!···

গিরিজা কহিল—রায় বাহাদুর যাই হোন্ ..

তার মুখের কথা লুফিয়া শ্যামল কহিল,—বুঝেচি হে, পঙ্ক-তিলক জানো? পাঁকেই পদ্ম ফোটে!···রায় বাহাদুরের কন্যা—হাঁ, বিশ্ব-সভায় দেখাবার মত! বঙ্গসুন্দরী কি বস্তু, তা লোকে বুঝবে। তার উপর রায় বাহাদুরের ঐ বিষয়-সম্পত্তির একমাত্র ওয়ারীশন ঐ মেয়ে—এখনো অবিবাহিতা··· বিলাত-ফেরত সম্প্রদায়, এমন কি, কোন-কোন রাজবংশীয়ও ঐ কন্যাকে বধূরূপে আয়ত্ত করবার জন্য উদ্‌গ্রীব। রায় বাহাদুর চালাক ব্যক্তি,—বকের মত নদীকূলে বসে অলস ভঙ্গীতে সকলকে লক্ষ্য করচেন, ওর মধ্যে কোন্‌টা রুই-কাত্‌লা-জাতীয়—

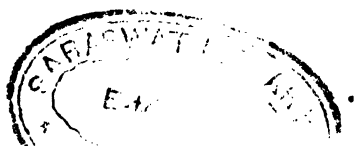
শ্যামলের কথার ভঙ্গী দেখিয়া গিরিজা হাসিল, হাসিয়া কহিল,—এত খপর তুমি রাখলে কি করে?···

শ্যামল কহিল—ঐ কাজই করেচি জীবনে। তোমরা যখন ফ্লিন্টন,

সেক্সপীয়র, কীটস্, শেলি নিয়ে তাঁদের সর্ব্ববিধ পরিচয় পেতে ব্যস্ত ছিলে, আমি তখন তা তো করিনি ··বুঝছিলুম, সংসারের পথে বিচরণ করতে হলে কিছু পাথেয় দরকার···সমাজের আলোচনা করে ঐ সব কুলুজী সংগ্রহ করে ফিরেচি—কোনো দিন কাজে লাগবে···

গিরিজা কহিল,—জানো তো মহাপুরুষের বচন,—কিছুই ফেলা যায় না—যাকে রাখো, সেই রাখে···!

শ্যামল কহিল—তাই বটে !···



একাদশ পরিচ্ছেদ

শশিকলা

শ্রীমতী শশিকলা দেবীর নাম আমারা আগেই শুনিয়াছি,—শশীদি ! তাঁর পরিচয় একটু খুলিয়া বলা দরকার।

বাঙলা মাসিক-পত্রে যে শশিকলা দেবীর কবিতা নিত্য ছাপা হয়··· ইনিই সেই কবি শশিকলা। শশিকলার কবি-খ্যাতি কোনো কোনো মহলে খুবই জোরালো। অনেকে এমন কথাও বলিয়া থাকেন, বাঙালী নারী···বৈধব্যের আঘাতে জর্জ্জরিত হইলেও দেবী বীণাপাণির সেবায় দুঃখ ভুলিয়া আছেন। থাকেন একদালিয়া রোড। সেখানে ছোট্ট তাঁর গৃহখানি পরিচ্ছন্ন, ঝরঝরে···গৃহের সঙ্গে ছোট একটু ফুলের বাগান সংলগ্ন আছে। তিনি নিজে সে বাগান দেখাশুনা করেন। ছেলে-মেয়ে নাই। তাঁর অবসর-কাল তিনি কবিতা লিখিয়া ও ফুলের চাষ করিয়া কাটাইয়া দেন। সম্প্রতি ও-অঞ্চলে ছোট একটি আশ্রমও খুলিয়াছেন ; সে আশ্রমে অনাথা নারীদের জন্য শেলাই শিখাইবার, গান-বাজনা শিক্ষা দিবার ও সাহিত্য-চর্চ্চার আয়োজন হইয়াছে। শশিকলা এবং তাঁর ধনী সঙ্গী ও বন্ধুরা এই আশ্রমটুকু দেখাশুনা করেন। চাঁদা পাওয়া যায় ; তাছাড়া বছরে দু'তিনবার আশ্রম-বাসিনীরা ষ্টেজে অভিনয় করিয়া আশ্রমের জন্য অর্থ সংগ্রহ করেন। এই সূত্রেই শশিকলার সহিত দিল-মহলের বিশিষ্ট কয়েকজন সভ্য ও সভ্যার অন্তরঙ্গতা

জন্মে। দিল্‌মহল সম্প্রতি যে ফিল্‌ম্ তুলিবার সঙ্কল্প করিয়াছে, এ-সঙ্কল্পের মধ্যে শশিকলার অনুপ্রেরণা বড় কম নয়। এমন কি, আশ্রম হইতে সুশ্রী দু'চারজন আশ্রিতাকে শশিকলা ফিল্‌মে অভিনয়ের জন্য সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে ছাড়িয়া দিবেন···এমন প্রতিশ্রুতিও দিয়াছেন।

বেলা প্রায় তিনটা। শশিকলার গৃহের ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণটুকু পার্টির জন্য পরিপাটি ছাঁদে সাজানো হইয়াছে! ছোট একটু চন্দ্রাতপ খাটানো। ফটক হইতে চন্দ্রাতপ-খাটানো প্যাণ্ডাল অবধি নানা রঙের ফুলের মালা টাঙানো; কয়েকটা চীনা লণ্ঠনও ঝুলাইয়া দেওয়া হইয়াছে। শশিকলা ও তাঁর আশ্রমের আশ্রিতার দল যথাসাধ্য বেশ-ভূষায় সুসজ্জিত হইয়া মিলনীকে বর্ণ-বৈচিত্র্যে বিভূষিত করিয়া তুলিবার জন্য উঠি পড়িয়া উদ্যোগ-আয়োজন করিতেছেন, এমন সময় একটা বেয়ারা একরাশ ফুল ও কুলির মাথায় এক ঝুড়ি চীনা মাটির প্লেট্ ও পেয়ালা সমেত উপস্থিত হইল···শশিকলার হাতে খামে-মোড়া একটা চিঠি দিয়া বেয়ারা কহিল,—সাহেব বোধ হয় আজ আসতে পারবেন না; তাঁর পায়ের ব্যথা বড্ড বেড়েচে···

শশিকলা খামখানা ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে কহিল,—সাহেবকে বলিস্, এই বিকেল বেলায় পেয়ালা পাঠাবার কোনো দরকার ছিল না। লোকজন তো চারটে থেকে আসা সুরু করেচে—এ-সব ধোয়া-মোছা এখন হয়ে ওঠে কি করে?

বেয়ারা জাতে উড়িয়া। কালো কুচ্‌কুচে রঙ। কালো মুখে দু'পাটি সাদা দাঁত বাহির করিয়া কহিল,—ধুয়ে সাফ্ করে এনেচি সব...আমার দেরী হয়ে গেল—ডাক্তার-সায়েব এলেন কি না—ছুঁচ ফুটিয়ে ওষুধ

দিলেন আজ···আর সব বেয়ারা থাকলে তো চলে না। তাছাড়া সাহেব বলেদেছেন, আমায় এখানে থেকে সব দেখতে-শুনতে। পার্টি ভাঙ্গলে তবে আমি ঘরে যাবো।

শশিকলা কহিল,—বেশ। তা ওগুলো ডাইনের ঘরের বড় টেবিলে সাজিয়ে রাখ্ গে···পাশেই রকিট সাহেব থাকে না? দেরী দেখে তার ওখান থেকে দু' ডজন প্লেট আর কাপ আনিয়েছি, তার বেয়ারাকেও আসতে বলেছি, সার্ভ করার জন্য···

বেয়ারা জগাই কহিল,—কোনো দরকার ছিল না। সাহেবের মনে ছিল—ভুল হবার কথা তো নয়।

জগাই আর কথা না বাড়াইয়া কুলিকে লইয়া ডাইনিং রুমে চলিল, পরে কুলিকে পয়সা দিয়া বিদায় করিয়া কহিল,—আমি তাহলে সমস্ত কাপ-প্লেট্ ঠিক করে রাখি···একটা ঝাড়ন আমাকে দিতে হবে যে···

শশিকলা ডাকিল,—বিধু···

বিধু আশ্রম-পালিতা তরুণী। শশিকলার আহ্বানে সে সেখানে আসিয়া দাঁড়াইল। শশিকলা কহিল,—আমার আলমারি খুলে একটা কেন, দুখানা ফরশা ঝাড়ন বার করে জগাইকে দাও তো···

জগাই বিধুর সঙ্গে চলিয়া গেলে আশ্রমের এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট সেক্রেটারি অঙ্গনা চাকলাদার আসিয়া কহিল,—বোস্ সাহেব আজ তাহলে আসচেন না··?

শশিকলা কহিল,—না।···তা মন্দ হবে না। এই পার্টিতে কি কম বাগ্ড়া দিয়েছিলেন···বলেন, মিছিমিছি কেন খেটে মরবে!···আমি বললুম,—না, চাই···সমাজে থাকতে গেলে মান-ইজ্জৎ বস্তুটার পানেও

তো দেখা দরকার।·· এই আশ্রম নিয়ে পাঁচজনের সঙ্গে মেলামেশা যখন আছে···

অঙ্গনা চাকলাদার কহিল,—নিশ্চয়। পুরুষ-মানুষদের ঐ এক স্বভাব! ওঁদের পরিচর্য্যা ছাড়া যা করতে যাবে, তাতেই ওঁরা বলে উঠবেন, মিছে কেন এ ঝঞ্ঝাট!·· আমাদের সখ কি খেয়াল বলে কি কিছু থাকতে নেই?···

এ-কথায় শশিকলার মুখে-চোখে গাম্ভীর্য্যের রেখাপাত হইল— নিমেষের জন্য। একটা নিশ্বাস ফেলিয়া শশিকলা কহিল,—হুঁ···অথচ কি বন্ধনেই যে পড়েচি···

অতীতের ক'বছরের একটা স্মৃতি তার মনের মধ্য দিয়া বিদ্যুতের মত বহিয়া গেল। আশ্রম-পালিতা সরমা আসিয়া কহিল—আইসক্রীম্ তো ঐ দু রকমের হয়েচে?

শশিকলা কহিল,—হাঁ।

সরমা কহিল,—তার প্লেট?

শশিকলা কহিল,—ঐ যে জগাই বেয়ারা এসেচে - ওকে বলো গে···

এই মিষ্টার বোসের সহিত শশিকলার অন্তরঙ্গতা লইয়া দু'চারিজনে নানা কাহিনীর সৃষ্টি করিত। শশিকলার স্বামী বিজয় হালদারের অবস্থা ভালো ছিল না। সে ছিল একখানা সাপ্তাহিক কাগজের সম্পাদক। সেই সঙ্গে ছোট একটা ছাপাখানাও তার হাতে আসিয়া জুটিয়াছিল। ছাপাখানার সে ছিল মালিক।

ম্যাট্রিক পাশ করিবার পর শশিকলার এই বিজয়ের সঙ্গে বিবাহ

হয়। বিজয়ের পিতার অবস্থা নেহাৎ মন্দ ছিল না। হঠাৎ কারবারে লোকসান হইয়া বিজয়ের বাপ সর্ব্বস্বান্ত হয় এবং হার্টফেল হইয়া মারা যায়। পয়সা-কড়ি যা-কিছু বিজয় সংগ্রহ করিতে পারে, তা দিয়া ছোট একটা ছাপাখানা কিনিয়া ফেলে। এই মিষ্টার বোস্ ছিল তার বাল্যবন্ধু। বোস্ ব্যারিষ্টার। বোসের দরদ বাড়ে বিজয়ের উপর, তার স্ত্রী শশিকলার মারফৎ। শশিকলা ভালো গাহিতে পারিত, চেহারা ভালো; বোসের স্ত্রী সেকালের মেয়ে, সংসার লইয়া সর্ব্বক্ষণ মত্ত···তরুণ স্বামীর বিলাত হইতে শেখা নানা খেয়াল, নানা সখের সঙ্গে সে তাল রাখিয়া চলিতে পারিত না, কাজেই বোস আসিয়া বিজয়ের গৃহে শশিকলার পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইল। তার মনে হইত, এই গরীব ছাপাখানার মালিক বিজয়ের স্ত্রী-ভাগ্য এমন খাশা, আর তার ভাগ্যে···

রঙ্গ-রহস্যে আলাপ-আলোচনায় শশিকলার সহিত বোসের বন্ধুত্ব দিনে দিনে বাড়িয়া উঠিতেছিল। বিজয় ছাপাখানার হিসাব-নিকাশ কাজ-কর্ম্ম লইয়া মত্ত থাকিত, সেই অবসরে বোস ও শশিকলা একান্তে বসিয়া বিচিত্র বর্ণ-সুষমায় মায়া-কুঞ্জ রচিয়া তুলিত।

এই বন্ধুত্বের সুযোগে বিজয়ের অনেকখানি দুশ্চিন্তা দূর হইয়াছিল। মাঝে মাঝে টাকার প্রয়োজন হইলে বিনা-বাক্য-ব্যয়ে বোস্ চেক কাটিয়া দিত। বিজয় শশিকলার কাছে কৃতজ্ঞ চিত্তে বলিত—একেই বলে বন্ধু, আর বন্ধুত্বের পরিচয় পাওয়া যায় এমনি ব্যবহারে!

শশিকলা-গম্ভীর হইয়া সে-কথা শুনিত···

তারপর সহসা বিজয়ের একদিন অনির্দ্দেশ পথে ডাক পড়িল!

শশিকলার বয়স তখন আটাশ বছর মাত্র। একা নারী—এ-বিপদে সে চারিদিক অন্ধকার দেখিবার পূর্ব্বেই বোস্ আসিয়া পাশে দাঁড়াইয়া সান্ত্বনা দিল, আশ্বাস দিল,—ভাবনা কি! আমি আছি তোমার বন্ধু…

ছাপাখানা বিক্রয় হইয়া গেল। নগদ কিছু টাকা হাতে আসিল। তারপর ছোট জীর্ণ বাড়ী মেরামতের দৌলতে তরুণ মূর্ত্তিতে বিভূষিত হইল। শশিকলা গরীবের স্ত্রী হইলেও তার মনে অনেক সাধ ছিল। একটু বাগান…পরিচ্ছন্ন বাড়ী…বোস্ তার সে সাধ পূর্ণ করিল।

শশিকলা বলিল,—সঙ্গী নেই, কেউ নেই, এ কি জীবন…!

বোস্ তাকে সমাজের পাঁচজনের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিল। শ্বশুরের একটু নাম ছিল; শশিকলার নিজের গুণ ছিল—আলাপে-সঙ্গীতে পটু, তায় সৌখীন, এবং সুশ্রী চেহারা—সমাজের নর-নারী সাদরে তাকে গ্রহণ করিল।

সমাজের সঙ্গে প্রাণ-মনের কারবার করিতে গেলে পয়সার প্রয়োজন হয়—বোসের দরদে সেদিকে কোনো দিন অভাব জাগে নাই। বোস এ গৃহে নিত্য অতিথি…কোর্টে কাজ-কর্ম্মের পরিশ্রম…সে কাজ-কর্ম্ম শেষ হইলে বোস এখানে আসিত শ্রান্তি ঘুচাইয়া আরাম পাইবার জন্য! শশিকলার গল্পে-গানে কি সুধাই ঝরিত! আবেশে বোসের দুই চোখ মুদিয়া আসিত! বোসের স্নেহ-আশ্রয়ে শশিকলা অটুট আছে। বিজয় বাঁচিয়া থাকিতে চারিদিক হইতে গভীর অভিযোগ বেদনার খোঁচা ফুটাইত…সর্ব্বক্ষণ নাই-নাই, আর চাই-চাই রব!

এখন তার অবর্ত্তমানে সে অভাব-অভিযোগ মাথা তুলিতে পারে না—বোস কোথা হইতে সব তত্ত্ব জানিয়া সেদিকটায় এমন আবরণ রচিয়া রাখিয়াছে···

সমাজের পাঁচজনে এ কথা জানিত। বিজয়ের ছিল সেই তো অবস্থা ···তার পর হইতে এই বাড়ীর নব-কলেবর, সাজসজ্জা, সরঞ্জামের ঔজ্জ্বল্য, পার্টি—এই বিপুল সমারোহ! পাঁচজনে বোসের নাম লইয়া দু-চারিটা ইতর ইঙ্গিত তুলিতে ছাড়িত না, তবে এ সকল ইঙ্গিত যা চলিত, তা অতি-গোপনে···এদিককার প্রতিবেশীরা মান বাঁচাইয়া চলিতে জানে; মুখের উপর প্রচণ্ড আঘাত দিতে কেমন কুণ্ঠিত হয়!

এ-সব আলোচনা গোপনে চলিলেও শশিকলা তা জানিত। জানিলেও তার কোথাও সঙ্কোচ ছিল না···দুনিয়ায় থাকিতে হইলে মানুষের মত সে থাকিতে চায়···এবং সে থাকার ব্যাপারে যার স্নেহ-মায়া···তার নামে যে-কথা যে বলুক, তাহাতে কি আসিয়া যায়! কথার চেয়ে পয়সার দাম বেশী। কথায় আরাম মেলে না; আরাম মেলে পয়সায়! যারা ঐ-সব কথা বলে, তারা তো কেহ পয়সা দিবে না! অতএব···

বোস বলিল,—পাঁচজনে এই সব কথা তুলচে, শশি···

শশিকলা দুই চোখে সুনিবিড় মায়া রচিয়া বোসের হাত ধরিয়া বলিল—সে কথা আমি গায়ে মাখি না···কি হবে কথায়? আমি মানুষ! আমার মনে অনেক সাধ, অনেক আশা, আমি তার তৃপ্তি চাই! বৈরাগ্যের পথ আমার নয়···

বোস কহিল,—চলো, এবার ছুটীতে আমরা দার্জ্জিলিংয়ে যাই। তুমি

এখান থেকে বেরুবে—আমি কোর্ট থেকে ষ্টেশনে সোজা যাবো। দুটো বার্থ রিজার্ভ থাকবে···দিন পনেরো পরেই যাচ্ছি···কি বলো ?

শশিকলা খুশী-মনে কহিল,—এ যে চমৎকার idea. বাঃ ! দার্জ্জিলিংয়ে আমি কখনো যাইনি। কিন্তু মিসেস বোস···?

বোস কহিল,—সে তার সংসার নিয়ে আরামে থাকবে। নড়তে চায়ও না। জানোয়ার ! তাছাড়া সেখানে কে খবর নিতে যাচ্ছে ? তুমিই মিসেস্ বোস্ হয়ে উদয় হবে ··কি বলো ?

অপাঙ্গে হাসির বিদ্যুৎ ছুটাইয়া শশিকলা কহিল,—you rogue···

এমনি ভাবে দিন চলিয়া আসিতেছে। সে বিধবা · মৃত স্বামীর স্মৃতি ··এ-সব বাজে কথা শশিকলার মনে স্থান পায় না। বাঁচিয়া আছি, এবং বাঁচিতে যখন হইবে, তখন বাঁচার মতই বাঁচা চাই। মরা-লোকের কথা নাড়াচাড়া করিয়া কোনো লাভ নাই—সে তো তাহাতে ফিরিবে না। তবে ?···এই মায়াময়ী শোভাময়ী ধরণী···এই গন্ধে-বর্ণে-মোহময় বিশ্ব-ভুবন···তার মায়া ফাঁশাইয়া, শোভা চূর্ণ করিয়া, তার এ বর্ণে-গন্ধে আগুন ধরাইয়া যে এখানে থাকিতে চায়, সে মূঢ় ! শশিকলা তাদের মূঢ়তার সুরে সুর মিলাইয়া মরিতে নারাজ ! এই হাওয়া, ঐ জ্যোৎস্না-ধারা···প্রাণ-মন ঢালিয়া দাও ঐ হাওয়ার স্রোতে, জ্যোৎস্নার ধারায় !···প্রচণ্ড পিপাসায় কণ্ঠ ভরিয়া আছে, বিশুষ্ক তালু পিপাসার তৃপ্তি মাগিয়া মরিতেছে,—তাকে সে তৃপ্তি দাও—তার সে পিপাসা মিটাও—বিশেষ যখন এই পাশেই সুধার পাত্র হাতে দাঁড়াইয়া আছে, এমন দরদী বন্ধু ! কৃতজ্ঞতাও তো একটা আছে ! অভিযোগ যে কোনো দিক দিয়া উঠিতে দেয় না, তাকে···

জীবন-যৌবন,—দেহ, মন…ও সব কথার কথা! সমাজের আইন-কানুন? ও সব মানুষের ফন্দীতে রচা! বিধাতার নির্বন্ধ? মিছা কথা। বিধাতা একজনকে সুখের অজস্রতায় ভরিয়া দেন, আর-একজনকে দুঃখের ঘূর্ণিপাকে চুবাইয়া ধরেন…কেন এ অবিচার? প্রথম এমনি কথাগুলা মনে উঠিত সর্ব্বক্ষণ…বিজয় তখন বাঁচিয়াছিল। শশিকলা তার পানে চাহিয়া ভাবিত, বেচারা! হিসাব লইয়া কি হিমসিম খাইয়া মরিতেছে! কাল সকালে পঞ্চাশ টাকার দরকার, নহিলে বিজয় পাগল হইয়া যাইবে, জেল অনিবার্য্য! ক্রোক-পেয়াদার পরোয়ানা…! তার সামনে স্ত্রী, স্ত্রীর প্রাণের কামনা? এ-সবে তার কোনো লক্ষ্য নাই! শশিকলা কি নির্ব্বাক ভঙ্গীতে স্বামীর ঐ হিসাবের খাতার পানে চাহিয়া থাকিত! বাহিরে আকাশে ঐ জ্যোৎস্নার প্লাবন বহিয়া চলিয়াছে! ঐ পাখীর কলকণ্ঠে…কি সুধা ঝরিতেছে! শশিকলা একটু করুণা বোধ করিল, আহা, বেচারা!

শশিকলা আসিয়া বিজয়ের পাশে দাঁড়াইল, কহিল,—কি করচো?

বিজয় স্ত্রীর পানে চাহিয়া উন্মাদের মত কহিল,—এঁ্যা·· মহা বিপদে পড়েচি…কাল সকালেই পঞ্চাশ টাকা চাই—না হলে পালাতে হবে…না পালালে জেল!

শশিকলা একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—আচ্ছা, আমি সে উপায় করবো…এখন শোবে এসো…

বিজয় সাগ্রহে স্ত্রীর হাত চাপিয়া ধরিল, কহিল,—পারো? পারো?…আঃ!…

বিজয় খাতা রাখিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল,…আর একটা

কথা নয়। পাশে শশিকলা একটা নিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিল—হায় নারী…

পরদিন সকালে বোসের কাছে দু-ছত্র চিঠি গেল ; এবং আটটার মধ্যে পঞ্চাশ টাকা নগদ…

বিজয় কহিল—আঃ, বাঁচালে…

কোথা হইতে এ টাকা আসিল, বিজয় সে-প্রশ্ন তুলিল না—সে-প্রশ্নের প্রয়োজন ছিল না। যেখান হইতে আসুক…টাকা আসিয়াছে, তার দায় ঘুচিয়াছে! কোথা হইতে বা কিসের বিনিময়ে এ টাকা আসিল, তা জানার কোনো প্রয়োজন নাই!…

বোস্ এমনি করিয়া অভাব-অভিযোগ মিটাইতে লাগিল—এ সংসারের অভাব, প্রাণের যা-কিছু অভিযোগ…এ অভাব যে মিটাইতে পারে—তার কাছে নারীর তরুণ প্রাণের কৃতজ্ঞতার যে সীমা থাকে না!

শশিকলার দুই হাত চাপিয়া বোস্ তাকে বুকের কাছে টানিয়া ডাকিল,—শশি…

শশিকলা বোসের বুকে মুখ ঢাকিল।

বোস্ কহিল,—আমি বড় দুঃখী, শশি…আমার প্রাণে কি দারুণ অভাব…

করুণ ছল-ছল নয়নে শশিকলা বোসের পানে চাহিল,—সে-দৃষ্টিতে হতাশার কি গভীর ছায়া, অভাবের কি হা-হা-দৈন্য!…

বোস্ শশিকলাকে বুকে আরো চাপিয়া ধরিল,…শশিকলা একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—উঃ!…

বোস্ কহিল,—এত দৈন্য, এ অভাব নিয়ে বাঁচা চলে না…

শশির চোখে আবার সেই আকুল নিবেদন···বোসের অভাব-ভরা চিত্ত শশিকলার চিত্তের অভাব বুঝিল···এবং যে অভাব বুঝা যায়, তার প্রতিকারের উপায়ও যখন নিজের হাতে···

বিজয় ও-দিকে ছাপাখানা চালাইতে লাগিল পরম নিশ্চিন্ত আরামে···শশিকলার প্রাণের অভাব-অভিযোগের সব স্থর নিমেষে থামিয়া গেল !···

এ দশ-বারো বৎসর আগেকার কথা !···জীবনে যে-রোমান্সের মায়া ফুটিয়াছিল, আজ দীর্ঘ দশ বৎসরে সে মায়া তার বর্ণ-বিভব হারাইয়া নিত্যকার এক-ঘেয়ে ব্যাপারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে ! প্রীতি-অনুরাগে আজ সংসারের কর্কশ স্থর মাঝে মাঝে বাজিয়া ওঠে ! বয়সের দোষ ! তরুণ চোখে যে দুনিয়াকে মানুষ রঙীন দেখে, তারুণ্য ঘুচিলে সেই দুনিয়াই নেহাৎ বর্ণহীন মামুলি হইয়া দেখা দেয় ! সংসারের নিয়ম এই ! শশিকলার প্রাণের রোমান্স তার রঙ হারায় নাই আজও···বোসের সে-রোমান্স ঝরিয়া গিয়াছে। সে পুরুষ ! শত কাজের কোলাহলে তারুণ্যের সে কল-ঝঙ্কার ডুবিয়া গিয়াছে···শশিকলার বেদনা এইখানে। ···সংসারে অভিযোগ নাই—কিন্তু প্রাণে যে আবার নূতন করিয়া অভিযোগের স্থর বাজে !···

আজিকার এই পার্টি।···বোস্‌কে দু'তিন দিন ধরিয়া খোঁচাইয়া তবে সে রাজী করাইয়াছে। প্রস্তাব উঠিতে বোস্ কহিল,—কেন এ ঝামেলা···?

শশিকলা কহিল,—অনেক দিন কেউ আসেনি আমার এখানে···

বোস্ কহিল,—হুঁ···

শশিকে শেষে দুর্জ্জয় গোঁ ধরিতে হইল···নাম যখন সে বিকাইয়া দিয়াছে, তখন তার পুরাপুরি দাম কেন না লইবে ?···

অঙ্গনা কহিল,—বোসের এখন সংসারের দিকে মন হয়েচে, খুব··· সেদিন ছেলের জন্য টু-শীটার মোটর কেনা হলো—অথচ তোমায় একটা মোটর দেবে বলচে···কবে থেকে !

শশিকলা কহিল,—জানি। সে অপমান কাঁটার মত আমার বুকে বিঁধে আছে !···তাছাড়া দশ হাজার টাকার কাগজ কিনে দেবার কথা ছিল, সে-দিকেও চাড় নেই। আমি ঢের তাগাদা করেচি···আজ প্রায় সাত দিন এ-পথ মাড়ায় নি···

অঙ্গনা কহিল,—পায়ে বাত···বেয়ারা বললে না···?

শশিকলা কহিল,—কোর্টে তো যাওয়া হয়েচে কালও, ঐ বাতের ব্যথা নিয়ে···এখানে আসতে হলেই পায়ে বাতের ব্যথা ধরে···

শশিকলা একটা নিশ্বাস ফেলিল, কহিল—আচ্ছা, আমিও দেখচি, মরণ-কামড় দিতে পারি কি না···তোমার সেই বীরেন কবির সঙ্গে আজ এই পার্টিতে বেলপাড়ার কুমার গিরিজা রায় আসচে, জানো ?

অঙ্গনা কহিল,—শুনেচি। লোকটির নাম কখনো শুনিনি···কে এ ?

শশিকলা কহিল,—অল্প বয়স—ভারী সুশ্রী ! ওদের দিল্-মহলের ফিল্মে নামবে···আমিও একটা পার্ট নেবো ঐ ফিল্মে···বোসের মনে যাতে jealousy জাগে, সে চেষ্টা করবো। আমার প্রতিজ্ঞা···এখনো সত্যি বার্দ্ধক্য আমায় গ্রাস করে নি···

অঙ্গনা কহিল,—এবারে নাও···সাজসজ্জা করে ফেলো···কোন্ শাড়ী পরবে ?···

শশিকলা কহিল,—ঐ ধূপছায়া রঙের মারহাট্টী শাড়ীটা পরবো, ভাবচি। প্লেন সাজ হবে, অথচ ও-শাড়ীটায় আমায় চমৎকার মানায় না কি !...বোস্‌ও বলে...

অঙ্গনা কহিল,—খাশা হবে।...চলো...

আধ ঘণ্টা পরে নিমন্ত্রিতের দল একে-একে আসিতে লাগিল। ছোট বাড়ীর অঙ্গনটুকু সেই নর-নারীর কল-কোলাহলে মুখরিত হইয়া উঠিল।...গিরিজা ও শ্যামল আসিল প্রকাণ্ড একটা মোটরে...এই মোটর তারা কিনিবার ছলে ট্রাই করিতেছে ; নূতন মডেল ডজ্‌...

শশিকলা সাদরে তাদের অভিবাদন করিল। দিল-মহলের দলও একে একে আসিয়া উদয় হইল।...শশিকলার সঙ্গে শ্যামল আলাপ জুড়িয়া দিল,—আপনার কবিতার বই পড়েচি...'মন-চিতা' latest বই, না ?

শশিকলা কহিল,—হ্যাঁ।

শ্যামল কহিল,—বই পড়ে আমি কল্পনায় আপনার মূর্ত্তি এঁকেছিলুম... আজ দেখচি, আমার সে কল্পনার মূর্ত্তির সঙ্গে সত্য মূর্ত্তির প্রভেদ বড় বেশী নেই ..

মৃদু হাস্যে শশিকলা কহিল,—কি রকম মূর্ত্তি...শুনি...?

শ্যামল কহিল,—সব মিল আছে—শুধু দু' চোখে উদাসদৃষ্টিটুকুর অভাব...

শশিকলা কহিল,—আমার চোখের দৃষ্টি কি-রকম দেখচেন ?

শ্যামল কহিল,—বিহ্বল-করা মোহ-ভরা দৃষ্টি...আমার মনিব কুমার-বাহাদুরের সঙ্গে আপনার বই নিয়ে আলোচনাও হয়েচে একটু বিশেষ রকম।

শশিকলা কহিল,—কুমার-বাহাদুর আমার কবিতা পছন্দ করেন?

শ্যামল কহিল,—খুব। কুমার বলেন, ছন্দে-ভাষায় রবীন্দ্রনাথের প্রায় সমান—theme মেলে latest রুশ্ কবি পুলোভিচের themeএর সঙ্গে···বাঁধন-কাটা বন্ধন-হারা প্রাণের বিচিত্র প্রকাশ··· অনেক জায়গায় পুলোভিচকেও আপনি ছাড়িয়ে গেছেন···কুমার বাহাদুরের মত এটা—আমি অবশ্য পুলোভিচের কবিতা পড়িনি···

শশিকলা কহিল,—বটে! কুমার বাহাদুরের সঙ্গে আজ কাব্য-আলোচনা হবে না···তবে আর একদিন আলোচনা করবো। আজ আলাপ হোক। আপনি সাহায্য করবেন এ বিষয়ে—কেন না, আমার কেমন স্বভাব, আপনা থেকে কারো সঙ্গে তেমন মিশতে পারি না। আমি একটু shy ও-ব্যাপারে···

শ্যামল কহিল,—বেশ তো···কুমার বাহাদুরকে আপনি দেখবেন, একেবারে up-to-date···চিন্তায়, কার্য্যে···আচরণে। শুধু ওঁর ঐ Letters of Administration টা বার হওয়ায় ওয়াস্তা···তারপর ওঁর সঙ্কল্প যা আছে—unique in every way. বিবাহ-বিষয়ে ওঁর যা views, শুনলে আপনি অবাক হয়ে যাবেন—they are simply weird and fantastic···

ফটকের কাছে একটা কলরব উঠিল। শশিকলা সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাহিল। বিধু আসিয়া কহিল,—রায় বাহাদুর এসেচেন—সপরিবারে···

শ্যামল কহিল,—কে রায় বাহাদুর?

শশিকলা কহিল,—মদন চাটুয্যে।···আমি আসচি।···

শ্যামল উঠিয়া গিরিজার কাছে আসিল, গিরিজার কাণের কাছে মুখ আনিয়া মৃদু স্বরে কহিল,—এসেচে হে···

গিরিজা কহিল—কে ?

শ্যামল কহিল—তোমার বহ্নি-শিখা !···হাসিয়া মৃদু সুরে সে গুঞ্জন তুলিল,—

অগ্নিশিখা এসো এসো আনো আনো আলো।···
দুঃখে সুখে ঘরে ঘরে গৃহদীপ জ্বালো।

গিরিজা মৃদু ভৎর্সনার সুরে কহিল—আঃ, তোমার রসিকতা একটু চেপে রাখো। দেশ-কালপাত্র মেনে চলো—বুঝলে !···

দশম পরিচ্ছেদ

সুর-তরঙ্গ

শশিকলা অগ্রসর হইয়া আসিয়া অভ্যর্থনা করিল,—আসুন রায় বাহাদুর···দেরী দেখে আমি ভাবছিলুম, আপনি বুঝি এলেন না! মনে এমন বেদনা পাচ্ছিলুম···

রায় বাহাদুর পত্নীর দিকে নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন—এই এঁর জন্য দেরী। তিনটে আলমারি খুলে প্রায় পঞ্চাশখানা শাড়ীর মধ্য থেকে বাছাই করছিলেন, কোন্‌টা পরে' আসবেন···

পত্নী সারদাসুন্দরী মৃদু হাস্যে কহিলেন—তোমাকেই তো বলেছিলুম, কোন্‌টা পরে যাবো, বলো! এত বয়স হয়েচে, তবু তোমার মত না নিয়ে কোনো পোষাক পরি আমি?

শশিকলা কহিল—কিন্তু এ-শাড়ী, এ-বেশ এমন চমৎকার হয়েচে··· কি সুশ্রীই দেখাচ্ছে আপনাকে···

হাসিয়া রায় বাহাদুর কহিলেন—তবু জুয়েলারির কিছুই অঙ্গে চড়ান্ নি! এতও করিয়েচেন···আমি বলি, ও-সবগুলো গায়ে দিলে দাঁড়াতে পারবে না—ঝুঁকে বসে' থাকতে হবে।

সারদাসুন্দরী কহিলেন—আমি তো চাই নি তোমার কাছে কোনো দিন যে অমুক গয়না আমায় দাও গো বলে!···তোমার সখ···আমায় সাজাতে তোমার ভালো লাগে···

রায় বাহাদুর কহিলেন—না, পারো যখন পরতে, পরবে না

কেন? একদিন কি দুর্দ্দিন ছিল···আমার মনে হতো, কখনো যদি সুদিন আসে, তোমায় এমন প্রাচুর্য্যে ভরিয়ে দেবো···

শশিকলা কহিল—আপনি ভালোবাসেন স্ত্রীকে—তাঁকে দেবার সামর্থ্য আছে আপনার—দেবেন বৈকি!···

তার বুকের মধ্য হইতে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফুটিয়া বাহির হইতেছিল, সে-নিশ্বাস অতিকষ্টে চাপিয়া শশিকলা কহিল—আসুন, বসবেন। আমাদের আশ্রমের মেয়েরা কেমন গাইতে-বাজাতে শিখেচে, পরখ করবেন, আসুন।

অপাঙ্গ ভঙ্গীতে শশিকলা সারদার পানে চাহিল। সারদার মুখে ঐ হাসি—উহাতে যেন গর্ব্বের দীপ্তি মাখানো! শশিকলার মনে ঈর্ষার মৃদু বহ্নি জ্বলিল,—এই বয়সেও সাজিবার কি ঘটা! পাশে দাঁড়াইয়া মেয়ে! মেয়ে ডাগর হইয়াছে! স্বামীর পয়সা আছে—সে কথা সকলে জানে! তা বলিয়া সেই পয়সা গায়ে ঝুলাইয়া বেড়ানো! শেয়ারের কাগজ, কোম্পানির কাগজ—সেগুলা দিয়া ব্লাউশ রচিলে না কেন? মুখের কথায় স্বামী-ভক্তির কি-পরাকাষ্ঠাই দেখাইল! বলা হইল—এ বয়সে ঐ জরিদার লাল রঙের শাড়ী পরিতে লজ্জা হইল না,—মাগো!···স্বামীর সাধ···? স্বামী তো আর কাহারো হয় না!···

চন্দ্রাতপ-তলে রায় বাহাদুর আসিয়া সপরিবারে আসন গ্রহণ করিলেন। জগাই বেয়ারা চুরুট আনিয়া দিল···যে-দলটি ইতিমধ্যে এখানে জমায়েৎ হইয়া কল-গুঞ্জন করিতে বাধা মানে নাই, সে দল ধনের প্রতি সম্ভ্রমে শ্রদ্ধায় স্তব্ধ বসিয়া রহিল।

অঙ্গনা আসিয়া কহিল,—নমস্কার!…তারপর এই যে শৈলি…বাঃ, দিব্যি ডাগর হয়ে উঠেচে…কি মেয়ের শ্রী—যেন ছবিখানি! তা, এ মেয়ের বিয়ের কি ব্যবস্থা করচেন মিসেস চ্যাটার্জ্জী?

সারদাসুন্দরী কহিলেন,—কথাবার্ত্তা চলছে চারিদিকে—সব দিকে মনের মত তেমন পাচ্ছি কৈ?

অঙ্গনা কহিল—আপনার মনের মত পাত্র কি পাবেন? তবে, একটিকে এনে মনের মতন করে' গড়ে' নেওয়া! এমন মেয়ে, আপনার! অত পয়সা—আর ঐ একটিমাত্র মেয়ে…যথাসর্ব্বস্ব মেয়ে-জামাইয়েরই তো হবে।…

সারদাসুন্দরী কহিলেন—একটি ভালো পাত্র মিলেছিল, লাহোরের বংশী মুখুয্যের ছেলে, বিকাশ…ছেলেটি আই-সি-এস্ হয়ে এসেচে—বোম্বাইয়ে চাকরি করচে…তা, উনি বলেন, না, অতদূরে মেয়ে দেবো না! ঐ যে মস্ত লোহার কারবার আছে, জগদীশ গাঙ্গুলি …হাটখোলায় বাড়ী—তার ছেলেটি এম-এ পাশ করে' বাপের কারবারে ঢুকেচে। ওঁর ঝোঁক—ঐ ছেলেটির দিকে, তা আমার মত নয়…তারা হ'লো গোঁড়া। আমার মেয়েকে যে-ভাবে মানুষ করচি, তাতে পর্দ্দার ও আঁট-সাঁটের মধ্যে মেয়ে বাস করতে পারবে না!…

অঙ্গনা কহিল—তা তো বটেই!…

সারদাসুন্দরী কহিলেন—এমনি হচ্ছে—ওঁর যে-পাত্র পছন্দ হচ্ছে, আমার হচ্ছে না, আবার আমার যেটি মনে ধরচে, ওঁর সেটিকে পছন্দ হচ্ছে না…যাক, ভবিতব্য…যা ঘটবার ঘটবে,—কাজেই ও-সব বিষয়ে আমি আর চিন্তা করি না…

শশিকলা কহিল—না, না, ও-সব হেঁজিপেঁজি কারবারী দেখে মেয়ের বিয়ে দেবেন না মিসেস্ চ্যাটার্জী! জামাই থাকবে দিন-রাত কারবারে ডুবে, তার হিসেবনিকেশ নিয়ে—আর মেয়ে ফাঁকা মনে থাকবে! না বাপু, সুখে-দুঃখে স্বামীকে পাশে পাবে না···আমার ও ঠেকে শেখা আছে তো···

মেয়ে শৈলজা চারিদিকে কৌতূহল-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিল—আশ্রমের বিধু তার সামনে কতকগুলা সেলাইয়ের কাজ ধরিয়া দাঁড়াইয়া ছিল।···

শ্যামল গিরিজার কাণের কাছে মুখ লইয়া কি সব আশার বার্ত্তা বলিতেছিল—দুজনেরই শ্রদ্ধা-ভরা দৃষ্টি শৈলজার দিকে।

অঙ্গনা কহিল,—জমিদার, কি কোনো রাজা-রাজড়ার ঘরে পাত্র সন্ধান করুন··জলে জল মিশলে সমুদ্রের সৃষ্টি হবে—সে জল ফুরোবার নয়।

রায় বাহাদুর সিগারে একটা দীর্ঘ টান দিয়া কহিলেন—তারা জরদ্গব! তারা বিষয় ফুঁকতেই জানে—গড়তে জানে না। সে শিক্ষাও তাদের নেই! আমি জানি, পয়সার কি দাম—পয়সা করা কতখানি শক্ত, আর তা আটকে রাখা আরো কত শক্ত!··· তেমন ঘর যদি মেলে···নাহলে, যেমন আমরা ক'জনে আছি, এমনি থাকবো···কি বলিস্ শৈল?···

শৈলর বাপের কথায় কাণ ছিল না। অধরে মৃদু হাসির দীপ জ্বলিয়া সে বাপের পানে চাহিল···কোনো জবাব দিল না।

সারদাসুন্দরী কহিলেন—ঐ যে কি ওঁর ধারণা···ভাবেন, দুনিয়ায় পয়সার উপর আর কিছু নেই ··

রায় বাহাদুর কহিলেন—সেটা পরম এবং চরম সত্য! পয়সা ছাড়া দুনিয়ায় কোন বস্তুই উপভোগ করা চলে না। কাব্যও নয়, রোমান্সও নয়। যার পয়সা নেই, দুনিয়ার কোথাও তার স্থানও নাই। তার ব্যবস্থা বৈরাগ্য!

সারদাসুন্দরী কহিলেন—কি যে বলো! মায়া স্নেহ দরদ ভালোবাসা এ সবের কোন দাম নেই?

রায় বাহাদুর কহিলেন,—পয়সা না থাকলে এ সব বস্তু দুর্লভ—পয়সার সঙ্গেই এদের কারবার। আমি তো দেখেচি...

হাসিয়া অঙ্গনা কহিল,—তা ঠিক নয়, রায় বাহাদুর। ধরুন, আপনি খুব বড় লোকের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিলেন—সে যদি বিগ্‌ড়ে যায়···মেয়ে চোখের জলে সারা হবে! তার চেয়ে স্বামীর ভালোবাসা···

অত্যন্ত তাচ্ছল্যের ভঙ্গীতে রায় বাহাদুর কহিলেন,—গরীবের আবার ভালোবাসা কি! ছেঁদো কান্না সে···ভালোবাসা নয়। অপদার্থের অসার বাক্যচ্ছটা! স্ত্রীকে অভাবে দারিদ্র্যে ফেলে রেখে দুটো মিষ্টি কথা বলা—সে তো ভুয়ো কথায় প্রতারণা করা···তার আবার দাম কি?

শশিকলা কহিল,—ও-সব আলোচনায় লাভ নেই তো! আমরা সকলে চাই···অমন মেয়ে, আপনার অত পয়সা···যোগ্য বরের সঙ্গে বিয়ে হোক্।

অঙ্গনা কহিল,—বিয়ে তো হিন্দু মতেই দেবেন…?

রায় বাহাদুর কহিলেন,—নিশ্চয়।…

জগাই বেয়ারা ও শশিকলার প্রতিবেশী রকিট্ সাহেবের বেয়ারা চা, বিস্কুট কেক্ প্রভৃতি পরিবেষণে প্রবৃত্ত হইল। শশিকলা কহিল,—সঙ্গে সঙ্গে আমাদের গান চলুক…

আশ্রমের মেয়েরা সজ্জিত বেশে আসিয়া গান ধরিল—

আজি সাঁঝে
এসেচো যদি হে এ দীন কুটীর-মাঝে…

গানের কথা সেই আমুলি·· সুরও কথার অনুরূপ। গান থামিলে শশিকলা কহিল,—এ গানটি আজকের এই পার্টির জন্য কবি অমূল্য বাবু লিখে দিয়েচেন…তিনি আমাদের আশ্রমের কাজে খুব সাহায্য করেন…দরদ তাঁর খুব—সম্প্রতি পঁচিশ টাকা চাঁদাও দিয়েচেন!…

মায়া কহিল,—এ আড়ষ্ট ভাবের পার্টি ভালো লাগচে না। আলাপ পরিচয় হোক্ পরস্পরে…তা না, মিটিংয়ের মত চেয়ারে বসে'—নড়াচড়া নেই…

শ্যামল কহিল—আমি একটু ম্যাজিক দেখাতে চাই।

ম্যাজিক! সকলেই সবিস্ময়ে শ্যামলের পানে চাহিল। শ্যামল কহিল,—তাসের খেলা-টেলা একটু জানা আছে আমার…

রায় বাহাদুর কহিলেন—বেশ, দেখি…

শ্যামল ম্যাজিক দেখাইতে বসিল—তাকে ঘিরিয়া একটা চক্র নিমেষে রচিয়া উঠিল।

মায়া আসিয়া গিরিজাকে কহিল,—চলুন, আমরা গানের আসর গড়ি···ও-ঘরে বড় অর্গ্যান আছে···

গিরিজা কহিল,—আমি তো তেমন গাইতে পারি না···

মায়া কহিল,—বটে! ও ভুয়ো সাফাই শুনচি না, কুমার বাহাদুর···

গিরিজার হাত ধরিয়া তাকে এক-রকম টানিয়া মায়া ঘরের মধ্যে গেল। সঙ্গে সঙ্গে পাঁচ-সাতজন তরুণ-তরুণী আসিল। এ দলে বীরেনও ছিল।

বীরেন কহিল,—আমার একটা নিবেদন ছিল, কুমার বাহাদুর···

গিরিজা কহিল,—আপনি অত সাহিত্যের সুরে কথা কইলে যে মুস্কিলে পড়বো, বীরেন বাবু···

বীরেন কহিল,—মানে, দেখুন, আমার অনেকগুলি কবিতা তৈরী রয়েচে—মাসিকে ছাপা হয়েচে। সেগুলি সংগ্রহ করে আমি একটা বই ছাপাতে চাই···তা নিজের আর্থিক অবস্থা তেমন নয়, তার উপর কোনো পাব্‌লিশার কবিতার বই ছাপাতে চায় না···কাজেই বুঝচেন তো···

বাধা দিয়া মায়া কহিল,—আঃ, আপনার এ-সময় business talk না করলেই কি নয়?···বলেচি তো বীরেন বাবু, দিল-মহলকে একটু জম্‌তে দিন শক্তি নিয়ে···আমরা দিল-মহল থেকে আপনার কবিতার বই পাব্‌লিশ করবো···দুদিন সবুর করুন···মাসিক পত্রে পাঠক-পাঠিকার দলে ইতিমধ্যে বড়-করে' খ্যাতিকে বেশ জাঁকিয়ে তুলুন না···

বীরেন কহিল—আপনারা কি আমার বই ছাপাবেন? আপনারা কবি অমূল্যর বই ছাপাবেন···যার অর্থ, তেলা মাথায় তেল ঢালা···

মায়া কহিল,—না, না, না···কথা দিচ্ছি, আপনার বই আমরা ছাপাবো। অমূল্য বাবু দিল-মহলের বন্ধু, সভ্য নন্—

গিরিজা কহিল—বেশ তো আপনার কবিতার বই ছাপাতে কত খরচ হবে, জানাবেন, আমি দেখবো'খন···

মায়া কহিল,—বীরেন বাবুর মস্ত দোষ ঐ নিজের স্বার্থটুকুর দিকে সব সময় নজর···

বীরেন কহিল,—কি করি বলুন···struggle for existence চলেছে যে···

মায়া কহিল,—এবার গান হবে. আপনার আলোচনা স্থগিত হোক, বুঝলেন বীরেন বাবু···

মায়া নিজে গিয়া অর্গ্যানের ধারে বসিল, বসিয়া গান ধরিল,—

পথিক হে ঐ যে চলে, ঐ যে চলে
সঙ্গী তোমার দলে দলে···

গিরিজা বিমুগ্ধ চিত্তে গান শুনিতে লাগিল। চমৎকার দলটি! গানের মতই সুরের ভেলায় ভাসিয়া চলিয়াছে! পাখীর মত সরল সুন্দর জীবন! এতটুকু উদ্বেগ নাই, দুশ্চিন্তা নাই, কাহারো মুখ চাহিয়া থাকিতে হয় না···অপরূপ! আজ যদি নূতন করিয়া জীবনের পথটাকে বদলাইবার শক্তি তার থাকিত! জলে স্থলে সর্ব্বত্র এদের পায়ের ধ্বনিতে কি ছন্দই না বাজিয়া চলিয়াছে! আর সে···? যেন কাব্য-বর্ণিত সেই স্বর্গচ্যুত শয়তান!

গান থামিলে মায়া কহিল,—এই যে, শৈল···তোমায় ভাই একখানি গান গাইতেই হবে।···একান্ত অনুরোধ···

গান শুনিয়া শৈলজা কখন্ এক-সময় ঘরে আসিয়া একধারে দাঁড়াইয়া ছিল। মায়ার কথায় লজ্জার মৃদু হাসি অধরে ফুটাইয়া সে মুখ নত করিল।

মায়া তার দুই হাত ধরিয়া মিনতি ভরে কহিল,—গাইবে না? সে-দিন দিল-মহলে তোমার গান শুনবো বলে অনুরোধ করেছিলুম,—কথা রাখোনি···আচ্ছা—

রাজ্যের লজ্জা গায়ে মাখিয়া শৈল ধীরে ধীরে আসিয়া অর্গ্যানের ধারে বসিল। চাঁপার কলির মত আঙুলগুলি অর্গ্যানের রীডের উপর লীলায়িত হইল···সঙ্গে সঙ্গে সুরের রেশ জাগিয়া শ্রোতার দলে বিস্ময়ের চমক লাগাইয়া দিল। শৈল গাহিল,—

না, না গো না,
করো না ভাবনা,
যদি বা নিশি যায়, যাবো না, যাবো না;
যখনি চলে যাই
আসিব বলে যাই
আলো-ছায়ার পথে করি আনাগোনা······

আকাশে বাতাসে সুরের সুরে হোলির নাচন জাগিল,—যেমন কণ্ঠ, তেমনি সুর, প্রকাশেরও তেমনি ভঙ্গিমা! গান যেন সজীব হইয়া উঠিল।

গিরিজা বিস্মিত—এমন করিয়াও মানুষ গান গাহিতে পারে··· আশ্চর্য্য !···

গান থামিলে মায়া কহিল,—কার কাছে শিখচো, ভাই? সুরে এমন প্রাণের সাড়া···কার কাছে শিখচো, সত্যি?

শৈল কহিল—পঙ্কজ বাবুর কাছে।···

মায়া কহিল—সার্থক শিক্ষা! আমরা স্বরলিপির বই হাতড়াই—সুর পাই, কিন্তু ঐ প্রাণটুকু বাদ দিয়ে! কি বলেন কুমার বাহাদুর?··· মায়া গিরিজার পানে চাহিল।

গিরিজার চমক ভাঙিল। গিরিজা কহিল—নিশ্চয়...আচ্ছা, আমার একটা নিবেদন আছে

মায়া কহিল—কি নিবেদন?

গিরিজা কহিল,— আপনারা রবি বাবুর আধুনিক গানগুলি নিয়েই নাড়া-চাড়া করেন—পুরোনোগুলোর পানে এত হতাদর কেন, আপনাদের?

মায়া কহিল—তার মানে?

গিরিজা কহিল,—কৈ, পুরোনো গান তো কেউই গান না। এই ধরুন, 'কথা ছিল তারে বলিতে", কিম্বা "তুমি যেয়োনা এখনি"—এইগুলো?

মায়া কহিল,—যা বলেচেন! আচ্ছা, তুমি জানো না শৈল? পঙ্কজ বাবুর কাছে শেখো নি!

শৈল কি ভাবিল, ভাবিয়া কহিল,—জানি দু-একটা···

গিরিজা আপনাকে আর সম্বরণ করিতে পারিল না, কহিল—দয়া কোরে তার একখানি যদি···

মৃদু ঘাড় নাড়িয়া শৈল সম্মতি জানাইল। গিরিজার মনে হইল, তার জীবন ঐ মাথার মৃদু দোলাটুকুতে সার্থক হইয়া উঠিয়াছে!

শৈল গাহিল,—

এসেছি গো এসেছি
মন দিতে এসেছি……

যেন বনের পাখী গাহিয়া উঠিল…একটা চেষ্টা নাই, কৃত্রিমতার পরশমাত্র নাই—মুক্ত, অনাবিল, অবাধ সুরের প্রবাহ!…

গান-শেষে মায়া কহিল,—আর নয় ভাই শৈল। আমি শুনেচি, কুমার বাহাদুরও খাশা গাইতে পারেন। উনি না গাইলে কেউ গাইবে না… কখ্‌খনো না!…

অভিমান-ভরা দৃষ্টিতে মাযা গিরিজার পানে চাহিল। গিরিজা কহিল,—আমায় অপ্রতিভ করতে চান?

মায়া কহিল,—তাই।…জানেন তো নারীর মান রক্ষা করা উচিত সর্ব্বাগ্রে—এ হলো বাঙলার chivalryর যুগ!

শৈল এমনি মিনতিপূর্ণ দৃষ্টিতে গিরিজার পানে চাহিল…যে, গিরিজার প্রাণ সে দৃষ্টির পরশে ভুলিয়া ভুলিল!

সে কহিল,—আপনাদের যখন অনুরোধ, তখন অক্ষম হলেও চেষ্টা করি। কিন্তু আপনাদের নিষ্ঠুরতা হলো আমার প্রতি, এবং রবি বাবুর গানের প্রতিও…

মায়া কহিল,—আচ্ছা,সে বিচার পরে না হয় করা যাবে…আপনি এখন গান্‌ তো…

শৈল অর্গ্যান ছাড়িয়া উঠিয়া আসিল। গিরিজা তখন বসিয়া গান ধরিল—

বাজোরে বাঁশরী বাজো,
সুন্দরী, চন্দনমাল্যে
মঙ্গল-সন্ধ্যায় সাজো...

তার কণ্ঠে এ গান ঝঙ্কৃত হইবামাত্র ওধার হইতে অনেকে আসিয়া ঘরে জমায়েৎ হইলেন। অনেকের চোখেই সপ্রশ্ন দৃষ্টি, কে এ নূতন লোকটি?...

গান থামিলে মায়া কহিল.—কি...ভারী নিষ্ঠুরতা করেচি আমরা, না?

সারদাসুন্দরীও আসিয়া ছিলেন। তিনি কহিলেন,—কে এ ছেলেটি?

মায়া কহিল,—কুমার গিরিজাভূষণ রায়...বেলপাড়ার জমিদার—সম্প্রতি আমাদের দিল-মহলের নূতন সভ্য হয়েচেন!

সারদাসুন্দরী কহিলেন,—খাশা গলা তো...তা, আমাদের ওখানে একদিন নিয়ে চলো না মায়া—বসে দুটো গান শুনবো! জানো তো, আমি গান শুনতে কি রকম ভালোবাসি!

মায়া কহিল,—ওঁকে বলুন না। কিন্তু ওঁর একটা সর্ত্ত আছে। উনি বলেন, আমরা সবাই আসরে না থাকলে উনি গান গাইতে পারেন না—কারণ, আমাদের তারিফ আর তালিম ছাড়া ওঁর গান খোলে না...

সারদাসুন্দরী হাসিয়া বলিলেন,—মেয়ের কথা শোনো...ভণিতে

আঁটা। তা বেশ গো বেশ, তোমরা একদিন বন্দোবস্ত করো...তোমাদের ছেড়ে গান শোনার আয়োজন করিনি তো কখনো!

হাসিয়া গিরিজার পানে চাহিয়া মায়া কহিল,—শুনলেন কুমার বাহাদুর···আপনার দৌলতে আমাদেরও একটা ভোজের নিমন্ত্রণ জুটে গেল।···আপনি কি অবিচারটাই করছিলেন, বলুন তো···

সারদাসুন্দরী গিরিজাকে কহিলেন,—যাবে তো বাবা? যেয়ো একদিন···তোমার অবসর-মত···আজ তো আর থাকতে পারচি না··· এখনি যেতে হচ্ছে···আজ আবার বায়োস্কোপে যাবার ঠিক আছে—টিকিট কেনা···তাই থাকতে পারবো না। এসো শৈল···

মায়া কহিল,—কবে তাহলে যাচ্ছেন, বলুন, কুমার বাহাদুর?

গিরিজা কহিল,—আচ্ছা, আপনাকে দু'দিন আগে জানাবো।··· আমি আবার বাড়ী বদলাচ্ছি সম্প্রতি···একটু ব্যস্ত থাকতে হবে সেজন্য কি না···

মায়া কহিল,—কিন্তু মনে রাখবেন, শুভস্য শীঘ্রং···

মেয়ে শৈলকে লইয়া সারদাসুন্দরী চলিয়া গেলেন।···মায়া কহিল—বাঃ, থামলে চলবে না! আর একটা গান হোক্···

গিরিজার কিন্তু গানের প্রতি আর লোভ ছিল না। তাহার কণ্ঠে আজ সুর অমন মুক্ত-ধারায় বহিয়াছিল, কেন? শুধু ঐ রূপসী তরুণী শুনিতে চাহিয়াছিল বলিয়া! চাঁদের আলোর পরশ পাইলে সাগরের জল যেমন নাচিয়া দুলিয়া ওঠে, সুরের ঢেউও তেমনি তার প্রাণে···

সে কহিল,—আজ আর থাক্ মায়া দেবী···নেহাৎ আপনারা

পীড়াপীড়ি করলেন, তাই গাইতে হলো। কিন্তু আমারও একটু কাজ আছে···আর একদিন···আজ দয়া করে মাপ হোক্···

অভিমান-ভরে মায়া কহিল,—বেশ। আর অনুরোধ করবো না··· একটা যে শুনিয়েচেন, এই খুব অনুগ্রহ···

তার কথা শেষ হইল না, ঝড়ের মত বীরেন আসিয়া কহিল,—অমূল্য আছে এখানে···? খোঁজ করিতে চারিদিকে চাহিল, তারপর কহিল—কৈ, না! আনন্দময়ী দেবী···মহীতোষ বাবুর স্ত্রী? না, তাঁকেও তো দেখচি না।···মহীতোষ বাবুর ওখান থেকে লোক এসেচে—কি বক্তৃতা করেছিল কোথায়—ওয়ারেণ্টে গ্রেফ্‌তার হয়েচে···লোক এসেচে তাঁর স্ত্রীর কাছে সে খপর নিয়ে···

· দিল-মহল হইতে একজন তরুণী কহিলেন,—তাঁরা এসেছিলেন বৈ কি। আমি মহীতোষ বাবুর কথা জিজ্ঞাসা করলুম, তা মহীতোষ বাবুর স্ত্রী বললেন—তাঁর কি মিটিং আছে, তাই আস্‌তে পারলেন না। ওঁরা গানের ওধারে ছিলেন, মহীতোষ বাবুর স্ত্রী কি কবিতা লিখেচেন, অমূল্য বাবুকে তাই দেখাচ্ছিলেন···

আর-একটি মেয়ে কহিল,—ঠিক···তাঁরা ময়দানে বেড়াতে গেলেন যে—অমূল্যবাবু বললেন,—ভারী ভিড় আর গরম এখানে···মহীতোষ বাবুর স্ত্রীর মাথা ধরেছিল··· •

বীরেন কহিল,—দেখুন তো···ওদিকে বিপদ—এখন অত বড় মাঠে কোথায় তাঁদের খুঁজে বেড়াই! ভালো মুস্কিল!···এদিকে রাত হয়ে গেছে···

বকিতে বকিতে বীরেন চলিয়া গেল।

গিরিজা কহিল,—এবার আপনারা গান-বাজনা করুন। আমাকে বিদায় দিন।

মায়া কহিল,—সত্যি বল্‌চেন? তাহলে, চলুন আমিও যাই। আপনার গাড়ীতে আমায় নেবেন? নামিয়ে দিয়ে যাবেন···আমি গাড়ী আনিনি, তারক মিত্তিরের গাড়ীতে এসেছিলুম···ঘুর হবে কি? আমার বাড়ী হলো সেই আলিপুরে···

গিরিজা কহিল,—না, ঘুর হবে কেন! আমরা নয় একটু বেড়িয়েই যাবো···সুনির্ম্মল বায়ু-সেবন হবে! আসুন তাহলে···আমার সঙ্গে শ্যামল আছে—তা···

মায়া চকিতের জন্য থামিল—তারপর কহিল—না, আর দেরী করা নয়। কার খোসামোদ করবো এর পরে গাড়ীর জন্য? চলুন তাহলে···

গিরিজা কহিল—আসুন···

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

হিসাব-নিকাশ

গঙ্গার ধার ঘুরিয়া মায়াকে আলিপুরে নামাইয়া শ্যামলের সঙ্গে গিরিজা আসিয়া যখন বেলগেছিয়ায় পৌঁছিল, রাত তখন নটা বাজিয়া গিয়াছে। তাদের দুজনকে নামাইয়া যথারীতি উপদেশ গ্রহণ করিয়া ড্রাইভার মোটর লইয়া চলিয়া গেল। গিরিজা ও শ্যামল ঘরে ঢুকিল। মায়াকে নামানোর পর হইতে গিরিজা নির্ব্বাক! শ্যামল অজস্র অনর্গল বকিয়া চলিয়াছিল—দিল্-মহল, আজিকার পার্টি, মহীতোষ ও অমূল্য, রায় বাহাদুর, শালকিয়ার বাড়ী-বেচা, কোলিয়ারি—কোনো বিষয়েই তার কোনো কথা বাদ পড়ে নাই, গিরিজা নিঃশব্দে সব কথা কাণ পাতিয়া গ্রহণ করিয়াছে; কিন্তু কোনো কথার জবাব দেয় নাই।

ঘরে ঢুকিয়া শ্যামল কহিল—তোমার হলো কি হে···একদম্ বাক্যহত দেখচি যে!···

গিরিজা শুধু কহিল—ভারী ঘুম পেয়েচে।

শ্যামল কহিল—ক্ষুধা?

গিরিজা কহিল,—তেমন অনুভব করা যাচ্ছে না।

শ্যামল কহিল,—আমার কিন্তু ক্ষুধাই প্রবল, নিদ্রার কোনো অনুভূতি নেই!···

গিরিজা কহিল—ওখানে কিছু মুখে দাও নি ?

শ্যামল কহিল,—না। রায় বাহাদুর আর তাঁর পত্নীকে আমি study করছিলুম···

গিরিজা শ্যামলের পানে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিল। শ্যামল কহিল,—অমন করে চাইছো যে ?

গিরিজা কহিল,—বিশেষ কোনো হেতু নেই,···এমনি! মানে, হঠাৎ অত-বড় দল থেকে ওঁদেরই বেছে study করছিলে যে··· ?

শ্যামল কহিল—উনিই একটিমাত্র জীব ওখানে বর্ত্তমান ছিলেন —who deserved notice.

গিরিজা অন্যমনস্কভাবে কহিল,—কি বুঝলে ?

শ্যামল কহিল—পয়সার গরমে রায় বাহাদুর প্রচণ্ড তপ্ত, তাঁর স্ত্রী একটি অতি-নিরীহ জীব। রায় বাহাদুর দুনিয়ার চারিদিকে দেখচেন, শুধু ছোট-ছোট দুর্ব্বাঘাস, তিনিই একমাত্র বিশাল মহীরুহ। তাঁর স্ত্রীর ও-সব দিকে লক্ষ্য নেই ; স্বামী যা চান্, আদর্শ গৃহিণীর মত নির্ব্বিকার চিত্তে তাতেই সায় দিয়ে যান্—কিন্তু তাঁর একমাত্র interest ঐ মেয়ে!···রায় বাহাদুর বিপুল দুনিয়ার মধ্যে তাঁর যোগ্য জামাতা কাকেও দেখচেন না ; রায় বাহাদুর্ণী একটি সুশ্রী ভদ্র-গোছ পাত্র পেলেই তুষ্ট হন্···অবশ্য তাঁর মেয়ের যদি সে-পাত্রকে পছন্দ হয়··· তাহলে তারি হাতে মেয়েকে সমর্পণ করেন—নাই থাকলো সে-পাত্রের পয়সা-কড়ি, বিষয়-আশয়···

গিরিজা মৃদু একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—হুঁ···

শ্যামল কহিল—আমার মনে হয়, ঐ প্রাণীটিকে যদি বৃহবদ্ধ

করা যায়, তাহলে আমাদের partnership কারবারটিকে বাহুল্যে মণ্ডিত করে লাভের অংশ বাড়িয়ে তোলা সম্ভব হয়···

কথার অর্থ ঠিক বুঝিতে না পারিয়া গিরিজা শ্যামলের পানে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাহিল।

শ্যামল কহিল—ঐ মেয়েটিকে করায়ত্ত করতে পারলে আমাদের এ-কারবার ভারত-বিস্তৃত করে তুলতে পারি। আসর-খরচের জন্য ঐ ছত্তরমল এণ্ড কোম্পানির হাত-তোলার আশ্রয়ে পড়ে থাকতে হয় না! ব্যাটা ছাতুখোরের স্পর্দ্ধা ক্রমে বেড়ে চলেছে—কারবারের বিভীষিকাময় যত ঝক্কি আমাদের ঘাড়ে, আর উনি out-pocket খরচা-উশুলের সঙ্গে মোটা রকম লাভ খেয়ে চলেছেন—এটা গায়ে বিঁধচে কাঁটার মত!

গিরিজা কহিল,—রায় বাহাদুরকে দলভুক্ত করতে চাও তুমি? গিরিজার চোখের দৃষ্টিতে একরাশ বিস্ময় ফুটিল।

শ্যামল কহিল—তুমি আশ্চর্য্য হচ্ছ!···কিন্তু জেনো, যুদ্ধের সময় হাউইয়ের মত শোঁ করে সহসা যাঁরা একেবারে উন্নতির উচ্চ শিখরে উঠে পড়েচেন, খুঁজলে তাঁদের হাতে রক্ত-চিহ্ন পাওয়া যাবে! সে হাতগুলি একদম বোধ হয় মর্ম্মর-শুভ্র নয়···

গিরিজা কহিল—তুমি নরাধম···রায় বাহাদুরকে তুমি সেই সব প্যাঁচার দলে ঠেলতে চাও···

শ্যামল কহিল—চটো না···বুঝচি, তোমার দরদ কেন জেগেচে··· বেশ তো, আমি যে মতলব করচি, তাতে তোমার পথ সুপ্রশস্ত হবে বৈ···

বাধা দিয়া গিরিজা কহিল—আমি চাই না…ও-সব কথা মনেও এনো না শ্যামল। দুনিয়ায় আমাদের মত হতভাগা জীব ছাড়া অন্য রকম জীবও বিচরণ করে…

শ্যামল কহিল,—আহা, শোনোই না আমার প্ল্যান—যা রচেছি, তা আকাশ-কুসুম নয়, বাতাসে প্রাসাদ-রচনাও নয়। রায় বাহাদুরের সঙ্গে আমার বৈষয়িক কথা অনেক হয়েচে। ওঁর মত, পয়সা-রোজগারের সাধনায় নামলে মনের কোমল বৃত্তিগুলোকে বনবাসে রাখা উচিত।…দুর্ব্বল-মনে পয়সার সাধনা চলে না। অর্থাৎ ওঁর মোদ্দা কথা এই, পয়সা রোজগার করতে হলে philosophyর বিপরীত পথে চলা চাই। বুঝচো…?

গিরিজা কহিল—আমি তোমার ও কথা শুনতে চাই না।…ও পথ আমার পথ নয়। কালি ছিটিয়ে চলেছি চারিধারে, মানি; কিন্তু ছেলেবেলার একটা সংস্কার মন থেকে আজো তাড়াতে পারি নি।

শ্যামল কহিল,—কিম্বিব হি সে-সংস্কার?

গিরিজা কহিল,—সে সংস্কার এই যে, কালোর মধ্যে সাদা থাকা চাই, এবং তা থাকেও। দুনিয়া একদম্ নিরেট কালো হয়ে উঠলে কোন প্রাণী সেখানে টেঁকতে পারে না।…

বাহিরে একটা মোটর আসিয়া থামিল—ট্যাক্সি। শ্যামল উঠিয়া খোলা খড়খড়ির মধ্য দিয়া দেখিল, কহিল,—ছত্তরমল…

গিরিজা কিসের স্বপ্ন দেখিতেছিল! শ্যামলের কথার ফাঁকে-ফাঁকে মিহি সুতায় বোনা জুঁইয়ের মালার মত কল্পনার ফুলে কি মালাই যে গাঁথিতেছিল…কল্পনার সে ফুলগুলির বর্ণ যেমন শুভ্র, তেমনি সুগন্ধে

তাহা পরিপূর্ণ···। ছত্তরমলের নাম শুনিবামাত্র সে-মালার-স্বপ্ন কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল! কঠিন বাস্তব তার সমস্ত কদর্য্যতায় ভরিয়া রুদ্র বিভীষিকা লইয়া দেখা দিল।

ছত্তরমল দেখা দিয়া কহিল,—এ কি, শ্যামল বাবু···গিরিজা বাবু ভি হ্যায়···আরে, উধর···বড়া মুস্কিল হুয়া ···

মুস্কিল! শ্যামল কহিল,—কি হয়েচে?

ছত্তরমল কহিল,—এ কোঠি কাল সবেরে ছোড়্ দিজিয়ে···

শ্যামল কহিল,—কাল সকালেই?

ছত্তরমল কহিল—হাঁ।···ঐ সালকিওয়ালা নালিশ কর্ দিয়েছে··· বলিয়েছে, সালকিয়ামে রাজা বাহাদুরকা কোঠি নেহি হ্যায়, দোশরা আদ্‌মির সাথে সাজস্‌মে গিরিমেণ্ট লিখায়কে বায়না রূপেয়া লিয়েছে। ও-লোকনাথ ভি মালিক নেহি হ্যায়—দুশরা লোকনাথ···সো লোকনাথবাবু বেনারস্‌মে হ্যায়—কোঠি কিসিকা পাশ বন্ধক ভি নেহি হ্যায়। সব বাত্ ইধর ঝুট···হাকিম পুলিস-তদারকীর হুকুম দেছে। গাওয়া মিল্‌নেসে পুলিস আপনা-হাতমে কেশ লেগা। হামার উকিল বলছে, ভাগ্‌কে ফারাক রহনা···

শ্যামল কহিল,—তোমাদের দোষ এই···চট্‌পট্ যদি মানুষ কোর্টে ছোটে, তাহলে কারবার চলতে পারে না। তাকে ধরে ধাক্কা দেকে ঝাঁসা দেকে দু'চার মাস ঘড়বড় করতে হয়···

ছত্তরমল কহিল,—হামি পাঠিয়েচে মঙ্গলচাঁদকে···উস্‌কো সম্‌ঝায়গা, কোর্টমে ক্যা ফয়দা হোগা? জেল হোনেসে তোমারা রূপেয়া নেহি মিলেগা—বন্দ্‌বস্ত কর্ লেও···রূপেয়া ভি থোড়া মিল যায় গা···

শ্যামল কহিল,—সে ফিরেচে ?

ছত্তরমল কহিল,—কাল সবেরে উস্কো পাশ যায়েগা—হামি বন্দ্‌বস্ত করিয়েছে। এক রোজ বিচ্‌মে দেরী হোবে, উস্‌কা নালিস-কাগজ থানা যানে…

শ্যামল কহিল,—তবে কাল সকালেই আমাদের সরতে বলচো কেন ?

ছত্তরমল কহিল,—সাবধানকা বিনাশ নাই, বাবু সাব। কেয়া জানে, উস্‌কা উধর দো-চার দালাল্ আদ্‌মি ফুস্‌লানে ভি শক্‌তে হে… হামাদের তুশমণ বহুৎ হ্যায়…হুশিয়ারি-কো ওয়াস্তে…

শ্যামল কহিল,—বেশ। আমাদের বারাকপুরের বাড়ী ready তো ? মোটরঠো বোলায় দিয়ো। ড্রাইভারকে কাল বেলা দশটায় আসতে বলেচি এখানে…

ছত্তরমল বলিল,—সবেরে একঠো টেলিফোঁক্ দে'না…

শ্যামল কহিল,—দেবো। কিন্তু এসেচো যখন, পয়সা-কড়ি কিছু এনেচো…?

ছত্তরমল তীব্র দৃষ্টিতে শ্যামলের পানে চাহিল, চাহিয়া কহিল,—হরবখৎ এতো পয়সা লিয়ে কি করবে ? দেখা হলেই পয়সা-পয়সা-পয়সা ! কাম ভি জোর না চলছে, বাবু সাব্…

শ্যামল রাগিয়া উঠিল এবং ঝাঁজালো সুরে কহিল,—রূপেয়ার গোলমাল করলে চলবে না। দিল বড়া করনা, ছাতিভি বড়া করনা চাহি, বাবু-সাব্। বহুৎ ঝুঁকি হামারা পর, ইয়াদ্ রাখিয়ে—মামলা চল্‌নেসে খরচা কোন্ দেগা ? সে সময় তুমি চোকা-বর্ত্তন লেকে বৃন্দাবন দরশনে ভাগেগা'…বন্দবস্ত হাম-লোক পাকা করনে মাঙ্‌তা…

ছত্তরমল কহিল,—রুপেয়া তোমারা মিলছেই তো···কোলিয়ারীকা নামমে বহুৎ রুপেয়া পয়দা হুয়া ভেইয়া! উওভি খেয়াল রাখ্না···

শ্যামল কহিল,—সে টাকা বাগাতে এসেচো! মামলা না চুকলে ও টাকার পাই-পয়সা দিচ্ছি না তোমায়···পাক্কা বাত আমার···

ছত্তরমল কহিল,—আচ্ছা, আচ্ছা, হিসাব পরে হোবে। লেকেন, এক কাম্‌কা খবর হ্যায়···এক বাবু সিনেমা হাউস বানানে-কা লিয়ে জমিন্ মাংতা···এক জমি হাম্‌লোক উন্‌কো দেখায়া···বেলিংটন ইষ্টিট্‌মে চৌদা কাঠা জমিন্। উও জমিন্‌কা মালিক পশ্চিমকা রহনেওয়ালা। উও জমিন্‌কা বাস্তে বোলা, জমিন্দার বাবু মালিক—মালিক বড়া ভারী রৈয়স আদমি···উন্‌কো বিশ হাজার সেলামী দেগা। ই লোক মাংতা ফিফ্‌টি ইয়ার্শ লিজ, বুঝলেন?···ভাড়া আট-শো রুপেয়া—ফার্ষ্ট টেন ইয়ার্শ; নেক্সট্ টেন ইয়ার্শ হাজার রুপেয়া—নেক্সট্ টেন ইয়ার্শ এগারো শো—লাষ্ট বিশ বরষ সাড়ে পন্‌রো-শো রুপেয়া···উস্কা সাথ্ বাত্ কর্‌না···ও জমিন্ ভি কাল দেখায় দেগা—আউর বোলা—এক বরষ-কা ভাড়া জমা রহেগা—এ বাত্ পাক্কা কর্ না···তোম্ লোক্ জমিন্দার বন্ যাও!

শ্যামল কহিল,—বন্‌বো তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। এ কাম হোয়ে যাবে। লেকেন্ হিসাব একটা চুকে যাক্···কুমার বাহাদুর বলছিল, পাঁচ হাজার টাকা অন্ততঃ তার নামে ব্যাঙ্কে জমা থাকবে—society-মে মেলামেশা কর্‌না চাহি···ইস্ ওয়াস্তে খরচাভি থোড়া থোড়া হোতা—আউর **cash payments** নেহি···চেক্‌মে দেগা। পাঁচ হাজার আমাদের কাছে থাকবে—এ যদি না হয় তো দুশ্‌রা কুমার মাঙ্গাও...

ছত্তরমল নিঃশব্দে বসিয়া কি চিন্তা করিল, তারপর কহিল,—আচ্ছা, আচ্ছা, কাল ঠিক কর্ দেগা। লেকেন্ উও বাবুকো কাল দুপরমে বারাকপুর লে যায়েগা। কাম্ পাক্কা হোনা চাহি···আউর শালকিয়াকা আদমিসে মামলা মিটানেকা মতলব কর্ না···কুমার বাবু চুপচাপ আছে···বাত্ বোল্‌ছে না···

এ-সব কথার দিকে গিরিজার মন ছিল না। সে ভাবিতেছিল, সন্ধ্যার সেই স্বপ্নের কথা! রূপের দীপ্তিতে, গানের সুরে কি মায়া-বিভ্রমেরই না সৃষ্টি হইয়াছিল!...সে-সঙ্গ···তার যোগ্যতা তার যদি আজ থাকিত!

কারবারের সম্বন্ধে আরও দু-চারিটা কথা পাকা করিয়া ছত্তরমল শেষে কহিল,—কাল লেকেন্ এ-কোঠী ছোড় দেনা—থোড়া গোলমাল হোলে একদম্ সব বিগড় যাবে···

তারপর কোলিয়ারি-ম্যানেজার মাখন চাটুয্যের সম্বন্ধে দু'চার কথার পরে ছত্তরমল উঠিল, বহুৎ রাত হইয়া গিয়াছে। ট্যাক্সি পথে দাঁড়াইয়া আছে।···এবং সে উঠিল।

ছত্তরমল বিদায় লইলে শ্যামল কহিল,—তুমি একদম গম্ভীর হয়ে গেলে যে! সত্যি, খুলে বল দিকিন, কি ব্যাপার!

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া গিরিজা কহিল—ভাবছিলুম, সেই পুরোনো কথা—দারিদ্র্য-দোষো গুণরাশি-নাশী। জীবনটাকে এই অল্প বয়সেই কি কালি মাখিয়েচি···একেবারে ইহ-জন্মের মত তার দফা সেরে দিয়েচি··!

শ্যামল সবিস্ময়ে কহিল,—কেন?

গিরিজা কহিল,—নয়? বি-এ ফেল করে পাটের কারবারে ঢুকেছিলুম···সুবিধা হলো না। তবু এটুকু বুঝতে পারছিলুম, যদি পরিশ্রম করি, আর ব্যবহারে যদি ভদ্রতা রাখতে পারি, তাহলে অভাব ঘুচবে···কিন্তু সে ধৈর্য্যটুকু প্রাণে সইছিল না। বাঁকা পথ ধরলুম, ধাঁ করে পয়সার মালিক হবো ভেবে। অভাব ঘুচেছে···কিন্তু প্রতি মুহূর্ত্তে কি বিপদের বাঁশী বুকে বাজচে!

শ্যামল কহিল,—No risk, no gain. পয়সার সঙ্গে ফিলজফির কোনো সম্পর্ক নেই, ভাই···কোন্ ব্যবসায় মানুষ খাঁটি আছে, বলতে পারো? Business করার মানেই হলো, lesser intellectদের উপর greater intellectদের ধাপ্পাবাজি···

গিরিজা কহিল,—তা হোক্; তার সঙ্গে criminality তো নেই! আমাদের এ ধাপ্পাবাজি যে পেনাল কোডের অন্তর্ভুক্ত! অন্য ব্যবসায় সত্যে-মিথ্যায় মিশুনো থাকে—আমাদের এ যে আগাগোড়া মিথ্যা, ভুয়ো···

শ্যামল কহিল—বুঝেচি, তোমার বিবেক কেন সাড়া দিয়ে উঠেচে···Beaut'y infatuation. কিন্তু ও-বস্তু তো দুর্লভ নয়। সংসারে মানুষ অপরের পয়সাটাই আগে দেখে, সে পয়সা কোথা থেকে আসচে, তার সন্ধান রাখলেও সে সম্বন্ধে একটি প্রশ্নও তুলতে চায় না। পয়সার শক্তির এইটেই হলো প্রধান বিশেষত্ব।···ঐ রায় বাহাদুর তোমার আজ hero! যেহেতু সৌভাগ্যক্রমে মিউনিশন বোর্ডের কেশে আসামী হন্ নি। না হলেও তাদের সঙ্গে এক পৈঁঠে ধরেই উনি উপরে উঠেচেন। সেও চুরি-জুয়োচুরির ব্যাপার। দুখানা কাপড়

চুরি করে হানিফ মিয়া জেলে যায়—যেহেতু হানিফের ছোট নজর···সে ছোট লোক, থাকে ছোট পল্লীর ছোট বাড়ীতে; আর রায় বাহাদুর পুকুর চুরি করেন, এবং আইনের চোখ চেকের পর্দ্দায় ঢেকে রাখেন! তিনি বড় দলে বিরাজ করেন, বড় কথা কন, বড় লোক তিনি ···নাহলে হরে-দরে হানিফেরই সগোত্র, তা মানো? এ-সব নিয়ে মাথা গরম করো না।···বিচার করে দেখলে দেখবে, সব adventurer-এর মূলে মিল আছে।

গিরিজা কহিল,—হ্যাঁ, কিন্তু এত উঁচুতে ওঁরা যে···

তার কথা লুফিয়া লইয়া শ্যামল কহিল,—যে, এ-সব চিন্তা মনের কোণেও আনেন না!···ভালো কথা, আগে তুমি বল দিকিনি, তুমি চাও কি? মানে, what's your desire···how you wish to live here?

গিরিজা কহিল,—আরামে বাস করতে চাই—কোনো দিকে অভাব-অভিযোগ উঠবে না···শঙ্কা-ভয় থাকবে না!

শ্যামল কহিল,—এটা মানো তো, ও জিনিষটী পেতে হলে পয়সা চাই···সেকালে ঋষিরা যদিও বলতেন, বৈরাগ্যেই আরাম। জানি না, তুমি সে ঋষি-বাক্যে আস্থা রাখো কি না···

হাসিয়া গিরিজা কহিল,—না, বৈরাগ্য কাম্য বস্তু নয়। তাতে আমার বিন্দুমাত্র লোভ নেই। পয়সায় আরাম—এ কথা আমিও মানি।

শ্যামল কহিল,—বেশ, তা সে পয়সার আশা জীবনের সিধে চওড়া রাস্তায় নেই···ডার্বিতে পয়সা আসতে পারে, কিন্তু তাতে ধৈর্য্য দরকার।

তা অনিশ্চিত! কারণ সে টক্কা-ফক্কার খেলা!···অতএব, বাঁকা-চোরা গলি-ঘুঁজি পথে ঘুরলে পয়সা যদি মেলে, তাহলে সে চেষ্টা কি দোষের? একবার পয়সা মিলে গেলে আবার সিধে সড়কে আসতে কতক্ষণ! এর প্রমাণ সমাজে-সংসারে গিজ্ গিজ্ করচে। আজ বিবেক আস্ফালন তুল্‌চে, বিভীষিকা ত্রাসের সঞ্চার করচে,—সাধনার সময় এ-রকমটা ঘটেই থাকে। তা, কি সৎপথে সাধনা করো, আর কি অসৎপথে! ধ্রুবকেও যে বিভীষিকা দেখতে হয়েছিল! সে ছিল রাক্ষস-রাক্ষসীর, বাঘ-ভাল্লুকের বিভীষিকা! পুলিশের বিভীষিকার চেয়ে সে কিছু কম বিভীষিকা নয়! সেই সঙ্গে ভাবো, ধ্রুব বেচারীর বয়সটার কথাও···

হাসিয়া গিরিজা কহিল—তোমার logic-এর তারিফ করতে হয়! Always···

শ্যামল কহিল—বিবেক যখন আস্ফালন করে, তখনি ministering angel আমি—কি বলো?

গিরিজা কহিল—তাই!

শ্যামল কহিল—তবে দুশ্চিন্তা দূর করো···এখন ওঠো, জাগো—তোমার প্রাণের বাসনা চরিতার্থ হবে—আমি সহায় আছি। তুমি জয়ী হবেই! রায় বাহাদুরকে আমি চিনে নিয়েচি—**I have studied his ins and outs.** তুমি কালকের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও। উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মী।···তাছাড়া যে-জায়গায় আমরা এসে পৌঁচেছি—এখানে হাল ছেড়ে বসে থাকলে মৃত্যু অনিবার্য্য···কাজেই তরী বেয়ে চলতেই হবে আমাদের—তাতে কোনো দ্বিধা থাকতে পারে না।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

সিনেমা-হাউস

পরের দিন বারাকপুরে যাইতে হইল। ফ্লোরের উপর একতলা বড় বাড়ী, চমৎকার সাজানো, পরিপাটী শ্রী।

ছত্তরমলের মক্কেল আসিল—এক তরুণ বাঙালী ; নাম মুরারি সেন। বায়োস্কোপ দেখিতে দেখিতে একদিন চট্ করিয়া তার মাথায় কেমন ধারণা জন্মিল যে ফিল্ম-অভিনয়ে তার চমৎকার কৃতিত্ব আছে। ঐ তো প্রেম, স্নেহ, হিংসা, ক্রোধ···নানা বৃত্তির যে ব্যঞ্জনা ছবির পর্দ্দায় দেখিতেছে,—ঐ যে মুখের ভঙ্গী, হাত-পা নাড়ার কৌশল, এ আর যাহার পক্ষে দেখানো কঠিন হোক, তার পক্ষে কিছুই নয়। নিজের গৃহে বড় আয়নার সাম্‌নে সে নানা কশরৎ করিয়া দেখিল, তার ভঙ্গিমাও হুবহু মিলিয়া যায়। শিনারিও? হুঁঃ, একটা গল্প গড়িয়া লওয়া···? পাঁচ-সাতটা গল্প ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নূতন একটা বানানো···কি এমন শক্ত ব্যাপার! এ কল্পনা কাজে খাটাইতে কিন্তু মুস্কিল বাধিল, বুড়া বাপের হুঁশিয়ারীর দরুণ। বাপ অনেক টাকার মালিক—কিন্তু ব্যয়-সম্বন্ধে উগ্র রকমের ভীরু। কাজেই মুরারির মনের বাসনা মনে অসন্তোষের তলে পড়িয়া গুম্‌রাইতে লাগিল। তারপর সহসা একদিন তার শনি-গ্রহের সহিত বাপ ইহলোক হইতে বিদায় লইলেন,

এবং বাপের শ্রাদ্ধ-শান্তি চুকাইয়া কজন বন্ধুকে লইয়া সে একটা দেশী ফিল্‌ম বানাইয়া ফেলিল। ছবির নাম, 'রক্ত-ঋণ'। সাত-আটটি ফিরিঙ্গি-মহিলাকে বাঙলা শাড়ী পরাইয়া মেয়েদের ভূমিকায় নামানো হইল। ছবি তৈয়ার হইয়া গেলে দেশের যে সব-আর্ট-ক্রিটিক সুলভে আর্টের জ্ঞান-বিতরণের ব্রত গ্রহণ করিয়া এক পয়সার কাগজ বাহির করিয়াছেন—'চামচিকা', 'প্রলয়-ডম্বরু', 'তাক্‌ধিন্‌তা', 'সমঝ্‌-দার'—সেই সব কাগজের সম্পাদকদের সরস আতিথ্যে সবিশেষ পরিতৃপ্ত করিল। তাঁরা আর্টের খাতির যতটা করেন, আতিথ্যের খাতির করেন তার চেয়ে অনেক বেশী। কাজেই ছবির খ্যাতির দামামা এমন বিরাট সমারোহে তাঁরা কয় সপ্তাহ ধরিয়া বিঘোষিত করিয়া বেড়াইলেন যে বাঙালী নর-নারীর প্রাণ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল! তাঁরা ভাবিলেন, দুনিয়ায় বুঝি আর কিছু নাই,—কন্যাদায়, পাওনাদার', চাকরি-শূন্যতা, কাবলীওয়ালা, এ সব বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে! সংসার-সংগ্রামে বিপর্য্যস্ত যে বেকার আত্মহত্যার জন্য অহিফেন খুঁজিতেছিল, সে-ও দামামা-ধ্বনি শুনিয়া মৃত্যু-বাসনা স্থগিত রাখিল,—'রক্তঋণ' ফিল্‌ম যেদিন দেখানো হইবে, সেদিন ঐ বেলা তিনটার অভিনয়ে গিয়া ফিলম দেখিয়া তবে মরিবে! ছেলেরা লেখাপড়া ভুলিল, বাড়ীর কর্ত্তা রাগ ভুলিলেন, গৃহিণী কর্ত্তার সঙ্গে তর্ক-দ্বন্দ্ব ভুলিলেন—সকলে উদ্‌গ্রীব, একবার 'রক্তঋণ' দেখানো সুরু হইলে হয়!

কিন্তু একটা বিপদ বাধিল। যাদের সিনেমা-হাউস আছে, এক-পয়সার কাগজ পড়িয়া তাদের যে-বুক দশ হাত হইয়াছিল, ট্রায়ালে ছবি দেখিয়া তাদের সে বুক ভাঁটার জলের মত হুশ করিয়া নামিয়া

গেল। ছবি তারা আর তাঁদের হাউসে দেখাইতে চায় না—পয়সা হইবে না ; উপরন্তু হাউসের বদনাম !···

অবশেষে মুরারি সেন এক চাল চালিল—এক হপ্তার জন্য চেৎলার হাটের কাছে নব-প্রতিষ্ঠিত যে ব্যোম সিনেমা-হাউস—তাদের হাতে নগদ আড়াই হাজার টাকা দিয়া এক সপ্তাহের জন্য 'রক্তঋণ' দেখাইবার ব্যবস্থা করিল। যারা মুরারির অর্থ-ভাগ্যের হিংসা করিত, তারাও ব্যাপার দেখিয়া স্তম্ভিত এবং 'চামচিকা', 'প্রলয়-ডম্বরু'র দল উচ্চ নিনাদে দিকে দিকে জানাইয়া দিল,—বাঙালীর কলঙ্ক ঘুচাইতে 'রক্তঋণ' দেখা দিতেছে। এ শুধু আমাদের উপরোধ-অনুরোধে। নহিলে আফ্রিকার কঙ্গো ষ্টেটে ছ'মাসের জন্য এ ফিল্‌ম্ বুক হইয়া রহিয়াছে—তারা টেলিগ্রামের পর টেলিগ্রাম পাঠায়···ছবির জন্য কাফ্রী-দর্শকরা সদলে বাসা ছাড়িয়া সমুদ্রের ধারে বসিয়া ধর্ণা দিতেছে ! এই এক সপ্তাহ মাত্র সময়ে হে বাঙালী, 'রক্তঋণ' দেখিয়া আর্টিষ্টিক ইঞ্জেক্‌শন লইতে ভুলিয়ো না···ইত্যাদি।

একখানি ফিল্‌ম্ বাহির করিয়া এ-লাঞ্ছনা সহিবার পর বন্ধুর দল মুরারিকে পরামর্শ দিল, দ্বিতীয় ছবি তুলিবার পূর্ব্বে নিজেদের একটা হাউস বানাইয়া তোলো। সেখানে শুধু তোমার ঐ The Trans-Gangetic Gigantic Giant Film Producing Corporationএর তোলা ছবি ছাড়া আর কোনো ছবি দেখানো নয়।···বন্ধুরা সদলে সে হাউস ম্যানেজ করিবার ভরসাও দিল। মুরারি তাই এ-পরামর্শ সঙ্গত বুঝিয়া হাউস-প্রতিষ্ঠা-কল্পে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। এমন সময় মুরারির কয়েকজন বন্ধুর মারফৎ ছত্তরমলের সঙ্গে তার

দেখা। বন্ধুরা ছত্তরমলকে বলিয়া দিল—বাপের সমস্ত টাকায় মরুচে ধরছিল···তার এবার সদ্গতি হোক—আমরা পাঁচজন আছি।···

ছত্তরমল সুচতুর ব্যক্তি—একখানি গামছা ও লোটা মাত্র সম্বল করিয়া নগদ সাড়ে তিন টাকা পুঁজি লইয়া কোন্ সেই বিকানীর হইতে কলিকাতায় আসিয়াছে ভাগ্যলক্ষ্মীকে গামছায় বাঁধিয়া লইয়া যাইবে বলিয়া···সে···

শ্যামল কহিল—আপনি সে জমি দেখেচেন মিষ্টার সেন ?

মুরারির বন্ধুরা কহিল—দেখেচেন বই কি! আরো অনেক জমি দেখেচেন—তবে কি জানেন, ঐটেই পছন্দ। কেননা, বাঙালী-পাড়া আর সাহেব-পাড়ার মাঝামাঝি জায়গা—সেই জন্যই তো এত ঝোঁক ঐ জমির উপর।

শ্যামল কহিল—তাইতো! কিন্তু এধারে একটু মুস্কিল আছে কি না·

একজন বন্ধু কহিল—মুস্কিল ?

শ্যামল কহিল—হ্যাঁ। মানে, কুমার বাহাদুরের এক পিশি আছেন। তিনি দেশে থাকেন। তাঁর সাধ কলকতায় থাকবেন—কালী-গঙ্গার দেশে। তাই কুমার বাহাদুর বলছিলেন, ঐ জমিটা পড়ে আছে—একখানা বাড়ী করে দি—পিশিমা এসে সেই বাড়ীতে থাকুন···প্ল্যান অবধি হয়ে গেছে সে-বাড়ীর···

মুরারি সেন কহিল—তাহলে···?

শ্যামল কহিল,—সবুর করুন, ব্যস্ত হবেন না। আমরা আপত্তি তুলেচি; বলেচি, পিশিমার জন্য একটা বাড়ী ভাড়া করুন না, বেশ বড়

দেখে, ভবানীপুর কি কালীঘাট অঞ্চলে। তাতে নারাজ! বলেন, ভাড়া-বাড়ীতে পিশিকে রাখলে বংশের ইজ্জৎ থাকবে না।···তা, মোটা টাকা যদি সেলামী দিতে পারেন, তাহলে আমি রাজী করাতে পারি। বুঝলেন কি না, নগদ পয়সার মায়া বড় মায়া—ইজ্জতের কথাও ভুলিয়ে দেয় অনেক সময়...

মুরারির বন্ধু কহিল—কিন্তু ছত্তরমল বাবু বলছিলেন, দশ হাজার টাকা সেলামি দিলে না কি হতে পারে···

শ্যামল কহিল—ভুল। ছত্তরমল বাবু এমন কেন বলেচেন, বুঝি না। দশ হাজার টাকাকে কি এরা টাকা বলে, মশায়? আমাদের কাছে দশ হাজার টাকা রাজার ঐশ্বর্য্য···কিন্তু এদের কাছে খোলামকুচি···!

মুরারি কহিল—আপনি তাহলে কত সেলামি বলেন?

মুখখানা বিকৃত করিয়া শ্যামল কহিল—বিশ হাজারের কমে রাজী হবেন বলে মনে হয় না। গানার্-টহলচাঁদদের দিয়ে প্ল্যান করিয়েচেন। বাড়ী তো নয়, যেন বর্ম্মার প্যাগোডা! খাশা! এ প্ল্যান হয়েচে কত টাকায়, জানেন?

বিস্ফারিত চক্ষে বন্ধু কহিল—কত?

শ্যামল কহিল—পাঁচ হাজার টাকা।···

বন্ধু ও মুরারি দুজনেই শিহরিয়া উঠিল। বাপ্‌রে, বলে কি!···কিন্তু মিথ্যা কেন বলিবে? মিথ্যা বলিয়া লাভ কি? লম্বা সেলামি তারা দিতে না পারে, জমি মিলিবে না। একটা বীভৎস মূল্য বলিয়া তাড়াইবার এমন কোনো হেতু তো নাই···!

মুরারি কহিল,—কুমার বাহাদুর কি বাড়ীতে নেই?

শ্যামল কহিল,—না। এখনি আসবেন। একটা রেশের ঘোড়া আনিয়েচেন—টার্ফ ক্লাবে গেছেন জকিকে নিয়ে পরখ করতে···

বন্ধু কহিল,—আপনাকে মশায় ও-জমিটুকু করে দিতেই হবে। দেখুন, অত টাকা সেলামি দিতে গেলে পেরে উঠবো কেন? বাড়ী তৈরী করতে খরচ আছে! সে কোন্ না চল্লিশ-পঞ্চাশ হাজার টাকা পড়বে। ক্যাপিট্যালের কতখানি এইখানেই নিঃশেষ হয়ে যাবে! কুমার-বাহাদুরের টাকার অভাব নেই···একটু স্বার্থত্যাগ করলে তাঁর গায়ে লাগবে না, অথচ দেশের একটা মস্ত অভাব মোচন হবে। দেশের একটা দাবীও তো আছে তাঁর কাছে—কি বলেন?···

কথাটা বলিয়া বন্ধুবর বেশ সচকিত দৃষ্টিতে শ্যামলের পানে চাহিয়া হাসিল।

ছত্তরমল কহিল,—আপনি ভি থোড়া মেহেরবানি করুন শ্যামবাবু ···আপনি আমাদের হয়ে দু'কথা বললে কুমার-বাহাদুর 'না' বলতে পারবেন না!

শ্যামল কহিল,—টাকা কি কেউ সহজে ছাড়ে, ছত্তরমল বাবু? যার বেশী টাকা, টাকার মায়া তার আরো বেশী। বোঝেন তো সব।···

ছত্তরমল কহিল—তা জানি, বাবু-সাব। তব্ ভি আপনার বাত্ উনি ফেলতে পারবেন না। কাম্টা হোলে আমরাও কিছু পাই···

শ্যামল হাসিয়া ছত্তরমলের পানে চাহিল, কহিল—একটা কথা ঠিক করে বলবেন, ছত্তরমল বাবু?

ছত্তরমল কহিল,—বলুন···

শ্যামল কহিল—এ-কাজে কি দালালী পাচ্ছেন আপনি?

ছত্তরমল উৎসাহের সুরে কহিল—হাঁ, সাচ্ বাত্ বলবো। কেনো বলবে না?···এ-বাবুরা হামাকে সাড়ে সাতশো রূপেয়া দিবেন—যদি আমি দশ হাজার সেলামিতে করিয়ে দিতে পারি—ভাড়া ফার্ষ্ট টেন্ ইয়ার্স সাড়ে সাতশো···

শ্যামল কহিল—সব দিকে কম হলে চলে কখনো। ভাড়াটা ফার্ষ্ট টেন্ ইয়ার্সে এক হাজার করিয়ে দিন্—আর-এক বছরের ভাড়া আগাম জমা রাখবেন—security-deposit-হিসাবে···দেখুন, রাজী আছেন?

ছত্তরমল কহিল—হাঁ, ও য্যায়সা দস্তুর আছে—রাখবেন বৈ কি। তা, ভাড়া সাড়ে সাতশো···

শ্যামল স্তব্ধ দৃষ্টিতে ছত্তরমলের পানে চাহিয়া কি ভাবিল, পরে কহিল,—হুঁ—আচ্ছা, আমায় কি দেবেন? আমি যে এই মেহনৎ করবো?···আমার মশায়, পষ্ট কথা—দেশ আছেন, জানি···দরিদ্র দেশ ···তাঁর সেবা করে যাঁরা আনন্দ পেতে চান্, তাঁরা সে-আনন্দ পান্, তাতে আমার কোনো ক্ষোভ নেই। তবে, আমরা দেশের দুঃখী-গরীব, নেহাৎ ছ্যাঁচড়া প্রাণী···আমরা পয়সার দামটাই বুঝি। দেশের পানে সজল চোখে চেয়ে থাকলে পেট তো প্রবোধ মানবে না—তাই আর কি···

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ছত্তরমল শ্যামলের পানে চাহিল, পর-মুহূর্তে মুরারির পানে; তারপর কহিল—আপ্ লোক আইয়ে তো বাবু-সাব্···

তাদের লইয়া ছত্তরমল উঠিয়া ঘরের বাহিরে গেল—এবং শ্যামল

যেখানে বসিয়া আছে, সেখান হইতে দেখা যায়, বাহিরে বারান্দায় এমন জায়গায় দাঁড়াইল; দাঁড়াইয়া হাত-পা নাড়িয়া ভীষণ-চিন্তায়-জটিল প্রচণ্ড গুরু রকমের যুক্তি বাহির করিয়া কি যে সব বকিয়া চলিল,—তার কথায় মুরারি একবার বন্ধুর পানে চাহিয়া দেখে, এবং বন্ধু মুরারির পানে!...তারপর একটা রফায় রাজী করাইয়া ছত্তরমল তাদের লইয়া কক্ষ-মধ্যে ফিরিল; ফিরিয়া কহিল—আপনি বড়া আদমি আছেন শ্যামবাবু। তা, বেশ, আপনাকে পাণ খেতে বাবুরা পান্‌শো রূপেয়া দিবে—আপনি কামঠো চুকা করিয়ে দিন্...এই অবধি বলিয়া সে মুরারির পানে চাহিল, চাহিয়া কহিল—কিমন, এহি বাত্...কি বলেন বাবু-সাব?

শ্যামল মুরারির পানে চাহিল। মুরারি কহিল,—বেশ, আমি রাজী আছি। তাই হবে।

শ্যামল কহিল—ও তো ওঁদের কথা। আপনি কি দেবেন, বলুন ছত্তরমল বাবু? কুমার-বাহাদুরের কাছ থেকেও কি আপনি কিছু আদায় করবেন না?

ছত্তরমল কহিল,—সে আপনার মেহেরবানি। আমি তো আপনাদেরই গরীব বান্দা আছি।

শ্যামল কহিল—শোনো বাবু, আমার পাকা কথা—এঁরা পাঁচশো দেবেন, আর তুমি দেবে পাঁচশো,—এদিক থেকে তোমায় হাজার রূপেয়া পাইয়ে দেবো। টাকাটি আমার চাই, যেদিন দলিল সই হবে, সেইদিন...কি বলেন?

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ছত্তরমল কহিল—বহুৎ খুব! রাজী...

বাহিরে একটা মোটর আসিয়া দাঁড়াইল। শ্যামল কহিল,—ঐ কুমার বাহাদুর এসেচেন···আপনারা বসুন···

শ্যামল উঠিয়া বাহিরে গেল। মুরারি চাহিয়া দেখে, দিব্য তরুণ সুশ্রী মূর্ত্তি···চেহারায় রাজশ্রীর দীপ্তি! বাহিরে দাঁড়াইয়া দুজনের কি কথাবার্ত্তা চলিল—বহুক্ষণ! তারপর গিরিজা ও শ্যামল আসিয়া ঘরে ঢুকিল। শ্যামল কহিল—এঁরা এসেচেন।···ইনি হলেন মুরারি বাবু···ইনিই লীজ্ নেবেন···

—ওঃ! বলিয়া গিরিজা একটা সোফায় বসিয়া পড়িল, এবং মুরারির পানে চাহিয়া কহিল—আপনার কেন এ মতলব হলো হঠাৎ? এতগুলো টাকা নিয়ে একটা অনিশ্চিতের মধ্যে ঝাঁপ দেওয়া? বিলিতি competitionএর বাজারে দাঁড়াতে পারবেন? দেশের লোককে তো জানেন—বিলিতি কুকুরটাকে অবধি তারা মাথায় তোলে দেশের ঠাকুর ফেলে!

মুরারি সলজ্জ মৃদু হাস্যে কহিল—সখ! তার উপর ব্যবসা···

গিরিজা কহিল—ব্যবসা করতে চান্ তো চলুন আমাদের ওদিকে। বড় বড় ক্ষেত পড়ে আছে। আমাদের কিছু কিছু দাদন দিয়ে পাটের চাষ লাগান জমিতে—ফেঁপে উঠবেন। আমাদের যা-কিছু প্রতিপত্তি, তা ঐ পাটের কল্যাণে। পাটের চাষের মত চাষ আর আছে! বলে, দেশের লোক খেতে পায় না। আরে, যারা খেতে পায় না, তারা কোনো কালেই পাবে না। তা বলে লক্ষ্মীকে তো ঠেলে দিতে পারি না! আমার জমি থেকে যতটা টাকা আদায় করতে পারি, করবো না কেন,—বলুন তো? কথায় আছে—পাটেই লাট···

কথা শুনিয়া মুরারির বন্ধু অবাক্! এই লোকের কাছে সে দেশের নাম করিয়া ভাড়া কমাইবে!...যে বলে, আমার জমি—সেখান হইতে যতটা টাকা আদায় করিতে পারি...

তবু চেষ্টা চাই। এই জমিটুকু পাইলে সে পাইবে হাউসের ম্যানেজারী-চাকরি! চারশো টাকা মাহিনা—তাছাড়া কতখানি খাতির...কলিকাতায় বসিয়া! যাকে ফ্রী পাশ দিবে, সে একেবারে মাথায় তুলিবে। লোকের কাছে বুকখানা দশ হাত ফুলিয়া থাকিবে!... সে কহিল,—দেখুন, আপনি তো বুঝচেন, কত বাধা এ-ব্যবসায়, সেই জন্যই আপনার অনুগ্রহ-প্রার্থী হয়ে...

এ কথায় বাধা দিয়া গিরিজা কহিল,—আজকাল এই ফিল্ম তোলা কেমন একটা রোগের মত হয়েচে দেশে! সেকালে কিছু না হলে লোকে হোমিওপ্যাথি ডাক্তারী ধরতো—এখন হয়েচে, দেখি, যার কোনো দিকে মাথা খুললো না, অমনি সে ছুটলো ফিল্মের কারবারে। এতেও একটা শক্তি থাকা দরকার, এবং এ-বিষয়ে শিক্ষা...তা আপনারা কতটা করলেন? বিলেত থেকে techinque কেউ শিখে এসেচেন? এর একটা technique আছে...এবং আমাদের দেশের লোক সে-জ্ঞান কতটা আয়ত্ত করতে পারলে? দেখচেন না, সব attempts ব্যর্থ হচ্ছে...যারা জাঁকিয়ে করচে, তারা গায়ের জোরে যা-খুশী তাই দেখিয়ে যাচ্ছে!...একটা গল্প বলি তবে, শুনুন...কিছুদিন আগে বোম্বাই থেকে এক পার্শী থিয়েটারের দল আসে কলকাতায়; আমি তাদের অভিনয় দেখেছিলুম,—আর্টিষ্টদের গলা খাশা, গায় খাশা—কিন্তু নাটক? Simply ridiculous.—আমার সঙ্গে দলের

মালিকের আলাপ হয়েছিল। আমি নাটক দেখে বিরক্ত হয়ে তাঁকে বলেছিলুম,—আপনার এ সব নাটক কে লেখে? তিনি বেশ সপ্রতিভ ভাবেই বললেন, Why! my Munshi (কেন, আমার মুন্সী লেখে)! আমি ভাবলুম, মুন্সী হয়তো কোন নাট্যকার···তার সম্বন্ধে প্রশ্ন করতে তিনি বললেন,—না, পঞ্চাশ টাকা মাহিনার সে এক সরকার। তাকে কর্ত্তা বলেন—এমনি একটা situation লিখে দাও,—এমনি কথাবার্ত্তা ···সেও লিখে গেল—যেন কুলি খাটাবার estimate···হুঁঃ—দেখেচেন তো সে-সব? আমারো সময় সময় মনে হয়, এই সব দেশী ফিল্ম দেখে—কি অদ্ভুত এঁদের গল্প, এবং আরও কি অদ্ভুত তার শেটিং আর অভিনয়! বাঙলা দেশ হলো গল্পের দেশ—এখানকার দিদিমা-ঠাকুমারা গল্প বলে দুরন্ত নাতি-নাতনীদের ভোলান্—আর এই দেশের লোক গল্প বানাতে পারে না—এ যে বড় লজ্জার বিষয়!···তা, আপনারা কোনো ছবি নিজেরা তুলেচেন?

মুরারি কহিল,—আজ্ঞে হ্যাঁ। 'রক্তঋণ' ছবি। নাম শুনেচেন, The Trans-Gangetic Gigantic Giant Film Corporation? আমাদের ফিল্ম কোম্পানির নাম হলো ঐ···

নাম শুনিয়া গিরিজার দুই চক্ষু বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। সে স্তম্ভিতের মত মুরারির পানে চাহিল, তারপর কহিল—আপাততঃ আর কোনো ছবি তুলচেন?

মুরারি কহিল,—তুলচি। আমাদেরই এক বন্ধু—নাম শুনে থাকবেন—আজকালকার একজন মস্ত লেখক বিরূপাক্ষ পতিতুণ্ড; তাঁর লেখা 'খোলা জানলা' রোমান্স—সেটা ধরার উদ্যোগ করচি। কিন্তু

ইতিমধ্যে নিজেদের একটা হাউস করে ফেলতে চাই। হাউস না হলে বড় মুস্কিল বাধে ছবি দেখানোর···

এমনিভাবে আলাপ-আলোচনা চলিল—এবং মুরারির সবান্ধব নিবেদন, ছত্তরমলের সরস সুপারিশ ও শ্যামলের সহিত সংপরামর্শে প্রায় এক ঘণ্টা অতিবাহিত হইলে কুমার বাহাদুর রায় দিলেন—আচ্ছা, আজকের দিনটা আমায় ভাবতে দিন···পিশিমার জন্য ওখানে বাড়ী···তা, আপনারা কাল সকালের দিকে দয়া করে একবার আসতে পারেন না ?···তাহলে পাকা কথা দি···

মুরারি কহিল,—পাকা কথাই পেতে চাই আমরা। ভাঁড়ালে চলবে না···

বন্ধু কহিল,—আপনি আমাদের পেট্রণ বলে আমরা ঘোষণাও করতে চাই···

গিরিজা হাসিল, হাসিয়া কহিল,—ওদিকে আমার মোটেই লোভ নেই। নিজেকে patronise করে যেতে পারলেই এ-জীবন সার্থক হয়েচে ভেবে আত্মপ্রসাদ উপভোগ করবো। তাহলে আমি উঠি··· একটু কাজ আছে···কতকগুলো payment আছে,—হিসেব দেখে ঠিক করতে হবে। ক্ষমা করবেন। আপনারা একটু বসুন···ওহে শ্যামল, এঁদের চা-টা দেওয়া হয়েচে ?

শ্যামল কহিল,—আজ্ঞে, না। কথায়-কথায়···

একটু বিরক্তির ভাব দেখাইয়া গিরিজা কহিল,—এটা ভারী অন্যায় করো। আতিথ্য আগে···যে-কাজেই যিনি আসুন, তোমার গৃহে অতিথি তিনি—তাঁর যোগ্য অভ্যর্থনা কখনো ভুলবে না···এদিকে

একটু হুঁশিয়ার হয়ো।...তাহলে নমস্কার...চা না খেয়ে আপনাদের যাওয়া হবে না। এ মাড়োয়ারী-বাবুটিকেও শুধু-মুখে যেতে দিয়ো না—বুঝলে?...

গিরিজা কক্ষান্তরে চলিয়া গেল।...শ্যামল কহিল,—নিরাশ হবেন না। কাল যখন আসতে বলেচেন, তখন ওঁর মত হবার বিশেষ সম্ভাবনা। বলেচি না, টাকার মায়া বড় মায়া...এবং সে টাকা যদি নগদ মেলে? তা, এক কাজ করুন, কাল সেলামীর দশ হাজার টাকাটা সঙ্গে নিয়ে আসবেন...বুঝলেন। যদি আপত্তি তোলেন, চোখের সামনে গুণে-গুণে দু'তিন বার দশ হাজার টাকার নোট বার করলে সে আপত্তি উবে যাবে।...ওঁর নগদ টাকার দরকারও খুব—ঐ রেশের ঘোড়া আনিয়েচেন—সতেরো হাজার টাকা দাম ঠিক করে...ঘর থেকে টাকাটা যদি বার করতে না হয়—তাই আর কি! খুব সুসময়, বুঝলেন। ঘোড়াটা খাশ্ অষ্ট্রেলিয়ান্...

কথায় চমক ও তাক্ লাগাইয়া শ্যামল সবান্ধব মুরারির মাথা ঘুরাইয়া দিল।...ওদিকে চা আসিল, সঙ্গে টোষ্ট-রুটী...বেয়ারার মাথায় ধপ্ধপে সাদা পাগড়ী—তাহাতে পিতলে-তৈয়ারী ইংরাজী হরফ G আঁটা...অনুষ্ঠানে কোথাও ত্রুটি নাই।

ছত্তরমল কহিল,—হামায় এক ঘটি পানি যদি দেন! কুথা পানি আছে, বলেন!...হামি কারো ছুঁয়া পানি নেহি পীতা...বড়ি পিয়াস্ লাগা...

শ্যামল কহিল,—বটে! আসুন আমার সঙ্গে—ভালো জলই আছে। পবিত্র হিন্দু মার্কা...মানে, গঙ্গা-পানি।

ছত্তরমল শ্যামলের সঙ্গে বিদায় লইল। চায়ের পেয়ালা লইয়া মুরারির পানে বঙ্কু চাহিল, কহিল,—লোকটা খুব হুঁশিয়ার। টাকা আছে বলে নেহাৎ নিরেট নয়। Payments-এর আগে হিসাব নিজে দেখে। শুনলে তো ?

—হুঁ ! বলিয়া গম্ভীরভাবে মুরারি চায়ের পেয়ালা মুখে ধরিল।

তার পর তারা বিদায় লইলে গিরিজা কহিল—কলকাতায় যাবে ?

শ্যামল কহিল,—কোথায় ?

গিরিজা কহিল,—প্রথমে আলিপুরে লাল ভিলায়, মায়া দেবীর ওখানে ; তারপর তাঁর সঙ্গে সেই রায় বাহাদুরের বাড়ী—গান-শোনা-বার নেমন্তন্ন আছে না ?

শ্যামল কহিল—কিন্তু গতি একটু ক্ষিপ্র হচ্ছে না ?

গিরিজা কহিল,—উপায় নেই, বন্ধু। যাই করি এদিকে, প্রাণের তারুণ্য তো ঘোচাতে পারিনি—এবং তরুণ মনের সংস্কারও সেই সঙ্গে ··

শ্যামল কহিল,—চলো···তবে আজ আমি অর্দ্ধ-পথমাত্র অতিক্রম করবো। আমায় পথিমধ্যে নামিয়ে দিয়ো, আমার একটু কাজ আছে —সে কাজ সারবো। আমি আজ রায় বাহাদুরের সঙ্গে দেখা করবো না ··অন্য সময়ে এবং তোমার অসাক্ষাতে···

গিরিজা সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে শ্যামলের পানে চাহিল। শ্যামল কহিল, —একটু ধৈর্য্য রাখো—রায় বাহাদুর একটি অতি-সহজ subject···for···

গিরিজা এ কথা ঠিক বুঝিল না। শ্যামল কহিল—If he is···মানে, এত টাকা করেচে, তবু টাকার লালসা এখনো আমাদের মতই ভীষণ তীব্র !···

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

নারী-চিত্ত-রহস্য

গিরিজাকে দেখিয়া মায়া খুশী হইয়া কহিল,—আপনি যে হঠাৎ?

গিরিজা কহিল,—জানেন তো, প্রশ্রয় পেলে জীবমাত্রেই বড্ড বেড়ে ওঠে···

মায়া কহিল,—আপনার বন্ধুটি কোথায়?

গিরিজা কহিল,—পথে নেমে গেল, তার কি কাজ আছে।

মায়া কহিল,—ও-রকম নির্লিপ্ত নির্ব্বিকার লোক দেখা যায় না! আর কি চমৎকার কথা কন্!

গিরিজা কহিল—যা বলেচেন। বাক্-বিন্যাসের কৌশলটুকু ওর জানা আছে। তবে আশ্চর্য্য প্রকৃতি! দুনিয়ার কোনো রসে ওর লোভ নেই। জীবনে ওর এক লক্ষ্য—অর্থ-সংগ্রহ। তাছাড়া আর কোনো দিকে লক্ষ্য নেই···

মায়া কহিল—তাই দেখি। তা, কুমার-বাহাদুর, বলুন, এখন কি রকম আতিথ্যে আপনাকে তৃপ্ত করতে পারি?

গিরিজা এক মুহূর্ত্তের জন্য স্তব্ধ থাকিয়া কহিল,—চায়ে, গানে, গল্পে···

হাসিয়া মায়া কহিল,—আপনি সত্য কথাই বলেচেন। প্রশ্রয়

আপনাকে বড্ড বেশী দিয়েছি, না? শুধু চা বলবেন, তা নয়, তার সঙ্গে গান, গল্প···আমায় রীতিমত ফতুর করে দেবার মতলব!

গিরিজা কহিল,—কিন্তু আপনার যে লক্ষীর ভাণ্ডার—এত সহজে ফতুর হবার নয়।

মায়া কহিল—আপনারো বাক্-বিন্যাসের কৌশল অপূর্ব্ব! দেখে আমার মনে সন্দেহ জাগে···

সবিস্ময়ে গিরিজা কহিল,—কিসের সন্দেহ?

মায়া কহিল—যে, আপনি সাহিত্যের কারবারী! যাক্, বসুন, আমি চায়ের ফরমাশ করি···

বেয়ারাকে চায়ের ফরমাশ্ করিয়া মায়া কহিল,—চা খেয়ে চলুন না একবার বায়োস্কোপে যাই!

গিরিজা কহিল,—ভিড় কেমন ভালো লাগচে না। একটু স্বরের পরশ নেবার জন্য মন বড় অধীর হলো, তাই সুদূর মফঃস্বল থেকে চলে এলুম···

মায়া সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে গিরিজার পানে চাহিল; গিরিজা কহিল,—গান শোনবার সৌভাগ্য তাহলে হবে না?

মায়া কহিল,—আমার গান যদি আপনার ভালো লাগে তো সে আমার সৌভাগ্য! এর জন্য অনুরোধ কি? বেশ, গাইচি!

মায়া পিয়ানোর সামনে বসিল,—বসিয়া একটা ঝঙ্কার তুলিয়া কহিল,—আপনি কাল বলছিলেন না, রবিবাবুর পুরোনো গানের কথা? আমি আজ সেই গানটাই দেখছিলুম,—'তুমি যেয়ো না এখনি।' স্বরলিপি দেখে বাজিয়ে কেমন মনে হলো, ঠিক হচ্ছে

না,—এমন উৎসাহ তখন, যে, গাড়ী করে রায় বাহাদুরের বাড়ী চলে গেলুম। শৈলর কাছ থেকে সুরটুকু আদায় করে আনলুম··· শুনুন তো···শৈল কিন্তু বেশ গায়,—মাষ্টারটিও পেয়েচে ভালো···

গিরিজা কহিল,—রবিবাবুর গান অনেকের গলায় শুনেচি, কিন্তু ওঁর সুরে জীবন আছে···

মায়া কহিল,—হাঁ। মাঝে মাঝে ওর কাছ থেকে সুর আদায় করি আমরা। ওকে যে করে দিল-মহলে এনেচি, ওঃ! রায় বাহাদুর ভারী কড়া লোক, মেয়েকে একা কোথাও—ছেড়ে দিতে চান্ না অথচ মুখে কি বক্তৃতাই করেন, মেয়েদের আটকে রেখো না! আসলে, ওঁর চালটা ভারী aristocratic. পয়সার গরম আর কি!

গিরিজা কহিল,—কিন্তু ওঁর মেয়েটি কি খুব মিশুক? আপনি যে রকম বলচেন?

মায়া কহিল,—মেয়েটির মেজাজ বড় ঠাণ্ডা। খুব লাজুক···মেয়ে মার মতন। মা অনেক টাকা পেয়েছিলেন, পৈত্রিক,—ব্যবসা করতে গিয়ে রায় বাহাদুর তা উড়িয়ে দেন। তারপর ভাগ্যে ঐ যুদ্ধ বাধলো···ওঁর তেমন culture নেই তো···মিসেস্ চ্যাটার্জ্জীর হাতে পড়েই যা মানুষের মত হয়েচেন···

গিরিজা কোন কথা কহিল না; কেবলি ভাবিতেছিল, কি করিয়া ওখানে যাওয়ার কথা পাড়া যায়! একা যাইতে কেমন বাধিতেছিল, রায় বাহাদুরের সঙ্গে আলাপ হয় নাই! মিসেস্ চ্যাটার্জ্জী যাইতে বলিয়াছেন, এ কথা সত্য,—কিন্তু সেটুকুর উপর নির্ভর করিয়া যাওয়া—বিশেষ কাল মিসেস্ চ্যাটার্জ্জী যাওয়ার কথা তুলিয়াছেন, আর আজই···

এখন সুযোগ পাইয়া সে কহিল,—ভালো কথা, ওঁদের বাড়ী যাবার জন্য আমায় বলছিলেন কাল মিসেস্ চ্যাটার্জ্জী···তা, আপনি কি বলেন? মিসেস্ চ্যাটার্জ্জীকে দেখে আমার বেশ শ্রদ্ধা হয়েচে! চমৎকার lady···বেশ diginty আছে।

মায়া গিরিজার পানে চাহিল, কহিল,—যাবেন···? এখন? তার কথায় বেশ উৎসাহ।

গিরিজা কেমন যেন হতভম্বের মত হইল। সে কহিল,—এখন···? তা, আপনি যদি বলেন···মন্দ কি!···

মায়া কহিল,—গান শুনতে চাইছিলেন—তা আমার গান কি শুনবেন? তার চেয়ে চলুন, গান যাকে বলে, এমন গান শুনিয়ে দেবো···

বেয়ারা চা লইয়া আসিল। মায়া কহিল,—ছানার মুড়কি খাবেন কুমার বাহাদুর? আমার হাতের তৈরী···

দুই ঠোঁটে হাসির ঢেউ তুলিয়া গিরিজা কহিল,—আপনি নিজে তৈরী করেচেন! নিশ্চয় খাবো···

বেয়ারার পানে চাহিয়া মায়া কহিল—ওই মিঠাই লে আও···আজ যো-ডিশ্ বানায়া···

বেয়ারা চলিয়া গেল। গিরিজা কহিল—আপনার গুণের সীমা নেই, দেখচি···

মায়া গিরিজার পানে চাহিল, কহিল—গুণনিধি আমি···কি বলেন?

গিরিজা কহিল—নিশ্চয়। এই গান বাজনা লেখাপড়া—এ-

সবের মধ্যে থেকেও আপনি সেবা-পরিচর্য্যার দিকে এমন মনোযোগী …এ সত্যই অদ্ভুত…

মায়া কহিল—মোটেই না। ও আমার সখ! তাছাড়া যত পুরুষালি চালেই চলি না কেন, নারীর বৈশিষ্ট্য ত্যাগ করবো তা বলে?…

গিরিজা কহিল—আপনাদের সঙ্গে আলাপ হওয়ায় আমি সত্যই কৃতার্থ হয়েচি।…যদি রাগ না করেন, অকপটে আমার প্রকাণ্ড এক অপরাধ কবুল করি…আপনার বন্ধুত্ব-গর্ব্বে আমি এমন ধন্য হয়েচি যে, মনের সে ক্ষুদ্রতা, সে হীনতা আপনার কাছে প্রকাশ করতে না পারলে আমি যেন শান্তি পাচ্ছি না…

সকৌতূহলে মায়া গিরিজার পানে চাহিল। গিরিজা কহিল,—আপনাদের বেশভূষার পারিপাট্য, আপনাদের গান-বাজনায় অনুরাগ-প্রীতি, আর সভা-সমিতি গড়ে সেখানে ঐ আনন্দ-কলরব—এগুলো দেখে আমি ভাবতুম, এগুলো খেয়াল-ভরেই আপনারা করে যান! প্রজাপতির দল ফুলের আশে-পাশে স্বচ্ছন্দ ঘুরে বেড়ায় দেখে অনেকে ভাবে, অলস প্রজাপতির দল, পাখায় বাহার ছড়িয়ে ফুলে-ফুলে তার ঐ ঘুরে বেড়ানো শুধু অলস আনন্দ! কিন্তু সত্যই কি তাই? প্রজাপতি কাজের দিকে ভারী হুঁশিয়ার! সে তার ভাণ্ডারটি পূর্ণ করবার জন্যই ফুলে-ফুলে ঘুরে বেড়ায়। কাজেই আপনাদের স্বাধীন আর স্বচ্ছন্দ বিচরণেরও যে লঘু অর্থ আমি করবো, এ একেবারে অস্বাভাবিক নয়। আপনাদের সঙ্গে মিশে কিন্তু দেখ্‌চি, ঐ হাসি-খেলার মধ্যে কি নিপুণভাবেই আপনারা আপনাদের

মনকে গড়ে তুলচেন! সে মনের এমন শক্তি, এমন ধার যে দস্যুর বিপুল বিক্রমও তার সামনে ব্যর্থ হয়! এ যেন বহ্নিশিখা…এর স্পর্শে আশ-পাশের জঞ্জাল পুড়ে ছাই হয়…নির্ম্মম বর্ব্বরতা এ বহ্নি-শিখার স্পর্শে দগ্ধ হয়ে যায়…

গিরিজার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই মায়া কহিল,—এ বহ্নিশিখার দাহিকা-শক্তিই আপনি লক্ষ্য করেচেন! এ বহ্নিশিখা শুধু ঐ দস্যুর বিক্রমই দগ্ধ করে? না, তার সঙ্গে ঘর, বাড়ী, সুখ, আরাম, শান্তিও…? দাহের কাজে বহ্নি বিচার-বুদ্ধির কোনো ধার ধারে না তো!

গিরিজা এ কথার অর্থ না বুঝিয়া মায়ার পানে চাহিয়া রহিল। তার বিস্ময়ের সঙ্গে শ্রদ্ধা জাগিল—এ মেয়েটির কথায় যুক্তির সঙ্গে তেজও আছে বিলক্ষণ…

মায়া কহিল,—কি, জবাব দিতে পারচেন না যে! নারীকে বহ্নি এবং নিজেকে পতঙ্গ কল্পনা করে, পুরুষ বহু কাল ধরে কাব্যসুখ উপভোগ করে আসচে। সে উপমা…

গিরিজা কহিল,—মাপ করবেন…সে উপমার কথা আমার মনেও জাগে নি। ও উপমায় এমন মর্ম্মান্তিক অপমান…! আমার মনে জাগছিল, বহ্নিশিখার রূপের তীব্রতা, তাঁর দীপ্তি, কদর্য্যতা-নাশে তার শক্তির কথা…

বেয়ারা প্লেটে করিয়া ছানার মুড়কি লইয়া আসিল। গিরিজা কহিল,—ধন্যবাদ…অতিথি-সেবাতেও আপনার দরদ অপর্য্যাপ্ত!

মায়া কহিল,—আপনার বাক্‌পটুতা দেখচি সীমাহীন…নিন্, এখন খান্। আমি ততক্ষণ একটা গান গাই! তারপর চলুন, রায় বাহাদুরের

ওখানে যাওয়া যাক···আমাদের দিল-মহলের চাঁদা আদায় করবো— মিসেস্ চ্যাটার্জ্জি পঞ্চাশ টাকা দেবেন, বলেচেন···রায় বাহাদুর তা জানবেন না অবশ্য···

মায়া গিয়া আবার পিয়ানোর সামনে বসিল, এবং অবলীলায় গান ধরিল—

তুমি যেয়ো'না এখনি।
এখনো আছে রজনী···

গিরিজার মন আবার কল্পলোকে ভাসিয়া চলিল। তার সামনেও পথ বিজন, আঁধার সঘন·· এ আঁধার ঘুচাইয়া সারাক্ষণ এই আলোর পুরীতে পড়িয়া থাকিবার সামর্থ্যই বা তার কোথায়! এ-পুরীর দিকে ঘেঁষিবার পক্ষে ঐ আঁধার-ঘন বিজন পথ ছাড়া দ্বিতীয় পথও তার জানা নাই !···

আহার শেষ হইলে গিরিজা কহিল,—আপনি কিছু মনে না করেন যদি তো একটা প্রশ্ন···?

মায়া কহিল,—অসঙ্কোচে সে প্রশ্ন করতে পারেন।

গিরিজা কহিল,—আপনাকে একা দেখচি। আপনার মা, বাবা, ভাই, বোন···?

ম্লান হাসি হাসিয়া মায়া কহিল—আমি একলাই থাকি। সংসারে এসেই যাঁদের স্নেহ-প্রীতিতে ধন্য হয়েছিলুম, তাঁদের কাকেও ধরে পাশে রাখতে পারিনি !

মায়ার স্বরে বিষাদের রেশ !

গিরিজা বুঝিল, হয়তো মৃত্যুর কালি-রেখা !···মায়া কহিল,—আপনার

মনে দ্বিতীয় প্রশ্ন হয়তো এই জেগেচে, যে, আমি বালিকা নই...এবং একেবারে দীন-দরিদ্রও নই, এ-অবস্থায় একা থাকি কেন! নারীর যা একমাত্র গতি...বিবাহ করে স্বামীর আনুগত্য, সাহচর্য্য...

গিরিজা মায়ার পানে চাহিয়া রহিল। মায়া একটু স্তব্ধ চকিত থাকিয়া পরে কহিল,—বাঃ, ওই জিনিষ...ও পড়ে থাকবে! না, না, প্লেটটা নিন্, শেষ করুন।...চা আর এক পেয়ালা দেবে?

গিরিজা কহিল,—না...বেশ! এটুকু পড়ে থাকবে না...

মায়া বাহিরের পানে তাকাইল; তারপর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল—দেখুন, আমি পেসিমিষ্ট...! আমার কিছু পয়সা আছে, এবং শিক্ষায় বা চেহারায় একেবারে অচল নই...দু-চারজন গভীর অনুরাগ-ভরে বিবাহে বরণ করবার প্রস্তাব জানিয়ে ছিলেন; কিন্তু আমার গা কেঁপে ওঠে বিবাহের প্রসঙ্গে! মানুষের সঙ্গে এত মেলামেশা করেও মানুষকে চিনে উঠতে পারচি না! একটা কাহিনী বললেই বুঝবেন। এক তরুণ ব্যারিষ্টার আমার প্রতি সহসা দরদী হয়ে ওঠেন, আমার মনও একেবারে অচঞ্চল ছিল না—সহসা তাঁর অতি-গোপন একটা প্রণয়-ব্যাপার আমার কাছে প্রকাশ হয়ে পড়লো। তার মধ্যে নৃশংসতা ছিল, বর্ব্বরতা ছিল, তা' ছাড়া ছিল পাপের সুগভীর কালি! আমি শিউরে সরে এলুম। অথচ তাঁর সঙ্গে মেলামেশায় তিনি আপনার কোথাও গোপনতা রাখেন নি।

গিরিজা শিহরিয়া উঠিল, কহিল,—দেখুন, মানুষের সঙ্গে কারবার করতে বসলে মানুষকে নিছক খাঁটি পাবেন না। ধূলো-মাটির উপর দিয়ে চলতে গেলে পায়ে ময়লা লাগবেই...সে ধূলো-মাটি যদি কেউ ঝেড়ে

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

সুখ-দুঃখ

রায় বাহাদুরের গৃহে গিরিজা দুদিনেই একটা মোহের সৃষ্টি করিয়া তুলিল। সাহেবী চাল-চলন সহ্য ধরা; কাজেই সারদাসুন্দরীর চির-সংস্কার-গত চিত্ত এই সুশ্রী তরুণটির প্রতি মায়া-মমতায় পরিপূর্ণ হইল। এমন একটি জামাই পাই, এ বাসনা বাঙালী মেয়ের মার একেবারে অন্তরের বস্তু, সেই বাসনাই সারদাসুন্দরীকে গিরিজার প্রতি মমতাময়ী করিয়া তুলিল।

আর শৈল? গিরিজার কমনীয় সুশ্রী মূর্ত্তি, তার ললিত কণ্ঠ, সুর-ব্যঞ্জনার সুমধুর ভঙ্গী—এগুলা তার ভালো লাগিত। তার চেয়ে গিরিজার মুখের আলোচনা-গল্প আরো ভালো! এত খবরও তার জানা আছে···সাহিত্য-বিজ্ঞান, দেশ-বিদেশের বিচিত্র ইতিহাস··· আর এমন অপরূপ কৌশলে এ-সব কথা সে বলিতে পারে যে, তার সঙ্গ এ গৃহে বিশেষ কাম্য হইল।

সারদাসুন্দরী স্বামীকে জানেন। এত পয়সার উপর আধিপত্য আজ মিলিলেও প্রথম বয়সের সেই দারিদ্র্য-দুঃখ মনকে সংশয়াতুর করিয়া তুলিয়াছিল বিলক্ষণ। মনের সেই সংশয়ের ফলে আজ সব রকমের নব আগন্তুক অতিথিকে সবিশেষ পরীক্ষা করিবার দুর্নিবার আগ্রহ তাঁর ও অতিথি-অভ্যাগতের মধ্যে একটা ব্যবধান রচিয়া আসিতেছে

সম্মানে। গিরিজার সঙ্গে আলাপ সারদাসুন্দরীর ভালো লাগিতেছে, তার সঙ্গে এতখানি ঘনিষ্ঠতা…স্বামীর ভালো লাগিবে কি না, এই আশঙ্কায় সারদাসুন্দরী বেশ সতর্ক হইয়া গিরিজাকে নিমন্ত্রণ করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যার দিকে রায় বাহাদুর প্রায় বাহিরে থাকেন—সারদাসুন্দরী ঐ সময়টুকু গিরিজার জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া বলিয়া দিলেন—তুমি বাবা বিকেলে এসো…তোমার কাছে শৈল গান-বাজনা একটু করুক। পঙ্কজবাবু শেখাচ্ছেন বটে, কিন্তু এর উপর তোমারো একটু লক্ষ্য থাকুক—তাতে ফল ভালো বৈ মন্দ হবে না। আমিও একটু গান শুনবো, এ-সখটুকু আমার আজীবন আছে!

সেদিন গিরিজা যখন মায়া দেবীর কাছে নিত্যকার মত আসিয়া দাঁড়াইল, মায়া কহিল—আজো কি আমার দরকার হবে কুমার বাহাদুর আপনাকে পৌছে দিয়ে আসতে?

কথাটা লঘু কৌতুকের ছলে উচ্চারিত হইলেও মায়া ছোট একটা নিশ্বাস কিছুতেই চাপিয়া রাখিতে পারিল না।

গিরিজা একটু সঙ্কুচিত হইল,—মায়ার উপর পীড়ন করিতেছে বলিয়া নয়! তার মনে হইল, মায়া দেবী কি ধরিয়া ফেলিয়াছেন, ওখানে সে নিত্য ছোটে কি আশা বুকে লইয়া? কিসের পিপাসায়? তাই এ লজ্জা! গিরিজা কহিল,—আপনার কষ্ট হচ্ছে খুব—না?

মায়া কহিল—একটা ছোট কাহিনী শুনবেন? বলি, শুনুন—ইস্পাতের ফলা গাছ-তলায় পড়ে ছিল, নেহাৎ অনাদরে, সঙ্গীহীন অবস্থায়। গাছ তাকে নিত্য দেখে ঐ ভূমিশয্যায় তার পায়ের কাছে!

দুজনে বন্ধুত্ব হলো। গাছ ইস্পাতের ফলাকে ডেকে এক দিন বললে,—তোমায় অমন মন-মরা দেখি কেন, বন্ধু ? এই বসন্তের বাতাসে আমার সর্ব্বাঙ্গ উল্লাসে নেচে ওঠে—কিন্তু তুমি অমন চুপটি করে এক-ভাবেই পড়ে আছো, অতি দীর্ঘ-দীর্ঘ কাল ধরে···কি হলে তুমি আনন্দ পাও ? জীবনকে সার্থক করতে পারো ? বলো তো বন্ধু। ইস্পাতের ফলা বললে—চারিদিকে জীবনের এই মুক্ত প্রবাহ দেখে, কাজের সজীব কলরব শুনে আমি যেন আকুল হয়ে উঠি। আমি একেবারে অকেজো জড় মূঢ় পড়ে আছি—দুনিয়ায় নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় জঞ্জালের মত···এই আমার বড় দুঃখ, বন্ধু ! গাছের মমতা হলো—আহা, বেচারী —কাজের জন্য এমন আকুল, অধীর ! গাছ বললে,—আমি তোমায় কোনো সাহায্য করতে পারি ? বলো,—কুণ্ঠা করো না। ইস্পাতের ফলা বললে,—পারো। তুমি তোমার একটা শুক্‌নো ডাল যদি আমায় দাও, তাহলে আমি জীবনটাকে কাজের যোগ্য করে তুলতে পারি। নির্ব্বোধ গাছ ইস্পাতের কথায় ভুলে একটা শুষ্ক ডাল তাকে উপহার দিলে। ইস্পাতের ফলা মহা-খুশী হয়ে তখনি সেটাকে আশ্রয় করে কুঠারের মূর্ত্তি ধরে জেগে উঠলো এবং জাগবামাত্র তার বহুদিনকার জড়তা ভেঙ্গে কাজের নেশায় সে প্রমত্ত হলো ! এই প্রমত্ততার বেগে সে ঐ গাছের গোড়াতেই সজোরে কোপ বসালে—গাছ হুড়-মুড় করে ভেঙ্গে ধরণীতে লুটিয়ে পড়লো। ইস্পাতের ফলা কাজের নেশায় মেতে গাছের ডালপালা কুচি-কুচি করতে লেগে গেল—ধার শাণানো চাই···কাজ চাই···কাজ ! রিক্ত গাছ তার আঘাতে বেদনার নিশ্বাস ফেলে বললে,—তোমার কোথাও বাধচে না, বন্ধু ? আমার 'পরে এই নির্ম্মম আঘাত ?

ইস্পাতের ফলা বললে,—কাজ চাই, কাজ···কাজ না পেলে আমার জীবন সরস থাকবে না, সফল হবে না···! আচ্ছা, বলুন তো, ইস্পাতের জীবন সফল হচ্ছে দেখে নিজে তার নির্ম্মম আঘাত ডালে ডালে লাভ করে গাছের কি কোনো কষ্ট হয় নি ?

বিস্ময়ে গিরিজা মায়ার পানে চাহিল—এ মস্ত হেঁয়ালি ! সে কহিল,—এ যে মস্ত হেঁয়ালি, মায়া দেবী···এর অর্থ ?

মায়া আর একটা নিশ্বাস অতি-কষ্টে চাপিয়া কহিল—হেঁয়ালি হেঁয়ালিই—তার বুঝি সব সময়ে অর্থ থাকে ?

একটা ক্ষুদ্র সংশয় গিরিজার বুকে বিঁধিল—কিন্তু মুহূর্ত্তেই তা ঝরিয়া গেল। সে দেখিল, মায়ার হাবে-ভাবে কোথাও এতটুকু কুণ্ঠা নাই—বেশ সহজ ভঙ্গী !

গিরিজা কহিল,—তা হলে আপনি যাবেন না ?

মায়া কহিল—আমার যাবার দরকার তো আর বোধ করচি না। আলাপ করিয়ে দিয়েচি—এখন আপনি সেখানে মস্ত খাতিরের অতিথি।···আমার সঙ্গ হয়তো বহু বিঘ্নের সৃষ্টি করতে পারে। তাছাড়া ক'দিন দিল-মহলের কাজেও গাফিলি ঘটে গেছে বিস্তর !···একটা ভুলকে আঁকড়ে ধরতে তার পিছনে ছুটেছিলুম নির্ব্বোধের মত।—এ তৃতীয় ভুল। আশ্চর্য্য আমার মন···আপনি দয়া করে আমায় ছুটী দিন। আজ একলাই যান···

গিরিজা কহিল—আপনার যদি অসুবিধা হয় তো কাজেই একা যাবো আমি। তবু কি জানেন ..

মায়া কহিল—আমি জানি···এবং যা জানি, তার বেশী আর

জোর করে জানাবেন না—এইটুকু শুধু দয়া রাখুন আমার উপর···

গিরিজা অবাক্! সেই সহজ সুন্দর মায়া···আজ তার সব কথাগুলাও তেমন সুস্পষ্ট বোঝা যাইতেছে না তো···

গিরিজা ধীরে ধীরে চলিয়া যাইতেছিল, মায়া কহিল—রাগ করলেন?

গিরিজা কহিল—না, রাগ কেন হবে, মায়া দেবী?

মায়া কহিল,—আপনার সঙ্গে যাচ্ছি না বলে? তার মুখে-চোখে মমতার স্নিগ্ধ দীপ্তি!

গিরিজা এ কথার কোন জবাব দিল না। মায়া কহিল,—একটু অপেক্ষা করুন···আমি পাঁচ মিনিটে তৈরী হয়ে আসি···

কথাটা বলিয়া মায়া চকিতে অদৃশ্য হইয়া গেল। গিরিজা স্তব্ধ বসিয়া ভাবিতে লাগিল, মায়া দেবী হঠাৎ এমন হেঁয়ালির ছন্দে আলাপ-আলোচনা করিলেন কেন?···ভাবিয়া সে কিছুই স্থির করিতে পারিল না।

পাঁচ মিনিট পরে মায়া ফিরিল। গিরিজা কহিল,—আপনি ভুল বুঝচেন, মায়া দেবী···আমি এতটুকু রাগ করিনি। আপনার যদি অসুবিধা হয়, তাহলে নাই গেলেন আপনি!···আপনার আরো পাঁচটা কাজ আছে তো!···

মায়া দেবী কহিল,—তবে একাই যাবেন? বেশ। কিন্তু যাবার আগে একটা গান শুনে যান···আপনি বলেছিলেন যে-গানের কথা—রবিবাবুর সেকালের লেখা গান—সেই···কথা ছিল তারে বলিতে···

গিরিজা তন্ময় চিত্তে গান শুনিতে লাগিল। স্বরে কি আবেগ! গাহিতে গাহিতে মায়ার দুই চোখ ছলছলিয়া আসিল। করুণ হতাশ্বাসে তার কণ্ঠ আর্দ্র হইল···সে আবেগের তীব্রতায় গিরিজার বুক দুলিয়া উঠিল। তার মনের মধ্যে কে যেন সবেগে কহিল,—এ জীবনের পথে চলিতে চলিতে কত লোকের সঙ্গেই দেখা হয়! কথা সকলের সঙ্গে চলে না···চলিতে পারে না—কিন্তু কাহারো সঙ্গে দুটি কথা কহিবার বড় সাধ জাগে। প্রাণের অতি-গোপন দুটি কথা··· সে কথা কহিতে এত বাধা কেন? কিসের বাধা? দিন নাই, রাত নাই, বিজনে লোকের কলরবে বসিয়াও পূরবী রাগে সে কথার কি মালাই না মানুষ গাঁথে! আকাশে-বাতাসে সে কথা ব্যাপিয়া ওঠে—সে-কথায় চারিদিক ভরপূর হয়···

মায়া গাহিতেছিল—

সে কথা লইয়া খেলি, হৃদয়ে বাহিরে মেলি.
মনে মনে গাহি কার মন ছলিতে!
কথা ছিল তারে বলিতে!

গানের মত গান···গাহিতে বসিয়া মায়ার কণ্ঠ বেদনায় আতুর হইয়া উঠিল, অন্তরের গাঢ় বেদনায় দুই চক্ষু সজল!···

গিরিজা কহিল,—দেখুন তো, এ-সব গান অবহেলায় ফেলে রাখচেন আপনারা···?

মায়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—আমায় চেতনা দিয়েচেন আপনি···সেজন্য আমার অজস্র ধন্যবাদ নেবেন। এ ঋণ কি কখনো ভুলবো আমি?···

গিরিজা চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল—কখন্ যাত্রা করিবে। মায়ার শেষ কথাটুকু সে তেমন লক্ষ্য করে নাই! গিরিজা কহিল,—তাহলে চলুন···

মায়ার মন হা-হা করিয়া উঠিল। গান শোনার এত সখ! নিমেষে সে সখ মিটিয়া গেল! কি গাহিলাম, কেন গাহিলাম, কেমন গাহিলাম, সে সম্বন্ধে কোনো কথা নয়! একটা নিশ্বাস ফেলিয়া মায়া কহিল,—আপনার যখন ইচ্ছা, বেশ,···

ছুজনে উঠিল এবং আসিয়া রায় বাহাছুরের গৃহে উপস্থিত হইল।

শৈলর মুখে-চোখে আনন্দের কি দীপ্তি! যে-শৈল লজ্জাবতী লতাটির মত মুদিয়া থাকিত, আজ সূর্য্যমুখীর মত তার দীপ্ত মূর্ত্তি··· মায়ার তা লক্ষ্য এড়াইল না।

শৈল অভ্যর্থনা করিল। মায়া কহিল—আমি তাহলে বিদায় নিতে পারি···শৈল? কিন্তু যাবার আগে একটা কথা বলে যাই তোকে চুপিচুপি।

শৈলকে টানিয়া সে এক ধারে লইয়া গেল, তারপর মৃছু স্বরে কহিল—তোমার নির্ব্বাচন ভালো। পরিচয় আমি জানি না; তবে চোখের চাহনি আর মুখের কথা ছু'একদিনের জন্য মানুষ ফরমাশী রকমে গড়তে পারলেও চিরদিন সে কৃত্রিম সাজ তাঁর থাকে না। তা থেকে যে পরিচয় মেলে, মানুষের তার চেয়ে আর-বেশী পরিচয় গেজেটে থাকে না, কেতাবেও না! ছুনিয়ায় কত মানুষ ঐ কথার কাঙাল হয়ে দিন কাটায়—তাও কি পায়?···আসি তাহলে কুমার বাহাছুর···

গিরিজা কহিল,—কষ্ট করলেন শুধু-শুধু···নেহাৎ যাবেন?

মায়া কহিল,—সঙ্গীত-চর্চ্চা ছু'জনেই ভালো হয়···আমি তা জানি। তার বেশী লোক থাকলে হট্টগোলের সীমা থাকে না।

গিরিজা কহিল,—তাহলে আমার গাড়ী আছে তো···তাতেই···

মায়া কহিল,—ধন্যবাদ···ঘণ্টাখানেক গাড়ীখানা রাখতে পারি? আমার একটু কাজ ছিল···

গিরিজা কহিল,—বেশ, কোন আপত্তি নেই...

মায়া কহিল,—আবার ধন্যবাদ !···

মায়া চলিয়া গেল। শৈল তার পানে একাগ্র দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। গিরিজা কহিল,—কি দেখচেনন?

শৈল কহিল,—ও যেন কেমন হেঁয়ালি হয়ে উঠচে···

গিরিজা কহিল,—তার মানে?

শৈল কহিল,—আমায় একধারে নিয়ে গিয়ে কি যে বললে···

হাসিয়া গিরিজা কহিল,—আমিও তাই লক্ষ্য করেচি···আমার সঙ্গেও ছু-চারটে হেঁয়ালির কথা কয়েচেন···

শৈল একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—আসুন। মা কিন্তু বাড়ী নেই। আমার এক মাসিমা এসেচেন বাতুড়-বাগানে; তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেছেন···

গিরিজাকে আনিয়া শৈল ড্রয়িং রুমে বসাইল। তারপর নিজে একটু দূরে গিয়া এক কোণে চুপ করিয়া বসিল; বসিয়া মুখ নত করিল···

গিরিজা কহিল,—চুপ করে বসলেন যে··?

শৈল কহিল,—আপনি আগে গান···সেই কাল যেটা গাইছিলেন··· তার সুরটা আমি শিখতে চাই···

গিরিজা কহিল,—আপনার কেমন হলো, শুনি না…?

শৈল কহিল—না। আগে আপনি গান…আমার সে সুর কিছুই হয়নি। আমি পারবো না। তার অধর-পুটে সলজ্জ হাসি!

গিরিজা কহিল,—বটে, দুষ্টুমি হচ্ছে…

গিরিজাকে অগত্যা উঠিতে হইল; এবং সে গাহিল।…

চা আসিল। শৈল কহিল—চা খান…

গিরিজা কহিল,—একটা কথা ছিল…

—কি?

গিরিজা কহিল,—আজ আমি বিদায় নিতে এসেচি…আপনারা আমায় বড্ড প্রশ্রয় দিয়েচেন। এতখানি স্নেহ দাবী করার যোগ্যতা আমার নেই। আপনারা জানেন না তো…

গিরিজা শৈলর পানে চাহিল। তার মুখখানি বেলা-শেষের পদ্মের মত ম্লান! গিরিজার বুক বেদনায় দুলিয়া উঠিল।

গিরিজা কহিল,—এতে আমার খুবই ব্যথা বাজবে, কিন্তু উপায় নেই!

শৈলর দুই চোখের পিছনে এক আর্ত্ত বেদনা সজল বাষ্পাকারে ঠেলিয়া আসিল।

বাহিরে মোটর আসিয়া দাঁড়াইল। একটা বড় নিশ্বাস ফেলিয়া শৈল উঠিয়া দাঁড়াইল, কহিল,—মা বুঝি ফিরলো…দেখি…

শৈল ধীরে ধীরে বাহিরের দিকে গেল, গিরিজা মুগ্ধ দৃষ্টিতে তার পানে চাহিয়া রহিল। তার বুকের মধ্যে ঝড় বহিতে লাগিল। সে কোথায়, কোন্ পাতালের অন্ধ গহ্বরে পড়িয়া আছে—সারা অবয়বে

সে-অন্ধকারের কদর্য্য ছোপ্—আর এরা…? স্বর্গলোকের জীব—আলোর রশ্মি যেন!…

শৈল তখনি ফিরিল,—তার পিছনে,…মা নয়—রায় বাহাদুর। রায় বাহাদুরের শুষ্ক রুক্ষ মুর্ত্তি, চোখে কঠিন দৃষ্টি! আর শৈল? ভয়ে সে একেবারে পাংশু!

গিরিজা উঠিয়া দাঁড়াইল,…রায় বাহাদুর তার দিকে অগ্রসর হইয়া আসিলেন,—তাঁর চোখের কঠিন দৃষ্টি গিরিজার গায়ে যেন ছুঁচের মত বিঁধিল। রায় বাহাদুর প্রশ্ন করিলেন,—আপনি…?

গিরিজা অপ্রতিভ হাসি হাসিয়া কহিল—মিসেস্ চ্যাটার্জ্জী আমায় আসতে বলেছিলেন…

রায় বাহাদুর কহিলেন,—কিন্তু তিনি বাড়ী নেই…

গিরিজা কহিল—না। তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিলুম…

অত্যন্ত সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে গিরিজার আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া রায় বাহাদুর শৈলর পানে চাহিলেন, ডাকিলেন—শৈল…

শৈল বাপের পানে চাহিল, যেন বাত্যাক্ষুব্ধ পত্র-পল্লবের মত!…

রায় বাহাদুর কহিলেন—এঁকে এখানে এনে বসিয়েচো তুমি…?

শৈল ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, হাঁ।

রায় বাহাদুর কহিলেন,—বললে না কেন, তিনি বাড়ী নেই… অন্য সময় এলে দেখা হবে?…

গিরিজা ভীত হইল…মেয়েকে কঠিন বচনে এখনি…

শৈল কহিল,—মা বলে গেছলো, উনি এলে আমি যেন বসাই…তার স্বর শান্ত, কোমল।

রায় বাহাদুর কহিলেন,—হুঁ···বলিয়া দৃষ্টিকে যতখানি কঠিন করা যায়, ততখানি কঠিন করিয়াই তিনি গিরিজার পানে চাহিলেন, তারপর বেশ দৃপ্ত বলে পায়ের তলার মেঝে মাড়াইয়া সে ঘর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

শৈল ও গিরিজা দু'জনে চুপ—কাহারো মুখে কোনো কথা নাই! যেন কাছে এখনি বজ্রাঘাত হইয়া গিয়াছে—ভয়ে-ভাবনায় দুজনে তাই স্তম্ভিত!···

স্তব্ধতা ভাঙ্গিয়া গিরিজা প্রথমে কথা কহিল, বলিল,—আমি তাহলে আজ আসি। আপনার বাবা বোধ হয় পছন্দ করেন না আমার এখানে আসা···

শৈল করুণ ম্লান নয়নে গিরিজার পানে চাহিল, কহিল—না··· একটু বসুন।···

গিরিজা কহিল—কিন্তু···

শৈল কহিল,—বাবা অমনি···যাকে চেনেন না, তার উপর প্রথমটা এমন ভাব দেখান যে মা আর আমি লজ্জায় এতটুকু হয়ে যাই!

বেয়ারা আসিয়া কহিল—সাহেব সেলাম দিয়েচেন, দিদিমণি···

শৈল কহিল—যাচ্ছি।···তারপর গিরিজার পানে চাহিয়া কহিল, —আপনি একটু বসুন···যতক্ষণ আমি না ফিরি, ততক্ষণ অন্ততঃ···

শৈল চলিয়া গেল; আর গিরিজা কেমন হতভম্বের মত বসিয়া রহিল।

দেওয়ালের গায়ে মস্ত ঘড়ি···তার পেণ্ডুলামটা নির্দ্দিষ্ট যতি-তালে

দুলিতেছিল। ঘড়ির বড় কাঁটা ধীরে ধীরে তার যাত্রা-পথে অবাধে চলিয়াছে—গিরিজা ঐ ঘড়ির পানে চাহিয়া ছিল।…পাঁচ মিনিট, দশ মিনিট কাটিয়া গেল—শৈল ফিরিল না। গিরিজার মনে হইল, এ যেন এক যুগ! পাশে কোন্ বাড়ী হইতে পিয়ানোর ঝঙ্কার অজস্র মধুরতায় ভরিয়া বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছিল!…

গিরিজা ভাবিল, নিঃশব্দে সে চলিয়া যাইবে? . তাই ঠিক…! কিন্তু শৈল…? বলিয়া গেলেন,—অপেক্ষা করিতে। যতক্ষণ তিনি না ফেরেন, অন্ততঃ ততক্ষণ অবধি!…কিছু না বলিয়া চলিয়া গেলে তিনি যদি ভাবেন, তাচ্ছল্য করিলাম?…কাজেই সে বিমূঢ়ের মত নিস্পন্দ বসিয়া রহিল।…

শৈল ফিরিল, তার দুই চোখ বেদনায় আচ্ছন্ন! ঠোঁটের কোণে সে-হাসির রেখাটুকু মুছিয়া গিয়াছে!

গিরিজা কহিল,—আমি তাহলে আসি…

শৈল চারিধারে চাহিল, তারপর কহিল,—বাবার এমন রাগ আমি কখনো দেখিনি…

গিরিজা কহিল—এ রাগ হওয়া সম্ভব। আমি তাঁর অজানা… আমায় এ-ভাবে আপনারা গ্রহণ করচেন, তাঁর বিনা-অনুমতিতে…

শৈল কহিল—বাঃ! মা তো বলেচে আপনাকে আসতে…

গিরিজা কহিল—আমি চলে গেলেই আপনার বাবা শান্ত হবেন!

শৈল কহিল,—বাবা কেন যে মিছিমিছি রাগ করচে! আমি গান শিখতে চাই…আপনার কাছে। পঙ্কজবাবুর কাছে শিখি তো! কি সরল প্রাণের সহজ উচ্ছ্বাস! গিরিজা অভিভূত হইল।

শৈল কহিল—মা এলে আমি বলবো···কেন তোমরা ওঁকে আসতে বলো এ-ভাবে···

শৈলর কথা শেষ হইল না। তার চোখে জল আসিল।

গিরিজা কহিল,—আপনি দুঃখ করবেন না। আমি আজ বিদায় নিতেই এসেছিলুম। আমার ভাগ্যচক্র সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে আমায় চালিয়ে নিয়ে যাবে—অন্ধকারে-অস্পষ্ট সে-পথ···এ নিমেষের আলোয় যেটুকু পেয়েচি, আপনাদের এই স্নেহ, মায়া···ভবিষ্যতে আমার বহু দুর্দ্দিনে তা আমায় প্রচুর শান্তি দেবে···এই আলোর রেখা সোনার বর্ণে আমার বুকে জেগে থাকবে চিরদিন···

অধীর আগ্রহে শৈল গিরিজার পানে চাহিয়া ছিল, কহিল—আপনি এখানে আর আসবেন না?

গিরিজা কহিল—আসবো বৈ কি। এখানে আসার যোগ্যতা যদি কোনো দিন লাভ করতে পারি, সেদিন আবার আমি আসবো। আমার বিশ্বাস, সেদিন আপনার বাবা আর আমায় দেখে বিরক্ত হবেন না। আপনার মাকে আমার প্রণাম জানাবেন। তাঁকে বলবেন···

এ-কথাগুলা শৈলর ছোট বুকে বাজের মত বাজিল। সে ভুলিয়া গেল...এ দুনিয়ায় আইন-কানুনের কঠিন বাঁধন, বিধি-নিষেধের নির্দ্দিষ্ট গণ্ডী···একেবারে অসহ্য অধীরতায় গিরিজার হাত ধরিয়া সে কহিল,—আপনি কোথায় যাবেন?

নিশ্বাস ফেলিয়া গিরিজা কহিল,—দূরে, অনেক দূরে···

শৈল কহিল—কেন?

ছোট প্রশ্ন—কিন্তু তার মধ্যে কি আবেগ, কি মমতা, কি করুণা!

গিরিজা হাসিল, যে-হাসি অশ্রুর বন্যায় নিমেষে ফাটিয়া চূর্ণ হয়, সেই হাসি! হাসিয়া গিরিজা কহিল,—থাকবার যে আমার কোনো উপায় দেখ্‌চিনে। দুনিয়াকে ভুল বুঝে, দুনিয়ার মানুষকে বে-দরদী ভেবে আমি এখানকার দাঁড়াবার জায়গাটুকুকে অবধি পায়ের ঠোক্করে চূর্ণ করে ফেলেচি···এই অবধি বলিয়া গিরিজার হুঁশ্ হইল, এ সে কি করিতেছে—কি উন্মত্ততার ঘোরে বেচারী বালিকার অনভিজ্ঞ সরল প্রাণে দারুণ দুঃখের পরশ দিতেছে!··· না, না···

কণ্ঠস্বর সহজ করিয়া লইয়া গিরিজা কহিল,—আসবো বৈ কি, আবার আসবো। মাকে বলবেন, নিমেষের হলেও তাঁর স্নেহ আমার সমস্ত জীবন ব্যেপে জেগে থাকবে···চিরদিন, চিরদিন···মরণের অন্তিম মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত···

শৈল কাঠের পুতুলের মত নিস্পন্দ দাঁড়াইয়া রহিল। তার চেতনার সঙ্গে বাহিরের প্রকাণ্ড বিশ্ব আপনার রুদ্র মত্ত আস্ফালন-সমেত বিলুপ্ত-প্রায় হইয়া গিয়াছে···

সহসা মার মধুর কণ্ঠে চির-মধুর আহ্বান জাগিল—যেন অমৃতের পরশ! সারদাসুন্দরী কহিলেন—কি করচো তোমরা?

এ-প্রশ্নে সহসা চেতনা পাইয়া দুজনে সরিয়া দাঁড়াইল। মাকে দেখিয়া মার বুকে মুখ রাখিয়া শৈল কাঁদিয়া ফেলিল, কহিল,—উনি কি বলছিলেন সব···শোনো মা···

মা কহিলেন,—কি···বলো তো, বাবা?

গিরিজা কহিল,—আমি বলছিলুম, আমায় দূরে যেতে হবে··· আপনার সঙ্গে দেখা হলো না—তাই···

সারদাসুন্দরী কহিলেন,—কোথায় যাবে তুমি? দেশে? কাজ আছে বুঝি?

গিরিজা কহিল,—কাজই, মা…তাই বলছিলুম যে আমার স্নেহ-হীন জীবনে আপনাদের এ স্নেহ মণি-দীপের মত উজ্জ্বল হয়ে জেগে থাকবে চিরদিন…

সারদাসুন্দরী কহিলেন—কত দিন বাইরে থাকবে?

গিরিজা হাসিল, হাসিয়া কহিল,—তা ঠিক বলতে পারছি না। ফেরবার সময় হয়েচে বুঝলেই আমি ফিরবো। ফিরবো বৈ কি—নিশ্চয় ফিরবো।

সারদাসুন্দরী কহিলেন—আচ্ছা, সে কথা পরে—এখন বসো, একটু গল্পসল্প করি। এক দিন এসে এমন মায়া গড়ে তুলেচো আমার মনে, যে, মার পেটের বোন্‌কে দেখতে গিয়েও সুস্থির হতে পারিনি, কেবল ভাবছিলুম, তুমি চলে গেলে আর দেখা হবে না…

গিরিজা বিস্মিত হইল—এ কি বস্তু, ভগবান—নারীর চিত্তে এই মমতা এই মায়া…অজানা অচেনা বাহিরের লোককে নিমেষে মন্ত্রের মত অভিভূত করিয়া ফেলে, তার সব মলিনতা ঘুচাইয়া বুকে মণির পরশ বুলাইয়া দেয়!—তার সাধ হইয়াছিল, এই স্নেহ, এ মায়ার চরণ-মূলে আপনাকে সে লুটাইয়া দেয়—জীবনের দ্বন্দ্ব কোলাহল হইতে সরিয়া নিভৃত অন্তরালে একটু শান্তির নীড়… এমন নিরাময় নিশ্চিন্ত আশ্রয় আর কোথায় মিলিবে!—কিন্তু, রায় বাহাদুর…তাঁর সে কঠিন দৃষ্টি প্রলয়ের জ্বলন্ত অগ্নির মত চোখের সামনে নৃত্য-ভঙ্গিমায় জাগিয়া উঠিল! গিরিজা কহিল—

• উনি পছন্দ করেন না আমার এখানে আসা—ওঁর এ অনিচ্ছা···

মা কহিলেন—কার···?

শৈল কহিল—বাবার। আমায় এমন সব কথা বলেচে···

মা কহিলেন—বটে। আচ্ছা, আমি দেখচি···ওঁর মত মানুষ সকলে তো হতে পারে না···প্রাণের দাবীর পানে চেয়েও দেখেন না! পৃথিবীখানা সত্যি শুধু টাকা-পয়সা দিয়েই রচা নয়।···

মার কথায় একটু ঝাঁজ ফুটিল,—রাগ, অভিমান, ক্ষোভ···

মা চলিয়া গেলেন। গিরিজা শৈলর পানে চাহিল, শৈল তার পানে চাহিয়া ছিল। শৈল কহিল—কেমন এখন পালান, দেখি···

গিরিজা কহিল,—পালাবার সব পথ আপনারা বন্ধ করে দিচ্ছেন··· কিন্তু কেন! কেন! কেন এ সোনার শৃঙ্খল···? আপনারা জানেন না···

স্বরে ভর্ৎসনার রেশ মিশাইয়া শৈল কহিল—জানতে চাই না। আপনার কি হয়েচে, বলুন তো আজ? খালি খালি···দাঁড়ান, গোলাপ-জল আনি, এনে আপনার মাথায় ঢেলে দি···মাথা ঠিক্ হয়ে যাবে'খন।

দীপ্ত বহ্নিশিখার মত এ ভর্ৎসনা বুকের সব অন্ধকার চিরিয়া ফাঁশাইয়া দিল। গিরিজা একটা নিশ্বাস ফেলিয়া চক্ষু মুদিল; শৈল গিয়া জানালার ধারে দাঁড়াইল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

তপ্ত রেখা

বারাকপুরে পৌঁছিতে রাত এগারোটা বাজিল। শ্যামল সারা দিন কি কাজে ঘুরিয়া বাংলায় ফিরিয়া বাহিরের বারান্দার ইজি চেয়ারে পড়িয়াছিল, গিরিজাকে দেখিয়া কহিল,—ব্যাপার কি, বল তো··· মুরারি সেনের লোক, মুরারি সেন নিজে এসে এসে ফিরে যাচ্ছে··· শুনলুম, তোমার পাত্তাও পায়নি। দুদিন এখানে ছিলুম না—এতখানি বিষম বিশৃঙ্খলা জাগিয়ে তুলেচো! আজ ছত্তরমলের কথায় ফিরেচি··· এতক্ষণ ছিলে কোথায়? কি করছিলে?

গিরিজা কহিল,—এতগুলো প্রশ্ন করে গেলে যে মনে রেখে সব কটার জবাব দেওয়া আমার সঙ্গে সম্ভব নয়। তুমি প্রশ্নগুলো একটা কাগজে লিখে দাও···আমি কৌন্সিলের home-memberএর মত একটু-একটু সংক্ষিপ্ত জবাব দি।

শ্যামল উঠিয়া বসিল, কহিল—আচ্ছা, প্রথম প্রশ্ন এই যে মুরারি সেনের পাশ কাটিয়ে সরে থাকচো কেন? মোটা টাকা—বেজায় বেকুবি হচ্ছে···হাতে এনে দিচ্ছে···শুধু নেবার ওয়াস্তা···

গিরিজা বাহিরের দিকে তাকাইয়াছিল···মিঠা হাওয়া ঐ গাছের পাতা কাঁপাইয়া মৃদু গতিতে বহিয়া চলিয়াছে—চাঁদের অস্পষ্ট আলো-রেখা···কোন্ মায়া-লোকের অস্পষ্ট আব্ছায়ার মত···ইহার মধ্যে এই

সুর কথা···যেন প্রকৃতির ঐ স্নিগ্ধ রূপশ্রীতে কালো কালির আঁচড় টানিয়া দিল—আলোর সুরে বেসুর কর্কশ রব তুলিল।

গিরিজা কহিল,—ভালো লাগে না আর এ লোহার বেড়ির বাঁধন আরো জটিল করতে···

দুই চোখ কপালে তুলিয়া শ্যামল কহিল—কথায় বলে,সুবর্ণ সুযোগ। এ সুযোগ হারিয়ো না, বন্ধু। দুনিয়ার রূপ-রস-গন্ধ চতুর্গুণ হয়ে ধরা দেবে, ঐ রূপেয়ার জোরে। রূপেয়াকে তাচ্ছল্য করো না···

গিরিজা কহিল,—অভাবের বেদনা কি, জানি কিন্তু সে বেদনা এর পূর্ব্বে এমন মর্ম্মান্তিক বাজেনি কোন দিন, তাও মানি। কিন্তু তবু আর না···অশান্তির মাত্রা, বেদনার জ্বালা এতে আরো বাড়ানো হবে। দুনিয়ার এই মুক্ত আলো-হাওয়ার পথ বন্ধ করে জেলের অন্ধকূপে পড়ে থাকা···ভাবতে গা শিউরে ওঠে এখন প্রতিক্ষণে··· আমায় ছুটি দাও ভাই···

শ্যামল কহিল—তুমি চাইলেও এখন ছুটি পাবার তোমার অধিকার নেই···যা হয়ে গেছে, তার সুনিশ্চিত ফল,—তার inevitable consequence···এ রোধ না করলে ছুটী মিলবে কেন? এবং তা রোধ করতে হলে এই অর্থ-সাধনা আরো সুগভীর চাই···

গিরিজা একটা নিশ্বাস ফেলিল। আকাশে একখণ্ড বড় মেঘ আসিয়া চাঁদের অস্পষ্ট আলোটুকু ঢাকিয়া দিল; দুনিয়া ম্লান মলিন মূর্ত্তি ধরিল।

গিরিজা কহিল,—এত বড় দুনিয়ায় এতটুকু আরামের এমন অভাব!···কিন্তু এ-পথে যাত্রা যত দীর্ঘ হবে, বিপদ আরো তত ঘনিয়ে উঠবে তো···

শ্যামল কহিল,—স্বপ্ন-বিলাসে ভুলো না, বন্ধু···বৈরাগ্য-সাধনে মুক্তি, সে আমার নয়। আমাদের মুক্তি এই বিরাট সাধনার মধ্যে··· শাণিত বুদ্ধিবৃত্তির অনিমেষ চালনায়। অতএব, উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্নিবোধত···মনের এ জড়তা ত্যাগ করো! মায়া-মরীচিকার আহ্বানে ভুলো না। মুরারি সেনের লীজ থেকে বহুৎ টাকা আসচে—বখরা চারটি মাত্র···সুতরাং লভ্যাংশ নেহাৎ তুচ্ছ হবে না···ওকে কালই পূজার বলি-রূপে গ্রহণ করো। কাল সকালে ছত্তরমল ওদের পকেট একেবারে বিগলিত করে আনবে।···আমি বুঝেচি তোমার মনের গোপন কথা··· রায় বাহাদুরের গৃহে সুস্নিগ্ধ আতিথ্য! আমিও নিশ্চেষ্ট নই! তুমি অন্দরের কর্ম্মক্ষেত্র শ্যামল, উর্ব্বর করো; আমি সদরে সচেষ্ট অর্থাৎ রায় বাহাদুরকে আয়ত্ত করেচি···সে এক কাহিনী···শুনলে আনন্দ পাবে···

গিরিজা সকৌতূহলে শ্যামলের পানে চাহিল। শ্যামল কহিল,—ঐ চেয়ারখানায় বসো—মনকে শান্ত সমাহিত করো। যে-কাহিনী বলবো, তা অমৃত-সমান···শ্যামলচন্দর ভণে, শোনে মতিমান্!···

গিরিজার চোখের সামনে যে-দুশ্চিন্তা, যে মানসিক বিরোধ ক্রমে শান্ত হইয়া আসিতেছিল, আবার সে চিন্তা, সে-বিরোধ উত্তাল তরঙ্গে নাচিয়া উঠিল। গিরিজা বিমূঢ়ের মত স্তব্ধ নির্ব্বাক বসিয়া রহিল।

শ্যামল কহিল,—এই রায় বাহাদুর থাকতেন 'আগে ইউ-পিতে; বঙ্গদেশে নানা কারবার ফেঁদে পেতে বসেছিলেন। প্রথম প্রচেষ্টায় সুবিধা হলো না···চলে গেলেন শেষে কাণপুর। একটা ট্যানারিতে কাজ করতেন। মিসেস্ চ্যাটার্জী তাঁর পিত্রালয়ে রইলেন। তাঁর বাপ পয়সা-

ওয়ালা মানুষ ছিলেন, এবং মেয়েকে বহু সহস্র অর্থ দেবেন, এ-কথা কারো অবিদিত ছিল না। রায় বাহাদুর ঐ টাকা শ্বশুরের কাছে চান্; শ্বশুর বলেন,তাঁর মৃত্যুর পূর্ব্বে ও-টাকায় হাত দেবার তাঁর সামর্থ্য নেই··· তার উপর আলস্য ছিল শ্বশুর-মহাশয়ের চক্ষুশূল। ওদিকে নিজের কারবার খুইয়ে এত দেনা রায় বাহাদুরের স্কন্ধে ভর করলো যে তাঁর পক্ষে সুস্থ দেহে-মনে এ-তল্লাটে বাস করা দুরূহ হলো···

গিরিজার চিত্ত কল্পলোক হইতে মর্ত্ত্যলোকে নামিল—সংগ্রামের এই কাহিনীর স্পর্শে। গিরিজা কহিল,—তুমি এত খপর জানলে কি করে?

শ্যামল কহিল,—কারণ আছে। আমার এক মামা থাকতেন কাণপুরে। তাঁর গৃহে বছর-খানেক আমি আশ্রয় নিয়ে ছিলুম। মনে আশা ছিল, বিদেশে বাঙালী মাত্রেই অতি-দ্রুত লক্ষ্মীর বর লাভ করে, আমিও তেমনি করবো! কিন্তু তা হয় নি। ঐ যুদ্ধের সময় আমি কিছুকাল কাণপুরে ছিলুম কি না···কাজেই ওঁর বহু তথ্য জানবার সুযোগ আমার ঘটে···

গিরিজা কহিল,—যাক, যা বলছিলে···

শ্যামল কহিল,—ঐ ত্রিবিধ তাপে তাপিত হয়ে রায় বাহাদুর কাণপুরে গিয়ে উঠলেন। যাত্রার সময় ওঁর স্ত্রী দামী কটা গহনা দেন,—বাপের অজ্ঞাতে। সেই গহনা বেচে রায় বাহাদুর বেশ খানিকটা মোটা টাকা ব্যাঙ্কে জমা রাখেন। তারপর ট্যানারিতে কাজ করতে করতে জার্ম্মাণ ওয়ার যখন সতেজে জলে উঠলো, তখন তিনি নিজের তবিল থেকে থোড়া ক্যাপিটেল বার করে চামড়ার পেটি আর

চামড়ার বোতল সাপ্লায়ের কাজ পেলেন এবং ঐ ব্যাপারে নানা ফন্দী-ফিকির খাটিয়ে একেবারে লক্ষ্মীকে এমন প্যাঁচে ফেললেন যে মা-লক্ষ্মী তাঁর চিরযুগের প্রবীণ প্যাচা-বাহনটিকে ছেড়ে রায় বাহাদুরকে বাহনগিরিতে বাহাল করলেন। খুব কৃতী পুরুষ···আমার মামা ওঁর হাতে বেশ একটু ঘাল হয়েছিলেন। মাতুল মহাশয়ও এ-সব ফন্দী-বাজীতে মাথা খেলাতে বেশ জানতেন কি না!···তারপর এধারে মিউনিশন্ বোর্ডের মামলার অভিনয় সুরু হবামাত্র উনি নিজের পথ একেবারে বিপন্মুক্ত করে ফেলেন। খবর রাখতেন চারিদিকে। সেকালের রাবণ রাজার দশ মাথার গল্প প্রচলিত আছে না—দশটা মাথার ফিকির এক মাথায় খেলাতে রাবণ ওস্তাদ ছিল বলে; তা, এই রায় বাহাদুর এক মাথায় দশ মাথার বুদ্ধি ধরেন!

গিরিজা কহিল,—কিন্তু একে তোমার আয়ত্তে আনার কথা ও কি বলছিলে যে···

শ্যামল কহিল,—হ্যাঁ, আমি নিজের পরিচয় ওঁকে দিইনি; তবে কাণপুরে ঘটিত দু'চারটে অতি গূঢ় সংবাদ দিয়ে ওঁকে একটু চঞ্চল করতে পেরেচি···সেজন্য আমায় একটু খাতিরও করেন। ওঁর কাছে এমন একটি প্রস্তাব ফেঁদেচি, যে তাতে সম্মত হওয়া ছাড়া উপায়ান্তর ওঁর নেই। মাতুলকে যখন উনি কিছু ঘাল করেচেন, তখন মাতুলের সে-ঋণ আমি যতখানি শোধ করিয়ে নিতে পারি···কেন তা না করবো? কিন্তু উপস্থিত এক জায়গায় বাধচে—সে বাধা সরাতে শ'পাঁচেক টাকার আশু প্রয়োজন। সেজন্য তোমায় ঐ মুরারি সেনের ব্যাপারটুকু অচিরে সম্পন্ন করতে বলচি। অর্থাৎ একটি সুশ্রী আর ভদ্র চেহারার

সাহেব আমার দরকার—তিনি গবর্ণমেণ্টের বড় গোয়েন্দা সাজবেন, তারপর একটা কাগজ বানিয়ে সে কাগজ দেখিয়ে ভীত স্তম্ভিত করে রায় বাহাদুরের কাছ থেকে কিছু আদায় করে নিতে হবে।··· একটা কারবারের ফাঁদ ফেঁদে বসতে চাই ওই সাজানো সাহেবকে নিয়ে···

গিরিজা কহিল,—তুমি পাগল! রায় বাহাদুরের অগাধ পয়সা—retire করেচেন, এখন আবার নতুন কারবারের ফাঁদে পা দেবেন risk নিয়ে? ওঁর আর টাকার দরকার কি?

শ্যামল কহিল,—টাকার দরকার কি! লাখোঁ চাহে ক্রোঁড়োমে, ক্রোঁড়ো চাহে···বহু-বহু ক্রোঁড়োমে···পয়সা যার যত, পয়সার লালসা তার তত বেশী! ওঁর গৃহে আমায় নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন—আমি যাইনি। কারণ, তুমি সেখানে অপর কি সুযোগের সন্ধানে আছো! যদি দুই বন্ধুকে একত্র দেখেন এবং দেখেন দুই বন্ধুরই ওঁর গৃহের দিকে লক্ষ্য, তাহলে হয়তো তাঁর সন্দেহ মনে জাগবে!

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া গিরিজা কহিল—হুঁ···

তারপর আবার সে স্তব্ধ হইল। আকাশে মেঘের টুকরাটুকু বহুদূরে সরিয়া গিয়াছে! আবার সেই জ্যোৎস্নার অজস্র ধারা! গিরিজা ঐ আলো-আঁধারে-অস্পষ্ট প্রকৃতির পানে চাহিয়া বসিয়া রহিল।··· সমস্যার রাশি যেন ঐ অজানা ঝোপ-ঝাপের মতই অন্ধকারে আচ্ছন্ন—সমাধানের আলো কি করিয়া কোথা দিয়া মিলিবে—যে-আলোয় ও আঁধার সরানো চলে!···

শ্যামল লক্ষ্য করিল গিরিজার এই নির্লিপ্ত ভাব। সে কহিল,—

এখনো তুমি অমন বিরস বিবশ হয়ে বসে রইলে! জাগো বন্ধু, জাগো কর্ম্মের এই দারুণ উদ্দীপনার মাঝে···

গিরিজা কহিল,—আমার কথা শোনো শ্যামল,···চলো, এখান থেকে সরে পড়ি···যে-টাকা হাতে আছে, তা তুমি সবই রাখো··· আমাদের সত্য পরিচয় প্রকাশিত হবার আগেই চলো, পালিয়ে যাই, বহুদূরে···নূতন পথের সন্ধানে···

শ্যামল কহিল—যা বলেচো! পালাতে তো হবেই জানি, এবং আত্মরক্ষার জন্য। তা বলে পাথেয়-সংগ্রহের আগেই? ব্যস্ত হয়ো না। পালাবো···পরিচয় প্রকাশ পাক্, তখন। কেন না, আমরা এখন নগণ্য জীব, কেউ আমাদের পানে ফিরে তাকায় না, আমাদের মূল্যও বোঝে না। যেদিন পালাবো, সেদিন দেশের লোকে আমাদের পিছনে ছুটবে শশব্যস্ত হয়ে—আমাদের ফিরিয়ে আনার জন্য রীতিমত চঞ্চল হবে। দেশে আমরা কি সাড়াই জাগাবো সেদিন, বলো তো!

গিরিজা কহিল,—তামাসা নয়, শ্যামল—আমার আর ভালো লাগচে না···

শ্যামল কহিল,—বেকুব! যখন ভরা পালে তরী বাইবার শুভ সুযোগ উপস্থিত···

গিরিজা কহিল,—হ্যাঁ···নাহলে···সত্যি আমার সে সহ্য হবে না···

শ্যামল কহিল,—কি সহ্য হবে না?

গিরিজা কহিল—আমি ঐ রায় বাহাদুরের মেয়েকে ভালো বেসেচি···হেসো না, এ ভালোবাসা। মোহ নয়, টাকার লোভেও নয়। উনি যদি আজ গরিবের মেয়ে হতেন, শত-ছিদ্র জীর্ণ কুঁড়ের

অনাহারে পড়ে থাকতেন, তাহলে অসঙ্কোচে ওঁর হাতখানি ধরে সে কথা আমি বলবার সুযোগ পেতুম! কিন্তু তা যখন নয়, তখন আমি এ চিন্তা মনেও স্থান দিতে পারি না। আমার প্রতি তাঁর দরদ আমি লক্ষ্য করেচি···চোখের দৃষ্টিতে মমতা, কাছে কাছে থাকার আগ্রহ। এ ভালো হচ্ছে না···যিনি রাজার প্রাসাদ আলো করবেন,—একটা আশ্রয়চ্যুত বিতাড়িত ভিখারীর উপর তাঁর এ মমতা বাড়তে দেওয়া উচিত নয়···

সাশ্চর্য্যে শ্যামল কহিল—এ তো ভালোই···এই তো জীবনের পরম এবং চরম ক্ষণ। ওঁকে একেবারে প্রেমে বন্দী করে ফ্যালো··· সঙ্গে সঙ্গে ঐ রায় বাহাদুরের রাজত্ব, তাঁর ব্যাঙ্কে জমানো যথাসর্ব্বস্ব···

গিরিজা কহিল,—চুপ, চুপ···তাঁকে আমি ভালোবাসি—তাঁর এতটুকু অপমান আমি সহ্য করতে পারবো না। আমি চিরদিন দেখতে চাই, তিনি সুখে থাকুন রাজেন্দ্রাণীর মহিমায় দিব্য দীপ্ত তেজে, জ্বলন্ত পাবক-শিখার মত···তাঁর স্পর্শে বিশ্বের সমস্ত দীনতা আর হীনতা পুড়ে ছাই হয়ে যাক্!

শ্যামল চিন্তিতভাবে গিরিজার পানে চাহিল···এ কি সর্ব্বনেশে বুদ্ধি তার! চিত্তের এক ক্ষণিক দুর্ব্বলতায় এতদিনকার সাধনা এমনি ছাই হইয়া যাইবে!

শ্যামল কহিল,—বেশ, তাই চেয়ো···কিন্তু একটা কথার জবাব শুধু দিয়ো···। তুমি জানো, তুমি আর আমি এক লক্ষ্য নিয়ে পায়ের তলায় যেটুকু আশ্রয় ছিল, তা হঠিয়ে চলে এসেচি এই পথে··· দীর্ঘ যাত্রা করবো বলে! আজ তুমি এ-পথ ত্যাগ করচো অন্যত্র

আনন্দ পাবে বলে তোমার ধারণা জন্মেচে, তাই—নিজের প্রতি তোমার কর্ত্তব্য পালন করতে চাও!···কিন্তু আমার প্রতিও তোমার একটা কর্ত্তব্য আছে···আমায় একেবারে মরুভূমির বুকে ফেলে চলে যেয়ো না। তার চেয়ে···বেশ, তুমি যা চাও, তাই হবে···শুধু তাই নয়, আমি যদি এমন ব্যবস্থা করতে পারি, সগৌরবে রায় বাহাদুর যার বলে তোমার হাতে তাঁর কন্যা সম্প্রদান করেন? বিষয়ের লালসায় নয়, মিস্ চ্যাটার্জ্জীকে বিয়ে করলে উনি যদি খুশী হন্···তুমি দূরে চলে গেলে উনি যদি চিরদুঃখ বরণ করেন—তাহলে তোমার কর্ত্তব্য কি? আমায় বুঝিয়ে বলো···

গিরিজা কহিল,—কিন্তু তুমি বুঝচো না···এ বোঝাপড়া তাঁর সঙ্গে আর আমার সঙ্গে···তাঁর সম্পূর্ণ অযোগ্য হয়ে, সে অযোগ্যতা গোপন করে ছদ্ম বেশে তাঁর সামনে এই যে দাঁড়াচ্ছি, এতে তাঁর সঙ্গে কি গভীর প্রতারণা করচি! আমার এইখানেই বাধচে···

শ্যামল কহিল,—উপন্যাসের নায়কের মত এবার কথাটা বল্‌লে। Practical হও···practical প্রেমিক সংসারে আদর্শ···প্রেমিকাকে তিনি তৃপ্ত রাখেন, নিজেকে দুঃখ দেন না···মিলনের নিবিড় আনন্দ থেকেও কখনো বঞ্চিত হন্ না। প্রিয়াকে পেলে বিশ্ব-সংসারে কিছু চাই না—এ পাগলের কথা! প্রিয়াকে সাজাবার জন্য ভালো বেশভূষা, ভালো গহনার সাধ যে-প্রেমিকের মনে না জাগে, তাকে আমি মানুষ বলি না। সে পশু! আর সে সাধ চরিতার্থ করতে হলে চাই পয়সা! এই পয়সার সঙ্গে তোমার প্রেমিকা রায়-বাহাদুর-কন্যাকে যদি লাভ করতে পারো, তাহলে দু' পক্ষের আনন্দ পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে না কি?

গান-হিসেবে বিরহের গান ভালো, মানি; কিন্তু বাস্তব জীবনে তা মর্ম্মান্তিক বেদনার সৃষ্টি করে।…

গিরিজা কহিল,—তোমার আসল কথা কি? তুমি কি চাও?

শ্যামল কহিল,—এক হপ্তা আমার হাতে নিজেকে সমর্পণ করে স্থির অবিচল থাকো, বন্ধু…রায় বাহাদুরের কন্যার চিত্তে মমতা যাতে বাড়বার সুযোগ না পায়, তার জন্যই তো অমন দুশ্চিন্তা…তা বেশ, ওখানে যেয়ো না আর। পথের বন্ধু আমি,—যে-পথ ধরে এতদিন চলে এলে, সেই পথেই নিঃশব্দে আর হপ্তাখানেক চলো,আমার উপর নির্ভর রেখে। যথা-সময়ে আমি তোমায় নোটিশ্ দেবো…একটা গ্রেফ্তারী ব্যাপারে কুৎসা রটিত হবার বহু পূর্ব্বে আমি তোমায় নিরাপদ বন্দরে চালান্ করে দেবো! সেখানে জীবনের সার্থকতায় নিজেকে একাগ্রভাবে নিক্ষেপ করো…

গিরিজা কহিল,—অর্থাৎ সেই আসর সাজিয়ে লোক ঠকাবার কারবার সমানে চালিয়ে যাবো?

শ্যামল কহিল,—শুধু সরস বচন-বিন্যাসের কৌশল। মনে করো, সাহিত্য-রচনা করচো! তারি অন্তরাল দিয়ে আমি নিরাপদ ভবিষ্যৎ গড়ে তোলবার চেষ্টা করবো…প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।

গিরিজা কহিল,—কিন্তু…

শ্যামল কহিল,—কিন্তু নয়। এখন হঠাৎ তুমি রঙ্গস্থল ছাড়তে চাইলে এরা ছাড়বে কেন? যে-ভূমিকার অভিনয় করচো, তা শেষ হোক্! কটা গ্রন্থি তো already পড়ে গেছে—যেতেই হয় যদি তো সেগুলো কাটিয়ে যাওয়া উচিত নয় কি? একটি টানে বৈরাগ্যের কোন্ তুঙ্গ

শৃঙ্গ থেকে আবার যদি মাটীর উপর আছড়ে এনে এরা ফেলে? এধারকার গ্রন্থি কেটে বেরিয়ে পড়াই সঙ্গত। সেই শাল্‌কের বাড়ী-সম্বন্ধে কুমার বাহাদুর গিরিজা রায়-দিগরের বিরুদ্ধে নালিশ আজ মাথা তুলে দাঁড়িয়েচে…নিষ্পত্তির সম্ভাবনা সুদূর নয়। সর্ব্বনাশে সমুৎপন্নে অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ—সেই ক্রেতা অর্দ্ধাংশ ত্যাগ করে পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিতে সমুদ্যত হয়েচে…অতএব সে ব্যাপারে মুক্তি আসন্নপ্রায়। তারপর কোলিয়ারির টাকাটা হজম করতে কোন দুর্ভাবনা নেই। কারণ সে মাথন আসল তথ্য আবিষ্কার করে রোগে শয্যা নিয়েচে। বেচারার এমন সামর্থ্য নেই যে মামলা করতে দাঁড়ায় এবং কাগজপত্র প্রভৃতি প্রমাণ এমন সুকৌশলে তার কাছ থেকে হস্তগত করা হয়েচে যে কোনো কোর্ট তার কথার উপর মাত্র নির্ভর করে আমাদের আহ্বানে চঞ্চল করতে সম্মত হবে না! তারপর ক'টা ছোট-খাট ব্যাপার আর ঐ মুরারি সেনের লীজ্…অত্যন্ত ধৈর্য্য-সহকারে মাথা ঠিক রেখে চলতে হবে। নাহলে নালিশ রুজু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বর্ব্বর খপরের কাগজগুলো যদি এ-সব কাহিনী ছেপে বার করে এবং কাগজের মারফৎ সে-সংবাদ দিকে দিকে যদি রাষ্ট্র হয়, তখন রায় বাহাদুরের দুহিতার চিত্তে তা কি মৃত্যু-শেলের মতই আঘাত করবে না? বিষম অগৌরবে তিনি মাটীতে মিশিয়ে যেতে চাইবেন যে…

গিরিজা চমকিয়া উঠিল—এ কথা সত্য! গ্রন্থি জটিল…সমস্যাও সহজ নয়। তার চেয়ে…

সে কহিল,—বেশ, তোমার হাতেই আত্ম-সমর্পণ করলুম। আমি

বুঝতে পারচি না, কি করবো—তবে এ পথ আর নয়⋯এ পথ থেকে আমায় বার করে নিয়ে চলো। বন্ধু তুমি,⋯বন্ধুর কাজ করো।

শ্যামল কহিল,—তা করবো, তুমি বিশ্বাস রাখো।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

মুখোমুখি

পাশের উঁচু বাড়ীগুলার ফাঁক দিয়া স্নিগ্ধ রৌদ্র আসিয়া মায়ার ঘরে হাসির কণার মত ঝিক্‌ঝিক্ করিতেছিল। বেলা হইয়াছে। মায়া অলসভাবে বিছানায় দেহ-ভার লুটাইয়া পড়িয়া আছে—ওঠে নাই। ওদিকে কোন্ বাড়ীতে কে গান গাহিতেছে—নারী-কণ্ঠ। সে গাহিতেছিল,—

এত ভালোবাসা কেন দিলে বুকে
চাহিল না কেহ তাহারি পানে!
কেন এত ফুল ফুটালে কাননে
ভরে দিলে দিশি পাখীর গানে!

তার উদাস মন ঐ গানের কথায় ভর করিয়া শূন্যে দুলিতে লাগিল—পৃথিবীর মাটী তার পাশে কোথায় মিলাইয়া গিয়াছে! গান চলিতেছিল,

এ পারে হলো না রে, সকলি ছলনা—
ও-পারে হবে কি না, তা'ও কে জানে!...

এমন অসহ্য এ বেদনা! মায়ার প্রাণ যেন হাঁফাইয়া উঠিল! এত-বড় দুনিয়া, তার কোথাও এ-মন ভর পাইবে না...এ-পারে তার জানা জগতে সব যদি এমন ব্যর্থ হয় তো অজানা জগতে মানুষ কি

লোভেই বা কিসের আশা করে? মূঢ়তা! নিজের এই ক্ষুদ্র জীবনের বহু অতীত পৃষ্ঠা চোখের সামনে জাগিয়া উঠিল। এমনি একা, অসহায় সে চিরকাল···মনের-জাগিয়া-ওঠার দিন হইতেই! ঘটনার রাশি চক্রাকারে ফুঁশিয়া ফুঁশিয়া আসিয়াছে, আর তার সেই চক্রে সেও ঘুরিয়া দোল খাইয়া চলিয়াছে চিরকাল!···আশে-পাশে নানা জীবের চিত্তের কি বিচিত্র পরিচয়ই সে পাইয়াছে! তার মধ্যে···কৈ, মন তো থিতাইতে পারিল না! আশ্রয় ভাবিয়া যে-বস্তুর উপর নির্ভর রাখিতে গিয়াছে, সেটাতেই ছলনা সার হইয়াছে! সেই যেমন কোন্ কূলহারা পান্থ কূল ভাবিয়া উত্তাল সাগরের বুকে কুমীরের পিঠে উঠিতে গিয়াছিল···তেমনি!

তার জীবনে সেই প্রথম স্বপন-রেখা···মাধবীনাথ!···অন্তরের গোপন কথা যেদিন আর রুধিয়া রাখা গেল না, সুস্পষ্ট ভাষায় ঝরিয়া পড়িল, মাধবীনাথ অমনি সরিয়া দাঁড়াইল! তার চিত্ত অপরকে সে দিয়া ফেলিয়াছে! সে কি অসহ্য বেদনায় মায়ার বুক ভাঙ্গিয়া গেল··· দুনিয়া যেন চূর্ণ হইয়া গিয়াছে—তার আলো-বাতাস, প্রাণের সকল চিহ্ন নিমেষে বিলুপ্ত হইয়াছে! সেও সেই সঙ্গে···কিন্তু কি দারুণ বলে, অভিমানের কি প্রচণ্ড তেজে আবার আপনাকে সে সজীব সচেতন করিয়া তুলিয়াছে! দিকে দিকে মানবের এই কোলাহলে নিজেকে মিশাইয়া চলিয়াছে! সে এক দীর্ঘ কাহিনী!··· তারপর···

ঐ দিল-মহলের কলরব-কোলাহল, নর-নারীর ঐ ভিড়—মনকে একেবারে কঠিন আবরণে ঢাকিয়া সে ঐ কলরব-কোলাহলে, ঐ

ভিড়ের মধ্যে আপনাকে ডুবাইয়া দিয়াছে—মস্ত পণ বুকে আঁটিয়া…তবু তাহারো মধ্যে…

হায়রে, সে-ও তার মনকে চিনিতে পারিল না! চেনা দূরের কথা, প্রাণের দীপ জ্বালিয়া সে-আলোয় অপরকে কি ছবি দেখাইয়া মুগ্ধ বিভোর করিয়া তুলিতে চায়! হাতে তুলি লইয়া সে ছবিতে মায়া রঙের পর রঙ লাগাইতেছে…নিজের বুকের রক্তে কার চরণ রাঙাইতে ছুটিয়াছে! মায়ার সামনে আর একজনের পূজা চলিয়াছে; আর মায়া সে পূজায় নিজের প্রাণের দীপ হাজার ঝাড়ে জ্বালাইয়া আরতির উপকরণ জোগাইতে বসিয়াছে! এর চেয়ে বড় বেদনা নারীর আর কি আছে!…

একরাশ নিশ্বাস মায়ার বুকে জড়ো হইয়া উঠিল…তার চাপে বুক বুঝি ফাটিয়া চৌচির হইয়া যাইবে!…

দাসী আসিয়া সংবাদ দিল—যামিনীবাবু এসেচেন ··

মায়ার চিন্তার সূত্র কাটিয়া গেল। কল্পলোক হইতে মন মর্ত্ত্যলোকে ফিরিল। মায়া কহিল,—বসতে বলো,—আমি যাচ্ছি!…

যামিনী আসিয়াছে বিশেষ কাজে। দিল-মহলের দিলের বাতি মায়া দেবী। সেই মায়া দেবী কদিন দিল-মহলে যান নাই…কাজে ভারী বিশৃঙ্খলা ঘটিতেছে। ওদিকে কথা পাকা হওয়া সত্ত্বেও ফিল্‌মের কাজ আরম্ভ হইতেছে না। যারা অভিনয়ের জন্য অত্যন্ত উদ্যোগী, ক্রমেই তারা মন-মরা হইয়া পড়িতেছে…

মায়া দেবী কহিল,—বেশ, আপনি বন্দোবস্ত করুন। চিঠি দিন সকলকে—পরশু ফিল্‌মের ব্যবস্থা সেরে সামনের রবিবারে প্রথম

shooting আরম্ভ করা যাক্…সত্যি, কেমন আলস্য এসেছিল আমার মনে। ভাবছিলুম, কি এ গড্ডলিকা-প্রবাহে জীবনকে ভাসিয়ে চলেছি! আপনার কথায় চমক্ ভাঙ্গলো…ঐ ফিল্মের কাজেই আমাদের শক্তি আপাততঃ নিয়োগ করা যাক্…

যামিনী কহিল—এই তো চাই। আপনারাই যে আমাদের শক্তি! আমরা মাটীর দীপ…তাতে শিখা হলেন আপনারা…

মায়া হাসিল, হাসিয়া কহিল—ঠিক! দুনিয়া দগ্ধ করি আমরা…না?

যামিনী কহিল—তা কেন! দুনিয়ায় আলো বর্ষণ করেন! সে আলোয় সারা দুনিয়া জেগে সুস্পষ্ট উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

মায়া কহিল—যে শিখা আলো দেয়, সেই শিখাই আবার দগ্ধ করে…

যামিনী কহিল—শিখা সুনিয়ন্ত্রিত হলে দাহের কোনো আশঙ্কা থাকে না। থাক ও কথা—তাহলে আমি চিঠি লিখে দি আজই। পরশু বেলা পাঁচটায় আমাদের মিটিং…আপনি এ-সম্বন্ধে একটা প্ল্যান রচে রাখবেন…ভুলবেন না।

মায়া কহিল—না, ভুলবো না।

যামিনী উঠিতে উদ্যত হইল, মায়া কহিল,—বসুন…চা আনতে বলেচি…

যামিনী কহিল—কুমার বাহাদুর ঠিকানা বদল করেচেন…তাঁর নতুন ঠিকানা জানেন…?

মায়া কহিল—আমি ঠিক জানি না। তবে রায় বাহাদুরের

ওখানে তিনি আসেন। তাঁর চিঠিখানা আমার কাছে দেবেন, আমি রায় বাহাদুরের বাড়ী পাঠিয়ে দেবো !···

চা আসিল। চা-পানান্তে যামিনী উঠিতেছে, এমন সময় বীরেন আসিয়া উপস্থিত।

বীরেন কহিল,—অপূর্ব্বকে দেখেচেন যামিনীবাবু ?

যামিনী বিস্ময়-ভঙ্গীতে কহিল—কবি অপূর্ব্ব ?

বীরেন কহিল—হ্যাঁ।

যামিনী কহিল—না, আমি দেখিনি। তবে, আমার এক বন্ধু বলছিল, অপূর্ব্ব নাকি পিকচার প্যালেসে গিয়েছিল, এবং সেখানে তার সঙ্গে দিল-মহলের প্রস্তাবিত ফিল্ম সম্বন্ধে বহু আলোচনা হয়েচে ! অপূর্ব্ব বলেচে, সে না কি সিনারিও দেখে ফিল্মের টাইট্‌ল্‌ লিখচে···শুনে আমি অবাক ! এ মিথ্যা বলবার তার কি যে প্রয়োজন ছিল—হুঁঃ !

বীরেন কহিল—ওটা তার কোষ্ঠীর লিখন ! নিজেকে importance দেবার জন্য অমন বহু কথা সে বলে। শোনেননি বোলপুর সম্বন্ধে কত কাহিনী বলে···যে, রবিবাবু মাসে একবার তাকে দেখতে না পেলে সবিশেষ চঞ্চল হন ? কোনো মাসিক-পত্র বোলপুরে গেলে রবিবাবু অপূর্ব্বর লেখাটুকু সাগ্রহে পড়েন এবং পড়ে তার কত তারিফ করেন ? এমন কথাও নাকি রবিবাবু বলেচেন, যে, অপূর্ব্বর কবিতায় চির-বসন্তের সবুজ সুর যেমন বিরাজ করে, এমন তাঁর নিজের কবিতা-গানেও নয় !···রবিবাবু একখানি কবিতার বই ওর নামে উৎসর্গ করবেন, বলেচেন অপূর্ব্বকে উৎসর্গিত করার যোগ্য কোন গ্রন্থকাব্য যদি তিনি কখনো রচনা করেন···

মায়া কহিল,—কার কথা হচ্ছে ? অপূর্ব্ব কবি কে ?

হাসিয়া বীরেন কহিল,—যাকে আপনারা কবি অমূল্য বলে জানেন···

মায়া কহিল,—কি রকম ?

বীরেন কহিল,—তার পিতৃদত্ত নাম হলো অপূর্ব্ব···অফিসের কেরাণী সে। অফিসের খাতায় সে অপূর্ব্ব নামে পরিচিত; কিন্তু অমূল্য ভাব-সম্পদে তার কবিতা জ্বল্‌জ্বল্‌ করে কি না, তাই কবি-মূর্ত্তিতে সে অপূর্ব্ব নয়, অমূল্য। যখন কেরাণীগিরি করে, তখন সে অপূর্ব্ব ; কিন্তু মাসিক পত্রে সে কবি অমূল্য। অর্থাৎ তার dual role···কেরাণী অপূর্ব্ব কবি নয়, কবি হলো অমূল্য !

মায়া কহিল,—আশ্চর্য্য ! কিন্তু আমি বলি, পরচর্চ্চা রাখুন বীরেনবাবু···অমূল্যবাবুকে আমরা তো সকলেই চিনি। এ কথাতেও আপনারা ঘটা করে তর্ক তোলেন ! আমি তো বেশ কৌতুক বোধ করি···তা, বীরেনবাবু তার এত সন্ধান করেচেন কেন ?

বীরেন কহিল—কারণ আছে···এইটুকু বলিয়া সে চারিধারে চাহিল, তারপর কহিল—মহীতোষ বাবুর গ্রেফতারের কথা শুনেচেন তো ?

মায়া কহিল—শুনেচি।

বীরেন কহিল—সে রাত্রে মহীতোষের স্ত্রী আনন্দময়ী দেবী আর অপূর্ব্ব গড়ের মাঠে হাওয়া খেতে গেছলো···আমি শশিকলা দেবীর ওখান থেকে বেরিয়ে দু'ঘণ্টা মাঠ ঢুঁড়েও কোনো সন্ধান পাইনি। শেষে থানায় যাই ; রাত তখন বারোটা। মহীতোষ বলে, তার জামিন তো হবে না—বাড়ীতে পয়সা-কড়িও কিছু নেই···আনন্দময়ী দেবীর

কোনো অস্বাচ্ছন্দ্য না হয়, সে-ব্যবস্থা যেন আমি করি। আমি রাত্রে আর সেখানে যাইনি; কাল সকালে গেছলুম। আনন্দম দেবী আমায় বলেন, অপূর্ব্বকে পাঠাতে। অপূর্ব্বর সঙ্গে দেখা কর আমি তা বলি; কিন্তু অপূর্ব্ব যায়নি। আজ সকালে আনন্দময়ী দেবী আমায় ডাকিয়ে পাঠান—আমি গেলে তিনি বলেন, অপূর্ব্ব বাবুর দেখা পাচ্ছি না; ভারী দরকার আছে তাঁর সঙ্গে। তাই অপূর্ব্বর ওখানে গেছলুম। তার সঙ্গে দেখা হলো না···বৌদি বললেন, কাল রাত্রেও সে বাড়ী ফেরেনি···

যামিনী কহিল—সে কি! গায়েব হয়ে গেল না কি! কেউ abduct করলে না তো?

উচ্চ হাস্য করিয়া বীরেন কহিল,—যে-রকম মিঠে কবিতা লেখে, ধরা পড়ার ভয় আছে বটে! আর্টের যারা খাতির বোঝে···কোন নব-প্রকাশিত অতি-আধুনিক মাসিক পত্রের কর্ত্তৃপক্ষ হয়তো তাদের কাগজের জন্য তাকে রাহু-গ্রাস করে ফেলেচে···

হাসিয়া মায়া কহিল,—এতও জানেন আপনারা!···মোদ্দা, আশ্চর্য্য কথা···বাড়ী-ছাড়া হয়ে রইলেন কোথায়? তা, মহীতোষ বাবুর স্ত্রীর যদি অর্থের প্রয়োজন থাকে···

বীরেন কহিল,—আমি তাঁকে ঢের বলেছিলুম, তা বললেন, কোনো প্রয়োজন নেই! অপূর্ব্ব বাবুকেই বিশেষ দরকার···কি কবিতা লিখেচেন···তাছাড়া আরো কি-সব দরকার আছে···

যামিনী কহিল,—কবিতা লিখেচেন! মহীতোষ বাবুর গ্রেফ্‌তার সম্বন্ধে না কি?

মায়া কহিল,—ও-সব কথার আলোচনায় আমাদের কোনো দরকার নেই। যদি তাঁর অর্থের প্রয়োজন থাকে তো আমি কিছু পাঠাতে পারি।

বীরেন কহিল,—তা নয়…আমি বলেছিলুম সে কথা…মহীতোষ বাবু আমায় যেমন বলেছিলেন। তা আনন্দময়ী বললেন, না, না, পয়সার কোনো দরকার নেই।…আমি তাহলে উঠি…অপূর্ব্বর কোনো সন্ধান তো জানেন না আপনারা…

বীরেন চলিয়া গেল। যামিনী কহিল,—এ তো অদ্ভুত ব্যাপার, দেখচি…

মায়া কহিল,—দুনিয়ায় কত রকমের জীব আছে! আমার দুঃখ হয়, অপূর্ব্ব বাবুর স্ত্রীর জন্য…কি ভালোমানুষ! আমাদের সঙ্গে দেখা-শুনা করার জন্য কি আগ্রহ—তা, অপূর্ব্ববাবু তাঁকে কখনো ঘর থেকে বার করবেন না…

যামিনী কহিল,—হ্যাঁ, তার কারণ শুনলে অবাক হয়ে যাবেন। আমাদের কাছে বলেচে তো…

মায়া কহিল,—কি বলেন?

যামিনী বলিল,—অপূর্ব্ব বলে, বয়সের চেয়েও দেখতে এত বড় বোধ হয় ওঁকে যে তার স্ত্রী বলে মোটে মানায় না…

দুই চোখ বিস্ফারিত করিয়া মায়া কহিল,—ওঃ…কত বড় শয়তান, ভাবুন তো! উনি যেন ছোকরা আছেন, আর ওঁর স্ত্রী প্রৌঢ় হয়েচেন!…ছি!

হাসিয়া যামিনী কহিল,—দিল-মহলের সভ্য হবার জন্য কি আগ্রহ…

মায়া কহিল,—আমাদের দিল-মহলে তাহলে হাস্যরসটা জমে. ভালো!

হাসিতে হাসিতে যামিনী বিদায় লইল। মায়া চুপ করিয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর স্নান করিতে গেল।···

দুপুর বেলায় মায়া দিল-মহলের কি কতকগুলা চিঠিপত্র লইয়া বসিয়াছিল; বেয়ারা আসিয়া সংবাদ দিল, গিরিজা বাবু আসিয়াছেন। মায়া চমকিয়া উঠিল—গিরিজা বাবু! অর্থাৎ কুমার বাহাদুর! বুকটা একবার দুলিয়া উঠিল, তারি হাত ধরিয়া রায় বাহাদুরের গৃহে যাইবে···?

মায়া কহিল,—নিয়ে আয় এইখানে···

বেয়ারা চলিয়া গেল। মায়া চিঠি-পত্রগুলা গুছাইতে লাগিল। গিরিজা আসিয়া চোরের মত ঘরে প্রবেশ করিল। মায়া কহিল,—আসুন···

গিরিজা একটা চেয়ার টানিয়া বসিল, তারপর একেবারেই কহিল,—আমায় কিছু কাজ দিতে পারেন মায়া দেবী? এই অলস অবসর কাঁটার মত বুকে বাজচে···

মায়া বিস্মিত হইল, কহিল—কাজ? আমি কাজ দেবো?

গিরিজা ম্লান হাসি হাসিল, হাসিয়া কহিল—হ্যাঁ, আপনিই কাজ দেবেন। আপনাদের সেই ফিল্ম তোলার কি হলো? এমন হয়েচে মনের অবস্থা যে, কারো বাড়ী জঙ্গল কাটার দরকার হলে বোধ হয় তাতেও লেগে যেতে পারি···

মায়া কহিল,—হঠাৎ মনের এমন অবস্থা হলো···?

গিরিজা কহিল,—মনের উপর কারো জোর আছে, না, কোনো জোর চলে? সে আপনার গতির বেগে ছোটে—বাধা-বিপত্তি সম্ভব-অসম্ভব না বুঝে…

মায়াও তা বুঝিয়াছে। এবং বুঝিয়াছে বলিয়াই…কিন্তু সে কথা যাক্!

মায়া কহিল,—বেশ, আজ চলুন দিল-মহলে…আমিও বহুদিন যাইনি। সব ছত্রভঙ্গ হবার জো! যামিনী বাবু আজ এসেছিলেন… ঐ কাজটাই নেওয়া যাক্। আমি তাঁকে বলে দিছি…শিনারিয়ো যেন পাওয়া যায়…

গিরিজা কহিল,—তাই করুন। একটা কাজ হাতে না পেলে আমি যে কি করবো, কিছু বুঝতে পারচি না…

মায়া কহিল,—বললেই তো কাজ আয়ত্ত করা চলে না। বন্দোবস্ত কিছু নেই…জিনিষ-পত্তরের যোগাড়-যন্তর…প্রতিশ্রুত অর্থও সংগ্রহ হোক…

গিরিজা পকেট হইতে পার্শ বাহির করিয়া পাঁচখানা একশো টাকার নোট্ বাহির করিয়া মায়ার হাতে দিল, দিয়া কহিল,—এই নিন আমার contribution…

মায়া বিস্মিত হইল। আগ্রহ অত্যধিক না হইলে কেহ এত শীঘ্র কোন ব্যাপারে পয়সা বাহির করে না! মায়া কহিল,—টাকা রাখুন এখন…দরকার বুঝলে চাইবো'খন…

গিরিজা কহিল,—কিন্তু দোহাই আপনার, দেরী করবেন না… আপনি হয়তো বুঝচেন না আমার অস্থিরতা…

মায়া গিরিজার পানে স্থির দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চাহিয়া তাকে নিরীক্ষণ করিল, তারপর কহিল,—রায় বাহাদুরের ওখানে যাবেন ?

গিরিজা চমকিয়া উঠিল। মায়া তা লক্ষ্য করিল, লক্ষ্য করিয়া কহিল,—কি বলেন ?

গিরিজা কহিল,—রায় বাহাদুর সেটা তেমন পছন্দ করেন না, বোধ হয়···

মায়া কহিল,—কিন্তু এ ব্যাপারে রায় বাহাদুরের পছন্দ-অপছন্দয় কিছু এসে যাবে না···মিসেস চ্যাটার্জ্জী আপনার আসা-যাওয়া চান্। আর শৈল···এই অবধি বলিয়া মায়া আবার গিরিজার পানে চাহিল।

গিরিজা একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—অলস স্বপ্ন বোনা··· না মায়া দেবী, আমি আর ওখানে যাবো না···না যাওয়াই মঙ্গল।

মায়া কহিল,—কেন ?

গিরিজা মায়ার পানে চাহিল, এবং কম্পিত স্খলিত কণ্ঠে কহিল,—তাঁর সরল মনে কোনো রকম মিথ্যা ছাপ্ না দি···আমার তাতে পরম কল্যাণ···কিন্তু মিস্ চ্যাটার্জ্জীর শুভ্র জীবনটুকু অন্ধকারে কালো হয়ে যাবে !

গিরিজা একটা নিশ্বাস ফেলিল। মায়া কোনো জবাব দিল না, তার মনের মধ্যে তখন মুগুরের ঘা পড়িতেছিল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

ইঙ্গিত

গিরিজাকে রায় বাহাদুরের গৃহে লইয়া যাওয়া ঘটিল না। মায়া বারবার অনুরোধ করিল, গিরিজা বলিল,—না, আজ থাক্…একটু কাজ আছে।…

গিরিজা বাহির হইয়া পড়িল। মায়া কাঠ হইয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। ব্যাপারটা এমনি রহস্যে আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল যে সে ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিল না, গিরিজার এ বীতরাগের অর্থ কি! শৈলকে গিরিজা ভালোবাসে; শৈলও তাকে ভালোবাসে—এ-সংবাদ গিরিজার অবিদিত নয়, তবু…

গিরিজা মায়ার গৃহ হইতে বাহির হইয়া সোজা মাঠের দিকে গেল। নিজের জীবনের সমস্ত ঘটনাগুলা এমন জীবন্ত মূর্ত্তিতে চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল…মনে হইল, কি দুরাশার বশবর্ত্তী হইয়া মনে কি কালিই সে মাখিয়া বেড়াইয়াছে! হায় রে, এত জটিল বাঁধনে আপনাকে বদ্ধ করিয়াছে যে আজি মুক্তির সম্ভাবনা একেবারে আশার অতীত! কিন্তু যেমন করিয়া পারে, এ বাঁধন কাটা চাই! দিবারাত্র দুশ্চিন্তার বোঝা লইয়া আর কত ঘুরিবে! আর কিছু নয়, জীবনটাকে যদি শুভ্র অমলিন রাখিতে পারিত, তাহা হইলে মাথা তুলিয়া অন্ততঃ শৈলর সামনে আজ

দাঁড়ানো সম্ভব হইত ! দুরাশার পিছনে ছুটিয়া এত অশান্তি কুড়াইতে হইত না !

রাত আটটা বাজিল ; ন'টায় দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া গিরিজা উঠিল। উঠিয়া ট্রেণে চড়িয়া বারাকপুরে ফিরিল…এমনি, নিয়মের বশ্যতা মানিয়া শুধু ; কোনো বাসনা লইয়া নয়।…

বারাকপুরে শ্যামল দারুণ উদ্বেগ বুকে লইয়া বসিয়াছিল ; গিরিজাকে দেখিয়া কহিল,—মুস্কিল হয়েচে…পুলিশ এখানে হানা দেবে…সন্ধান পেয়েচে। এই রাত্রেই সরে পড়া উচিত।

গিরিজা কহিল—আর পারি না ! গ্রেফ্‌তার করুক ! এ ছুটোছুটির বিরাম হোক্ !…

শ্যামল কহিল—না, না ! সে পাগলামি করে লাভ নেই। বেঁচে সব জোটগুলি খুলতে হবে। নাহলে বাঁধনের চাপে ইহ-জন্মটাই যাবে।

গিরিজা কহিল,—পকেটে টাকা আছে—নাও…জোট্ খোলো, যদি পারো। গিরিজা টাকা ফেলিয়া দিল ; শ্যামল টাকাগুলা পকেটে পুরিল।

শ্যামল কহিল—চলো…আজই। পরে চিন্তা করার সময় ঢের মিলবে। তখন পথের সম্বন্ধে চিন্তা করা যাবে।

গিরিজা আপত্তি তুলিল ; শ্যামল শুনিল না, গিরিজাকে টানিয়া লইয়া চলিল।…

মুক্ত হাওয়ার পরশ পাইয়া গিরিজা বর্ত্তাইয়া গেল ! দুজনে ষ্টেশনে আসিল, আসিয়া—ট্রেন ধরিল। ট্রেনে চাপিয়া দুজনে কলিকাতায় আসিল। সেখান হইতে বীরেনের গৃহে।…

বীরেনকে ডাকিয়া তুলিয়া শ্যামল কহিল,—আশ্রয় চাই…

বীরেন কহিল—হঠাৎ ?

শ্যামল কহিল—অনেক কথা আছে। কাল সকালে হবে। আজ শুধু শয্যার কোলে আশ্রয় চাই…

বীরেন কহিল—খাবে না ?

—না, না। তুমি একটা বিছানা দাও। জিনিষপত্র সঙ্গে আনিনি…

বীরেন কোনো প্রশ্ন করিল না ; চাকরকে ডাকিয়া দুজনের শয়নের আয়োজন করিতে চলিল। বিছানা পাতা হইলে শ্যামল শুইয়া পড়িয়া কহিল,—আঃ ! যে কষ্ট গেছে সারাদিন—প্রাণটা এতক্ষণে বাঁচলো…

গিরিজা গুম্ হইয়া এক কোণে চেয়ারে বসিয়া রহিল। তার চোখের সাম্‌নে চারিধার ধোঁয়ায় ভরিয়া উঠিতেছিল…

সারা রাত গিরিজার মনে যেন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ চলিল—ছোট-বড় কত চিন্তা বিরাট অক্ষৌহিণীর মত বুকটাকে দলিয়া পিষিয়া হুড়াহুড়ি বাধাইয়া তুলিল। অতীতের কালিমাখা সহস্র স্মৃতি কবন্ধের মত মশাল হাতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, একটু দূরে ভবিষ্যতের রঙিন বর্ণচ্ছটার উজ্জ্বল আভাস…গিরিজা ভাবিল, যা হইয়া গিয়াছে, তার তো আর চারা নাই। তাই বলিয়া এ'ও সে চায় না, নাটক বা উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীর মত বিচারালয়ে গিয়া মস্ত মহত্ত্ব দেখাইয়া বলিবে, আমি আসিয়াছি, আমায় বন্দী করো…যে-সব অপরাধ করিয়াছি, তা কবুল করিতেছি…দাও আমায় শাস্তি…পাপের প্রায়শ্চিত্ত করি। এ সে করিতে চায় না… এমন সৃষ্টিছাড়া প্রায়শ্চিত্ত করিবার সাধ তার নাই। সে শক্তিরও তার অভাব। তার চেয়ে…সে পলাইবে,…এই তীক্ষ্ণ স্মৃতি-ঘেরা, এই অপরাধের কালি-মাখা রঙ্গভূমি ছাড়িয়া দূরে, বহু-দূরে…নূতন নাম লইয়া

জীবনটাকে নূতন ভাবে সে পরখ করিয়া দেখিতে চায়। উপন্যাসে-নাটকে নবজীবন, পুনর্জন্ম বলিয়া যে-সব কথা আছে, সেই নবজীবন, পুনর্জন্ম লইয়া সেও নূতন মানুষ হইতে চায়!...

সকালে শ্যামলের ঘুম ভাঙ্গিতে গিরিজা বলিল,—এখনও সাধ আছে এখানে বিচরণের?

শ্যামল কহিল,—সাধ হলেও সাধ্য থাকবে না। চারিদিকে কাজের তৎপরতায় এমন চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেচি যে, তার ঘুর্ণিপাকে এখানে স্থির হয়ে থাকা বোধ হয় অসম্ভব!

গিরিজা কহিল,—চলো, সরে পড়ি...বহুদূরে...মান্দ্রাজে, কি বোম্বাইয়ে...

শ্যামল কহিল,—রেস্ত?

গিরিজা কহিল,—ঐ মুরারি সেনের ফিল্ম-হাউসের লীজের টাকাটা মজুত আছে তো...তা থেকে একটা পয়সা ছত্তরমলকে দেওয়া নয়—বরং ছোট-খাট মামলায় যে পরোয়ানা বেরিয়ে পড়েচে, সেগুলোকে স্বস্থানে প্রত্যাবৃত্ত করবার জন্য বন্দোবস্ত করে ফ্যালো...সামান্য পুঁজি নিয়ে সত্যই কিছু করা যাক...যদি দিন পাই, এদের পাই-পয়সাও চুকিয়ে দেবো...

শ্যামল বিস্মিত নেত্রে গিরিজার পানে চাহিল। গিরিজা কহিল,—অমন করে চেয়ে আছো যে...?

শ্যামল কহিল,—জীবন-নাট্যে পঞ্চম অঙ্ক রচনা করচো না কি হে! এরি মধ্যে? ও-সব কল্পনা থাক্...প্রাক্‌টিক্যাল হও। পাপ-পুণ্যের হিসাব খতানোর বয়স আসতে বিলম্ব আছে—দেশাচার-মতে শেষ

বয়সে কাশীবাস আর বিশ্বনাথ দর্শন—প্রায়শ্চিত্তের জন্য জন-সেবার চূড়ান্ত···খাঁটি oriental style যাকে বলে—গঙ্গাস্নান সেই সঙ্গে··· আমার মনে ভক্তি বিশ্বাস প্রবল···

গিরিজা কহিল,—রহস্য নয়···আমার কথাটা ভেবে দেখো···যে নিবিড় জটিল জাল রচনা করেচি, তা অক্টোপাশের মত দীর্ঘ দেহ বিস্তার করে আছে—তার শুঁড় বাঁচিয়ে চলে যাওয়া···আমার বড় ভয় হয়···সম্ভব হবে না।

শ্যামল কহিল,—একটা কথা ছিল।

—কি ?

—রায় বাহাদুরের গৃহিণীর তোমার উপর প্রচুর মায়া জন্মেচে··· এবং ওধারে তাঁর কন্যাও নাকি হৃদয়-নদী তোমার পানে স্রোতের বেগে এগিয়ে দিয়েচেন—অতএব···ওদিক দিয়ে ভবিষ্যৎ রচনা করতে গেলে সে ভবিষ্যৎ দীপ্ত উজ্জ্বল হবে···

বাধা দিয়া গিরিজা কহিল—চুপ···ও-সব কল্পনা মনে এনো না···

শ্যামল কহিল,—ঐখান থেকেই মোড় নিয়েচো, দেখচি—বাঃ···

বীরেন আসিল, আসিয়া কহিল—আজ এইখানেই আছ তো হে শ্যামল···?

শ্যামল কহিল,—এ বেলাটা আছি···

বীরেন কহিল,—তার পর ?

শ্যামল কহিল,—ঠিক নেই···

বীরেন কহিল,—এখন বেরুবে কোথাও···? যদি না বেরোও, তাহলে আমায় অনুমতি দাও, একটু বেরুতে হবে···

খবরের কাগজওয়ালা আসিয়া কাগজ দিয়া গেল। বীরেন সাগ্রহে কাগজ খুলিল এবং সন্ধানী-দৃষ্টিতে দু-একখানা পাতা উল্টাইয়া কহিল,—যা ভেবেছিলুম···তিন মাস জেল হয়ে গেল···

গিরিজা কহিল,—কার? সে শিহরিয়া উঠিল।

বীরেন কহিল,—মহীতোষের!···আমি উড়ো খপর পেয়েছিলুম··· যেতে পারিনি কোর্টে।···তা হলে আমি চললুম ভাই মহীতোষের বাড়ী··· তার স্ত্রী একলা···এ বিপদে···আমায় ক্ষমা করবেন কুমার বাহাদুর···

গিরিজা কহিল,—ক্ষমা চাইবার কোনো কারণ তো নেই, বীরেন বাবু···

বীরেন ব্যস্ত হইয়া চলিয়া গেল। গিরিজা কাগজখানা টানিয়া লইল। এ-পাতা ও পাতা উল্‌টাইতে একটা খপর চোখে পড়িল। খপরটা এমনি···কলিকাতা ও নিকটবর্ত্তী প্রদেশে জমিদার সাজিয়া মানুষ ঠকাইবার ভারী মরশুম পড়িয়াছে। কলিকাতায়, দমদমায়, কাশীপুরে ও শোভাবাজারে এ কাজের কারখানা। নানা ব্যবসার ফাঁদ পাতিয়া, জমি-লীজ প্রভৃতির ছলে এমনি বিবিধ উপায়ে বহু লোক বহু অর্থ খোয়াইয়াছে। পুলিশে তদন্ত চলিতেছে। বড় বড় রুই-কাতলা ধরা পড়িবার সম্ভাবনা।

গিরিজা কাগজখানা দেখাইয়া কহিল—দেখেচো?···

শ্যামল কহিল—ও কি বলচো! ওর চেয়ে বড় খবর আমি জানি··· মকদুম্‌পুর চূণের ফ্যাক্টরির ব্যাপারে তদারক শেষ হয়ে গেছে—আমাদের গ্রেফ্‌তারী হুকুমও বেরিয়েচে···কিন্তু গ্রেফ্‌তার হচ্ছি না দুটি কারণে···

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে গিরিজা শ্যামলের পানে চাহিল, শ্যামল কহিল,—

প্রথম কারণ, ফরিয়াদীর সঙ্গে দেখা করে বলেচি, যদি আসামী বানিয়ে ফেলেন তো ঐ টাকায় মামলা লড়বো, লড়ে জেলে যাবো··· তাতে টাকা পাবেন না! তার বদলে যদি টাকা চান্ তো রফা করুন —সর্ব্বনাশে সমুৎপন্নে অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ। অর্দ্ধেকের মায়া বর্জ্জন করুন, বাকী অর্দ্ধ পাবেন মামলা মিটুলে।

গিরিজা কহিল—তার পর?

শ্যামল কহিল—পুলিশেও দেখা করেচি—যেন প্রতারিত বিপন্নের তরফ থেকে আসামীর সন্ধানে ফিরচি মেটাবো বলে!

গিরিজা কহিল—তোমার বুদ্ধির তারিফ আমি চিরদিন করি। শুধু পয়সা আর উৎসাহের অভাবে এত-বড় বুদ্ধি কি হয়েচে! ঠিক-পথে গেলে এ-বুদ্ধি বেঞ্চ আলো করতে পারতো···!

শ্যামল কহিল—নিশ্চয়! ঐ হতবুদ্ধি হাঁদার দলের পয়সায় দাবী থাকতে পারে না। এক একবার মনে হয়, আইন হওয়া উচিত, যার বলে জরদ্গব ধনীদের ধন তাদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে বুদ্ধিমান চতুর-সম্প্রদায়ে সে-ধন বিতরিত হয়! জরদ্গবদের স্থান হয় পিঁজরাপোলে,—নয় আতুরাশ্রমে!···কি মর্ম্মবেদনা পাই বন্ধু, যখন দেখি, হাঁদা-বুদ্ধি ভোঁদা ধনীর দল তাদের বোকা-মূর্ত্তি নিয়ে মোটরে চলেছে, থিয়েটারে বক্স ভরতি করে বসচে! আর আমরা···? বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য···এত বড় শাস্ত্রবাক্য একেবারে মূল্যহীন! বীরভোগ্যা বসুন্ধরা না হয়ে বুদ্ধিমান-ভোগ্যা বসুন্ধরা হলেই ঠিক হয়! তাহলে জেলের ভয় প্রাণে থাকতো না।···হুঁঃ, বুদ্ধিমানদের কি প্রচুর বুদ্ধিই না ঐ জেলের জাঁতার নীচে চূর্ণ-বিচূর্ণ হচ্ছে!

গিরিজা হাসিল, হাসিয়া কহিল,—তোমার মনস্তত্ত্ব রাখো···

শ্যামল কহিল—দেখো, তুমি দেখে নিয়ো···একদিন আসবে—সেদিন বুদ্ধিমানেরাই ধনের অধিকারী হবে, আর এই নির্ব্বোধ ধনীর দল তাদের কৃপাপ্রার্থী দাঁড়িয়ে থাকবে। আসিবে, সেদিন আসিবে...

গিরিজা কহিল—শোনো আমার কথা··আমি বাঁচতে চাই··ধরা পড়ে জেলে যাবার লোভ প্রাণে···নেই। তাই সরে পড়তে হবে—এখানে নূতন-নূতন সভায় যে বিভিন্ন পরিচয় নিয়ে ঢুকেচি তা অটুট রেখে, সে পরিচয় কালো হবার পূর্ব্বেই কোনো নিরাপদ আশ্রয়ে!···নূতন মানুষ হবো···কারণ আর কিছু নয়···এ উদ্বেগ সারাক্ষণ মনে জাগলে এ অর্থ-সাধনায় ফল? শান্তিই সব-চেয়ে কাম্য-বস্তু···ঐ শান্তির জন্যই পয়সার দরকার, কিন্তু পয়সার খোঁজে বেরিয়ে সেই-শান্তিকেই যদি হারাতে হয়···

তার মুখের কথা লুফিয়া শ্যামল কহিল—জীবনে এর মত বড় fallacy আর নেই! সাধে কি শাস্ত্রকাররা বলেছিলেন, অর্থমনর্থম্! অর্থ থাকলে অশান্তি, না থাকলে আরো ঢের বেশী অশান্তি···

গিরিজা কহিল—মিছে বক্‌বক্ করে লাভ নেই। এখানে থেকে এ-পরিচয়ের বিড়ম্বনায় তোমার সুস্থ বন্ধুকে বিড়ম্বিত করে কাজ নেই। তুমি একটু নিরাপদ নীড়ের ব্যবস্থা করো···যতখানি সম্ভব এখানকার জাল ছিন্ন করো···তারপরে চলো বন্ধু, নিরুদ্দেশের পথে···

শ্যামল কহিল—তুমি ভাবচো, আমি নিশ্চিন্ত আছি সেদিকে···? আজ আমাদের লগেজ আসচে বারাকপুর থেকে। আমি

একটু আস্তানার সন্ধানও করেচি···তিলজলা জানো? তিলজলার কাছে মস্ত বাগান-বাড়ী আছে। বাগান এখন জঙ্গলে পরিণত এবং বাড়ীটুকু কোনোমতে টিকটিকি-মাকড়সা প্রভৃতির আশ্রয়-ভূমি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে···ওটা আমাদের target ঠিক করেছিলুম—এক বিধবার সম্পত্তি। তাঁকে এমন আশার ছবি এঁকে দেখিয়েছিলুম···! ঐখানেই থাকবো···বেশ নিভৃত নিরাপদ জায়গা। তারপর কারো বক্ষে গুলি নিক্ষেপ করে—শেষ বলি দিয়ে যাত্রা করাই বিধেয়···

গিরিজা কহিল—আজ চলো সেখানে···কিন্তু দ্বিতীয় কারণের সম্বন্ধে যে কথা হচ্ছিল···

শ্যামল কহিল,—একটা মস্ত ঝড়ের আঘাত উদ্যত হয়েছিল, ঐ দমদমা মোটর ওয়ার্কসের তরফ থেকে মোটরের জন্য। শুনলুম, এক মহীয়সী মহিলার তর্জ্জনীর ইঙ্গিতে সে ঝড় নিরস্ত হয়েচে···এই মহীয়সী মহিলাটি যে কে···মেশায়ার মত যিনি···বুঝচি না।

গিরিজা সবিস্ময়ে কহিল,—মহিলা! সত্যি, কে এ মহিলা···?

শ্যামল কহিল—চ্যাটার্জ্জী-মহিলা নন্, সুনিশ্চিত···

গিরিজা কহিল,—তবে?

শ্যামল কহিল,—বুঝতে পারচি না! তবে যতখানি রহস্যেই তিনি আপনাকে আচ্ছন্ন রাখুন, কৃতজ্ঞ শ্যামল উদ্দেশে তাঁকে প্রণতি জানাচ্ছে!

গিরিজা বিমূঢ়ের মত বসিয়া রহিল···miracle বলিয়া যে একটা কথা আছে, সেই miracle শেষে তাদের জীবনেও ঘটিতে চলিল! আশ্চর্য্য!

বিংশ পরিচ্ছেদ

দুরাশার খেলা

মন না মতি! তার উপর জোর সব সময়ে খাটে না! গিরিজা তিলজলার নিভৃত নীড়ে আসিয়া ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল···একবার শেষ বিদায়টুকু···কিন্তু না, তার চেয়ে···ঠিক! মায়া দেবীর মারফৎ খবরটা একবার জানিতে হানি কি?

সন্ধ্যায় সে গিয়া উঠিল মায়া দেবীর গৃহে। মায়া অসুস্থ হইয়াছে। খুব জ্বর, সঙ্গে আরো দু-চারিটা কি উপসর্গ আছে!··· ভিতরে ভৃত্যের ডাক পড়িল—সে চলিয়া গেল। পাচক আসিয়া কহিল,—আপনি এসেচেন···ওঃ!

গিরিজা কহিল,—উনি কেমন আছেন? শুনলুম, অসুখ হয়েচে।

সে কহিল,—হ্যাঁ, এখন একটু ভালো আছেন। আমায় বললেন, বাইরে কে এসেচে? আমি বললুম, দেখে আসি···

ভৃত্য ফিরিল, ফিরিয়া কহিল,—আপনি উপরে আসুন—উনি বললেন···

গিরিজা কহিল,—আমি এসেচি, সে কথা বললে কেন? অসুখ···একটু যখন ভালো আছেন···

ভৃত্য কহিল,—না, আপনাকে যেতে হবে···উনি অনেক করে বলে দিলেন···

গিরিজা কহিল,—চলো···

রোগীর ঘর। গিরিজা আসিয়া খাটের পাশে চেয়ারে বসিল।

মায়া কহিল—অসুখ করেচে···

গিরিজা কহিল,—হঠাৎ ?···

মায়া কহিল,—সারাদিন খুব ঘুরেচি। আপনি ফিল্‌মের ব্যবস্থা করতে বলেছিলেন না···?

গিরিজা একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—ঠিক···

সে কথা সে নিজে কিন্তু ভুলিয়া গিয়াছে। ভুলিবার কথা···মনের উপর দিয়া যে-ঝড় বহিয়া চলিয়াছে! সে যে বাঁচিয়া দাঁড়াইয়া আছে কি করিয়া—সে কথা ভাবিলে নিজেই অবাক হইয়া যায়!

গিরিজা কহিল—একদিনে এমন উৎসাহ প্রকাশ করলেন যে শয্যা নিতে হলো! গিরিজা হাসিল।

মায়া কোন জবাব দিল না। গিরিজা কহিল,—আমার একটু মুস্কিল বাধচে—আমায় হয়তো শীগ্‌গির একবার বাহিরে যেতে হবে···

মায়া কহিল—হঠাৎ ?···

গিরিজা কহিল,—হ্যাঁ, হঠাৎই···তা, আপনি কেমন আছেন এখন ?

মায়া কহিল—মাথায় খুব যাতনা···উঃ—দুটো রগ যেন খসে যাচ্ছে!

গিরিজা কহিল,—কাকেও বলচেন না কেন···মাথা টিপে দিত···! ডাক্তার আনিয়েছিলেন···?

মায়া হাসিল। ম্লান হাসি! হাসিয়া কহিল—একদিনের অসুখে ডাক্তার!

গিরিজা কহিল—উচিত। জীবনের একটা মূল্য আছে—তাছাড়া অনর্থক কষ্ট ভোগ করা কেন?

তাচ্ছল্যের ভরে মায়া কহিল—ভারী তো জীবন, তার আবার মূল্য! মায়ার স্বরে এমন বেদনার কাতরতা ফুটিল যে তা গিরিজার হৃদয় স্পর্শ করিল। সে কহিল—বটে! আমি আপনার লোক-জনকে এখনি বলচি···আপনার ডাক্তারকে ডেকে আমুক?

মায়া কহিল,—না, না।···ডাক্তার ডাকতে হবে না। কাল যদি জ্বর না ছাড়ে, এমনি যাতনা থাকে, তাহলে সকালে খপর দেবো···

গিরিজা কহিল—তাহলেও এই মাথার যাতনা! একটা কোন রকম ওষুধ···জ্বর এখনো আছে?

মায়া কহিল—বুঝতে পারচি না। আছে, বোধ হচ্ছে—দেখুন না···

কথাটা বলিয়া মায়া একখানি হাত গিরিজার দিকে আগাইয়া দিল। গিরিজা মায়ার পানে চাহিল—তার চোখের দৃষ্টিতে কি সে নিবেদন! গিরিজার বাধিতেছিল···এই চোখের অনুরোধ সে এড়াইতে পারিল না। মায়ার হাত নিজের হাতে তুলিয়া লইল। হাত বেশ গরম। গিরিজা কহিল—গরম আছে বৈ কি! থার্মোমিটার নেই? দেখেননি?

মায়া কহিল,— থার্মোমিটার আছে! দেখিনি।

গিরিজা কহিল,—আশ্চর্য্য লোক আপনি! এত অবহেলা নিজের শরীরের প্রতি···অথচ দেশের কাজে নেমেচেন! দিল-মহলের

মারফৎ ! জানেন, আপনার জীবনের মূল্য আপনি না বুঝতে পারেন, কিন্তু দশজনের দরকার আছে আপনার জীবনে।

আবার সেই ম্লান হাসি হাসিয়া মায়া কহিল,—আছে না কি ?···

গিরিজা সে কথার জবাব দিল না; শুধু কহিল,—থার্ম্মোমিটার কোথায় আছে, বলুন···

মায়া কহিল,—ভজুকে ডাকুন। সে দেবে'খন···

ভজু-ভৃত্যকে ডাকিয়া গিরিজা থার্ম্মোমিটারের কথা বলিল। থার্ম্মোমিটার আসিল। গিরিজা কহিল,—নিন্, দেখুন···

মায়ার হাতে থার্ম্মোমিটার দিয়া গিরিজা গিয়া খড়খড়ির পাশে দাঁড়াইল।

মায়া কহিল—হয়েচে। নিন···

গিরিজা থার্ম্মোমিটার হাতে লইয়া দেখিল, কহিল—বেশ জ্বর !

মায়া কহিল—আরো বেশী হয়েছিল। এখন কমেচে···দুপুরবেলা থেকেই এমনি···তার উপর ঘুরেচি···

গিরিজা কহিল—আপনার দাসী কোথায় গেল ?

মায়া কহিল—সে ছুটি নিয়ে গেছে। দেশ থেকে তার মেয়ে-জামাই এসেচে···তারা আছে জানবাজারে···

গিরিজা কহিল—ঘরে অডিকলোঁ আছে ? না থাকে তো একটা কিনে আনুক ভজু···

মায়া কহিল,—অডিকলোঁ আছে।···আপনি কেন মিছি মিছি ব্যস্ত হচ্ছেন, বলুন তো ?···

গিরিজা কহিল,—আচ্ছা, সে আমি বুঝবো !···বলিয়া সে ভজুকে

আদেশ দিল, অডিকলোঁর শিশি ও একটা কাপ জলে ভরিয়া আনিতে।" কাপ আসিলে তাহাতে অডিকলোঁ ঢালিয়া পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া গিরিজা ভিজাইল, ভিজাইয়া মায়ার কপালে পটি আঁটিয়া দিল।

পটিটা দু আঙুলে টিপিয়া মায়া কহিল,—আঃ!

গিরিজা কহিল,—বাড়ীতে স্ত্রীলোক কেউ নেই?

মায়া কহিল,—আপাততঃ নেই।

গিরিজা কহিল,—হুঁ...

মায়া বলিল,—কেন এত কাণ্ড করচেন! এতেই সেরে যাবে। মায়া পাশ ফিরিয়া শুইল।

গিরিজা কহিল,—পাশ ফিরচেন কেন?...মাথায় আমি একটু হাত বুলিয়ে দেবো?...সেবা না হয় একটু করলুমই...অযোগ্য হাত হলোই বা!

হাসি-ভরা মুখে মায়া ফিরিয়া গিরিজার পানে চাহিল...তার চোখে আনন্দের দীপ্তি!...

কপালে অডিকলোঁর ফোঁটা ঢালিয়া গিরিজা মায়ার রগ টিপিয়া রহিল...

মায়া কহিল,—রায়-বাহাদুরের ওখানে আর যান নি?

গিরিজা কহিল,—না।

মায়া কহিল,—গেলে একটা সংবাদ পেতেন...

—কি সংবাদ?

—মিসেস্ চ্যাটার্জ্জী আজ সকালে আমার এখানে এসেছিলেন... এ-কথা সে-কথার পর বললেন, আসল কথা...অর্থাৎ শৈল ক'দিন

আপনার দেখা না পেয়ে কেমন মন-মরা হয়ে আছে···মিসেস্ চ্যাটার্জ্জী আপনার সম্বন্ধে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করছিলেন। তাঁর ইচ্ছা···

মায়া চুপ করিল। গিরিজার বুকখানা দুলিয়া উঠিল। মায়া কহিল, —আপনার সঙ্গে শৈলর বিয়ে হয়, সাধ! শৈল কাকেও এমন চোখে দেখেনি! তা, রায় বাহাদুরের আপত্তি···দু'জনে এ নিয়ে কাল রাত্রে মহা-তর্ক হয়ে গেছে। রায় বাহাদুর বলেচেন, কোথাকার কুমার, কি, কে···এমনি সব কথা···তাতে মিসেস্ চ্যাটার্জ্জী বলেচেন, ও গরীব হলেও ভাববো না—আমার এত পয়সা···মেয়ের সুখ কোনোখানে বাধবে না···

শেষের কথাগুলা গিরিজার কাণেও গেল না। বিশ্ব-ভুবন ঐ কথার গোড়াটুকুর সঙ্গে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল।···

মায়া কহিল,—কি বলেন আপনি ··? দেখুন, ঘটকালী করবো···?

গিরিজা একটা নিশ্বাস ফেলিয়া ডাকিল,—মায়া দেবী···

মায়া কহিল,—কেন ?

গিরিজা কহিল,—ও-সব জল্পনা ছেড়ে দিন্। ওঁদের বুঝিয়ে বলবেন, আমার সম্বন্ধে কোনো কল্পনা নয়···আমি যে কত হীন, কত নীচ—শৈলর পায়ের পাশে দাঁড়াবার যোগ্যতাও আমার নেই···

প্রকাণ্ড ঝড়ের মত একটা নিশ্বাস মায়ার বুকে তাল পাকাইয়া উঠিল। সেটাকে প্রাণপণ বলে চাপিয়া মায়া কহিল,—আপনাদের সব বাড়াবাড়ি! জীবনটাকে কি সত্যই ভাবেন, কাব্যের কল্প-লোক···? ও-সব কথা বইয়ের পাতায় সাজে; বাস্তব জীবনে ও-সব কথায়

কোনো কাজ হয় না—প্রকাণ্ড পরিহাসের মত শোনায়…! ভালো-’ বাসলে মানুষ এমন অসম্ভব কল্পনাও করে··!

মায়া হাসিল।

গিরিজা কহিল,—মায়া দেবী, যথার্থ বলচি, আমি অতি লক্ষ্মীছাড়া, আমি কুমার নই, জমিদার নই,—আমি মস্ত ধাপ্পাবাজ…প্রকাণ্ড ফাঁকি-বাজীতে দুনিয়ার বুকে হাহাকার ছড়িয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি—শুধু মানুষকে ঠকাবার জন্য…

মায়া হাসিল; হাসিয়া কহিল,—আপনি দেখচি, আমায় পাগল না করে ছাড়বেন না! আপনি কুমার কি রাজা, এ-সব খপরে ওঁদের তো দরকার নেই। ওঁরা বুঝেচেন, শৈল আপনাকে ভালোবাসে, আর আপনি শৈলকে ভালো বেসেচেন…

কম্পিত কণ্ঠে গিরিজা ডাকিল,—মায়া দেবী…

মায়া কহিল,—ভালোবাসা পয়সা-কড়ি-বিছুনো রাজ-পথের ’পরেই রথ চালিয়ে যায় না…পয়সা-কড়ির জঞ্জাল কাটিয়ে আপনার মধ্যে এমন কিছু ওঁরা দেখেচেন, যার জন্য…নাহলে…

মায়া কি-এক দৃষ্টিতে গিরিজার পানে চাহিল। গিরিজা সে-দৃষ্টি কেমন সহিতে পারিল না!

সে কহিল,—আজ আপনাদের সংস্পর্শে এসে নিজের দৈন্য এমন তীক্ষ্ণ বুঝতে পেরেচি…যথার্থ বলচি, আপনাদের এই স্নেহ-মায়া, এই প্রীতির কণামাত্র পাবার যোগ্যতা-লাভের জন্য মন আমার অস্থির আকুল হয়ে উঠেচে…তাই স্থির করেচি, সাধনা করবো, ঠিক আপনাদের পাশে না হোক্, পায়ের কাছে এসে যাতে একদিন দাঁড়াতে পারি…

মায়া কহিল,—আচ্ছা নার্শ পেয়েচি···ভালো কথা কয়ে রোগীকে কোথায় আরাম দেবেন, না, প্রাণের করুণ বেদনার আঘাতে রোগীকে কাতর করে তুলচেন!

অপ্রতিভ ভাবে গিরিজা কহিল,—আপনি ঠিক কথাই বলেচেন··· আমায় মাপ করুন···

মায়া কহিল,—মাপ করতে পারি এক সর্ত্তে।

গিরিজা কহিল,—কি সর্ত্ত?

মায়া কহিল,—খুব ভালো কথা বলতে হবে···এমন ভালো কথা, যা শুনে আমার মনে আরাম পাই, মাথা-ধরা ছাড়ে, আমার অসুখ সারে···বুঝলেন?

গিরিজা কহিল,—কিন্তু তেমন কথা আমার জানা নেই যে···

মায়া কহিল,—বটে! আমায় যদি প্রীতির চোখে দেখতেন···? মায়ার কথা শেষ হইল না···একটা নিশ্বাস বুকের মধ্য হইতে উঠিয়া সে কথা চাপিয়া ধরিল।

গিরিজা কহিল,—মায়া দেবী, আপনি ভুল বুঝচেন। আমার পক্ষে, আমি জানি, এ মস্ত স্পর্দ্ধা···যদি সে স্পর্দ্ধা ক্ষমা করেন, তাহলে অকপটে বলতে পারি···

মায়ার বুক স্পন্দিত হইল—কি, কি, কি সে অকপট প্রাণের কথা···? সে গিরিজার পানে চাহিল, গিরিজার দুই চোখ বহিয়া জল ঝরিতেছে···তবু কি আশার দীপ্তি···মায়া চক্ষু মুদিল।

গিরিজা কহিল,—দুনিয়ায় শ্যামল আর আপনি—এই দু'জনের সাম্‌নে মনের সকল দ্বার মুক্ত করে আমার দৈন্য, আমার সব হীনতা

আমি ধরে দিতে পারি। কারণ, আমি জানি, এই দুটি হৃদয়ে আমার জন্য সঞ্চিত আছে প্রীতি আর দরদ···যে প্রীতি আর দরদের সামনে ঘৃণা মাথা তুলে দাঁড়াবার সাহস পায় না···

এই? এই কথা? মায়া চক্ষু মুদিল। সে ভাবিয়াছিল,—না, সে দুরাশা···কেন আবার সে দুরাশার চিন্তা তার মাথায় আসে? কেন সে দুরাকাঙ্ক্ষায় ভর করিয়া আবার সেই কল্পলোকে ভাসিতে চায়? একটা আর্ত্ত রব শুধু তার কণ্ঠে ফুটিল—উঃ!

গিরিজা কহিল,—মাথার যাতনা কমলো···?

কাতর কণ্ঠে মায়া কহিল,—না···মাথা যেন খসে যাচ্ছে!···

একবিংশ পরিচ্ছেদ

খুঁটিনাটি

বেলা আটটায় গিরিজা তিলজলায় ফিরিল। শ্যামল গৃহে ছিল না। গিরিজা আসিয়া অলসভাবে বিছানায় দেহ-ভার লুটাইয় দিল।...কাল রাত্রে চোখে নিদ্রা আসে নাই...মায়ার মাথারা যাতনা সমান ছিল, কাজেই তাকে সারা রাত্রি সেবা করিতে হইয়াছে। আজ ভোরে ডাক্তার আনাইয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া তবে সে ফিরিয়াছে; বেলা দশটার পর আবার সেখানে যাইবে। বেচারী মায়া! বড় ভালো মেয়ে,—একা, অসুখে শয্যাগত! আহা!...কথা কয়, এমন একটি প্রাণী কাছে নাই!

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া গিরিজা ভাবিল, তাকেও প্রীতি-দরদ করিবার কেহ ছিল না—একা, নিঃসঙ্গ, অসহায়...কি ভুল পথ লক্ষ্য করিয়া কিসের সন্ধানেই সে ছুটিয়াছিল! কোনো দিন ভাবে নাই, কোথাও দরদ, স্নেহ বা প্রীতি মিলিবে! তবু...এ দুনিয়ায় পয়সাই সব নয়...প্রাণের আরাম কি পয়সায় সত্যই মেলে? না, এই প্রীতি-মায়ার বন্ধনে?...

শ্যামল ফিরিল। তার উত্তেজিত মূর্ত্তি! গিরিজা কহিল,—ব্যাপার কি?

শ্যামল কহিল—মস্ত কামনা পূর্ণ করেচি। ওঃ! ঐ রায় বাহাদুর...

রায় বাহাদুর! গিরিজা চমকিয়া উঠিল। শ্যামল কহিল—দশ সহস্র আদায় হয়েচে···যেমন বুনো ওল, তেমনি বাঘা তেঁতুল আমি। এবারে চলো বন্ধু, এখানকার কর্ত্তব্য সেরেচি···এখন বিদায়ের পালা গাইতে পারি···ছত্তরমলের সঙ্গেও কাল রাত্রে হিসাব-নিকাশ চুকিয়েচি। বিশ্বাসঘাতক, বদ্‌মাস···আমাদের সঙ্গে চুক্তি-নামা···আবার গোপনে ওদিকে শোভাবাজারের দলে ভিড়েচে।

গিরিজা কহিল,—রায় বাহাদুরের কথা কি বলচো?

শ্যামল কহিল—সেই পুরোনো ইতিহাস···মনে নেই? আমার মাতুলের সঙ্গে ওঁর বখরাদারী ছিল···সেই যে বলেছিলুম···মামার নাম জাল করে এক মস্ত বিলাতী ফার্ম্ম থেকে পঁচিশ হাজার টাকা আদায় করেছিলেন,—মামার আমি উত্তরাধিকারী! ঐ টাকার জন্য বহু তাগাদা করেচি, আমায় তাড়িয়ে দেছেন···উনি তখন জৌনপুরে··· আমি মাতুলালয়ে মাতুলাশ্রয়ে বাস করছিলুম কানপুরে।···উনি তারপর বহু ধনরত্ন আয়ত্ত করে তো চলে আসেন। আমি সেই সব কাগজ-পত্র দেখি···তার কতক নকল নি···পরে বুদ্ধি-বলে অন্য কাগজ-পত্র বানিয়ে এমন ফ্যাক্‌সিমিলি তৈরী করিয়েচি!···জাল ডিটেক্‌টিভ সেজে তাঁকে ভয়ও দেখিয়েছিলুম এবং কাল রাত্রে তাঁর সঙ্গে সে কাগজ-পত্র নিয়ে দেখা করে অত্যাশ্চর্য্য গ্রেফ্‌তারী পরোয়ানা তৈরী করি! উনি ভয় পেয়ে নগদ দশটি হাজার ধরে দিয়েচেন···আমি তখন কৃত্রিম দাড়ি-গোঁফ ফেলে স্ব-রূপে প্রকাশ পাই এবং অট্টহাস্যে জানিয়ে দি, কাগজ-পত্র ভুয়ো···শঠে শাঠ্যং শাস্ত্র-বচনের সঙ্গতি প্রমাণের জন্য এই আয়োজন করেছিলুম এবং আমার সে আয়োজন সার্থক হয়েচে···

গিরিজা স্তম্ভিত! কহিল,—তারপর?

শ্যামল কহিল,—ক্রুদ্ধ রোষে, নিষ্ফল আক্রোশে গর্জ্জন করে আমায় তিনি পাকড়াবার চেষ্টা করেন, কিন্তু আমি তখন তাঁর সহি জালের তারিফ করলুম। উনি অমনি নিরস্ত হয়ে নিরাশ চিত্তে চেয়ারে বসে বেয়ারাকে শোডার ফরমাশ্ করলেন। আমিও সেই অবসরে বিদায় নিলুম···

গিরিজা কহিল—তুমি প্রকাণ্ড রাস্কেল···

শ্যামল কহিল—রাস্কেলের সঙ্গে রাস্কেলের ব্যবহার সঙ্গত ··একটা চিন্তা কাঁটার মত বুকে ফুটছিল···ঠকিয়ে নেবে? রাজ্যের লোককে আমি ঠকাই! অথচ সিধে পথ ধরে গেলে বহু অন্তরায়, বহু বিঘ্ন ছিল,—কাজেই···

গিরিজা কহিল—এ যা করেচো, এ তো নিরাপদ নয়। রায় বাহাতুর যদি এর প্রতিকার-কল্পে তুমুল আয়োজন করেন···?

শ্যামল কহিল,—তা করবে না। কারণ, সে ব্যাপার রায় বাহাতুরের তুঃস্বপ্ন নয় তো! তা কঠিন সত্য···এবং সে কাগজ-পত্র সন্ধানে বেরুতেও পারে···

গিরিজা কোনো কথা বলিল না, চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।···

ঘড়িতে দশটা বাজিল। গিরিজা কহিল,—আমি স্নান করতে যাচ্ছি—বেরুবো। কাজ আছে···

শ্যামল কহিল—আমিও বেরুবো। এদিককার জাল গুটিয়ে নেবার আয়োজন করচি···কোলিয়ারী আজ চুকিয়ে ফেল্‌বো—দেড় হাজারেই হবে। ঐ রায় বাহাতুরের টাকা থেকেই দিয়ে দেবো।···বিলম্ব বড়

জোর দু'দিন, নয়, তিন দিন;···তারপর চলো একদম মাইশোরে··· ব্যবসা-বাণিজ্য চালাবো সদ্ভাবে সদুপায়ে—শুধু নাম দুটি বদলে ফেলতে হবে···

গিরিজা কহিল—আমার হয়তো দেরী হতে পারে। অন্য কারণে নয়, একটি বন্ধুর অসুখ—তাঁর আরোগ্য লাভ হতে যে ক'দিন সময় লাগে! যাবোই যখন, তখন টাকা-পয়সার আর স্নেহ-মমতার ঋণ যতখানি পারি, শোধ করে যাই···

স্নানাহার সারিয়া গিরিজা মায়ার ওখানে ছুটিল। মায়া বিছানায় শুইয়া কি লিখিতেছিল; গিরিজাকে দেখিয়া কাগজখানা পাশে রাখিয়া কহিল,—আসুন···

গিরিজা কহিল,—কেমন আছেন এখন?

মায়া কহিল—ভালো। আপনার সেবার গুণ আছে···না?

হাসিয়া গিরিজা কহিল—তাই দেখচি।

মায়া কহিল—খেয়ে এসেচেন নিশ্চয়?

গিরিজা কহিল—হ্যাঁ।

মায়া কহিল—খুব ভালো কাজ করেচেন! আপনি এখানে খেলে আমার যে তৃপ্তি হতো!···তা বেশ! আমার ঋণের ভার বাড়িয়েই তুলচেন···শোধ করার কোনো উপায়ও দেখচি না!

গিরিজা কহিল,—ঋণ! আপনার ঋণ? আপনি এই সব কথার আঘাতেই আমায় তাড়াবেন, মায়া দেবী···

মায়া কহিল—বন্ধুর কাছে বন্ধু প্রাণের কথা অকপটে খুলে বলবে না—এই আপনি চান্?

গিরিজা কহিল—আপনার সঙ্গে যখন কথায় পারবার জো নেই, তখন আমায় বাধ্য হয়ে চুপ করতেই হবে।

মায়া কহিল—তাই করুন! চুপ করে থাকবার উপায়ও আমি বলে দিচ্ছি,—ঐ পাশের ঘরে খাট আছে, খাটে বিছানা—সেই বিছানায় শুয়ে একটু নিদ্রা দিন। রাত জেগে যে রকম সেবা করেচেন, সে সেবার লোভে ভয় হয়, আমার জ্বর না আবার দেখা দেয়!

গিরিজা বিহ্বলভাবে মায়ার পানে চাহিল। মায়া কহিল—সত্য বলচি, গিরিজাবাবু, এমন দরদ, সেবা, জীবনে আমি কারো কাছে কখনো পাইনি!···ও-সেবার পাশে জীবনকে সার্থক মনে হয়েচে! মনে হয়েচে, বুঝি, আমার এ জীবনেরও কিছু মূল্য আছে···

গিরিজা কহিল—আপনার আদেশ আমি পালন করবো। তবে একটি কথা···

—কি কথা?

গিরিজা কহিল—আপনার অসুখ সারলেই আমি চলে যাবো। দূরে গেলে কখনো কখনো আমার কথা মনে করবেন এবং প্রাণের আবেগে কোনো দিন চিঠি লিখে একটু স্নেহ-দরদের প্রার্থনা জানাই যদি তো তা দিতে কুণ্ঠা বা ঘৃণা বোধ করবেন না···

মায়া কহিল,—ঘৃণা! কি বলচেন আপনি? যত পাপ দুনিয়ায় আছে, তার মধ্যে সব-চেয়ে বড় পাপ, মানুষ হয়ে মানুষকে ঘৃণা করা! কত বড়, কতখানি অকলঙ্ক মন নিয়ে মানুষ দুনিয়ায় ফিরচে যে একের

দুর্ব্বলতায় অপরে ঘৃণার সাহস পাবে?...ওই কথাগুলো শুধু দয়া করে বলবেন না। ও কথায় প্রাণ শিউরে ওঠে, শুকিয়ে বিলুপ্ত হয়ে যায়। কেতাবের আর সত্যকার জীবনে মস্ত প্রভেদ আছে গিরিজাবাবু ...এ আমি নিজে বুঝেচি। যে-বেদনা উপন্যাসে পড়তে অসহ্য বোধ হয়, সে-বেদনা বুকে বয়ে মানুষ অনায়াসে হাসি-মুখে দিনের পর দিন কাটিয়ে চলে, এ আমার নিজের প্রত্যক্ষ করা...

আবেগ-ভরে এ কথাটা বলিয়া মায়া চমকিয়া উঠিল। সর্ব্বনাশ! এ সে কি বলিতেছে? তার উপর গিরিজা অমন দৃষ্টিতে তার পানে চাহিয়া—গিরিজাবাবু কি ভাবিবেন?

তাড়াতাড়ি তাই সে আপনাকে সম্বরণ করিয়া হাসিয়া কহিল—মানে, দৃষ্টান্ত চাই? এই আপনিই আমার দৃষ্টান্ত...

গিরিজা বিস্ময়-ভরা দৃষ্টিতে তার পানে তেমনি চাহিয়া...মায়া কহিল—শৈলর উপর ভালোবাসায় প্রাণ আপনার ভরে আছে—তাই মনের মধ্যে কি কতকগুলো গড়ে দুঃখে হা-হুতাশ করচেন... উপন্যাসে ঐ হা-হুতাশ দেখে আমরা কতখানি বিচলিত হই, অথচ ঐ হা-হুতাশ, ঐ বেদনা বুকে বয়ে কাল সারা রাত আপনি আমার সেবা করেচেন এবং আজ সকালে বাড়ীর কথাও ভোলেন নি তো! সেখানে গেছেন এবং বেশ খেয়াল করে সেখান থেকে স্নানাহারও সেরে আসচেন...বলুন দিকি, এ কি উপন্যাসের পাতায় সম্ভব হতো? উপন্যাস হলে আত্মভোলা হতভম্বের মত পথের ধারে, নয় কোনো জঙ্গলে গুম্ হয়ে বসে থাকতেন!...নয়?

কথাটা বলিয়া মায়া অসম্ভব জোরে হাসিয়া উঠিল।

হাসির বেগে তার দুই চোখের কোণে জল গড়াইয়া পড়িল। সে-জল মুছিয়া পরক্ষণে মায়া আবার কহিল—আমি ও-বেদনা বুঝি… আর দেখবো, আপনার ও-বেদনা ঘুচোতে পারি কি না…আমার এ ঋণের ভার যদি তাতে…

গিরিজা একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল—আপনি যে কি বলেন…

মায়া কহিল,—তার কোনো অর্থ নেই…? ঠিক বলেচেন! আপনার হতাশ-ভাব আমার মনকে বিবশ করে দেছে, তাই এমন যা-তা বলে যাই, কোনো অর্থ না বুঝে…! আপনি তাহলে এখন বিশ্রাম করুন গে। আমার দাসী ফিরেচে,…বেলা একটার আগে ওষুধ খাবো না তো …তখন দাসী এসে শিশি থেকে এক দাগ ঢেলে দেবে। এ সামান্য কাজের জন্য আপনাকে আর কষ্ট দেবো না। যদি জ্বর আসে, সত্যি বলচি, আপনাকে ডাকবো…

গিরিজা এ-কথা শুনিয়া চুপ করিয়া রহিল। মায়া যা-তা একরাশ বকিয়া চলিয়াছে…কি যে এ-সব কথা, আর কি তার অর্থ!…

এ-সবের অর্থ বুঝিবার চেষ্টা না করিয়া সে কহিল,—বেশ, আমি ও-ঘরেই যাই। আপনি কি চিঠি লিখছিলেন, অন্ততঃ সে-ব্যাপারে না বিঘ্নের সৃষ্টি করি! আপনি বরং ইতিমধ্যে সে কাজ সেরে ফেলুন…

ধীর-পায়ে গিরিজা চলিয়া গেল। মায়া তখন কাগজ লইয়া লিখিতে বসিল। শৈলকে সে চিঠি লিখিতেছিল। চিঠি লেখা শেষ হইয়াছে, এমন সময় বীরেন আসিয়া উপস্থিত। বীরেন কহিল,—আপনার না কি অসুখ করেচে?

মায়া কহিল,—হ্যাঁ।

একখানা চেয়ার টানিয়া বীরেন সেই চেয়ারে বসিল। মায়া কহিল,—কি খপর ?

বীরেন কহিল—খপর অনেক ছিল। মানে, আপনি যে শিনারিয়ো ঠিক করেছিলেন, তাতে একটু গোল বাধচে। প্রথমতঃ, ঘোড়া মিলবে, আমি সন্ধান নিয়েছিলুম ; কিন্তু ঐ বালিগঞ্জের মাঠকে রাজপুতানার গিরি-পথ করলে সে এক বিশ্রী ব্যাপার হবে না ? দিল-মহলের ছাপ্ থাকবে যে-ফিল্মে, তা নেহাৎ গাঁজা-মিশেল করলে তো চলবে না। কেউ কেউ করচেন বটে—শিন্ খাটিয়ে মন্দিরের দেওয়াল তৈরী। প্রোজেকশনের সময় সে-দেওয়াল রীতিমত দুলচে··· বিশ্রী কাণ্ড! অপরের ছবিতে যে দোষগুলো দেখি, নিজেদের ছবিতেও সে দোষ থাকবে ? তা হয় না···কাজে কাজেই ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধ-যাত্রা প্রভৃতির পিছনে পাহাড়ের back-ground থাকা চাই। কাছে ঘাটশীলা আছে। দূরে যেতে না চান্, অন্ততঃ সেখানকার পাহাড়-পথেই ছবি উঠুক! কিন্তু তাহলে এতগুলো ঘোড়া সেখানে নিয়ে যাই কি করে ? এই হচ্ছে এক-নম্বর গোল। দু'নম্বর গোল, আপনার বহুৎ ঘোড়-সওয়ার চাই। বহু সৈন্য দরকার। তারা নির্ভীক-ভাবে ঘোড়া চালাবে তো! তৃতীয় কথা, ঐ সব মোটা মোটা গোঁফ-দাড়ি আঠা দিয়ে গালে লাগালেই 'রাজপুত হবে না! পুতুল-নাচের পুতুলের মত হবে, নয়তো সেই সেকেলে যাত্রার রাজা-মন্ত্রী! এগুলোর জন্য ইম্পীরিয়াল লাইব্রেরীতে গিয়ে বই দেখে পোষাকের হদিশ্ নিতে হবে। কিন্তু ঘোড়ার গোল আগে মেটান্ তো···

মায়া সবিস্ময়ে কহিল—আপনি দু'দিনে এমন প্রচণ্ড উৎসাহ জাগিয়ে তুলেচেন বীরেন বাবু—এ যে স্বপ্নের অতীত ব্যাপার!

বীরেন কহিল—Right earnest-এ না লাগলে কিছু হবে না; কাজেই।…আমি তাই বলতে এসেছিলুম, একদিন অবিলম্বে দিল-মহলে মিটিং ডাকা যাক। একটা বোর্ড গড়ে ফেলি; সেই বোর্ড থেকে কাজ সকলকে ভাগ করে দেওয়া হোক্—কিন্তু আপনার অসুখ—এই তো হয়েচে মুস্কিল!

মায়া কহিল—অসুখ সারতে কদ্দিন? আর এত ব্যস্ত হলেও তো চলবে না…হ্যাঁ, মহীতোষ বাবুর স্ত্রীর খপর কি?

বীরেন কহিল—কতকটা সাম্‌লেচেন। অপূর্ব্বই দেখাশুনা করুচে। আর আনন্দময়ী দেবীকে খুব শক্ত বলতে হবে। তিনি martyr-এর স্ত্রী—এই গৌরবেই সান্ত্বনা রচে নিয়েচেন! তবে দু'একদিনের মধ্যে বাইরে যাবেন।

মায়া কহিল—বাইরে? কোথায়?

বীরেন কহিল,—ঝাঝায়। অপূর্ব্বর এক পিস্‌-শ্বশুরের বাড়ী আছে সেখানে…সেই বাড়ীতেই একমাস থাকবেন।

মায়া কহিল,—একা?…

বীরেন কহিল—না, অপূর্ব্বও যাচ্ছে—সস্ত্রীক। আসল কথা, অপূর্ব্ব ঐ কাব্য-চর্চ্চায় ওঁর মনকে ভুলিয়ে রাখবে। অপূর্ব্বর উপর আনন্দময়ীর ভারী শ্রদ্ধা…তাছাড়া স্থান-পরিবর্ত্তন; আর বাড়ীর ভাড়াও বাঁচ্‌বে।

মায়া কোনো কথা কহিল না। বীরেন কহিল,—আজ তো জ্বর

হয়নি আপনার। গিরিজাবাবুর কাছে আপনার অসুখের কথা শুনছিলুম···

মায়া কহিল—তাঁকে কোথায় পেলেন?

বীরেন কহিল—তাঁর বন্ধু শ্যামল আমার বাল্যবন্ধু কি না—বারাকপুর থেকে আমার ওখানে এসে উঠেছিল···তারপর গেছে তিলজলায়। শ্যামলের সঙ্গে আমার একটু দরকার ছিল, গেছলুম। সেখানে শুনলুম, গিরিজা বাবুই এখানে সেবা-শুশ্রূষা করচেন···

মায়া কহিল,—তাই। ওঁর সেবাতেই এত শীঘ্র সেরে উঠলুম···

বীরেন কহিল,—আপনি সেরে উঠলে একটা মিটিং ডাকান্ চটপট্···ফিল্‌মের চিন্তায় আমার ঘুম হচ্ছে না।

মায়া কহিল,—চা-টা খাবেন?

বীরেন কহিল—না। আমি উঠচি। একবার অপূর্ব্বর ওখানে যাবো—ডেকে পাঠিয়েছিল।

বীরেন উঠিল। মায়া আবার চিঠি লইয়া বসিল।···

চিঠি লিখিয়া ভজুয়াকে ডাকিয়া মায়া বলিয়া দিল—এই চিঠি নিয়ে রায় বাহাদুরের বাড়ী যাবি—সেই যাঁরা এসেছিলেন···ঐ বেলতলায় বাড়ী—বুঝতে পেরেচিস?

ভজুয়া কহিল, সে বুঝিয়াছে।

মায়া কহিল—এ-চিঠি রায় বাহাদুরের মেয়ের হাতে দিবি, নয়তো মেয়ের কাছে। তাঁরা যদি না থাকেন তো তাঁদের না ফেরা পর্য্যন্ত বসে থাকবি। এ চিঠি তাঁদের হাতে ছাড়া আর কারো হাতে দিবিনে···বুঝলি?

ভজুয়া ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, বুঝিয়াছে।

মায়া কহিল,—যাবার আগে খ্যাখ্‌ তো, ও-ঘরে গিরিজাবাবু ঘুমিয়েচেন কি না···

ভজুয়া দেখিয়া আসিয়া কহিল,—শুয়ে কি বই পড়চেন।

মায়া কহিল,—আচ্ছা, তুই যা।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

অপূর্ব্ব-সংবাদ

অপূর্ব্বর গৃহে আসিয়া বীরেন শুনিল, অপূর্ব্বর কাল হইতে আবার অজ্ঞাতবাস। সর্ব্বজয়া সংসারের কি কাজে ব্যস্ত ছিল। বীরেন ডাকিল,—বৌদি···

সর্ব্বজয়া কহিল,—কে? বীরেন-ঠাকুরপো! বসো ভাই, আমি এখনি আসচি।

প্রায় দশ মিনিট পরে সর্ব্বজয়া আসিল; তার হাতে এক পেয়ালা চা। সর্ব্বজয়া কহিল,—চা খাও···

চায়ের পেয়ালা হাতে লইয়া বীরেন কহিল,—তারপর খপর কি বলুন তো? ঝাঝায় যাওয়া বন্ধ হলো···অথচ অপূর্ব্ব গেল কোথায়? অফিসে খোঁজ নিয়েছিলুম—অফিসে এক হপ্তার ছুটি নিয়েচে।

সর্ব্বজয়া কহিল,—বুড়ো বয়সে ভীমরতি ধরেচে! আমি অনেক সহ্য করেচি···জেনে-শুনেও। কিন্তু মানুষের সহ্য করার একটা সীমা আছে!

বীরেন কহিল,—আপনি মিছে রাগ করচেন, বৌদি! স্রেফ ওর দুর্ব্বলতা···মনের বিকার মাত্র। এর মধ্যে কালির রেখা নেই।

সর্ব্বজয়া কহিল,—তুমি থামো ঠাকুরপো। মানুষ কবিতা লেখে, এবং সে লেখার তারিফ করতে ভক্তও জোটে। তা বলে এমন!

বীরেন কহিল,—আনন্দময়ীকে আমি জানি···ওটা স্রেফ মোহ। ওতে দোষের কিছু নেই!

সর্ব্বজয়া কহিল—তোমাদের ও-কথা শুনলে আমার গা জ্বালা করে। শরীর আর মন···এ দুটো নিয়ে তোমরা এমন পাগলের কথা তোলো! নির্বিচারে একজন পর-স্ত্রীর দায় এ-ভাবে ঘাড়ে নেওয়া···কি এ? আর সে-পরস্ত্রীও তাতে সায় দিয়ে চলেছে!···এতে আব্রু কোথায় থাকতে পারে, বলো তো? আমি মুখ্যু মেয়ে মানুষ, কবি নই···তাই বোধ হয় এ রহস্য বুঝতে পারি না। মহীতোষ বাবু না বন্ধু?···তাঁর বিশ্বাসের আড়ালে থেকে···ছি!

বীরেন ক্ষণেকের জন্য স্তব্ধ হইয়া রহিল, তার পর কহিল,—এ নিছক বন্ধুত্ব, বৌদি। কোনো রকম দূষ্যভাব যদি এর মধ্যে থাকতো, তাহলে সম্পূর্ণ গোপনতা রাখতো, নিশ্চয়। ঝাঝায় আপনাকে তো সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছিল!···

সর্ব্বজয়া কহিল,—ওটা মস্ত শয়তানী! আমায় তোমরা ক্ষমা করো, ভাই। ওঁদের প্রণয়-লীলায় আমি বাঁশী বাজাবো, এত বড় নির্লজ্জ শিক্ষা আমি কোনো দিন পাইনি।···তোমরাই না বলো তোমাদের লেখায়, যে, স্ত্রীলোকের মনের উপর লক্ষ্য রাখা উচিত। এর বেলায় লক্ষ্য থাকে না, বুঝি? স্ত্রীর চোখের সামনে স্বামী আর-একজন স্ত্রীলোককে নিয়ে কাব্য-চর্চ্চা করবেন! তাও সে স্ত্রীলোক পর-স্ত্রী, বন্ধুর স্ত্রী,···যে বন্ধু জেলে, চোখের আড়ালে! সম্পর্কে আমি স্ত্রী বলেই বুঝি আমার মনের বেদনা উপেক্ষার বস্তু?

এ কথার যুক্তি বীরেনের চিত্তে কাঁটার মত বিঁধিল। সে

কহিল,—যাক,—আপনি নিশ্চিন্ত হোন্, মহীতোষের বাপ্ এখানে এসেচেন। আনন্দময়ীকে তাঁর সঙ্গে দেশে নিয়ে যাবেন।

সর্ব্বজয়া কহিল—তিনি তাহলে অনাথা নন্! ছ্যাখো তো, শ্বশুর বেঁচে থাকতে এখানে পরের কাছে আশ্রয় চাওয়া! এ কি হাওয়া স্থরু হলো দেশে! এ হাওয়ার জন্য দায়ী তোমাদের ঐ কাব্য!

হাসিয়া বীরেন কহিল—কাব্যকে দোষ দেবেন না, বৌদি। বহু অতীত যুগ থেকে কাব্য চলে আসচে—তার আঘাতে এ ভাবে কোথাও কোনো দিন কোনো বিষয়ে ওলোট-পালোট ঘটেচে কি? শ্রীরাধার অভিসার-কাহিনী শুনে কোন্ কুলবধূ তার অনুকরণে গৃহ ত্যাগ করে বাঁশীর রবে অকূলে ছোটে, বলুন তো? আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, অপূর্ব্ব কবিতা লিখে ভক্ত পাঠিকার অনুরাগ কল্পনা করে যত বিভোর হোক্—প্রাকৃটিকাল জগতে দারুণ বিরোধ-দ্বন্দ্ব সম্বন্ধে একেবারে অচেতন নয়! অপরের স্ত্রীর সঙ্গে প্রণয়-চর্চ্চা কাব্যের পাতে রমণীয় বর্ণে যতই যিনি রঞ্জিত করুন, প্রাকৃটিকাল সংসার-ক্ষেত্রে আর কিছুতে না হোক্, আইনের রক্ত-চক্ষু সে-রকম লুব্ধ জীবকে ও-পথ থেকে দূরে রাখবে।

সর্ব্বজয়া কহিল—অপরে এ ব্যাপার নিয়ে অত ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে, তাতেও তোমার বন্ধুর চৈতন্য কোনো দিন দেখলুম না!

চায়ের পেয়ালা শেষ চুমুকে নিঃশেষ করিয়া বীরেন কহিল—ও কথা থাক্। কাল অপূর্ব্ব কখন বিদায় দিয়ে গেল এবং বিদায়ের মুহূর্ত্তে কি কথাবার্ত্তা হলো, আমায় সংক্ষেপে বলুন দিকিনি···?

সর্ব্বজয়া কহিল,—রাত তখন আটটা···আমায় বললেন, তুমি

তাহলে ঝাঝায় যাবে না ? আমি বললুম,—না। তাতে বললেন—একজন অনাথা বিপন্না নারীকে আশ্রয় দেওয়া কর্ত্তব্য বলে মনে করো না, তুমি ? আমি জবাব দিলুম—এ আশ্রয় এখানেই দেওয়া চলে। তাছাড়া এ বিপদে তাঁকে দেখবার জন্য তাঁর কোনো আত্মীয়-বন্ধু কেউ নেই যে তুমি এমন হিমসিম খাচ্ছ দুর্ভাবনায় ? তাতে তিনি বলেন—আত্মীয়-বন্ধু তাঁর আছে, কিন্তু তারা চিত্তে দরিদ্র, ওঁর ব্যথা-বেদনা ঠিক বুঝবে না ! আমি তখন রাগ করে বলি, তাঁর এ মনে করা অন্যায়। আর তোমার পক্ষে এ আশ্রয় দেবার প্রবৃত্তিও অন্যায়। কথায় বলে, মার চেয়ে যার দরদ বেশী, তাকে বলে ডান্ ! এরপর আমি ওঁকে বলি, ঝাঝায় আমি যাবো না এবং তোমরাও যাতে ওখানে আশ্রয় না পাও, সে-বিষয়ে আমার বিশেষ লক্ষ্য থাকবে। এ-কথায় রাগে গুম্ হয়ে রইলেন। তারপর প্রায় দশটার সময় খাবার দেওয়া হলে বললেন, খাবো না। আমি বললুম, খাবারের অপরাধ ? তাতে জবাব দিলেন, এ গৃহে এমন মুখরা হৃদয়-হীনা স্ত্রীর সঙ্গে বাস করা শক্ত। তুমি আমার সন্ধান করো না। ব্যস্, কথাটুকু বলে ছোট স্যুট-কেশ হাতে ঝুলিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

সর্ব্বজয়া একটা নিশ্বাস ফেলিল। বীরেন নীরব। সর্ব্বজয়া কহিল,—মহীতোষ বাবুর ওখানে লোক পাঠিয়েছিলুম। সেখানে উনি নেই। তাই তোমায় খপর পাঠিয়েছিলুম।

বীরেন কহিল—একটা জায়গায় আমি খোঁজ নেবো…এখনি যাই বৌদি…

বীরেন উঠিল। সর্ব্বজয়া কহিল,—কোথায় ?

বীরেন কহিল—থাক্। আগে পাই! তারপর জানবেন।

সর্ব্বজয়া কহিল—ত্যাখো। আর কিছু নয়, আমি ঐ কুৎসার হাত থেকে বাঁচতে চাই। দেশে দুশ্চরিত্র স্বামীর অভাব নেই। সে দুর্ভাগ্যের মধ্যে একটা সান্ত্বনা সংগ্রহ করা যায়। কিন্তু ভদ্র মহিলার উপর এমন মন নিয়ে…

বীরেন কহিল,—আপনি আপনার কাজে যান্ তো। আমি ঘুরে সন্ধান নি। অপূর্ব্ব পাগল; শয়তান নয়। শয়তানের বুকে একটা সাহস থাকে। দুষ্প্রবৃত্তি আর ঐ সাহস…এ দুটো বস্তুই অপূর্ব্বর অজ্ঞাত। ওর মত ভীতু লোক দুশ্চরিত্র হতে পারে না! বিশেষ এ ক্ষেত্রে। কেন না, আনন্দময়ী দেবী মানুষ, ভীষণ-শক্তিমান্ লেখকের লেখা উপন্যাসের নারী-চরিত্র নয়!

কথাটা বলিয়া বীরেন উঠিল; এবং অপূর্ব্বর গৃহ হইতে সে গিয়া হাজির হইল মহীতোষের বাসায়।

মহীতোষের বাসায় তখন জিনিস-পত্র বাঁধাবাঁধির ঘটা চলিয়াছে। মহীতোষের শ্বশুর তার তদারক করিতেছিলেন।

বীরেন কহিল—খপর কি?

বৃদ্ধ কহিলেন—আজই দেশে যাচ্ছি।

বীরেন কহিল—বৌদি?

বৃদ্ধ কহিলেন,—তৈরী। আর দু-ঘণ্টা পরে ট্রেণ।

বীরেন কহিল—নিশ্চিন্ত হলুম। একা এখানে পড়ে থাকা…এই মনের বেদনা বয়ে…

বৃদ্ধ কহিলেন—বাড়ীটা ছেড়ে দিলুম। বাড়ীওলা এ-মাসের পুরো

ভাড়া না নিয়ে ছাড়লে না। অথচ আজ তো মাসের বারো তারিখ!

বীরেন কহিল—বাড়ীওয়ালা জীবগুলো প্রায়ই এমনি অবিবেচক হয়।...মহীতোষের সঙ্গে দেখা করেছিলেন আপনি?

বৃদ্ধ কহিলেন—করেছিলুম। মন্দ নেই। তাকে লেখাপড়ার কাজ দিয়েচে জেলে...

বীরেন কহিল—মনের ঝোঁক কেমন, দেখলেন?

বৃদ্ধ কহিল,—সে বলে, এ-দণ্ড পেয়ে সে দুঃখিত নয়। দেশের কাজে তার ঝোঁক এ-শাস্তির পর আরো বেড়েচে!

বীরেন কহিল—আমাদের পক্ষে ঐটেই মস্ত সান্ত্বনা। একবার যাই, বৌদির সঙ্গে দেখা করে আসি।...

অন্দরে গিয়া বীরেন ডাকিল—বৌদি...

আনন্দময়ী ঘরের মধ্য হইতে বাহির হইয়া আসিল। বীরেন কহিল—বাড়ী যাচ্ছেন?

আনন্দময়ী কহিল—হ্যাঁ।

বীরেন কহিল,—লেখা-টেখা পাঠাবেন।

আনন্দময়ী হাসিল, ম্লান হাসি; কহিল,—আমার আবার লেখা!... পরে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—ও সব আর নয়। মিথ্যা মোহ কোন্ পথে যে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। শক্তি নেই লেখবার, তবু এ প্রবৃত্তি...ভালো করিনি। একটা বিভ্রম মাত্র...কিন্তু সে যে এমন হবে...অবিবেচনা! দোষ তোমাদের, ভাই! চাটু-বাক্যে এমন মায়া-মরীচিকা গড়ে তোলো! চরকা আছে। তাতেই

আত্মনিয়োগ করেচি···কাজের অভাব আছে? যার স্বামী দেশের কাজে জেলে, তুচ্ছ বাজে কথা নিয়ে মালা গাঁথা তার সাজে না। দেশে কর্ত্তব্যের অভাব নেই। তার একটা মাথায় তুলে নেবো।

বীরেন খুশী হইল, কহিল,—এই ঠিক, বৌদি।··মোদ্দা, অপূর্ব্ব কোথায়? তার কোনো খপর পাওয়া যাচ্ছে না যে!

আনন্দময়ী কহিল—কাল বিকেলে এখানে এসেছিলেন, আমার সঙ্গে দু-একটা কথাও হয়েছিল···তাঁকে বললুম—শ্বশুরের সঙ্গে দেশে চলেছি। শুনে তিনি চলে গেলেন।···ভালো কথা, তাঁর একটা বই এখানে পড়ে আছে। দেবেন তাঁকে?

একখানা কাব্য-গ্রন্থ···ঘনশ্যামের লেখা। আনন্দময়ী আনিয়া বীরেনের হাতে দিল। বীরেন বইখানা লইয়া কহিল—দেবো। আমার প্রণাম নিন্ বৌদি···নারীকে চিরদিন আমি শ্রদ্ধা করি। আপনিও আমার শ্রদ্ধার পাত্রী।···

ও-ধারে ঘটনাচক্র যখন এমনি চলিয়াছে, তখন শশিকলার গৃহে বসিয়া অপূর্ব্ব শশিকলার রচিত কবিতা পড়িতেছিল। পড়িয়া অপূর্ব্ব কহিল,—চমৎকার হয়েচে। এখনো আপনার মনে এমন ভাব!—এ কালের সদ্য-নবীন কবিদের লেখাতেও এমন দেখি না যে!

শশিকলা কহিল,—আমার মনের তারুণ্য সমান রয়েচে চিরদিন। এই দুটো ছত্র শুনুন তো···

আজো বসন্তের বায়ু বয়ে যায় দুলাইয়া মন!
আমি যারে চাই, হায়, ফিরেও না ফিরায় নয়ন!

অপূর্ব্ব কহিল—চমৎকার pathos. বাঃ! আমারো ঐ ভাব! চুলে পাক ধরলেও মন চিরশ্যামল রয়েচে ··

হাসিয়া শশিকলা কহিল—সে-ইঙ্গিত বুঝি এ কবিতায় নেই? এই দেখুন তো,

আজো ফুল ফোটে মনে, সঞ্চিত সে-ফুলে মধু কত!
সখা হে বারেক চাহো,—পিপাসা মেটাবো, আছে যত!

অপূর্ব্ব কহিল—বিশ্ব জুড়ে এই খেদ, এই হাহাকার-ভরা বাণী! 'সবুজ ছাপ' কাগজে এমনি একটা কবিতা আমিও লিখেছিলুম। তার দুটো লাইন বলি—

জানো ফল্গু? ধূ-ধূ বালি—তলে জল আরাম-শীতল!
বয়সের জরা-বালি-তলে প্রাণ আছে প্রণয়ে শ্যামল!

আমার কি মনে হয় জানেন, এই সমাজ-জীবন সম্বন্ধে?

শশিকলা কহিল—কি?

অপূর্ব্ব কহিল—যারা আর্টিষ্ট, প্রতিভাধর শিল্পী, তাদের কোনো আইনের বাঁধনে বেঁধে রাখলে জাতির জীবন পঙ্গু হবে। সংসারে আমাদের স্ত্রী একজন থাকবে, নেহাৎ matter-of-fact কাজকর্ম্ম চালাবার জন্য,—আমাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করবে, রোগে সেবা করবে, এই সব! তার উপর love আর to inspire···সে জন্য থাকবেন তরুণী প্রণয়িনী। একজন নারী এ ভার নিতে পারেন না। কারণ পুরোনো হলেই তাঁর মনের সব রহস্য উবে যায়, তাঁর মধ্যে বৈচিত্র্য বা মাদকতা থাকে না! আমরা eternal lovers···আমাদের সহায় হতে চাই বিচিত্র-রূপিনী রূপসী তরুণী···নব নব ভাব-বৈচিত্র্যে

কবির চিত্ত যাঁরা মশগুল রাখবেন! তবে তো কবি কবিতা লিখবে। কথাটা বলিয়া অপূর্ব্ব উদাস দৃষ্টিতে শশিকলার পানে চাহিল।

শশিকলা আকাশের পানে চাহিয়া কি ভাবিতেছিল।

অপূর্ব্ব কহিল,—আপনাকে একটু অন্যমনস্ক দেখছি।

শশিকলা কহিল—হুঁ। কিছু ভাবচি।

—কি ভাবচেন, জানতে পারি?

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া শশিকলা কহিল,—বৈষয়িক হিসাব-নিকাশের কথা! তা যাক্‌···মোদ্দা দেখচি, আপনার temperament-এর সঙ্গে আমার temperament কতক মেলে! তবে শুধু মনের আবেগ নিয়ে চলায় একটু বিপদ আছে।

অপূর্ব্ব কহিল,—কি বিপদ?

শশিকলা কহিল,—নারীর একটা আশ্রয় চাই—চিরদিন। এই আমার মনে হয়, আমি যেন একান্ত অসহায়, একেবারে ঐ লতার মত! পাশে কেউ নেই, এ-চিন্তায় কাতর হয়ে পড়ি! Romance বলুন, আর অন্য যে-নামই দিন, জীবনে একটা অবলম্বন থাকা দরকার। খাওয়া-পরার স্বাচ্ছন্দ্যই স্বাচ্ছন্দ্য নয়···বিচিত্র জগৎ, মনে সাধও বিচিত্র··· কামনার দীপ হাজার শিখা মেলে আছে। সে দীপ জ্বেলে জীবনের আরতি চাই পুরোপুরি রকম।

অপূর্ব্ব কহিল,—কিন্তু কঠিন নিয়তির বিধানে মনের এই বিচিত্র সাধের পরিতৃপ্তিতে বাধা ঘটে, যখন উদরান্নের জন্য আপিসে কলম পিষতে ছুটি! যাদের অজস্র অর্থ, মনের এ কামনা-ঝড়ের তারা কোনো খপর রাখে না। Intellect···intellect-এর এই যে পিপাসা, এর

চরিতার্থতা যদি না হলো জীবনে তো কাব্য-শাস্ত্রটার উদ্ভব হয়েছিল কেন? বর্ষার মেঘে প্রিয়ার এলায়িত কেশপাশ কল্পনা করে কবি কবিতা লেখেন। কিন্তু বিবাহিতা প্রিয়ার কেশপাশ কত দিন কালো থাকে? কবির এ প্রিয়া ঘরের প্রিয়া নন্! ফুলশয্যার পর পত্নী; দু' বছর বড় জোর তিন বছর প্রিয়া থাকেন; তারপর তিনি পত্নী, দারা, গৃহিণী—এমনি গম্ভীর-পদবাচ্য হন্; হয়ে রন্ধনশালার চার্জ নিয়ে বসেন, সন্তান প্রসব করে তাদের পালন-ভার গ্রহণ করেন। আর অন্তরের প্রিয়া যিনি, তিনি বিশ্বরূপিণী, বিচিত্রবেশিনী···তাঁর দুটি মাত্র attribute ··তরুণী এবং রূপসী। বিশ্বের তরুণী মাত্রেই কবির প্রিয়া! তাঁরা যেদিন কবির গানে মুগ্ধ হয়ে তার কণ্ঠে মালা পরাতে আসবেন, সেই দিনই we would live poetry! নাহলে to write poetry··· কি তার ফল? কবির তাতে লাভ? দু ছত্র কাব্য পড়ানো···? গদ্যও মানুষ পড়ে। গদ্য-লেখকের উর্দ্ধে তবে কি জন্য কবির স্থান হবে? ধরুন, কবি লিখলেন···আমারি লেখা একটা কবিতা বলচি। সদ্য লিখেচি···

এই বসন্তে বইলো আবার দখিন হাওয়া—
সুরু হলো তার তালে মোর এ গান গাওয়া!
শোনাবো কায়? কোন্ ছাঁদে গো তরুণী কে
বর্ণ-আভাস দেখচে একা দিকে দিকে!
পড়চে মনে কোন্ সে রাতের বিহ্বলতায়,
বিশ্বভুবন রঙীন হয়ে উঠলো যে হায়!

চোখের পাতা কাঁপছে ঘন, শ্রবণ ভরি
প্রণয়েরি প্রথম ভাষা জাগলো, মরি !
বুকের উপর মুখখানি তার পড়লো ঢুলে,
অধর-পাতে চুমুর মালা উঠলো দুলে !···

এই যে মাধুরী...স্ত্রীর সঙ্গে অতিরিক্ত মেলামেশায়, ঘরকন্নার তুচ্ছ খুঁটিনাটির জঞ্জালে কদিন থাকে ? পুরুষ আর নারী···দুজনে দুজনকে আজীবন মোহাবিষ্ট তন্দ্রাচ্ছন্ন না রাখে যদি তো নর-নারী-সৃষ্টির কি সার্থকতা ? প্রাণে এ ভাবাবেগের কি হেতু ছিল ? সৃষ্টির বিধান এই। শুধু কতকগুলো টিকিধ্বজ স্বার্থপর নিজেদের স্বার্থে রূপসীদের পায়ে নিগড়-রচনার জন্য শাস্ত্র-আইনের নিষেধ তুলে দুনিয়াকে কারাগারে পরিণত করেচে।

কথা শুনিয়া শশিকলা অবাক !—তার মনেও এমনি কথা জাগে। তবে সেই সঙ্গে সাংসারিক জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যও। মিষ্টার বোসের হাতে আপনাকে সমর্পণ করিয়াছিল বলিয়াই না আজ···নহিলে কি করিয়া দিন কাটিত, ভাবিতে গা শিহরিয়া ওঠে !

অপূর্ব্ব আবার কহিল,—শ্রীকৃষ্ণ অবতার হলেন কেন ? পরিত্রাণায় সাধূনাম্ অর্থাৎ তিনি কবি···তাঁর বাঁশীর অর্থ, কাব্য-রচনা—সে কাব্যের তারিফ করলেন কে ? শ্রীরাধা আর গোপিনীরা। তাঁরা পর-স্ত্রী। তাঁরা ঐ বাঁশীর রবে আকুল হয়ে গৃহত্যাগ করে কদম-তলে এলেন···অর্থাৎ কবির কাব্যে বিমুগ্ধ হয়ে ঘর-সংসার ছেড়ে কবির কুঞ্জে···রসাবতারের বাণী এই,—convention ভাঙ্গো !

শশিকলা কহিল,—বাঃ! এটুকু বুঝিয়ে একখানি নাটিকা লিখুন না···আশ্রম থেকে আমরা অভিনয় করি।

অপূর্ব্ব কহিল,—আমার লেখা আছে। সে লেখা আনন্দময়ীকেও পড়িয়েছিলুম···অপূর্ব্বর বুক ভাঙ্গিয়া বড় একটা নিশ্বাস পড়িল।

অপূর্ব্ব কহিল,—আমার নিজের জীবনে আমি প্রত্যক্ষ করেচি। বিবাহ করেচি আজ বিশ-বাইশ বছর। স্ত্রী যতদিন তরুণী ছিলেন, আমাকে inspiration দিয়েচেন! infatuation···তা ঠিক নয়! noveltyর মোহ! স্ত্রীকে ভালোবাসতে পারিনি। তারপর তাঁর গদ্য-জীবন চিরকাল বিরোধ জাগিয়ে এসেচে। আমি চন্দ্রালোকে কল্পলোকে চলেছি, তার মধ্যে তাঁর রোগ, শোক, অভাব-অভিযোগ অস্থির করেচে আমায়। দুটী সন্তান আমাদের হয়েছিল। আমি তাঁকে বলেছিলুম, ব্যস্, হিন্দু-পত্নী সন্তান পালন করো। তিনি সে কাজে কায়-মন ঢেলে দিলেন। ছেলে দুটি মারা গেল; তিনিও গৃহকোণে আশ্রয় নিলেন। আমি আমার কাব্য নিয়ে রইলুম। সঙ্গিনী কি মেলে নি? মিলেচে···! যেমন চাই, তেমন নয়। স্বার্থ নিয়েই তারা আশে-পাশে ফিরেচে। অবলম্বন খুঁজতে খুঁজতে আমার জীবন কাটলো, শশী দেবী! মনে হয়, মাইকেলের ভাষায় বলি, আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হায়! এই যে কাব্যে নারী-স্তুতি সার করলুম, তা, কৈ সাড়া মিললো না তো! বাঙলার ঘাটে-বাটে এই প্রেমের বাঁশী বাজিয়ে ফিরেচি আজীবন···সে বাঁশীর সুরে কোনো রাধা-তরুণীর প্রাণ সাড়া দিল না!

আবেগ-ভরে অপূর্ব্ব আবার একটা নিশ্বাস ফেলিল।

শশিকলা কহিল—কেন, মহীতোষ বাবুর স্ত্রী আনন্দময়ী···?

অপূর্ব্ব কহিল—ভুল। আমারো সে বিশ্বাস প্রবল ছিল। তার বিপদে তাকে ঝাঝায় নিয়ে যেতে চেয়েছিলুম। বললেন, আপনার স্ত্রী যদি যান, যাবো। আমার স্ত্রী রাজী হলেন না—ব্যস্, আনন্দ অমনি বিগড়ে বসলো। সেদিন একটি কবিতা লিখে পাঠিয়ে তার জবাব চেয়েছিলুম···

শশিকলা কহিল,—কি কবিতা?

অপূর্ব্ব কহিল—আমার ভণ্ডামি নেই। আমি প্রাণের কথাই লিখেছিলুম। লিখেছিলুম,

ভ্রমর যাহার গুঞ্জন-গানে কাটালো দিবস-রাতি,
তাহারি কোমল দলে মাগে ঠাঁই আজি···
তারি মধু-পান-আশায় ভ্রমর আকুল···ফাটিছে ছাতি!
তৃপ্ত সে হবে? না, সে হায় ফাঁকিবাজি?

এর জবাব আনন্দ দিলেন না, শুধু লিখে পাঠালেন,—আমি শ্বশুর মশায়ের সঙ্গে দেশে চললুম। আমার স্বামীর প্রতি আপনার স্নেহ চিরদিন আমার মনে থাকবে। অর্থাৎ কি জানেন···যত কাব্য-চর্চ্চাই করুক, আনন্দ সেই সেকেলে convention আর বিধি-সংস্কারের গোলামি ছাড়তে পারেনি। আমাদের কাব্যচর্চ্চা বৃথা হলো, শশী দেবী···

শশিকলা কহিল,—এ মনে করা ভুল। কাব্য লিখুন নিজের মনের প্রকাশ-বাসনায়··কিছু পাবার সম্বন্ধে বেশী আশা করবেন না।

অপূর্ব্ব কহিল,—তার মানে?

শশিকলা কহিল,—কাব্য কাব্যই, তাকে অস্ত্র করে যদি কারো চিত্ত বিদ্ধ করবেন ভেবে থাকেন তো নিরাশ হবেন। এ দেশ এখনো তেমন গড়ে ওঠেনি!

এ-কথার মধ্যে বেদনার কি ইঙ্গিত, তা বুঝিয়া অপূর্ব্ব সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে শশিকলার পানে চাহিয়া স্তব্ধ ভাবে বসিয়া রহিল।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

সাত-আট দিন পরের কথা। দুপুর বেলা।

মায়ার জ্বর সারিয়াছে। এ কয় দিনই গিরিজা আসিয়াছিল; আজ সকালে আসিয়াও মায়ার ঔষধ-পথ্য সম্বন্ধে যথাবিধি ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছে। মায়া তার কথা শুনিবে, প্রতিশ্রুতি দিয়াছে।

তিলজলায় আহারাদি সারিয়া গিরিজা একা বসিয়াছিল; শ্যামল কোথা হইতে ফিরিয়া আসিয়া কহিল—ঘটনা-সূত্র বেশ জটিল হয়ে উঠলো হে···

গিরিজা কহিল—এখনো ঘটনা-সূত্র নিয়ে পড়ে আছো! আর কেন? এবার পথ দেখা যাক্···

শ্যামল কহিল—তোমার রায়-বাহাদুর অতিশয় নির্লজ্জ···পুলিশের কাছে গেছলো; এবং আমার নামে একটা নালিশও করে দিয়েচে···

গিরিজা কহিল—কি নালিশ? তুমি খপর পেলে কোথায়?

শ্যামল কহিল,—চরের মুখে এ সংবাদ শুনেচি; এবং সেই সঙ্গে বীরেনের মারফৎ এক জায়গায় একটি সংবাদ পাঠিয়েচি। সেজন্য ক্ষমা করো ভাই···

গিরিজা কহিল,—কোথায়? কি খপর?

শ্যামল কহিল,—বীরেন দিল-মহলে মায়া দেবীর কাছে যাচ্ছিল—

তাকে আমি বলেচি, আমার বন্ধু গিরিজা মোটরে বেরিয়েছিল, আর সেই মোটরের সঙ্গে একটা বাসের ধাক্কা লাগে, তার ফলে গিরিজা রীতিমত জখম হয়েচে। হাসপাতাল থেকে এই মাত্র তাকে বাড়ীতে এনেচি। মায়া দেবীকে তুমি খপরটা দিয়ো।

গিরিজা উত্তেজিত স্বরে কহিল,—কেন এ মিথ্যে কথা বলেচো···? ছি, ছি! তুমি জানো না, মায়া দেবী এখনি হয়তো এখানে ছুটে আসবেন···

শ্যামল কহিল—আসবেন, তা জানি। এবং তাঁর আসার প্রয়োজন আমি বুঝেচি···তাই বলেচি।

সবিস্ময়ে গিরিজা কহিল—তাঁর আসার প্রয়োজন কেন?

শ্যামল কহিল,—রায় বাহাদুরের গৃহিণীকে ধরে রায় বাহাদুরকে আয়ত্ত করার জন্য। মায়া দেবীর কাছে অকপটে এই রায় বাহাদুরের কাহিনীটুকু আমি প্রকাশ করে বলতে চাই···

গিরিজা কহিল,—না, এ সব কথা ওঁকে তুমি বলতে পাবে না। ওঁর কাছ থেকে না চেয়ে যে দরদ, যে স্নেহ পেয়েচি, আমি তা হারাতে পারবো না। জগতে কিছু সম্বল নেই, শুধু ঐটুকুর উপর ভর করে, ঐটুকুর উপর চোখ রেখেই মানুষ হবো, স্থির করেচি···

শ্যামল কহিল,—ভয় নেই, বন্ধু। তোমার আসন কায়েমি থাকবে। তুমি জানো না, এই নর-নারীর মেলায় দুটি প্রাণীকে তুমি সত্যই বড় গভীর রকমে স্পর্শ করেচো···

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে গিরিজা শ্যামলের পানে চাহিল। শ্যামল কহিল,—তুমি তা জানো। ভয় নেই। রায় বাহাদুরের ঐ দম্ভ শুধু আমি চূর্ণ করতে

চেয়েছিলুম! প্রাণের দিক দিয়ে তাঁর দাম আমাদেরই সমতুল্য— আজ দু'পয়সা সঞ্চয়, আর নির্ব্বিঘ্নে তা ভোগ করচেন বলে অমন দর্পিত চোখে আমাদের পানে চাইবেন···আমি তা হতে দেবো না। যে-পয়সায় ওঁর পরিচয়, সেই পয়সার মাপ-কাঠিতে বিচার করলে আমাদের চেয়ে উচ্চাসনে কিসের বলে উনি বসতে পারেন?

গিরিজা কহিল,—তুমি যা ভালো বোঝো, করো ভাই। আমার মোদ্দা এক কথা—আর বিলম্ব নয়, কালই এখানকার জাল গুটিয়ে সরে পড়বো। তুমি যাও ভালো; না যাও, আমায় বিদায় দিয়ো···

প্রচণ্ড বেগে একখানা ট্যাক্সি আসিয়া ফটকের মধ্যে প্রবেশ করিল। গিরিজা চাহিয়া দেখে, ট্যাক্সি হইতে বীরেন নামিল ও তার সঙ্গে এক তরুণী-নারী···কে?

সে বিস্মিত হইল, এ কি! এ যে মায়া দেবী!

গিরিজা কহিল,—ভ্যাখো দিকিনি, তুমি কি ফ্যাশাদ বাধিয়েচো! আমায় সুস্থ দেখে উনি কি ভাববেন! এ ফন্দীবাজীর মধ্যে যে আমি নেই, এ কথা আমায় বলতেই হবে···কথাটা বলিতে বলিতে সে তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। ট্যাক্সিওয়ালা তখন ভাড়া লইয়া গাড়ীতে ষ্টার্ট দিতেছে!

গিরিজা কহিল—এ কি ব্যাপার?

মায়া দেবীর পাণ্ডুর মুখচ্ছবি···কদিনের অসুখে শুকাইয়া ম্লান হইয়া গিয়াছে। মায়া দেবী কহিল,—আপনি···?

সঙ্গে সঙ্গে গিরিজাকে ভালো রকম নিরীক্ষণ করিয়া মায়া কহিল— মোটরে আপনার চোট্ লেগেচে, শুনলুম···

হাসিয়া পিছন হইতে শ্যামল কহিল—একটু রহস্য করেছিলুম! বীরেন এমন পাগল যে সে রহস্য…

মায়া কহিল—দেখুন তো, কি অন্যায়! আমার এমন ভাবনা হয়েছিল…

সামনের একটা বেঞ্চে মায়া বসিয়া পড়িল।

শ্যামল কহিল—মাপ করবেন। এ ব্যাপারে গিরিজা সম্পূর্ণ নিরপরাধ। তার সঙ্গে আমার তর্ক হয়েছিল। বন্ধু গিরিজা জীবনে হতাশ হয়ে বলেছিলেন, এ জীবনে তাঁর কোনো সাধ নেই! তাঁকে দরদ করে, এত-বড় দুনিয়ায় তাঁর এমন বন্ধু কেউ নেই! আমি বললুম, ভুল! তাঁর বন্ধু আছেন, এবং দরদী বন্ধু…তারি পরীক্ষা গ্রহণের জন্য…

বীরেন উচ্চ হাস্য করিয়া কহিল,—তুমি তো আচ্ছা লোক হে… আমার জরুরি কাজ ছিল—

শ্যামল কহিল—বসো ভাই, বসো…যেখানে যেতে চাও, পৌঁছে দিয়ে আসবো'খন তোমায়।…মায়া দেবী, আসুন, অপরাধ নেবেন না। আমার খেয়াল ছিল না যে আপনি সম্প্রতি রোগ-শয্যা থেকে উঠেচেন…

গিরিজা কহিল,—তোমার এই যে বুদ্ধি, এ ত্যাগ করো—নাহলে চারিদিকে বিরাট বিরোধ জাগিয়ে তুলবে…

ক'জনে আসিয়া ঘরে বসিল। মায়া কহিল—কি ভয় যে হয়েছিল খপর শুনে…যাক্, ভালো আছেন দেখে উদ্বেগের কষ্ট মনেও নেই আর! তবে একটা ভয় হচ্ছে…

শ্যামল কহিল—কি ?

মায়া কহিল—রায় বাহাদুরের স্ত্রীর আর শৈলর আমার ওখানে এখনি আসবার কথা। চিঠিতে তাঁদের অনুপস্থিতির কারণ জানিয়ে ক্ষমা চেয়ে আসচি। তবে, এ খপর পেয়ে তাঁরাও না এসে পড়েন !···গিরিজাবাবুকে তাঁরা···

দুই চোখ কপালে তুলিয়া গিরিজা কহিল—বলেন কি ?

শ্যামল কহিল—আমায় অনুমতি দিন। আমি এখনি গিয়ে তাঁদের অর্দ্ধপথে নিবৃত্ত করে আসি···

বীরেন কহিল—আমি তাহলে উঠি। আমায় অপূর্ব্বর ওখানে যেতেই হবে···

মায়া কহিল—ট্যাক্সিটা আছে ? আমি যাই তাহলে···

শ্যামল কহিল—আপনার এই অসুস্থ শরীরে এত ছুটোছুটি··· যদি কিছু মনে না করেন, আপনি একটু বিশ্রাম করলে ভালো হয়। রোদ পড়লে যাবেন। কোন অসুবিধা হবে কি ?

মায়া কহিল—না, অসুবিধা এমন কিছু হবে না···

বীরেন কহিল—তাহলে আমি আসি। ট্যাক্সিটা ? চলে গেছে··· যাক্। এ-পথে বাস্ যায় তো ? সেই বাসে চড়েই আমি যাই। অপূর্ব্বকে গৃহবাসী করার চেষ্টায় যাচ্ছিলুম···

বীরেন চলিয়া গেল। শ্যামল কহিল—আমি একটু বিস্মিত হয়েছি, মহীতোষ বাবুর স্ত্রীকে সান্ত্বনা দেবার কাজ অপূর্ব্ব বাবুর কি এখানে থেকে চলতো না···? তাঁকে নিয়ে ঝাঝায়···

মায়া কহিল—অপূর্ব্ব বাবুর কথা ছেড়ে দিন। শশীদির

ওখানে আছেন···কি নাটিকার রিহার্শাল চলেছে···আমাকে খপর দিয়েছিল শশীদি·· অসুখের জন্য আর কোনো খপর রাখতে পারিনি।

শ্যামল কহিল—আচ্ছা, শশিকলা দেবীর সম্বন্ধে লোকে যে-সব কথা বলে···

তাচ্ছল্যের ভাবে মায়া কহিল—ক্ষমা করুন। ও-সব আলোচনা তুলবেন না। আমি ক্রমে বুঝচি, নারী যত স্বাধীনতাই লাভ করুক—-অবশ্য বন্ধনে তাকে বেঁধে রাখবার অধিকার কারো নেই, তাতে নারীর অপমান···তবু একটা কথা মনে হয়, নারীর পক্ষে তার যা sense of decency, সেটুকু ত্যাগ করলে নারীর যে নিলাজ মূর্ত্তি জাগবে, সে ভারী বিশ্রী হবে। কার একখানা বই অসুখের সময় পড়ছিলুম···নায়িকার মুখে এমনি কথাই দিয়েচেন। তার ভাইয়েরা যা-খুশী করে বেড়াতো, তাতে সে তার ঠাকুমাকে বলেছিল, নারী হলেও আমিও স্বাধীন···ওদের মত আমি যদি দিন-রাত চলি, ওদের মত যেখানে খুশী যাবো, যা খুশী করবো without a question being asked? তাতে দিদিমা জবাব দেয়, —আলবৎ করতে পারো···ওরা যা, তুমিও তাই! কিন্তু মেয়েদের sense of decency ত্যাগ করিস্ নে। সেটুকু বর্জ্জন করলে নারীর নারীত্ব থাকবে না! কিন্তু থাক ও-কথা।···কালই তাহলে আপনি চলে যাচ্ছেন গিরিজা বাবু?

গিরিজা কহিল—হ্যাঁ।

মায়া কহিল—আমাদের ফিল্‌মে তাহলে নামবেন না! পাকা কথা দিলেন, আমরা তার উপর ব্যবস্থাও করলুম···

গিরিজা কহিল—ক্ষমা, ক্ষমা···ক্ষমা প্রার্থনা ছাড়া মুখে আমার আর কোনো কথা নেই আজ। আমি তো বলচি, আমাকে সঙ্গ দান করলে আপনাদের লজ্জার অবধি থাকবে না!

মায়া কহিল—ঐ এক কথা আপনি ক'দিন থেকে যে সুরু করেচেন! কেন, বলুন তো, আমি কি এমন মহারাণী রাজেন্দ্রাণী, আর আপনি খুনী আসামী···

গিরিজার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। গিরিজা কহিল,—যদি জানতে চান্ কেন আমার এ কুণ্ঠা, আমি অকপটে তা আপনার কাছে প্রকাশ করে বলতে পারি···

বাধা দিয়া শ্যামল কহিল,—আমিই বলি। শুনুন মায়া দেবী, রায় বাহাদুরকে প্রতারণা করে আমি কাল তাঁর কাছ থেকে দশ হাজার টাকা সংগ্রহ করেচি।

মায়া শিহরিয়া উঠিল। গিরিজা তা লক্ষ্য করিল। শ্যামল কহিল,—শুধু এটুকু শুনলে আপনার ঘৃণা হবে। কিন্তু এর সঙ্গে একটু অতীত কাহিনী সংলগ্ন আছে···সেটুকুও এই সঙ্গে না বললে আমার নিজের উপর অবিচারের সীমা থাকবে না।

বিস্মিত দৃষ্টিতে মায়া শ্যামলের পানে চাহিল। শ্যামল তখন রায় বাহাদুর-সম্পর্কীয় কাহিনী খুলিয়া বলিল।

শুনিয়া মায়া চমকিয়া উঠিল; বিরাগে ধিক্কারে তার মন পরিপূর্ণ হইল। হায় রে, সমাজে মাথা উঁচু করিয়া অমন তেজে দাঁড়াইয়া আছো, তার মধ্যে এত গ্লানি, এমন গলদ! কার পানে মানুষ তবে চাহিবে? কাকে বিশ্বাস করিবে? এতখানি শয়তানীর উপর সমাজ

এ কি প্রাসাদের বনিয়াদ গড়িয়া তুলিতেছে! এর চেয়ে মাঠের প্রান্তে জীর্ণ কুটীরে বাস করে যে-কৃষক, দরিদ্র হইলেও মানুষ হিসাবে সে লক্ষ গুণে ভালো! তার কোনো দিকে যেমন আড়ম্বর নাই, জটিলতাও তেমনি তার চিত্তকে স্পর্শ করিতে পারে নাই!

গিরিজা কহিল—আপনার দরদ হারাবো, বুঝতে পারচি। তবু আপনার কাছে যে দরদ পেয়েচি, তাতে না বলে চলে গেলে চিরদিন আত্মগ্লানিতে দগ্ধ হবো!···

মায়ার ভয় হইল, তার বড় সাধে গড়া কল্প-রাজ্য···যদি চূর্ণ হইয়া যায়! মায়া কহিল—থাক্ গিরিজাবাবু, আর এক দিন না হয় শুনবো···

গিরিজা কহিল—আর হয়তো সময় মিলবে না! দয়া করে শুনুন, আমি বলি। বলবো বলে আপনার গৃহে গিয়েছিলুম, কিন্তু আপনার মনে আনন্দের দীপ জ্বলছিল···পাছে তা নিবে যায়, এই ভয়ে বলতে পারিনি। তবু যে-ভয়ই থাক্, সত্য কাহিনী প্রকাশ করা ছাড়া আজ উপায় দেখচি না···

মায়া চুপ করিয়া একাগ্র দৃষ্টিতে গিরিজার পানে চাহিয়া রহিল। গিরিজা তাকে বলিতে লাগিল, নিজের অতীত কাহিনী। ছেলে-বেলায় মা-বাপ মরিয়া যান; খুড়ার কাছে সে মানুষ হইতে থাকে। ক্লাশে ভালো ছেলে ছিল, চেহারা সুশ্রী, সকলেই ভালো বাসিত। দুটো পাশ করিয়া বি-এ পড়িতেছে, এমন সময় খুড়া মারা গেলেন। খুড়তুতো ভাইয়েরা খুড়ার সম্পত্তি লইয়া লাঠালাঠি বাধাইয়া দিল। তার মধ্যে বেচারা সে টিঁকিতে পারিবে কেন? অগত্যা সে চাকরির সন্ধানে

বাহির হইয়া পড়িল। পাটের দালালি-কাজ মিলিল। আকাঙ্ক্ষা ছিল খুব বড়, মধ্য পথে আচম্বিতে বাধা পাইতে তুনিয়ার উপর, অদৃষ্টের উপর রোষে সে ফুঁশিয়া উঠিল। উপায় যা মিলিল, তাহাতে কোনোমতে অন্ন-সংস্থান চলে। কিন্তু আহার পাইয়াই তুষ্ট···সে তো ইতর পশুতেও হয়! তুনিয়ার চারিদিকে ঐ যে মণি-রত্ন···উঁচু-মাথায় লোকগুলা অনায়াসে সে মণি-রত্ন লোফা-লুফি করিয়া পথে চলিয়াছে, উহাদের সহিত তার প্রভেদ কোথায়? নশীবের তুর্লঙ্ঘ্য ইঙ্গিতই এত বড় হইবে? ঐ নশীবের হাতে জড় পুতুল বনিয়া সে যে-নীচে, সেই-নীচেই পড়িয়া থাকিবে? আর তার সামনের পথ দিয়া ব্যাণ্ড বাজাইয়া মহা-সমারোহে চতুর্দ্দোলে চাপিয়া ঐ সব নর-নারী দর্প-ভরে তাকে ছেঁচিয়া পিষিয়া চলিয়া যাইবে···? না, না···

মন সগর্জ্জনে কেবলি বলিতে লাগিল,—এ পথ নয়···ঐ আরাম-নীড়ের পথ খুঁজিয়া লও। এমনি তুর্ব্বার লোভে দিশাহারা হইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে দৈবাৎ শ্যামলের সঙ্গে তার দেখা··· দেখিবামাত্র অন্তরঙ্গতা! তুজনের চিত্তে এক ভাব, একই বাসনা! তুনিয়ার উপর রাগে তুজনে জ্বলিয়া খুন! তখন বুদ্ধি-কৌশলে তুনিয়ার জরদ্গবদের পিটিয়া যেমন করিয়া হোক, তাদের ধন-রত্ন ছিনাইয়া আয়ত্ত করা চাই, এই হইল সঙ্কল্প! এ কাজে ক্রমে আরো সঙ্গী মিলিল, এবং তাদের সঙ্গে মিশিয়া···

বিঘ্নেরও অন্ত ছিল না! ঐ জরদ্গবগুলা পয়সায় ঠকিয়া অপরের খর্পরে গিয়া পড়ে এবং হিংসায় জ্বলিয়া তারা জরদ্গবগুলাকে লইয়া আইনের পাণ্ডাদের সামনে দাঁড় করাইয়া দেয়। তার ফলে এ-দেশ ও

দেশ ঘুরিয়া মরিতেছে বেদিয়াদের মত, কোথাও নিশ্চিন্ত আরাম নাই, শান্তি নাই! পয়সা হাতে আসে, জমে—কিন্তু ঐ দুশ্চিন্তা, পদে পদে ঐ কারার আতঙ্ক···সে-আতঙ্কে পয়সায় শান্তি মিলিবার আশা কৈ?··· এমনি দ্বিধায় মন যখন কাতর, তখন দেখা মায়া দেবীর সঙ্গে; ঐ দিল-মহলের দিলদারদের সঙ্গে; ঐ রায় বাহাদুরের পরিবারের সঙ্গে!··· শৈল···তার রূপে কি বহ্নি আছে···গিরিজার মনের দ্বিধা-ভয়-সংশয় নিমেষে পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল! সঙ্গে সঙ্গে যত কিছু পাপ, আর মনের মলিনতা···ঐ বহ্নিশিখার স্পর্শ-মাত্রে জ্বল্‌জ্বল্‌ করিয়া চোখের সাম্‌নে ফুটিয়া উঠিল! এই পয়সার জন্য কোথায় কত নীচে নামিয়া গেছে, তাও নজরে পড়িল! রায় বাহাদুর পয়সা-আহরণের দিক দিয়া হয়তো একই পথের পথিক—কিন্তু তাঁর মাথা আজ সহস্র মাথা ডিঙ্গাইয়া এত ঊর্দ্ধে খাড়া হইয়াছে যে তাঁর জীবনের অতীত পৃষ্ঠাগুলা কেহ খুলিয়া দেখিবার কল্পনাও করে না!···জীবনকে গিরিজা একেবারে হতাশার অন্ধ-গহ্বরে নিক্ষেপ করিতেছিল, কিন্তু রায় বাহাদুরকে দেখিয়া তার চেতনা ফিরিয়াছে! ভুল করিয়াছি—তা বলিয়া সে-ভুলের জন্য এ-জন্মটাই বিসর্জ্জন দিব? এ জন্মের পরে কি, তা জানি না। তবুও? তার চেয়ে ভুল পথ ছাড়িয়া ঠিক পথ ধরিয়া কোনোমতে দাঁড়াইতে পারিলে ঐ রায় বাহাদুরের মত একদিন মাথা তুলিয়া দশজনের সভায় বসিবার সামর্থ্যও তো মিলিতে পারে!···তাই ···শুধু তাই সে আর-একবার জীবনটাকে পরখ করিয়া দেখিতে চায়!···এ-পথে আলো পাইবে—ঐ শৈলর হাসির স্নিগ্ধ-শিখায়, মায়া দেবীর প্রীতি-স্নেহ-দরদের দীপালি-কিরণে!···শুধু তার প্রার্থনা, মায়া

দেবী যেন তার প্রতি এমনি স্নেহ রাখেন! কোনোদিন মনের কালি মুছিয়া যদি সে ফিরিয়া আসে, তাহা হইলে সে অতীত কাহিনী ভুলিয়া তাকে যেন হৃদয়ের কিনারায় একটু ঠাঁই···বন্ধু বলিয়া, স্বজন বলিয়া—শুধু এতটুকু ঠাঁই! তার বেশী সে আশা করে না,—কারণ সে আশা দুরাশা হইবে! স্পর্দ্ধিত দুরাশা!

কাহিনী শুনিয়া মায়া দেবী নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল—এর জন্য মনে কুণ্ঠা রাখবেন না···আমাদের আশে-পাশে বন্ধু-বান্ধবী-বেশে কত লোক ঘুরচে-ফিরচে, মনের গোপন কক্ষেও তাদের নিয়ে বসাচ্ছি—কিন্তু তাদের মনের সত্য পরিচয় আমরা কতটুকু জানতে পারি? সারা জীবন তাদের সঙ্গে সঙ্গে থেকেও আসল পরিচয়টুকু পাই না···

শ্যামল কহিল,—এক-দম শুভ্র ক'জনের চিত্ত পাওয়া যায়? যে উপরে ওঠে, শুধু তার উচ্চাসন দেখেই বিনা-প্রশ্নে আমরা তার গলায় জয়মাল্য পরাতে ছুটি···এ পৃথিবী ভারী curious জায়গা!

উচ্ছ্বসিত আবেগে মায়া কহিল,—ঠিক তাই।

শ্যামল কহিল—তবে নূতন পথেই যাত্রা সুরু করি। এই বুদ্ধি··· এ বুদ্ধির কৌশল যার বেশী, সেই কৃতী। এই বুদ্ধির জোরেই ডাক্তার পয়সা রোজগার করচে রোগীর কাছ থেকে, উকিল-ব্যারিষ্টার মক্কেলকে সম্মোহিত করে তার পয়সা নিচ্ছে; ব্যবসাদার বেসাতি ধরে পয়সা সংগ্রহ করচে···বুদ্ধির কৌশল যার জানা নেই, সে-ই failure! ন্যায়-শাস্ত্র ধরে মাপতে বসলে উকিল, ডাক্তার, চাকুরে, দালাল, ব্যবসাদারের সঙ্গে আমরা একাসনে বসতে পারি না কি? ওঁরা বুদ্ধি জাহির করেন আইনের গণ্ডীর মধ্যে থেকে, আর আমরা সে গণ্ডীর একটু

বাহিরে বিচরণ করি। আইন কি? আমাদের চেয়ে আর-একটু জোরালো বুদ্ধি থেকে প্রস্ফুরিত হয়েচে…এই না…?

সহসা বাহিরে একটা মোটরের হর্ণ শুনা গেল; সেই সঙ্গে একটা স্বর—এই ফটক…ঐ তা নম্বর মিলচে…

শ্যামল কহিল—ইস্, এ যে প্রাইভেট্ কার্ দেখচি…প্রকাণ্ড মোটর…

মায়া উঠিয়া চাহিয়া দেখিল; দেখিয়া কহিল—এ যে রায় বাহাদুরের মোটর! আর গাড়ীতে…এ কি শৈল…একা শৈল…!

গিরিজা পুতুলের মত নিষ্কম্প…তার মনে হইল, দুনিয়াটা ধূমকেতুর ধাক্কায় সহসা একেবারে উল্‌টিয়া গিয়াছে—নহিলে এ কল্পনাতীত অঘটন ঘটিতে বসিল কি করিয়া?

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

প্রগল্‌ভা

শৈল একা আসিয়াছে। গিরিজাকে দেখিয়া শৈল কহিল,—কোথায় আপনার চোট্‌ লাগলো? দেখি···তার মুখ বিবর্ণ; দেহ সঘন কম্পিত হইতেছে,—মুখের কথা ফাটিয়া চুরমার হইয়া গেল।

গিরিজা কহিল—কে বললে, আমার চোট্‌ লেগেচে? বাজে কথা। আমার কিছু হয়নি। আমি বেশ ভালোই আছি।

কথাটা শৈলর যেন বিশ্বাস হইল না! সে হাঁপাইতে হাঁপাইতে গিরিজার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল; তার পর গিরিজার মুখের পানে চাহিতে ছুলিয়া ছুলিয়া উঠিল! শৈল পড়িয়া যাইতেছিল, মায়া তাকে ধরিয়া ফেলিল, কহিল—তুমি কাঁপচো শৈল! বসো, বসো···

একখানা জীর্ণ মলিন কৌচ···মায়া শৈলকে সেই কৌচের উপর বসাইয়া দিল।···

শৈল অতি-কষ্টে কহিল,—মায়া দিদির ওখানে গেছলুম। সেখানে মায়া-দির চিঠি দেখলুম, লিখে রেখে এসেছিল,—আপনার ঠিকানাও সেই সঙ্গে···। এমন ভয় হয়েছিল। আচ্ছা মায়াদি, তুমি কি বলে এ-তামাসা করলে!

মায়া কহিল,—তামাসা করিনি ভাই। আমিও ঐ খপর পাই···পেয়ে এখানে ছুটে আসি। আসবার সময় তোমাদের চিঠি লিখে জানিয়ে এসেচি!

শৈলর পানে চাহিয়া গিরিজা কহিল,—কিন্তু আপনি একা…এখানে কি বলে এলেন ?…

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া শৈল কহিল,—একা নই। মা সঙ্গে আসছিল, পথে ডাক্তারের বাড়ী নাম্‌লো। ডাক্তার বাড়ী নেই, মা তাঁকে নিয়ে তবে আসবে। আমি দেরী করতে পারলুম না।

গিরিজা কহিল,—আবার ডাক্তার আনচেন ? কি বিপদ ! তা, আমি ভালো আছি দেখলেন তো এখন ! এবার বাড়ী যান্‌…দয়া করে এখনি, এবং ডাক্তার আনা বন্ধ করুন ! তাছাড়া আপনার মা কি ভাববেন ?… আপনার চলে যাওয়া উচিত। এখনি, আর কেউ জানবার আগে…

শৈল কহিল—কেন ?

গিরিজা কহিল—কেন ! আমার মত হতভাগার গৃহে আপনাকে যদি কেউ দেখে, একা এসেচেন…তুনিয়ার ইতর মনের পরিচয় তো আপনি জানেন না…

শৈল কহিল,—কিন্তু আমি নিজে তো জানি, এ আশ্রয় কতখানি নিরাপদ ! নিজের বাড়ী যা হয়েচে ! ফিরতে ইচ্ছা হয় না। এই আজই সকালে…

বাধা দিয়া গিরিজা কহিল,—বুঝেছি তাঁর অপরাধ নেই। একদিন হয়তো…কিন্তু সে-সব কথার প্রয়োজন দেখচি না। দয়া করে আপনি যান…এখনি…

শৈল গিরিজার পানে স্থির দৃষ্টিতে চাহিল। করুণ দৃষ্টি ! শৈল কহিল—আমায় এমন করে তাড়িয়ে দিচ্ছেন। একটা ভিখিরী এলেও মানুষ…

গিরিজা কহিল,—কিন্তু আপনি তো ভিখিরী নন্—দেবতা ! আমার ভুল-ভাঙিয়ে মন-জাগিয়ে-তোলা দেবতা...এখনো আপনার পূজার যোগ্য আয়োজন করতে পারি নি। যেদিন মন্দির গড়তে পারবো···যদি কোনোদিন তা পারি···সেদিন আপনার পানে চাইবার শক্তি আর সাহসও হয়তো হবে !

শৈল কহিল—কিন্তু আমি যাবার জন্য আসিনি। মার কাছে গাড়ী ফেরৎ পাঠিয়েচি। কিসে যাবো ?

গিরিজা কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল···এমন করিয়া যে-বালিকা প্রচণ্ড বিক্রমে বুক বাঁধিয়া আসিয়াছে, তাকে কি বলিয়া নিবৃত্ত করিবে !···

হঠাৎ ঝড়ের মত শ্যামল আসিয়া কহিল,—বন্ধু, পুলিশ ! সেই সঙ্গে দেখচি রায় বাহাদুর...একটা বিপুল কলরবের আভাস পাচ্ছি।

গিরিজা কহিল—পুলিশ !···ভালোই হয়েচে। কিন্তু না—আপনারা আসুন, আপনাদের রক্ষা করবো। বর্ব্বর গ্লানি-কুৎসার মধ্যে···না, না—এর জন্য নিজেকে যদি···মায়া দেবী, দয়া করুন··· এই সব লোকের কোলাহল জাগবার আগে চলে আসুন আপনারা ! না,—কোনো আপত্তি আমি শুনবো না, তাতে যত-বড় অপরাধ হয় হোক্···

অসংলগ্ন এমনি কি-কতকগুলা বকিতে বকিতে শৈল ও মায়ার হাত ধরিয়া সবলে আকর্ষণ করিয়া গিরিজা তাদের লইয়া পিছনের দ্বার-পথে অদৃশ্য হইয়া গেল।···

শ্যামল ঘরের মধ্যে শান্ত অবিচল মূর্ত্তিতে বসিয়া। বাহিরে পুলিশ

ও লোকজনের ছুটাছুটি; এবং রায় বাহাদুর আসিয়া সেই ঘরে সবেগে চীৎকার তুলিলেন—এই যে একজনকে পেয়েচি, মিষ্টার লাহিড়ী···

মিষ্টার লাহিড়ী পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর। রায় বাহাদুরের কথায় তিনি সদলে আসিয়া ঘরে ঢুকিলেন। রায় বাহাদুর কহিলেন—এই লোক···যে আমার টাকা···

শ্যামল দাঁড়াইয়া উঠিল, তীব্র স্বরে কহিল—খবর্দ্দার! তোমার টাকা···? দেখবে তবে রায় বাহাদুর সেই কানপুর-কীর্ত্তির প্রমাণ?

রায় বাহাদুর ভড়কাইয়া গেলেন, কহিলেন,—আমার মেয়ে···? আমার মেয়েকে কোথায় লুকিয়ে রেখেচিস্, বল্ পাজী, শয়তান? কোথায় তোর সে হতভাগা বন্ধু—সেই fraud, ধাপ্পাবাজ?···মেয়েদের গান শেখাবার ছলে ভদ্র-ঘরে ঢুকে বিপ্লব বাধায়? বিদ্রোহ জাগায়?

ইন্‌স্পেক্টরের পানে চাহিয়া শ্যামল কহিল—শান্ত হন্! এ-সব বলে নিজের অপমান করবেন না, রায় বাহাদুর! কিন্তু এ কথা তোলা মিথ্যা। এ সব কথার আগে আমার একটা প্রশ্ন···হুড়মুড় করে যে এখানে এলেন আপনারা? কোনো পরোয়ানা আছে? ওয়ারেণ্ট···?

লাহিড়ী লোকটি পুলিশ হইলেও বাঙালীত্ব ত্যাগ করেন নাই। তিনি কহিলেন—উনি যে খপর দিলেন, তা cognizable-offenceএর মধ্যে পড়ে কি না—যদি তেমন সাক্ষ্য-প্রমাণ পাই···তাতে বে-আইনী কাজ হবে না। যথার্থ ওঁর ঐ মেয়েকে যদি ভুলিয়ে এনে থাকেন···

শ্যামল কহিল,—ক্ষেপেচেন! এ কথা বিশ্বাস করেন আপনি? ভদ্র ঘরের মেয়ে, তাছাড়া তিনি বড় হয়েচেন, শিক্ষিতা···আমরা তাঁকে

নিয়ে আসতে চাইলে তিনি চলে আসবেন, এত বড় অপমানের কথা তাঁর সম্বন্ধে বলেন কি করে? ঐ রায় বাহাদুরের সঙ্কোচ হচ্ছে না? উনি না বাপ!

ইন্‌স্পেক্টর বিস্মিত দৃষ্টিতে শ্যামলের পানে, পরে রায় বাহাদুরের পানে চাহিলেন।

রায় বাহাদুর বলিলেন,—সে বন্ধুটি কোথায়?···

শ্যামল কহিল,—বন্ধু···!

রায় বাহাদুর কহিলেন,—হ্যাঁ, হ্যাঁ···যাকে কুমার সাজিয়ে এই সব বড় বড় ঘরে রীতিমত গণ্ডগোল বাধিয়ে তুলচো···

শ্যামল কহিল,—বটে! তাহলে ইতিহাস বলি, শুনুন ইন্‌স্পেক্টর বাবু···

রায় বাহাদুর অকম্পিত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন।

শ্যামল রায় বাহাদুরের পানে চাহিল, কহিল,—ভয় নেই, কানপুরের কাহিনী বলচি না—নিছক এখানকার কথা। আপনি একটু ধৈর্য্য ধরে শুনুন···

ইন্‌স্পেক্টরের পানে চাহিয়া শ্যামল বলিল—রায় বাহাদুরের কন্যা আমার বন্ধুকে প্রীতির চক্ষে দেখেন···আমার বন্ধুও তাঁকে···কিন্তু সে কথা বলতে চাই না। কারণ আপনারা হয়তো বলবেন, ভিখিরী রাজ-তখ্‌তের পানে লোলুপ নেত্রে তাকাবেই···বন্ধুর কথা ছেড়ে দি। রায় বাহাদুরের পয়সার অভাব নেই। মেয়ের বিবাহ দেবার সময় মেয়ের বাপ কি দেখেন? যে, পাত্রটি সচ্চরিত্র কি না, পাত্রটির হাতে মেয়ের অযত্ন হবে কি না, স্বামীর প্রণয়ে মেয়ে সুখী হবে কি না, আর

পয়সার কোনো অভাব ঘটবে কি না! তা আমার বন্ধুটি সুশ্রী, শিক্ষিত, সচ্চরিত্র···তবে পয়সার অভাব। সে-অভাব অনায়াসে পূর্ণ হতে পারে রায় বাহাদুরের ইচ্ছা মাত্রে!···

রায় বাহাদুর হুঙ্কার তুলিলেন,—পাত্র! Impudent knave! সচ্চরিত্র···! পাত্রের হিসাব আসচে কোথায়?

মৃদু হাসিয়া শ্যামল কহিল,—ছোট-খাট কি মাঝারি রকমের ভুল জীবনে ঘটেনি, এমন মানুষ দেখেচেন? আমি মানুষের কথা বলচি—জীবনে বেঁচে যে পথ চলতে চায়—এমন মানুষ··না হলে দুনিয়ায় পুতুলের অভাব নেই! বুকে হাত রেখে অম্লান অকম্পিত স্বরে ক'জন বলতে পারেন—যে, জীবনে তাঁর একটি ভুলও ঘটে নি···? ও দিকে রায় বাহাদুরের গৃহিণীও এ-মিলন সমর্থন করচেন। কিন্তু রায় বাহাদুর··

রায় বাহাদুর কহিলেন—আমি লেকচার শুনতে আসিনি। আমি চাই আইনের মর্য্যাদা যাতে রক্ষা পায়···লোকের গৃহ যাতে নিরাপদ থাকে। আমার স্ত্রী আর মেয়ে বেড়াতে বেরিয়ে ছিলেন, স্ত্রী ফিরে এসে বললেন, গিরিজা-বাবুর অসুখ শুনে মেয়ে তাকে দেখতে গেছে। শুনে আমি আশ্চর্য্য হলুম—এত বড় স্পর্দ্ধা···তিনি তাঁর মেয়েকে একা ছেড়ে দিলেন···তার খেয়ালের স্রোতে ভেসে যাবার জন্য? যাক, আর কথায় কাজ নেই। আপনি সার্চ্চ করুন। এই বাড়ীতেই আমার মেয়েকে পাওয়া যাবে। এই বাড়ীর নম্বরই তো ১৭···

ইন্স্পেক্টর কহিলেন,—আপনার মেয়ের বয়স কত? আঠারো পার হয়েচে?

হিসাব করিয়া রায় বাহাদুর কহিলেন—তা, আঠারো পার হয়েচে···

ইন্‌স্পেক্টর কহিলেন,—তিনি যদি বলেন, আমি স্বেচ্ছায় এসেচি, এবং কারো কথায় নয়···তাহলে ?

রায় বাহাদুর কহিলেন,—সে আইনের ব্যাপার ; তাতে উকিলের পরামর্শ নেবো। মেয়ে অমনি বললেই হবে···?

ইন্‌স্পেক্টর শ্যামলের পানে চাহিলেন। শ্যামল কহিল,—কোনো আপত্তি নেই। স্বচ্ছন্দে আসুন, সব ঘর তল্লাস করে দেখুন···

তাই হইল। তল্লাশী···সব ঘর, দালান, দোতলার ছাদ··· কোথাও কাহারো চিহ্ন নাই! রায় বাহাদুর কহিলেন—গায়েব হয়েচে। এই লোক—শ্যামলকে দেখাইয়া তিনি কহিলেন,—একে গ্রেফ্‌তার করুন। He must answer···.

শ্যামল কহিল—রায় বাহাদুর, ক্ষিপ্ত হবেন না। একটা দিন অন্ততঃ মনকে ঠাণ্ডা রেখে আমাদের সঙ্গে ব্যাপারটা আলোচনা করুন···এ-ক্ষিপ্ততায় সারা সহরে এমন প্রচণ্ড কলরব উঠবে···

অনুচরবৃন্দের পানে চাহিয়া ইন্‌স্পেক্টর কহিলেন,—তোমরা নীচে যাও···

তারা চলিয়া গেলে ইন্‌স্পেক্টর কহিলেন,—আমিও যাই। আপনি টাকার জন্য কেশ করচেন না তো! মেয়ের জন্য যে-ভাবে গিয়ে পড়লেন, ভাগ্যে থানার কেতাবে আমি কেশ লিখিনি! মোদ্দা একটা গোলযোগ আছে। পারিবারিক ব্যাপার কি না ;···আপনি ভেবে দেখুন ···দু'জন সেপাইকে আমি রেখে যাচ্ছি—যদি কোনোরকম suspicious

কিছু দেখেন, বা তাদের দেখা পান, এরা চৌকি দেবে, আপনি গাড়ী পাঠাবেন, আমি তখনি আসবো···এখন বিদায়।

রায় বাহাদুর গুম্‌ হইয়া কিছুক্ষণ বসিয়া রহিলেন, তারপর শ্যামলের পানে চাহিলেন, কহিলেন,—সত্য কথা খুলে বলো···

শ্যামল কহিল,—আপনি বাধা দেবেন না। মানুষের প্রাণের পানে জীবনে কখনো তাকাবার অবকাশ আপনি পাননি! মানুষের প্রাণের পরিচয় চিরকাল অজানা রয়ে গেল। আজ এ-বয়সে পয়সার পাহাড়ে বসে ওদিককার সম্বন্ধে যখন নিশ্চিন্ত হয়েচেন, তখন অপরের মনে কেন অহেতুক···তাও পর নয়···নিজের মেয়ে···তার মনের দোরে তলোয়ার-শড়কী নিয়ে খাড়া হচ্ছেন?

রায় বাহাদুর কহিলেন,—থামো, ডেঁপোমি রাখো। আমার মেয়ে—তার সম্বন্ধে আমার বিচার-বিবেচনাই চূড়ান্ত···

শ্যামল কহিল,—তবে বসুন। তা, ঘরের মধ্যে না বসে ঐ দোতলার বারান্দায় বসলে হয় না? চারদিকে দেখার সুযোগ ঘটবে, এবং মশার কামড় সহ্য করতে হবে না। ইজি-চেয়ার পেতে দিচ্ছি··· যাবেন?

রায় বাহাদুর সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে শ্যামলের পানে চাহিল। শ্যামল কহিল,—ভয় নেই, আমি পালাবো না। আপনার সামনেই বসে থাকবো···আমার বন্ধু না ফেরা ইস্তক, বা নড়া সম্বন্ধে আপনার অনুমতি না পাওয়া ইস্তক!···

তাই হইল। রায় বাহাদুর আসিয়া বারান্দায় বসিলেন। বহুদূর অবধি ঐ পথ দেখা যাইতেছে। পথে লোক চলিয়াছে। গাছের

ছায়ায় ছায়া-করা পথ···কি স্নিগ্ধ! কোনো কোলাহল নাই—জটিল জীবনের কলরব নাই···

শ্যামল কহিল—এ বাড়ীটা কিনবেন? দর বেশ শস্তা···

রায় বাহাদুর তীব্র দৃষ্টিতে শ্যামলের পানে চাহিলেন

শ্যামল কহিল,—দশ হাজারের চেয়ে বেশী চাইছে—নাহলে এই বাড়ীটার জন্ম আপনার ঐ দশ হাজার ছেড়ে দিতুম। দিয়ে বাড়ীখানি অধিকার করে বসতুম—as monarch of all I survey···

রায় বাহাদুরের ক্রোধের অন্ত ছিল না। তবু বিস্ময় হইতেছিল খুব, এ ছোকরা তো ভারী অদ্ভুত জীব! টাকা ঠকায় এবং তারি গর্ব্বে দিক-বিদিকের জ্ঞান হারাইয়া কি যে অনর্গল বকিয়া চলে! এ কথাও মনে হইতেছিল, এমনি স্বাচ্ছন্দ্য যদি তাঁর মনে থাকিত! ছিল। কিন্তু এই ছোকরাই মনের মধ্যে আবার রীতিমত চাঞ্চল্য জাগাইয়া তুলিয়াছে!

বহুক্ষণ তাঁর এমনি নীরবে বসিয়া কাটিল—নিতান্ত অলসের মত। সহসা সিঁড়িতে অনেকগুলা পায়ের শব্দ শুনা গেল। রায় বাহাদুরের যেন স্বপ্ন ভাঙ্গিল··· চক্ষু মুদিয়া তিনি যেন কোন্ অজানা লোকের অন্ধকার পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন।···পায়ের শব্দে চেতনা পাইয়া তিনি দ্বারের দিকে চাহিলেন···একরাশ লোক···ঐ যে, কুমার! সেই fraudটা···হতভাগা, পাজী, শয়তান···রাগে গরম হইয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

তারপর···ও কি? উহার সঙ্গে তাঁর স্ত্রী, মায়া, কন্যা শৈলও···

একসঙ্গে ইহাদের সকলের এমন মহা-মিলন ঘটিল কোথায়? কি করিয়া?···তাঁর পা কাঁপিল। তিনি কহিলেন,—এর মানে?

সারদাসুন্দরী অগ্রসর হইয়া আসিলেন, কহিলেন—তুমি এখানে ছুটে এসেচো পুলিশ নিয়ে! তোমার লজ্জা-সরম একেবারে গেছে?

রায় বাহাদুর কি বলিতে যাইতেছিলেন, গিরিজা আসিয়া কহিল,—শুনুন আমার কথা···মানে, আমার accident হয়েচে, এমনি সংবাদ শুনে আপনার কন্যা শৈল দেবী এখানে ছুটে এসেছিলেন আমায় দেখতে। মায়া দেবীও এসেছিলেন। তাঁদের কারো অন্য কোনো অভিসন্ধি ছিল না। আর কোনো কারণে নয়···আপনার ওখানে আমার যাতায়াত ছিল, দু-একটা গান শিখিয়েচি, সেজন্য একটু মমতা, স্নেহ, তাই। পথের লোকের এমন বিপদ ঘটেচে শুন্‌লেও মানুষ এসে দাঁড়ায়। তা এঁরা যদি···

রায় বাহাদুরের দৃষ্টি ঘুরিয়া সকলকে একবার স্পর্শ করিল।···

গিরিজা কহিল,—উনি যখন আসেন, তখন আমাদের সঙ্গে এখানে ছিলেন মায়া দেবী। তাঁর সঙ্গে আপনার কন্যাকে নিয়ে আমি আপনার গৃহে ছুটেছিলুম। খানিক যেতে মিসেস্ চ্যাটার্জীর সঙ্গে দেখা। উনি আমার জন্য ডাক্তার নিয়ে আসছিলেন। ডাক্তারকে ফেরত পাঠানো হয়েচে। এই তুচ্ছ ব্যাপার···এর জন্য আপনি যে আয়োজন গড়ে তুলেচেন, তা গড়বার প্রয়োজন ছিল না! মায়া দেবী আমার জীবনের ইতিহাস জানেন। দুর্বৃত্ত হলেও আমি দুশ্চরিত্র নই। নারীর সম্ভ্রম, নারীর মর্য্যাদা আমি রক্ষা করতে জানি! আপনার কন্যাকে

আপনি নিয়ে যান্। তাঁর কোনো অপরাধ নেই। এ কাহিনী শুনেও যদি আমায় এখন পুলিশের হাতে দিতে চান তো দিন্। আমি আপনার দেওয়া শাস্তি নিঃশব্দে মাথা পেতে নেবো।

সারদাসুন্দরী কহিলেন—আমি মেয়ের মা।···মেয়ের ভালো-মন্দর ব্যাপারে আমারো একটা মত আছে। এবং সে মত তোমায় আমি জানিয়েচি।···আমার নিজের জীবনে আমি বেশ জেনেচি, পয়সার জন্য পুরুষ যেমন ছুটোছুটি করে...

শ্যামল কহিল,—পয়সার কথা তুলে রায় বাহাদুরকে আর লজ্জা দেবেন না আপনি···বিশেষ আমার সামনে···

শৈল ডাকিল,—বাবা···

তার স্বর বাষ্পার্দ্র। দুই চোখ লাল ; ফুলিয়া উঠিয়াছে।

রায় বাহাদুর কহিলেন,—চুপ কর্ নির্লজ্জ মেয়ে···তোকে গুলি করে মারলে তবে আমার রাগ যায়!

শৈলকে বক্ষে চাপিয়া সারদাসুন্দরী কহিলেন,—তুমি বাড়ী যাও। আমি যাবো না ; আমার মেয়েও যাবে না। আমার মেয়ে মনে মনে এই গিরিজাকে স্বামিত্বে বরণ করেচে। আমি মা হয়ে গিরিজাকে সুপাত্র বলে বুঝেচি···এ ক্ষেত্রে আমি কোনো বাধা তুলতে পারি না। ···এ বিবাহে তোমার আপত্তি থাকে, তুমি যা-খুশী করো···কিন্তু মনে রেখো, আমার নিজের কিছু সম্পত্তি আছে, আমি একেবারে তোমার গলগ্রহ নই। আমার মেয়ে আমারি পেটে জন্মেচে। তোমার বহু খেয়াল এ জীবনে মেনে চলেছি···মেয়ের বিষয়ে সে-খেয়াল মান্‌তে পারবো না।

মায়া কহিল—আপনি মাথা ঠাণ্ডা করে একটু বুঝুন, রায় বাহাদুর। এ-কথা ঠিক। শ্যামল বাবুর উপর আপনার রাগ থাকতে পারে। কিন্তু গিরিজা বাবু কি অপরাধ করেচেন··· ?

বাধা দিয়া রায় বাহাদুর কহিলেন,—ওরই তো বন্ধু···দুটো ঠক, বাটপাড়···

কঠিন দৃষ্টিতে রায় বাহাদুরের পানে চাহিয়া মায়া কহিল,—ঠক অনেকেই। তবু···তাছাড়া শ্যামল বাবুর অপরাধ কি ? নির্বিরোধে যদি একটা পুরোনো দেনা-পাওনার হিসেব উনি মিটিয়ে থাকেন···

শ্যামল কহিল,—আঃ, আবার আপনারা ওঁকে লজ্জা দিচ্ছেন !

রায় বাহাদুর কহিলেন—আমার পয়সার লোভে সাধু সেজে তোমাদের এরা এতখানি বিভ্রান্ত উন্মাদ করে তুলেচে···কিন্তু না, তা হবে না।

গিরিজা কহিল—পয়সার কথা তুলে অপমান করবেন না। আমি খুব পাষণ্ড, আমার অপরাধের সীমা-পরিসীমা নেই। কিন্তু পয়সার লালসা···একদিন প্রচুর ছিল, আজ নেই। আজ আমি মানুষ হবার জন্য ব্যাকুল···

সমস্যা নিবিড় হইয়া উঠিল। বহ্নির স্ফুলিঙ্গগুলা নানাদিক হইতে জাগিয়া উঠিতেছিল···সে-আলোয় আঁধার ঘোচে, এবং তার তেজও বেশ তীব্র !

সারদাসুন্দরী কহিলেন,—গৃহের ভার গৃহিণীর। আমার হাতে যদি নিঃসংশয়ে নিজেকে সমর্পণ করতে পারো, তাহলে তোমায় বুঝিয়ে দিতে পারি···দু'দিন, না হয়, দু'মাস সময় নাও,···আমি তোমার

অমতে কিছু করবো না। তাবলে একটা অন্যায়ে সায় দেবো এ-বয়সে? সে অসহ্য!

গিরিজা কহিল—কিন্তু আপনারা জানেন না, আমার পায়ে চারিদিক থেকে লোহার শিকল আঁটা—বন্ধনের যাতনায় আমি জর্জ্জরিত —মুক্তির আশাও বড় নেই···

শ্যামল কহিল—তবু মুক্তি পেতে হবে। পাওয়া চাই। বন্ধনে জীবন গড়া যায় না, বন্ধু। অন্যায়ের প্রতিকারও হয় না। মনুষ্যত্ব মুক্তিতে! বন্ধন কামনার বস্তু নয়।

সারদাসুন্দরী কহিলেন,—একটা কথার বিচার শুধু করো। তোমার মেয়ে এখানে এসেছিল, একা···গিরিজা বাবু তাকে নিরাপদ করার জন্য তাকে প্রশ্রয় না দিয়ে তার মান-ইজ্জৎ বাঁচিয়েছেন, আমায় ডেকে এনে···এ তাঁর কত বড় পরিচয়···ভাবো।

রায় বাহাদুর কহিলেন,—তোমরা সবাই একদিকে? বেশ, আমায় ভাবতে দাও···সব কথা বুঝি!

তার কাণের কাছে মুখ আনিয়া শ্যামল মৃদু স্বরে কহিল,—সেই সঙ্গে সেই রসিদটার কথাও ভাবতে ভুলবেন না! সেটা ঠিক জায়গায় এখনো আছে—এবং সে যে জাল, তা প্রমাণ করার জন্য আমিও এখানে বর্ত্তমান আছি। সে গোলমাল জাগিয়ে তোলা এখন কি সঙ্গত হবে? এই বয়সে পয়সার পিছনে নিরাপদ নীড়ে যে শান্তি-সুখ উপভোগ করচেন, সে-সুখে কোনো দিক থেকে তীরের খোঁচা না ফোটে···?

রায় বাহাদুর কি ভাবিলেন; তারপর একটা নিশ্বাস ফেলিলেন; শেষে কহিলেন—আমায় সময় দাও...একবার ভেবে দেখি।

সারদাসুন্দরী কহিলেন,—ভাবো। বলেচি তো, দু'দিন, কি দু'মাস সময় নাও···

বাধা দিয়া গিরিজা কহিল—না, আপনারা আমায় মুক্তি দিন, আমি আগে নিজেকে শুদ্ধ করি।

শ্যামল কহিল—তার জন্য বদরিকাশ্রমে যাবার প্রয়োজন নেই, বন্ধু। কবির কবিতা জানো তো? বৈরাগ্য-সাধনে মুক্তি সে আমার নয়···আমার **motto**ও তাই। এখানে স্নেহ-মায়ার মাঝে চিত্ত-শুদ্ধির সম্ভাবনা যতখানি, বদরিকাশ্রমে তেমন নয়···সেখানে দারুণ হিম এবং আরো নানা উৎপাতের আশঙ্কা আছে।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

রিহার্শাল

অপূর্ব্ব তার লেখা শ্রীকৃষ্ণ নাটিকা আনিয়া শশিকলার হাতে দিল। অঙ্গনা চাকলাদারকে ডাকাইয়া শশিকলা রিহার্শালের ব্যবস্থা করিল। অপূর্ব্ব কহিল,—বীরেনকে একবার চাই। পোষাক-পরিচ্ছদ সম্বন্ধে তার একটু জানাশোনা আছে।

শশিকলা কহিল—নাচ-গানের কি ব্যবস্থা হবে ?

মৃদু হাসিয়া অপূর্ব্ব কহিল,—ও দুটো জিনিষের ভার আমার হাতে দিতে পারেন।

শশিকলা সবিস্ময়ে কহিল,—আপনি…?

অপূর্ব্ব কহিল,—আশ্চর্য্য হচ্ছেন! ললিত-কলার চর্চ্চাই আজীবন করে আসচি আমি!…এম্পায়ারে সেবার ঐ 'চন্দ্রাবলী' প্লে হলো না… ঐ যে শুদ্ধোধনদের দল…মিনি রায়ের organisation, তাতে আমিই নাচের শিক্ষা দি।

শশিকলা কহিল—তা পারলে তো চিন্তার কারণ থাকে না। কিন্তু …আমি ভাবছিলুম, কুমার বাহাদুরের কথা। দিল-মহলের কুমার গিরিজা…

অপূর্ব্বর হাসি-ভরা মুখে একটা কালো মেঘের সঞ্চার হইল। অপূর্ব্ব কহিল,—তাঁর অভিজ্ঞতার প্রমাণ কিছু পেয়েচেন ?

শশিকলা কহিল,—পরিচয় শুনেচি। প্রমাণ পাইনি।

—তবে ?

হাসিয়া শশিকলা কহিল,—আপনার কাজেরও প্রমাণ পাইনি !

অভিমানের সুরে অপূর্ব্ব কহিল,—সন্ধান নিলেই পেতে পারেন।

শশিকলা কহিল—মায়াদের খপর দেবো না ? এ ব্যাপারে তাদেরো খুব উৎসাহ !

অপূর্ব্ব কহিল—কোনো দরকার নেই। ওঁরা ওঁদের ফিল্‌মের কিছু করতে পারলেন ? শুধু বচনের জাল রচনা করচেন। নাহলে idea অনেক দিন থেকেই আছে। বীরেনের কাছে রিপোর্ট তো পাই !

বহু বাদানুবাদ ও আলোচনায় স্থির হইল, অপূর্ব্বর তত্ত্বাবধানে রিহার্শাল চলিবে।

কথা গোপন রহিল না। খপরের কাগজগুলা পাতা পুরাইবার মস্ত উপকরণ পাইল। অনেকে গোড়াতেই সুর ধরিল,—এবারে রঙ্গ-পিপাসু বাঙালী একটা জিনিষের মত জিনিষ দেখিবে। রসিক-জন রস-সুধা খাইয়া বাঁচিবে !

খবর পাইয়া বীরেন আসিয়া দেখা দিল। অপূর্ব্ব কহিল—তোমার কথাই ভাবছিলুম। পোষাক-পরিচ্ছদ কি হবে, একটু বুঝে-সুঝে ঠিক করো, ভাই।

বীরেন কহিল,—তা করবো। কিন্তু এমন গৃহত্যাগী হয়ে আর কত দিন থাকবে ? দুর্জ্জয় অভিমান ত্যাগ করো। বৌদি যে কাতর পাণ্ডুর হয়ে উঠলেন…

অপূর্ব্ব কহিল—এখানে কাব্য-চর্চ্চা নিয়ে আমি আরামে আছি। তাছাড়া বাড়ী ফেরবার সময় কোথায় ? কি সবেগে রিহার্শাল চলছে !

বীরেন কহিল—তা বুঝচি। কিন্তু পয়সা-দেনেওয়ালা মিষ্টার বোস্ যে হাত গুটিয়ে বসে আছেন···মিসেস্ চাকলাদারের মুখে শুনলুম। গোড়ায় খরচ আছে তো!

অপূর্ব্ব কহিল—চাঁদা। গোড়ার খরচ চাঁদায় চলবে। তারপর প্লে হলে টিকিট কি কম বিক্রী হবে, ঠাউরেচো?

বীরেন কহিল,—সে-রকম আশা রাখি না। নিত্য যে-ভাবে যে-সে যা-তা দল নিয়ে ও-পাড়ার ষ্টেজ অধিকার করচে, দর্শকের দল পাড়ার দৌলতে আর বিশ্বাস স্থাপন করে পয়সা দেবে···মনে হয় না। সদ্য দু-একটি অভিনয়ে দেখেও এলুম!···

অপূর্ব্ব স্থির দৃষ্টিতে বীরেনের পানে চাহিয়া রহিল। চারিদিকে চাহিয়া মৃদু স্বরে বীরেন কহিল—বাড়ী চলো। রিহার্শাল দিতে আসা-যাওয়া করো। মোদ্দা, এখানে থাকলে রিহার্শালের ব্যয় তোমাকেই জোগাতে হবে। চাঁদার কথা যে বল্‌চো···শুনি, চাঁদা দেবে কে?

অপূর্ব্ব কহিল—কেন, দিল-মহলের দল···ধরলে দেবে না?

বীরেন কহিল—দিল-মহলের যিনি দিল্—মায়া দেবী···তিনি অসুস্থ হওয়ার দরুণ ওদের ফিল্‌ম্ তোলার কাজ বন্ধ যাচ্ছে। তাছাড়া···

অপূর্ব্ব কহিল—শশী দেবী বলছিলেন, ক্যাপিটাল্ recruit করবেন। তরুণ ছোকরা নতুন লায়েক হয়ে উঠেচে ললিতকলার চর্চ্চায়··· সিনেমা-হাউস করচে। একটা কি ফিল্মও না কি তৈরী করেচে, তা দেখাবার হাউস পাচ্ছে না! সেই ছোকরা···ওরা চায় ভদ্র-মহিলা-অভিনেত্রী···

বীরেন কহিল,—ঐ ছোকরা মুরারি সেন? ওঃ! ওরা টাকা নিয়ে এলে ওরাই production-এর ভার নেবে। সে-ভার তোমায় দেবে, ভাবো?

অপূর্ব্ব কহিল,—Production-এর তারা কি জানে?

বীরেন কহিল—তুমি-আমি যেমন জানি, তেমনি···।

অপূর্ব্ব কহিল—কিন্তু আমি কবি, অথর···

বীরেন কহিল—তারা কাকেও কেয়ার করে না। তারা বলে, তাদের এদিকে natural gift আছে। বহুৎ কাঁচা পয়সা হাতে, বয়সও কাঁচা···কাজেই এক-দম্ বেপরোয়া—ধরাকে শরা দেখচে! আমি তাদের দল থেকেই শুনেচি, তারা লোক খুঁজচে, মহিলা-অভিনেত্রী, পয়সা দেবে এবং খরচের সমস্ত ভার নেবে।

অপূর্ব্ব কহিল,—বললেই অমনি পাবে কি না! এঁরা এ্যামেচার! পেশাদার নন্!

বীরেন হাসিয়া কহিল—পেশাদার না হলেও লভ্যাংশ পেলে কে না হাত পাতবে? তুমি চাও না? আমি তো সর্ব্বক্ষণ হাত পেতে আছি।

শশিকলা আসিল; কহিল,—এসেচেন বীরেন বাবু! ভালো হলো,—পয়সার জন্য আমাদের একটা দুর্ভাবনা ছিল—তা বোধ হয়, ঘুচবে। বাইরে থেকে আমরা একজনকে পাচ্ছি, পেট্রন···তিনি খরচ জোগাবেন।

বীরেন কহিল—কে? মুরারি সেন?

শশিকলা কহিল,—হ্যাঁ। আপনি কি করে জানলেন?

বীরেন কহিল,—শুনলুম। কিন্তু তাদের সঙ্গে আপনাদের মত কি মিলবে ? তারা একেবারে এ-আর্টে ওস্তাদ ! বহু গয়-গবাক্ষ দলে। প্রিন্স অঙ্গদকে সর্ব্বক্ষণ তারা হিতোপদেশ-দানে বুঝোচ্ছে যে প্রিন্স একেবারে নাট্যকলায় যুগাবতার ! একাধারে আরভিং আর ডগলাস্ ফেয়ারব্যাঙ্কস্।

শশিকলা কহিল—না। তারা খুব বেশী interfere করবে না, কথা হয়েচে। তবে মিলে-মিশে চলতে হবে বৈ কি। যখন টাকা দিচ্ছে, তখন আমাদেরও উচিত, তাদের কথা কিছু-কিছু রক্ষা করা…নয় কি ? সে-ভার আমায় দিন্। ভাববেন না—I know how to control that young man.

বীরেন কহিল,—তা হলে চলে বটে…

শশিকলা কহিল—তা না করলে বেইমানি হবে যে !

তারপর অভিনয় সম্বন্ধে আলোচনা চলিল। শশিকলা কহিল,—দিল-মহলের দল থেকে কোনো সাহায্য বোধ হয় পাবো না !

বীরেন কহিল,—বোধ হয়, না। কারণ ওঁদের কাজই বন্ধ রয়েচে, মায়া দেবীর অসুখের জন্য।

শশিকলা কহিল,—যামিনী বাবুর সঙ্গে দেখা করেছিলুম, তিনিও তাই বললেন। তাছাড়া ওদের মতানুযায়ী চললে তবে ওরা যোগ দেবে। তা, আমাদের স্বাতন্ত্র্য আমরা ছাড়বো কেন ? কিছু ছাড়তে পারি, যদি অর্থ-সাহায্য পাই। তা যখন পাবো না, তখন ওদের ডাকা দরকার দেখি না।

বীরেন কহিল,—কে কি পার্ট নিচ্ছে? মানে, মেয়েরাই নামবেন শুধু? না, পুরুষও?

শশিকলা কহিল—শুধু মেয়েরাই নামবে। আপনারা নেপথ্য থেকে সাহায্য করবেন।

বীরেন কহিল—আমিও সেই কথা বলি।...

শশিকলা কহিল,—আপনি তো পোষাক-পরিচ্ছদের ভার নিচ্ছেন?

বীরেন কহিল,—নেবো। অপূর্ব্ব বই আমার পড়া আছে। তবু একবার দিয়ো হে অপূর্ব্ব...দেখে-শুনে ফর্দ্দ তৈরী করবো।...

শশিকলা কহিল—আপনাদের কুমার বাহাদুরের খপর কি, বীরেন বাবু?

বীরেন কহিল,—সে এক মস্ত কাহিনী। ভূয়ো-পর্ব্বত ক্ষুদ্র মূষিক প্রসব করেচে! ভিতর-ভূয়ো, তা আমি কতক বুঝেছিলুম...তবে ভারী **lucky**—রায় বাহাদুরের জামাতৃ-পদ অলঙ্কৃত করচে।

শশিকলা কহিল,—বঙ্কিমবাবু বলেচেন না, সুন্দর মুখের সর্ব্বত্র জয়! কিন্তু বিনা-পয়সায় কি বিদ্যুৎ ছুটিয়ে চলে গেল! বুদ্ধি-কৌশল বটে! আমি তো এ-সবের...খপর পেলুম ঐ মুরারি সেনের কাছে। ওদের অনেক টাকা হস্তগত করেছিল; সামান্য-কিছুতে রফা হয়েচে। বাকী ছাড়তে হলো।

সবিস্ময়ে অপূর্ব্ব কহিল—মুরারি সেনের যেমন বুদ্ধি! কার জমি, সে-সব বৃত্তান্ত না জেনে যার-তার হাতে অতগুলো টাকা তুলে দিলে! তাই বলছিলুম, বর্ব্বর যখন টাকা নিয়ে আস্‌চে, তার টাকা নিন্; তা বলে অভিনয়ে তার মতামত নেওয়া?

শশিকলা কহিল—আপনি কবিতাই লিখুন, অপূর্ব্ববাবু···পার্থিব বিষয়ে কথা কবেন না। জগতে কতদিক বুঝে কত চালে চলতে হয়, সে-জ্ঞান আমার খুব আছে।

অপূর্ব্ব কহিল,—ঐ কুমার বাহাদুর! আমি ভেবেছিলুম, একটা ভালো মুরুব্বি পাবো···তা আমাদের সঙ্গে ভিড়তে চাইত না! অগাধ জলের মাছ কি না, টোপ্ বুঝতো!

বীরেন কহিল,—কিন্তু মন বেশ উঁচু। আমি সম্প্রতি দেখলুম তো, a noble mind.

শশিকলা কি ভাবিতেছিল, একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল,— হ্যাঁ, culture আছ, শুধু পয়সার অভাব।

বীরেন কহিল,—এবারে সে অভাব ঘুচবে। মিসেস্ চ্যাটার্জী তার পক্ষে। মায়া দেবীর তো demi-god!

অপূর্ব্ব কহিল—কবিতা লিখে আমাদেরি কিছু হলো না, বীরেন। আর ও ভদ্দর লোক···কি বরাত!

শশিকলা কহিল—লোকের বরাতের হিংসে করলেই কি বরাত ফিরবে?

শশিকলা নিশ্বাস ফেলিল।

অপূর্ব্ব কহিল—নারীর বন্দনা-গানে জীবন কাটালুম, তবু নারী কি চায়, তা আজো বুঝলুম না!

শশিকলা কহিল—বোঝবার সাধনা যে করে, সে বোঝে না! ও কথা উভয় পক্ষেই সমান খাটে!

অপূর্ব্ব শশীর পানে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাহিল। শশিকলা কহিল,— পঙ্কজবাবুকে নিমন্ত্রণ করেচি, গানে তিনি স্থর দেবেন···

অপূর্ব্ব কহিল—আমার অনুজ্ঞা-মত তো?

শশিকলা কহিল—আপনি স্থর দিতে পারবেন না দেখচি তো!

অপূর্ব্ব কহিল—আমি রবিবাবুর স্থর নকল করতে চাই না। সম্পূর্ণ independent স্থর দিতে চাই।

শশিকলা কহিল—তা হবে না। আর্টের ব্যাপার হলেও এর একটা commercial দিক আছে, সেটা ভুললে অর্থ-লাভ ঘটবে না! কি বলেন বীরেন বাবু?

বীরেন কহিল—নিশ্চয়!...তা নাচের কি ব্যবস্থা হলো?

শশিকলা কহিল,—অপূর্ব্ব বাবু নৃত্য-যোজনা করবেন, বলচেন।

বীরেন কহিল—অপূর্ব্ব?...তারপর অপূর্ব্বর পানে চাহিয়া কহিল—তুমি নাচের চর্চ্চা করলে কবে?

অপূর্ব্ব কহিল—অবাক হচ্ছো! পাব্লোভার নৃত্য-ভঙ্গীর ছবি আমি দেখিনি? অজন্তার ছবি?...হাতে-কলমে নাচ শেখাইনি...কিন্তু ছবি দেখে নৃত্য-ভঙ্গীর ধারণা আমার আছে তো! Figure আর poseএর বহু ছবি দেখেচি। তাছাড়া "বাঁশের বাঁশী" পত্রিকায় নাচের বহু প্রবন্ধ ইংরাজী থেকে তর্জ্জমা করে ছাপিয়েচি। 'ডম্বরু' সাপ্তাহিকে অভিনয়ের সমালোচনাও ছ'মাস ধরে করেচি!

বীরেন হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল! শশিকলাও হাসিল; হাসিয়া কহিল,—তাই নাচের ভার নিয়েচেন!

অপূর্ব্ব কহিল,—বীরেনের কথা শোনেন কেন? দেখুন, আমি কি করি!

শশিকলা কহিল,—বেশ, আজই আপনার ঐ প্রথম নাচের

ব্যবস্থা করুন। শ্রীরাধার নাচ তো আছে প্রথমে।...সরমা শ্রীরাধা সাজবে। তাকে নাচ দেখিয়ে দিন্...

অপূর্ব্ব কহিল—গানের সুর তো এখনো পরের হাতে!...

শশিকলা কহিল—তা কেন! সরমা নিজে ও-গানে সুর দিয়েচে। সেই সুরেই আপনি নাচ দিন।...

অপূর্ব্ব কহিল—বেশ। তাহলে একবার বাড়ী যেতে হবে আমায়। এক ফরাসী নর্ত্তকীর ছবি দেখেচি একটা ম্যাগাজিনে। সেই পোজ্‌টা খাশা মানাবে। বইখানা নিয়ে আসি। বুঝবেন আমার শক্তি!...

কথাটা বলিয়া অপূর্ব্ব বিরক্তি-ভরা দৃষ্টিতে বীরেনের পানে চাহিল; বীরেন অপূর্ব্বকে লক্ষ্য করিতেছিল।

শশিকলা কহিল,—শুভস্য শীঘ্রং। চট্‌পট্ উঠে পড়ুন তাহলে...

অপূর্ব্ব উঠিল। বীরেন কহিল,—বৌদির বাহু-বন্ধনে মোদ্দা আবদ্ধ থেকো না আপাততঃ...কঠিন কর্ত্তব্য এখানে সমুদ্যত!

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ

ঋণ জাল

বেলা প্রায় আটটা। মালপত্র-সমেত একখানা ট্যাক্সিতে করিয়া গিরিজা ও শ্যামল আসিয়া মায়ার গৃহের দ্বারে নামিল। মায়া সন্ত্যস্নান-শেষে মহিমময়ী বেশে তাদের পথ চাহিয়া বসিয়াছিল; ট্যাক্সি থামিতে আসিয়া অতিথিদের অভ্যর্থনা করিল।

সকলে দোতলার ঘরে আসিলে মায়া কহিল,—কথা দেওয়া সত্ত্বেও আপনাদের আসা সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হতে পারিনি …যে-রকম ঘড়ি-ঘড়ি আপনাদের মত বদলায়!

শ্যামল কহিল,—সে কথা খাটে আমার এই বন্ধুবরের সম্বন্ধে! আশ্রয় পেলে আমি কখনো তা গ্রহণে দ্বিধা করি না!

গিরিজা একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—আপনি কিন্তু মিথ্যা চেষ্টা করচেন! যে-মন একেবারে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, স্নেহ-সুধায় সে-মনকে আবার বাঁচিয়ে তোলা সম্ভব?

হাসিয়া মায়া কহিল,—তার একটু অবসর দিন…অর্থাৎ এই স্নেহ-সুধা-বিতরণের! আগে থেকেই হাল ছেড়ে দিচ্ছেন কেন? খুব দুরারোগ্য রোগেও রোগীকে মানুষ ডাক্তারের হাতে কিছুকালের জন্য ছেড়ে দেয়—**fair chance**…নয় কি?

শ্যামল কহিল,—আমায় আপনি খুব বাধ্য রোগী বলে জানবেন।

মন আমার দুশ্চিন্তায়-আতঙ্কে এমন ভারী যে প্রায় পক্ষাঘাতগ্রস্ত হবার জো !···ভালো কথা, রায় বাহাদুরের সে দশ হাজার টাকা ফেরত দিতে গেছলুম···তিনি নিলেন না !

মায়া কহিল,—নিলেন না ?

শ্যামল কহিল—না। আপনার এবং বন্ধুবরের আগ্রহেই এ ব্রত-পালনে এগিয়ে ছিলুম,—মন খুব প্রসন্ন ছিল না, তা অকপটে স্বীকার করচি। কিন্তু এ টাকা নিতে তাঁর অসম্মতি আমায় সত্যই বিচলিত করেচে। গিরিজাকে সারা রাত কাল অনেক কথা বলেচি—বিচলিত মনে বহু প্রলাপ-বাক্য !···

গিরিজা কহিল,—প্রলাপ-বাক্য !

শ্যামল কহিল—যখন আলাপের কোনো একটা শৃঙ্খলিত ধারা থাকে না, বিবিধ ভঙ্গীতে রঞ্জিত হয়ে ওঠে, তখনি সে বাক্যকে প্রলাপ-বাক্য বলা চলে !

গিরিজা কহিল,—কখনো না। প্রলাপ-বাক্যে আন্তরিকতার স্পর্শলেশ থাকে না !···

শ্যামল কহিল—আমার বচনের সবটুকুই, কিন্তু অন্তর থেকে জেগে উঠেছিল !···

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে মায়া দুজনের পানে চাহিয়া ছিল ; গিরিজা কহিল, —আপনি হেঁয়ালি শুনচেন ? কিন্তু তা নয়। শ্যামল রায় বাহাদুরের মহত্ত্বে খুব অভিভূত হয়েচে···

শ্যামল কহিল—তাই। জগতে অর্থের মায়া কেউ ছাড়তে পারে, এ ধারণা আমার ছিল না। বিশেষ ঐ রায় বাহাদুরের মত

ব্যক্তি!…তাঁকে এ অর্থের মায়া ত্যাগ করতে দেখে কাল আমার সত্যই মনে হয়েচে, আজীবন এই অর্থের পিপাসা বুকে বয়ে ছুটেচি…মানুষ কেউ আছে কি না, তা দেখিনি। এখন দেখচি, ভালো করিনি। তাই ভাবচি, অপরের দুর্ব্বলতার সুযোগ অবলম্বন করে নিজের তবিল-পূর্ত্তি করায় গৌরব নেই। তাতে কেমন কুণ্ঠা বোধ করচি! সেজন্য ভেবেচি, এই দুনিয়ায় বিরাট কর্ম্মসমুদ্রে গা ভাসিয়ে দেখবো, নিজের শক্তিতে কোনো কূল পাই কি না। মায়া-দয়া করুণা-মমতা ভিক্ষা করে তার উপর নির্ভর নয়! ভিক্ষায়াং নৈচ নৈব চ।

মায়ার বিস্ময়ের সীমা নাই! সে কহিল—কি করতে চান্, শুনি?

শ্যামল কহিল—কাগজে দেখছিলুম, সুন্দরবন অঞ্চলে কে জমি বিলি করচে…চাষের জন্য! সেই জমিতে কাজ করবো। বিলাসিতা বাদ দিলে মানুষের কতই বা খরচ পড়ে!…এই প্রচণ্ড বিরোধের মধ্যে কলরবের মধ্যে জীবনের সাড়া পাবো, তা কি কখনো ভেবেছিলুম?

গিরিজা কহিল,—এ বিষয়ে আমার উৎসাহও অল্প নয়, মায়া দেবী। দুই বন্ধুতে বাঁকা পথ ছেড়ে ঐ পথ অবলম্বন করবো, স্থির করেচি। প্রায়শ্চিত্ত। মানুষের জীবন হেলার বস্তু নয়। আপনাদের স্নেহের বাণী মন্ত্রের মত আমাদের প্রাণে জাগবে।

মায়া কহিল—বাঙ্‌লার মাঠে চাষ ছাড়া আর কোনো কাজ কি মিলবে না?

গিরিজা কহিল—না। সব কাজের আগে এ কাজ। অন্ন…অন্ন-সমস্যাই আমাদের প্রধান সমস্যা। আগে সে সমস্যার সমাধান হোক!…শরীর সুস্থ-সবল হোক, তারপর মনের চর্চ্চা!

মায়া কহিল—আর শৈল ?···রায় বাহাদুর মত করেচেন, শুনেচেন তো ?

শ্যামল কহিল,—কাল তিনি আমার সঙ্গে এসেছিলেন ; এসে বন্ধুবরকে সাদর আলাপে আপ্যায়িত এবং আশ্বস্ত করে গেছেন।

মায়া কহিল—সে ব্যাপারের কি হবে ?

গিরিজা কহিল—আপনারা ক্ষমা করবেন। মিসেস্ চ্যাটার্জ্জীকে চিঠি লিখে আমি ক্ষমা চেয়েছি। লিখেচি, তাঁর কন্যার পাণি-গ্রহণের যোগ্যতা যদি লাভ করতে পারি, ফিরবো। দেহে-মনে যে কালি মেখেচি, সে কালি না ধুয়ে তাঁর কন্যার সাম্‌নে দাঁড়াতে পারবো না।···

মায়া কহিল—আপনারা এ কি হলেন! জীবনটা ঠিক উপন্যাস নয় কিন্তু। দেহে-মনে কালির কথা কি বল্‌চেন ? মুখে ও-সব আড়ম্বর না দেখিয়ে কাজে করুন! কাজেই কালি মুছবে।

গিরিজা কহিল,—তাই তো কাজ করতে চলেছি।

মায়া কহিল—কাজ করতে হলে ঘর-দোর, স্ত্রী, বন্ধু-বান্ধব সব ভাসিয়ে দিতে হবে ? এ তো নাগা সন্ন্যাসী হয়ে যাচ্ছেন না!

গিরিজা কহিল—জানেন না তো···

মায়া কহিল—জানি। অনেক কথাই জানি, গিরিজা বাবু। আপনার মুখে শোনার আগেই সে কাহিনী আমি জেনেচি! জেনে··· এই অবধি বলিয়া মায়া স্তব্ধ হইল।

গিরিজা বিস্মিত দৃষ্টিতে মায়ার পানে চাহিল। মায়া কহিল,—নিন্, এখন তর্কাতর্কি থাক্। নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে এসেচেন যখন, তখন host-

এর মানটুকু রেখে মুখ-হাত ধুয়ে বিশ্রাম করুন। আমি অতিথি-সেবায় পুণ্য-সঞ্চয়ের ব্যবস্থা করি।

গিরিজা কহিল,—বেশ। কিন্তু এক ঘণ্টার জন্য ছুটী চাইছি···একটু কাজ আছে, সেরে আসি।

মায়া স্থির দৃষ্টিতে গিরিজার পানে চাহিল, তারপর কহিল,—আচ্ছা। আমি ঘড়ি দেখে রাখচি। ঠিক এক ঘণ্টা···মনে থাকে যেন! জীবন-গ্রন্থে নূতন পৃষ্ঠা খুলচেন বলেচেন···সত্য-পৃষ্ঠা···কথার নড়-চড় হলে চলবে না!

গিরিজা ঘড়ির পানে চাহিয়া কহিল—হবে না। আটটা বেজে বত্রিশ মিনিট···ন'টা বত্রিশের মধ্যে ফিরে আসবো।

মায়া কহিল—জলটল খেয়ে গেলে হতো না?

গিরিজা কহিল—না। উঠতে-বসতে এমন অভ্যর্থনা চললে আপনার এখানে তিনদিন আতিথ্য-গ্রহণের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েচি, তাতে বিঘ্নের আশঙ্কা করি।

মায়া কহিল—আচ্ছা, আমার কথা প্রত্যাহার করলুম।

গিরিজা কহিল—এসো শ্যামল, বোথাম কোম্পানির সঙ্গে জঙ্গলের কথা পাকা করে আসি···

শ্যামল ও গিরিজা বাহির হইয়া গেল। তারা চলিয়া গেলে মায়া একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িল। শূন্য মন উর্দ্ধে অসীম আকাশে ভাসিয়া চলিল।···

ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, একটি বাবু এসেচেন।

মায়া চমকিয়া উঠিল, কহিল—কে বাবু?···

ভৃত্য কার্ড দিল। দেখিয়া মায়া কহিল,—বসতে বলো। যাচ্ছি।...

ভৃত্য নামিয়া গেল। মায়া উঠিয়া আলমারি খুলিল, এবং ড্রয়ার হইতে এক কেতা নোট লইয়া ধীরে ধীরে নীচে বসিবার ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল।

আগন্তুক চেয়ারে বসিয়াছিল; মায়াকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইল, কহিল—নমস্কার!

মায়া মৃদু হাসিয়া কহিল—বসুন।...আপনার বাকী দেড় হাজার টাকা এনেচি। একখানা রসিদ লিখে ফেলুন। ফাউন্‌টেন পেন আছে?

আগন্তুক কহিল,—আছে। কিন্তু আমি টাকার জন্য আসিনি।

মায়া কহিল,—টাকা মজুত্। আজ দেবার কথা ছিল।

আগন্তুক কহিল,—আমায় মাপ করুন। পরের জন্য আপনি যদি এত টাকা দিতে পারেন, আমি কিছু ছেড়ে দিতে পারি না? ...অনেক পয়সা অনেক রকমেই তো জলে দিয়েচি। টাকা আপনি রেখে দিন। আমি টাকার জন্য আসিনি।...

মায়া কহিল—বলুন, আপনার কি কাজ?

আগন্তুক কহিল—আমি এসেছিলুম...

এইটুকু বলিয়া সে থামিল, কাশিয়া গলা সাফ্ করিয়া কহিল—আপনাদের কি ক্লাব আছে—সে ক্লাব থেকে আপনারা ফিল্ম তোলার ব্যবস্থা করেচেন!...আমি সেই ক্লাবের সভ্য হতে চাই। আমার ফিল্মের দিকে একটু অনুরাগ আছে।

মায়া একটু বিস্ময়-ভরা দৃষ্টিতে আগন্তুককে নিরীক্ষণ করিল,

করিয়া কহিল,—একটা ব্যবস্থা হচ্ছিল বটে। কিন্তু আমার অসুখ হলো; তারপর অসুখ সারার সঙ্গে সঙ্গে উৎসাহ কমে গেল। তাই সে কাজ বন্ধ আছে।

আগন্তুক কহিল,—কিন্তু এ কাজটা বন্ধ রাখা কি ঠিক হবে? আপনাদের মত শিক্ষিতা মহিলা আর ভদ্রলোকেরা মিলে যা করবেন···

বাধা দিয়া মায়া কহিল,—ও-সম্বন্ধে যখন পাকা কথা দিতে পারচি না, তখন তার আলোচনা করে লাভ নেই। আপনি যামিনীবাবু কিম্বা বীরেনবাবুর সঙ্গে বরং দেখা করবেন···

আগন্তুক কহিল,—কে বীরেন বাবু? ওই শশিকলা দেবীর দলে মিশে যিনি রিহার্শাল নিয়ে ব্যস্ত?

মায়া কহিল,—হ্যাঁ।

আগন্তুক কহিল,—ওঁদের সঙ্গে আপনার কোন যোগ নেই যে?

মায়া কহিল—এমনি। আমার আর ও-সব ভালো লাগে না। দেশে অনেক কাজ করবার আছে। এ সময় আমোদ-প্রমোদ নিয়ে পড়ে থাকা ঠিক হবে না।

হাসিয়া আগন্তুক কহিল,—কিন্তু মনের চর্চ্চা বলেও তো একটা জিনিষ আছে। এই যে খদ্দরের প্রতি ভীষণ প্রীতি চলেছে! আমার মনে হয়, শুধু খদ্দর নিয়েই থাকবো? ললিত-কলার চর্চ্চা··· ধরুন, কাব্য বা চিত্র রচনা, কিম্বা সূক্ষ্ম মশলিন তৈরী করার চেষ্টা, fine arts···এগুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখবো না?

মায়া কহিল,—আমি সামান্য স্ত্রীলোক। এ-সব বড় কথা বুঝি না

—কারণ এদিকে কখনো চিন্তা করিনি। তবে মনে হয়, দেশের গরীব-দুঃখীকে নিয়েই সব কাজ করা উচিত, তাদের সঙ্গে যোগ রেখে। তাদের প্রতি ঔদাস্য আর উপেক্ষা—জাতীয়তা গড়বার পক্ষে মস্ত বাধা! ও-সব কথা থাক। আমায় কিন্তু আপনি বিপদে ফেললেন! টাকা আপনাকে নিতেই হবে। নিয়ে যা-খুশী করুন। এ টাকা আপনার, আমি ফিরিয়ে রাখতে পারবো না।…

আগন্তুক কহিল,—কেন পারবেন না? আপনি তো আমার কাছে দায়ী নন্। আমি না বুঝে পীড়ন করে আপনার কাছ থেকে কিছু নিয়ে গেছি—নিয়ে অন্যায় করেচি। এখন চেতনা হয়েচে, কাজেই নিতে পারবো না।

মায়া কহিল—কিন্তু আমি প্রতিশ্রুতি দিয়েচি…আমার কথা রক্ষা করবো তো!

আগন্তুক বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে মায়ার পানে চাহিয়া রহিল। সদ্যস্নাতা মায়ার ঐ দীপ্তোজ্জ্বল মূর্ত্তি…কাব্যে বর্ণিতা যেন সেই প্রতিমা! চমৎকার! তার মুখে কথা ফুটিল না। সে শুধু ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, টাকা সে লইবে না।

মায়া সে দৃষ্টি লক্ষ্য করিল; দৃষ্টির অর্থ না বুঝিল, এমন নয়! কহিল—আপনি ঘরে না হয় না তুলবেন—কোনো সৎ-কর্ম্মে দান করুন্ গে।

আগন্তুক কহিল—আপনার টাকা আমি দান করি কি-হিসাবে?

মায়া কহিল,—আমার টাকা এ নয়। এ টাকায় আমি ঋণ শোধ করতে এসেচি।

আগন্তুক কহিল—ঋণ আপনার নয়।

মায়া কহিল—আমার বন্ধুর।

—বন্ধু? আগন্তুক কহিল—বন্ধু?

ছোট কথা! মায়ার শিরায় শিরায় বিদ্যুৎ ছুটিয়া গেল। সে কহিল,—তাই।...

ঘড়িতে ঢং-ঢং করিয়া নটা বাজিল। মায়া কহিল,—বেশ, আপনি কোনো সদনুষ্ঠানের নাম করুন,—এ টাকা সেখানে পাঠাই।

আগন্তুক কহিল—আপনি নাম করুন।

মায়া কহিল—আপনি বিপদে ফেললেন, দেখচি! যাক্, একটু জলটল খান্ আগে...তার পর ভাবা যাবে।...এসেচেন এতদূর। আপনি ভাবুন, আমিও ভাবি,—ভেবে এখনি যা হয় একটা স্থির করে ফেলি!

কথাটা বলিয়া মায়া উঠিল—দ্বারের কাছ অবধি আসিয়া ফিরিল। আগন্তুক তখন চোখে সেই মুগ্ধ দৃষ্টি লইয়া তারি পানে চাহিয়া ছিল; সে দৃষ্টির সহিত মায়ার দৃষ্টি মিলিতে মায়ার গা ছম্‌ছম্ করিয়া উঠিল! মায়া শুধু কহিল,—বসুন, আমি না ফেরা পর্য্যন্ত...বুঝলেন!...

বলিয়া আগন্তুকের উত্তরের প্রতীক্ষা মাত্র না করিয়া মায়া কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

আগন্তুক তেমনি দ্বারের দিকে চাহিয়া...কাব্যে পড়া নায়িকার দল তার চোখের সামনে উদয় হইয়া কোন্ ছায়ালোকে অদৃশ্য হইতেছিল!

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

অগ্নিশুদ্ধি

দশ মিনিট পরে মায়া ফিরিল—সঙ্গে ভৃত্যের হাতে কাঠের ট্রে। ট্রের উপর চায়ের কাপ, প্লেট, চা-দানী এবং পিরিচে মিষ্টান্ন ও কাটা ফল।

আগন্তুক কহিল,—আপনি পীড়ন করচেন…

হাসিয়া মায়া কহিল,—মেয়েদের এ পীড়নটুক করবার অধিকার চলিত আছে সর্ব্বদেশে এবং সর্ব্বকালে…

আগন্তুক কহিল,—আপনার কথা ঠেলতে পারবো না। কাজেই…

কথাটা মায়ার খুব ভালো লাগিল না; তবু তার প্রতি লক্ষ্য-মাত্র না করিয়া সে কহিল,—তাহলে বিনা-বাক্যে এগুলির সদ্ব্যবহার করুন।

আগন্তুক চা-দানি হইতে পেয়ালায় চা ঢালিয়া মুখে তুলিবে, এমন সময় গিরিজা আসিয়া সেই ঘরে প্রবেশ করিল, কহিল,—কথা রেখেচি। শ্যামলকে মোক্ষা…

এটুকু বলিবামাত্র আগন্তুকের দিকে তার দৃষ্টি পড়িল; দৃষ্টি পড়িবামাত্র আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। সে সবিস্ময়ে কহিল,—মোক্ষদা বাবু…!

আগন্তুকের নাম মোক্ষদা। মোক্ষদাচরণ কহিল,—আসুন কুমার বাহাদুর…

মায়া কহিল—উনি কুমার বাহাদুর নন্। ও-নামে সম্বোধন করবেন না ওঁকে !

মৃদু হাস্যে মোক্ষদা কহিল;—ঐ-নামেই উনি আমার কাছে পরিচিত কি-না…সেই দম্‌দম্ মোটর ওয়ার্কস…

মায়া কহিল,—হুঁ !…বলিয়া নিঃশব্দে সে চলিয়া গেল।

গিরিজা কহিল,—এখান অবধি এসেচেন সন্ধান নিয়ে! তা ভালোই করেচেন। একটা কথা শুনুন, যদি সময় দেন, আপনার টাকা সব পাবেন। আর তা যদি না করেন, কাছারির দিকে অগ্রসর হন্, তাহলে আমি সব কবুল করবো—কষ্ট দেবো না আপনাকে। সাজা হবে…জেল। কিন্তু আপনার তাতে লাভ নেই —কারণ পাই-পয়সা আদায়ের কোনো সম্ভাবনা থাকবে না।

মোক্ষদা কহিল—সে মহত্ত্ব নাই দেখালেন! এই মায়া দেবীর সঙ্গে দৈবাৎ আমার দেখা হয়েছিল আপনার বারাকপুরের প্রাসাদে। আমি পুলিশ নিয়ে গিয়েছিলুম ; উনিও গিয়েছিলেন আপনার সন্ধানে —আমার কাছে সব কথা শুনে কথা দেন, যদি মামলা তুলে নি, আমার প্রাপ্য তিন হাজার টাকা উনিই দেবেন। কতক টাকা পেয়েচি, বাকী টাকা আজ দিচ্ছিলেন।

গিরিজা কহিল—আমি করযোড়ে মিনতি জানাচ্ছি, ওঁর কাছ থেকে টাকা নেবেন না। নেবার আপনার কোনো অধিকার নেই। তার চেয়ে আমায় জেলে দিন, আমার দুর্বৃত্ততার সাজা হোক…

তার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বে মায়া আসিয়া ঘরে ঢুকিল এবং নোটের তাড়া মোক্ষদার সামনে টেবিলের উপর রাখিয়া কহিল,—

টাকা আপনাকে নিতেই হবে মোক্ষদা বাবু! একটু পূর্ব্বে ত্যাগের মহত্ত্বে আমায় সত্যই বিস্মিত করে তুলেছিলেন—কিন্তু গিরিজা বাবুকে ঐ টিট্‌কিরী—তা থেকে বুঝচি, আপনার মহত্ত্বের নীচে মস্ত কোনো অভিসন্ধি আছে!

চায়ের পেয়ালা নামাইয়া অপ্রতিভভাবে মোক্ষদা কহিল,—না, না মায়া দেবী, আমার মনে কোনো অভিসন্ধি নেই! আমি আপনাদের বন্ধুত্ব কামনা করি।

তাচ্ছল্যের ভঙ্গীতে মায়া কহিল—ঐ রকম ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে সেই কামনা প্রকাশ করছিলেন!

মোক্ষদা উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—আমি ক্ষমা চাইছি,দুজনের কাছে। দয়া করে ক্ষমা করুন…টাকার কথা বলে আমায় আর মর্ম্মান্তিক বেদনা দেবেন না! আমি যথার্থ আপনার মহত্ত্বে বিচলিত হয়েচি। গন্ধানে জেনেচি তো, গিরিজাবাবু আপনার সম্পূর্ণ নিঃসম্পর্কীয় হওয়া সত্ত্বেও…

মায়া ফোঁশ্ করিয়া উঠিল—কে বললে এত বড় মিথ্যা কথা, যে গিরিজাবাবু আমার নিঃসম্পর্কীয়? ওঁর মত বন্ধু আমার আর কেউ নেই…

উপন্যাসে নাটকে পড়া যায়—সুগভীর স্তব্ধতা, সূচী-পতনের শব্দ শুনা যায়, বা আকস্মিক বজ্রপাতে বিস্ময়ের চূড়ান্ত, এমনি উপমা! মায়ার কথায় ব্যাপার তাই ঘটিল!…

স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া মোক্ষদা কহিল,—আমায় ক্ষমা করবেন। না জেনে আমি অপরাধ করেচি। নিঃসম্পর্কীয় মানে আমি বুঝেছিলুম, কোনোরকম রক্ত-সম্পর্ক নেই…

মায়া কহিল,—সেই সম্পর্কটাই একমাত্র সম্পর্ক নয়, মোক্ষদা বাবু। সে সম্পর্ক হয় ভাইয়ে-ভাইয়ে, কিম্বা ভাইয়ে-বোনে! রক্ত-সম্পর্ক অনেক জায়গায় দেখি, একটা বিরোধে গিয়ে দাঁড়ায়। দুঃখের কথা, সন্দেহ নেই! যাক্, আপনি স্থির করলেন কোনো সদনুষ্ঠানের কথা? না করে থাকেন, দয়া করে টাকাটা নিয়ে যান, এর পর কোথাও পাঠিয়ে দেবেন। আপনার মহত্ত্ব খুব। সেজন্য আমার ধন্যবাদ নিন। এ কথা আমার মনে সোনার অক্ষরে চিরদিন লেখা থাকবে!

মোক্ষদা খুশী হইল, কহিল,—অত বেশী বলার প্রয়োজন নেই। আমি মহৎ নই···তবে এটুকু···আপনার দৃষ্টান্তেই এ শিক্ষা হয়েচে!··· তারপর গিরিজার পানে চাহিয়া কহিল—গিরিজাবাবু, আমি বন্ধু··· পুরোনো কথা আমি ভুলবো, বলচি। আপনিও মনে রাখবেন না··· কি বলেন, আপনারি বন্ধুত্ব কামনা করতে পারি?···

গিরিজা নির্ব্বাকভাবে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিল···মায়া চাহিল গিরিজার পানে। তার যে-দৃষ্টিতে এইমাত্র আগুন জ্বলিয়াছিল, সে-দৃষ্টিতে এখন যেন চাঁদের স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না-ধারা! মোক্ষদা তা লক্ষ্য করিল···তার বুকের কোণে যেন কাঁটা ফুটিল! নিজেকে দ্রুত সম্বরণ করিয়া লইয়া মোক্ষদা কহিল,—আজ তাহলে আসি।··· নমস্কার মায়া দেবী, নমস্কার গিরিজা বাবু···

মোক্ষদা উঠিল। মায়া কহিল—টাকাটা···?

হাত জোড় করিয়া মোক্ষদা কহিল,—আর কটা দিন নয় গচ্ছিত রাখুন! আপনার আদেশ শিরোধার্য্য করচি। ও টাকা আমারি

প্রস্তাবিত সদনুষ্ঠানে দেবেন। আপনাকে ও বিষয়ে চিন্তা করতে হবে না। স্থির করে জানাবো। এত দিন যদি টাকা রাখতে পেরে থাকেন, আর দুটো দিন না হয় সে কষ্ট করলেন! এ উপকার ভুলবো না!...

মায়া কহিল,—বেশ। কিন্তু যত-শীঘ্র পারেন, আমায় দায়-মুক্ত করবেন।...

—আচ্ছা। বলিয়া মোক্ষদা বিদায় গ্রহণ করিল। সে চলিয়া গেলে মায়া গিরিজার পানে চাহিল; গিরিজা তেমনি স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া!

মায়া কহিল,—আপনি যে ধ্যানস্থ হয়ে রইলেন...! কথাটা বলিয়া মায়া হাসিল।

গিরিজা মায়ার পানে চাহিল। তার চেতনা ফিরিল। নিশ্বাস ফেলিয়া সে কহিল,—এর মানে কি মায়া দেবী?

মায়া কহিল,—মাপ করবেন। আপনাকে জানাবো না, স্থির করেছিলুম। কিন্তু এমনি ঘটনা-চক্র...যাক্! উপরে আসুন...

গিরিজা কহিল,—না। আর এক পা অগ্রসর হবার উপায় আমার নেই। নিজের হীনতা ভুলছিলুম, কিন্তু তা এমন বিরাট মূর্ত্তিতে আবার জেগে উঠলো যে আপনার সান্নিধ্যও আমি সইতে পারচি না!

মায়া কহিল—আপনাদের সঙ্গে পারা ভার। ক্ষণে ক্ষণে কি যে ভাবোচ্ছ্বাসে মত্ত হন্...

গিরিজা কহিল,—এ ব্যাপারে ইতর পশুর প্রাণও যে ভাবোচ্ছ্বাসে উদ্বেল হয়!...আপনি বড় অন্যায় করেচেন...

কষ্টে একটা নিশ্বাস চাপিয়া বেশ শান্ত স্বরেই মায়া কহিল,—অন্যায় ?…হয়তো তাই। কিন্তু আমি সন্ধান নিতে যাইনি…বিশ্বাস করুন। আপনার সঙ্গে দেখা করবার জন্য বারাকপুরে গিয়েছিলুম। আপনি ছিলেন না। সেখানে ওঁর সঙ্গে দেখা। ওঁকে তার আগে জানতুম না। ওঁর সে কি তীব্র গর্জ্জন! ওঁর কাছে অভিযোগ শুনে আমি ওঁকে থামাই…এবং কিছু টাকা দি…হাতে যা ছিল। বাকীর জন্য আজ…মায়া মুখ নত করিল।

গিরিজা কহিল,—কত টাকা ওকে দিয়েচেন ?

মায়া কহিল,—নাই শুনলেন! টাকা তো এমনি পড়েছিল,… আমার দরকার সম্প্রতি ছিল না। আপনার একটু কাজ হয়ে গেল।

গিরিজা কহিল,—আপনি আমায় বিহ্বল করেচেন!…টাকা এমনিই পড়ে থাকে, মায়া দেবী…সব সময়ে তার বেরিয়ে পড়ার জন্য চাঞ্চল্য ঘটে না।…তা বলে এমনভাবে…

মায়া কহিল,—ও কথা থাক্। আমি যদি এতে আনন্দ পাই…

বাধা দিয়া গিরিজা কহিল,—লোক ঠকিয়ে টাকা নিয়েচি, আর সে-ঋণ আপনি ঘরের টাকায় শোধ করবেন!…

মায়ার বুক উথলিয়া উঠিয়াছিল। মায়া কহিল,—আমার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই বলেই আপনি এত চঞ্চল হচ্ছেন, না ?

গিরিজা কহিল,—সম্পর্ক! সম্পর্কের কথা তুলচেন!…আমার নিজের বোন্ নেই…কিন্তু রোগে-দুঃখে-দুর্দ্দিনে এমনি করুণাময়ী এক ভগ্নীর মূর্ত্তি আমার বুকে জেগে সাড়া দেছে…চিরদিন! আপনাকে পেয়ে

আমার সেই কল্পনার দেবী, ধ্যানের ভগ্নীকে আমি পাশে পেয়েচি! অপরাধ নেবেন না। আমার প্রাণ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেচে···

বলিতে বলিতে আবেগ-ভরে গিরিজা একেবারে মায়ার দুই হাত চাপিয়া ধরিল, ধরিয়া কহিল,—মায়া দেবী, দিদি, বোনটি আমার···এই স্নেহই আমার পশুত্বের খোলশ্ টেনে ফেলে দিয়েচে···মানুষ হবার জন্য আমায় উন্মাদ, আকুল করে তুলেচে···

মায়া কহিল,—বেশ···তাই যদি···আমায় নিজের বোন্ বলেই স্বীকার করেন যদি তো বোনের একটা কথা রাখুন,···রেখে আপনার ঐ স্নেহ আর বিশ্বাসের পরিচয় দিন!

মায়ার হাত ছাড়িয়া গিরিজা কহিল,—আপনাকে অদেয় আমার কিছু নেই। জগতে সকলের কাছ থেকে নিয়েই এসেচি···কাকেও কখনো কিছু দিই নি। আমার কাছ থেকে আপনি কিছু চাইছেন? এতে আমি কি গৌরব যে বোধ করচি···

আনন্দের তীব্রতায় মায়ার মুখ রাঙা হইয়া উঠিল। মায়া কহিল,—বেশ, দিন তবে, যা চাই···

গিরিজা কহিল,—কি, বলুন?

মায়া কহিল,—চাই অনেক···অনেক চাই। প্রথম, আমার অনুমতি ছাড়া কোথাও আপনার যাওয়া হবে না। দ্বিতীয়, আমায় 'আপনি' বলতে পাবেন না আর···

গিরিজার মুখ হাস্য-বিভায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। গিরিজা কহিল,—এই···অনেক চাওয়া?···বেশ। তাই হবে, তাই হবে, মায়া···

একটা প্রচণ্ড নিশ্বাস···মায়া কিছুতে সে নিশ্বাস রোধ করিতে পারিল না; কহিল,—এতেই যে আমার সব পাওয়া হবে, গিরিজা বাবু···

পাশের বাড়ীতে কে গাহিতেছিল—

আজি নব প্রাতে জাগিল প্রাণ,
বিহগ গাহিল নব ছন্দে !···

গিরিজা কহিল,—শুনচো মায়া ?···আমার মনের কথা ওরা কি করে জানলে, বলো তো ?

মায়া কহিল,—ভাগ্য যখন প্রসন্ন হয়, আকাশে-বাতাসে তখন সে প্রসন্নতার সুর ভাসে। জীবনে আমি বরাবর দেখে আসচি···

গিরিজা কহিল,—আর একটি কথা আছে। আমি বড় ভাই, বড় ভাইয়ের সে কথা তোমায় পালন করতে হবে···আদেশের মত! পারবে ?···

মায়া ভয়ে-ভয়ে গিরিজার পানে চাহিল। গিরিজা কহিল,—যত-গুলি টাকা ওঁকে দিয়েচো···সে ঋণ রইলো। যদি কখনো সুদিন পাই এ ঋণ-পরিশোধের, আমায় তার সুযোগ দিয়ো।···তোমার স্নেহের ঋণ যদিও শোধ দেবার নয়···

মায়া কহিল,—তাই যদি···তবে এ ঋণটা এ-জন্মের মত থাক্‌ই না! যদি পর-জন্ম বলে কিছু থাকে, তাহলে ঋণ শোধ করার জন্য আবার দেখা হবে, আবার আমার সামনে এসে দাঁড়াবেন!···

গিরিজা কথাটা বুঝিল না, মায়ার পানে চাহিয়া রহিল। মায়া তাড়াতাড়ি কহিল—যাক্, এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি কথার স্রোতই

না বহাচ্ছি···যেন বাঙলা থিয়েটারের মামুলি অভিনয়! আমার হাসি পাচ্ছে। আসুন, উপরে আসুন।···আপনার বন্ধু কোথায় গেলেন?

গিরিজা কহিল,—খুচরো দুটো ঋণ শোধ করতে! তুমি জানো না, মায়া—এই শ্যামল···কি ধাতুতে ওর মন গড়া···

মায়া কহিল,—আমায় অতটা নির্ব্বোধ ঠাওরাচ্ছেন কেন? আমি পাকা জহুরী···কোন্ মানুষের মনে সোনা, আর কার মনে পিতল, তা আমি খুব বুঝি!···না বুঝলে আজ আমায় ভগ্নী বলে কি গ্রহণ করতে পারতেন? ··

সন্ধ্যার পূর্ব্বে সারদাসুন্দরী আসিয়া মায়াকে ডাকিলেন—মা গো···

মায়া কহিল,—আপনি?

সারদাসুন্দরী কহিলেন,—হ্যাঁ। গিরিজা কোথায়?

মায়া কহিল,—কি কাজে বেরিয়েচেন···

—শ্যামল?

—দুজনে একসঙ্গে গেছে।

সারদাসুন্দরী কহিলেন,—এই ছাখো মা, গিরিজা কি চিঠি লিখেচে আমায়···

সারদাসুন্দরী খামে-মোড়া একটা চিঠি মায়ার হাতে দিলেন। মায়া চিঠি লইয়া পড়িল। গিরিজা লিখিয়াছে,—

শ্রীচরণেষু

মা

আপনাদের স্নেহ আমার জীবনে পাথেয়। সে স্নেহে যেন কখনো বঞ্চিত না হই।

আমায় যে-গৌরবে গৌরবান্বিত করিতে চাহিয়াছেন, আমি সে-গৌরবের যোগ্য নহি। যদি কোনো দিন আপনার এ স্নেহ-গৌরব লাভের যোগ্য হই, তাহা হইলে শ্রীচরণে ফিরিয়া আসিব। নচেৎ জানিবেন, বহ্নি-দাহের মত আপনাদের জীবনে জ্বালা দিয়াই গেলাম! প্রাণ দিলেও যদি এ দাহের জ্বালা ঘুচাইতে পারিতাম, ঘুচাইতাম। আমায় ক্ষমা করিবেন। মায়াকে কথা দিয়াছি, তাঁর গৃহে দুদিন আমরা দুই বন্ধুতে গিয়া বাস করিব। সে কথা রাখিতে হইবে। তারপর ভব-সমুদ্রে গা ভাসাইব।

একটা কথা বিশ্বাস করিবেন,—আপনার শ্রীচরণে আমার লক্ষ্য থাকিবে চিরদিন। যে-গৌরবে অধিকার নাই, সে-গৌরবের কামনা বুকে ধরিবার সাহস নাই। কর্ম্ম-শৃঙ্খলে এমন আবদ্ধ যে, তার বেদনা আপনাদের স্নেহাশ্রয়েও বড় বেশী বাজিবে! সেইজন্যই দূরে যাইতেছি। যাইবার পূর্ব্বে শ্রীচরণ-দর্শনের বাসনা আছে। জানি না, সে বাসনা মিটিবে কি না।

সেবক
শ্রীগিরিজা

মায়া কহিল,—চিঠি দেখলুম...

সারদাসুন্দরী কহিলেন;—শৈল জানে না। উনি মত করেচেন ; কিন্তু গিরিজা আবার এ-সব কি লিখেচে!

মায়া কহিল,—মানুষ হবার আগ্রহ খুব হয়েচে, এবং অতীতের গ্লানি ভুলতে পারচেন না।

সারদাসুন্দরী কহিলেন,—দেনা? আমি তা চুকিয়ে দিতে রাজী

আছি !···যাকে ফেরানো যায়, ফেরবার আশা যার থাকে, তাকে কেন ফেরাবো না? বিশেষ সে যদি প্রাণে অনেকখানি স্নেহ জাগিয়ে তোলে···

মায়া কহিল,—আপনি এক কাজ করুন···একখানা চিঠি লিখে ওঁদের নিমন্ত্রণ করুন···কালই···আপনার ওখানে।···রায় বাহাদুর যখন মত করেচেন, তখন গোল তো মিটেই গেছে।

সারদাসুন্দরী কহিলেন—তাই হোক্, মা! তোমার বুদ্ধিকে চিরদিন আমি শ্রদ্ধা করি। তুমিই উপায় করো। বলো, কি লিখতে হবে, আমি লিখে দি···

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

নব বসন্ত

নিমন্ত্রণে যাইতে হইল। মায়ার এক কথা—বোনের স্নেহ···তা ঠেলবেন? কাজেই গিরিজার আপত্তি টিঁকিল না।···

রায় বাহাদুরের অভ্যর্থনা গিরিজার প্রাণে বাজের মত বাজিতেছিল। শ্যামল কিন্তু রায় বাহাদুরের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বেশ জমাইয়া তুলিল।···

আহারাদির পর রায় বাহাদুর কথা পাড়িলেন, কহিলেন,—এঁরা বিবাহের জন্য বড় বেশী জিদ করচেন, গিরিজা। আমিও বলি···

গিরিজা কহিল,—আমায় ক্ষমা করবেন। নিজের এ অযোগ্যতা নিয়ে সে আশা আমি করতেও পারি না।

সারদাসুন্দরী কহিলেন—মানুষ নিজের যোগ্যতার বিচার কোনো দিনই করতে পারে না। তার বিচার করে অপরে···

গিরিজা কহিল—কিন্তু যে অযোগ্য, সে তার অযোগ্যতা যেমন বোঝে, এমন অপরে বোঝে না···

সারদাসুন্দরী কহিলেন,—তোমার বাধচে কোথায়, আমি বুঝি। ঐ ঋণ-ভার?

গিরিজা কহিল—শুধু তাই? যে-ভাবে ঋণ জমিয়ে তুলেচি··· তাছাড়া লোকের কাছে যে-পরিচয় আজো দীপ্ত হয়ে রয়েচে···

সারদাসুন্দরী কহিলেন—অদৃষ্টের হের-ফের, বাবা···

গিরিজা কহিল—অদৃষ্ট নয়, মা। জেনে-শুনেই এ আগুন জ্বেলেচি।

সারদাসুন্দরী কহিল,—বিবাহে যৌতুক দিতে হয় তো! সেই যৌতুকে নয় তোমার ঋণ শোধ করো···

গিরিজা কহিল—তাতে আমার ক্ষুদ্রতা আরো বাড়বে।···তার চেয়ে···বেশ, আমায় সময় দিন···এক বছর, দু বছর—আমি কথা দিচ্ছি, নিজের যোগ্যতা জাগিয়ে তুলবো···তখন এসে···

সারদাসুন্দরী কহিলেন,—মেয়ের বিয়ে কি ফেলে রাখে, বাবা? আমাদের বাঙালীর ঘরে?

গিরিজা কহিল—আমি পরিশ্রম করে অর্থোপার্জ্জন করতে চাই···

সারদাসুন্দরী কহিলেন—তার কি দরকার, বাবা? আমাদের যা-কিছু, তা তোমরাই পাবে!···তোমার কোনো দায় থাকবে না।

গিরিজা কহিল—নিজের পুরুষত্ব বিসর্জ্জন দিয়ে আরো অমানুষ হতে আমায় প্রশ্রয় দেবেন না, মা। সৎপথে থেকে কিছু উপার্জ্জন করার ক্ষমতা আমায় পেতে দিন···

রায় বাহাদুর কহিলেন—বেশ, বিয়ে করে বিলেত যাও···ব্যারিষ্টার, কিম্বা···তাহলে মানুষ হবে তো!

গিরিজা কহিল—মানুষ হবার জন্য বিলেত যাবার প্রয়োজন নেই। এই বাঙলার মাটীতে থেকে বাঙলার জল-হাওয়ায় মানুষ হওয়া যায়। আমি এই বাঙলার মানুষ হতে চাই।···বাঙলার মাঠে ফসল ফলিয়ে নিজের পরিশ্রমে-লব্ধ অর্থ-উপার্জ্জনের যোগ্যতা আমি জাগাতে চাইছি···তার অবসর···!